সিরিজ ॥১-৩॥

আলোর পথে

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
দা'য়ীয়ে ইসলাম
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)
খলিফা. মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
পরিচালক. জামি'আতুল ইমাম ওলিউল্লাহ আল-ইসলামিয়া, ফুলাত(ইউ,পি)ইন্ডিয়া.

অনুবাদ
মুফতী যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

সম্পাদনা
হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী (রহ.)
সাবেক পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ই.ফা.বা.ঢাকা-১০০০
ও
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান
প্রিন্সিপাল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা–১২১৬

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : জুন-২০১১ ই.

আলোর পথে (সিরিজ-১-৩) ✡ **প্রকাশক.** আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী ✡ **স্বত্ব.** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ এই বইটি প্রকাশ করতে পারবে ✡ **প্রচ্ছদ.** নাজমুল হায়দার ✡ **কম্পোজ.** যুবায়ের আহমদ ✡ **প্রাপ্তিস্থান.** মাকতাবাতুল কুরআন ১১/১ইসলামী টাওয়ার,বাংলাবাজার, ঢাকা ও মকতাবাতুল ইসলাম ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

মূল্য. ২০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে যারা ইসলামের শীতল হাওয়া পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত ও মাকাম বুলন্দে, বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী (রহ.)–এর খলীফা দা'য়ীয়ে ইসলাম ও খাদেমে দীন হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.–এর রূহের মাগফেরাত কামনায়।

বিনীত

যুবায়ের আহমদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করো।'

-সূরা আলে-ইমরান-১১০

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় আলোর পথে ৩য় সিরিজ প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেতে উদ্দ্যমী হন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

ইতোমধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.) কে। তিনিই আলোর পথে সিরিজ ১-২ এর সম্পাদনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূরে নূরানীত করুন ও তাঁর মাকাম বাড়িয়ে দিন। আমিন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৫-০৫-২০১১ ইং

আলোর পথে-সিরিজ ১-২ এর

সম্পাদকের কথা

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস; নির্মম জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস। নিষ্ঠুর অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাস। ইসলাম গ্রহণের পথে ঈমান আনয়নের পথে অধিকাংশকেই এপথ মাড়াতে হয়েছে। এপথ না পেরিয়ে কেউ তার আকাঙ্ক্ষিত মনযিল জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছতে পারেনি। আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়নি। হযরত আবু বকর রা.কে নির্যাতন সইতে হয়েছে। হযরত উসমান গণি (রা.)-কে নিপীড়ন বরদাশত করতে হয়েছে। হযরত বেলাল (রা.) ও হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.)কে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। সাহাবী আম্মার (রা.)কে নির্মম নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে গিয়ে তাঁর পিতা ইয়াসির ও মা সুমাইয়া (রা.)-কে কাফেরদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করতে হয়েছে। শাহাদত বরণ করতে হয়েছে আরও অনেককে। হযরত খুবাইব ও হযরত যায়দ ইবনে দাছানা (রা.)কে শূলী কাষ্ঠে আরোহণের মাধ্যমে কাফেরদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদতবরণ করতে হয়েছে। এ ইতিহাস যেমন করুণ ও বেদনাদায়ক, তেমনি দীর্ঘ।

তবে এও সত্য যে, এসব নির্যাতন-নিপীড়ন বৃথা যায়নি। হযরত ওমর (রা.)-এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.)-এর প্রহারের ফলে শরীর নিঃসৃত রক্ত আল্লাহর দরবারে কেবল তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধিরই কারণ হয়নি, ওমর-এর মত বীর কেশরীর হেদায়াত লাভেরও মাধ্যম হয়েছিল। হযরত খুবাইব (রা.)-এর শাহাদাত লাভ হযরত সাঈদ ইবনে আমের-এর ইসলাম গ্রহণের উছিলা হয়েছিল। এরূপ অনেকের ইসলামের জন্য নিপীড়ন ভোগ যে আরও অসংখ্য লোকের ঈমান নসিবের কারণ ছিলো তাই বা কে অস্বীকার করবে?

আলোর পথে সিরিজের প্রথম পুস্তিকায় ইসলাম গ্রহণের জন্য এমনই নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা, অবশেষে শাহাদতপ্রাপ্তা এক কিশোরীর বেদনাদায়ক চিত্র পেশ করা হয়েছিল। তাতে এও বিবৃত হয়েছিল যে, তাঁর সেই আত্মদানও বৃথা যায়নি। তাঁর সেই আত্মদানই অবশেষে তাঁর ঘাতক পিতা ও পিতৃব্যসহ গোটা পরিবারের ইসলাম গ্রহণের উসিলায় পরিণত হয়েছিল।

সিরিজের বর্তমান পুস্তকেও ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান কয়েকজন আল্লাহর বান্দার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারে এমন দু'জনের কথাও বিবৃত হয়েছে, যারা ভারতের বুকে অবস্থিত অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ শাহাদতে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এর ধ্বংসে কোদাল হাতে তুলে নিয়েছিল। আল্লাহর ঘর ধ্বংসে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী আমাদের জানা মতে, এ পর্যন্ত ছ'জন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর এ ধরনের হতভাগা ও পাপিষ্ঠ লোকেরাই যদি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে মাহরূম না হন, তাহলে এদের তুলনায় হৃদয়বান লোকদের হেদায়াত লাভের ব্যপারে আমরা নিরাশ হবো কেন?

তাই আজ প্রয়োজন ইসলামের প্রচার-প্রসারে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের পেছনে নিরলস শ্রম ও মেহনত, অব্যাহত প্রয়াস ও প্রয়োজনীয় কুরবানী। আল্লাহর যমিনের কোটি কোটি বান্দা আজ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের মুহতাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে, হেদায়াতের বাণী, দীনের পয়গাম পাওয়া তাদের অধিকার। আর এই বাণী ও পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছানোর যিম্মাদার আমরা। অতঃপর তা গ্রহণ করা না করা তাদের এখতিয়ার। এই দায়িত্ব ও যিম্মাদারী আদায়ে আবহেলার কারণে যদি আল্লাহর একজন বান্দাও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামী হয়, তবে সেজন্য কাল কেয়ামতে আল্লাহর মহা দরবারে আমাদেরকে পাকড়াও হতে হবে। তার সামনে জওয়াবদিহি হতে হবে।

বর্তমান পুস্তিকা সংকলন ও প্রকাশের পেছনে এর সংকলক মুফতী যুবায়ের আহমদ এবং এর প্রকাশক জনাব তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে ইলাহীর উপরোক্ত লক্ষ্যই কাজ করছে। এঁরা উভয়েই আমার পরম স্নেহভাজন। মেহেরবান মালিকের দরবারে একান্ত মুনাজাত, আল্লাহ! তুমি এঁদের শ্রম কবুল করো এবং আমাকেও এদের সাথী হবার তৌফিক দান করো। সেই সাথে এর পাঠককেও এই দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করো। আর সাহায্য ও তৌফিক দানের মালিক একমাত্র তো তুমিই।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
০২-০২-২০১০ ইং

আলোর পথে ৩য় সিরিজের

সম্পাদকের কথা

ইসলাম দীনে হানিফ, পরশ মানিক। এ পরশের ছায়াতলে এসে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়েছেন। এ সব ঈমানদীপ্ত নওমুসলিমদের জীবন কাহিনী পড়লে আমাদের কমজোর ঈমানও তাজা হয়। ইসলামের শুরু থেকে মাঝে মধ্যে বহু অমুসলিম ভাইয়েরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এ ইসলাম গ্রহণের কাহিনীগুলি অনেকে কলমের কালি দিয়ে কিতাবের পৃষ্টায় স্থায়ীরূপ দিয়েছেন। তাই নওমুসলিম ভাইদের পূর্ব ইতিহাস সম্বলিত অনেক বই আমরা বাজারে দেখতে পাই। এ ব্যাপারে অমুসলিম ভাইদের মাঝে যেভাবে কাজ করা দরকার, সে তুলনায় অন্যান্য দেশে কাজ হলেও আমাদের দেশে এ কাজে; বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের অংশ গ্রহণ খুবই সীমিত। বর্তমান শতাব্দিতে ভারত উপমহাদেশে মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব অমুসলিমদের মাঝে বেশ জোরে-শোরে কাজ শুরু করেছেন। তিনি তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করা নওমুসলিম ভাইদের জীবন কাহিনি লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন করেছেন। তাঁরই কয়েকজন যোগ্য বাংলাদেশি শাগরেদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর অন্য আর একজন বাংলাদেশি খলিফা জনাব মাওলানা আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র.) এর যোগ্য রাহবারিতে এদেশের অমুসলিমদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছেন। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের এ সব বাংলাদেশি শাগরেদদের মধ্যে বিশিষ্ট দা'য়ী আলেম মাওলানা যুবায়ের আহমদ সাহেবকে আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি হযরত কালীম সিদ্দিকী সাহেবের মিশনকে এ দেশে চালিয়ে নিচ্ছেন। আশা করি তাঁর সংকলিত 'আলোর পথে' নামক ঈমানদীপ্ত এ বইখানি উম্মতের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মেহনতকে কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালমান
মাদরাসা দারুর রাশাদ মীরপুর ঢাকা
২৬/৫/২০১১

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনীষীদের প্রতি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের বর্তমান বইটি হলো মূলতঃ নওমুসলিম ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার সম্বলিত, যা হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)–এর সুযোগ্য খলিফা দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মেহনতে আল্লাহর তৌফিকে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের আত্মকাহিনীসমূহ। এসব কাহিনী হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)– এর তত্ত্বাবধানে মাসিক 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ২০০৩ ইংরেজি সনে দারুল উলুম দেওবন্দে (ভারত) ভর্তি পরিক্ষা শেষে মনে করলাম, ফলাফল বের হবার আগে আমাদের বুযুর্গদের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে আসি। সেই নিয়তেই প্রথমে নির্বাচন করলাম মুজাফফরনগর জেলার খাতুয়াল্লি থানার ফুলাত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামটি। সেখানে রয়েছে শাহওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)–এর জন্মভূমি। যেই ঘরে শাহ ওলিউল্লাহ রহ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও সেভাবে বিদ্যমান। আরো রয়েছে দেখার মত বহু কিছু।

সেখানে গিয়ে একটি খানকায় অবস্থান করলাম। এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। আমার মনে হচ্ছিল, এমন মানুষ ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। যেমন তাঁর নূরানী চেহারা, তেমনি তাঁর সুন্নতের এত্তেবা। তাঁর অন্তরে ছিল একরাশ বেদনা আর হৃদয়ে তপ্তজ্বালা। এটা তাঁর আলোচনা থেকেই বুঝতে পারছিলাম। পরে জানতে পারলাম, তিনি হলেন একজন বড় দা'য়ী ও শায়খ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও শায়খুল হাদিস যাকারিয়া (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত

মাওলানা কালীম সিদ্দিকী। আরও জানতে পারলাম, তাঁর মাধ্যমে এপর্যন্ত লক্ষাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমার খুবই পছন্দ হলো। এমন একজন শায়খকেই সন্ধান করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করলাম এবং যাওয়া-আসা করতে থাকলাম।

ফুলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'জমিয়াতুল ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ' থেকে 'আরমুগান' নামে উর্দূ ভাষার মাসিক একটি দাওয়াতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের সাক্ষাৎকার প্রচার হয়। পুরুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সুযোগ্য সাহেবযাদা মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী এবং মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাঁরই কন্যা আসমা আমাতুল্লাহ। ২০০৭ সালে এ'তেকাফ করতে ও এসলাহের জন্য হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি 'আরমুগানের' সাক্ষাৎকারগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে দিন। আশা করি মানুষ অনেক উপকৃত হবে। সে সূত্রে আহমদ আওয়াহ ভাই আমাকে ২৫ টি সাক্ষাতকার সংগ্রহ করে দেন। পরবর্তীতে ২০১০ইং মুফতী রওশন কাসেমী সাহেব এই সাক্ষাৎকারগুলি একত্র করে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে' নামে বই আকারে তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব অধমের কাছে একসেট কিতাব পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, এগুলোর অনুবাদ হলে মানুষের মাঝে দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সে সাক্ষাতকারগুলো থেকে একটি সাক্ষাতকার 'আলোর পথে সিরিজ-১' নামে জুলাই ২০০৮ ইং প্রকাশ করা হয় এবং ২০১০ সনে ৪টি সাক্ষাতকার 'আলোর পথে সিরিজ-২' নামে প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো মাস্টার মুহাম্মদ আমের-এর। যিনি নিজ হাতে বাবরী মসজিদ শহীদ করেছিলেন এবং এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতকারটি অনুবাদ করেছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব (রহ.)। আর বাকিগুলো এই অধমের একান্ত প্রয়াস। হুযুর অনুবাদগুলি খুব গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদনা করেছিলেন। আমি তাঁর সম্পাদনা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরানী করুন। আমিন!

পাঠক মহল থেকে বারবার 'আলোর পথে সিরিজ-৩' প্রকাশের তাকিদ

আসছিলো এবং প্রায়ই দেখা যেত অনেকেই সিরিজ-১ পেলেও সিরিজ-২ পাচ্ছেন না। তাই সিরিজ ১-৩ একত্রে পেশ করার জন্য বন্ধুমহল থেকে পরামর্শ এলো, তাই এই বইটিতে আলোর পথে সিরিজ ১-৩ পর্যন্ত একত্রে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে সিরিজ ১ ও ২-এ কিছু সংযোজন-বিয়োজনও করা হয়েছে। মরহুম হযরত মাওলানা ওমর আলী সাহেব (রহ.) বেশ কয়েকটি সাক্ষাতকার অনুবাদ করেছিলেন। তা 'আলোর পথে-৩' এ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর.কে আদেল সাহেবের সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন আমার বন্ধুবর মুফতি জহিরুল ইসলাম সিরাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীনের খেদত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাওলানা ওমর আলী সাহেব (রহ.)–এর ইন্তেকালের পর খুব চিন্তায় ছিলাম যে, 'আলোর পথে-৩' এর সম্পাদনা কার মাধ্যমে করাবো। একদিন পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি হযরত মাওলানা সালমান সাহেব (দা.বা.)– এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তিনি আমাকে সাহস যোগালেন এবং সম্পাদনার জিম্মাদারী নিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘায়ূ দান করে দীনের সুবিশাল খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

এই বইটিতে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের দুই একজনের নাম না বলেই পারছি না। তাঁরা হলেন ভাই তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী, ভাই মুহাম্মদ জামিল আহমদ, আব্দুল্লাহ ও নজরুল ইসলাম খালেদ। আল্লাহ তা'আলা সকলের এখলাস ও সৎ নিয়তকে কবুল করে দীনের দা'য়ী হিসেবে কাজ করার তাওফিক দান করুন।

সেই সাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরয, মানুষ হিসাবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাদের চোখে কোন ভুল ধরা পড়লে জানাবেন, খুশি হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের তাঁর দিকে ডাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, সবুজবাগ, ঢাকা–১২১৪

ভূমিকা

পরম হিতাকাংখি, মানবদরদী, দা'য়ীয়ে ইসলাম

হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী (দা.বা.)

[খলিফায়ে মাজায. মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও আরিফ বিল্লাহ. হযরত মাওলানা আহমদ প্রতাবগড়ী (রহ.)]

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সত্য কালামে স্পষ্ট বর্ণনা করেন–

هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।' -সূরা আস সফ-৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জীবদ্দশায় পবিত্র হিজায ভূমির সীমান্ত পর্যন্ত সম বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম বিজয় লাভ করেছিল। বিশ্বব্যাপী ধর্ম পুরো বিশ্বে বিজয়ী হওয়ারই কথা। আল্লাহর সত্য নবী এই খবরও দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। কেয়ামতের অধিকাংশ আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে। খতমে নবুওয়াতের মধ্যে ইসলামের পয়গামকে পুরো বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জিম্মাদারী আমাদের দেয়া হয়েছে। এই মহান জিম্মাদারী পালনে উদাসীনতার কারণে মানুষ (বিশেষভাবে অমুসলিমরা) সত্যধর্ম ইসলামের পরিচয় পায়নি। পুরো বিশ্বে ইসলামের সঠিক পরিচয় না জানার কারণে অথবা ভুল ধারণা থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে অপপ্রচারের জোয়ার বইছে। কিন্তু আল্লাহর শান যে, ইসলাম ও কুরআনের বিরূদ্ধ অপপ্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ বাড়ছে। আগের যুগে মানুষ ইসলামকে জানতো মুসলমানদের আখলাক-চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ করে ইন্টারনেটের আবিষ্কারে ইসলামকে মানুষের বিছানা পর্যন্তপৌঁছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে

পুরো বিশ্বে মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পশ্চিমা বিশ্বেই বেশি। বিশেষত; যেখান থেকে ইসলামের প্রোপাগান্ডা বেশি ছাড়ানো হচ্ছে, সেখানে আত্মিক ও বাহ্যিক ভাবে ধর্মের জন্য পাগল এমন অনেক নওমুসলিম রয়েছেন, যাঁরা ইসলামের শুরু যামানার নওমুসলিমদের মতো জীবন উৎসর্গকারী। আমাদের দেশ হিন্দুস্তানেও ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যাও কম নয়।

যদি পুরো বিশ্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের বড় একটি সংখ্যার অবস্থার উপর চিন্তা করা যায়, তাহলে খুব আশ্চর্যের সাথে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রথমত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের হেদায়াত লাভে আমাদের মুসলমানদের দাওয়াতী চেষ্টার প্রভাব খুবই কম। ইসলামের কোন জিনিসের উপর আকৃষ্ট হয়ে কিংবা ইসলাম বিরোধী কোন প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে তাদের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতপর ইসলামের উপর লেখাপড়া করে মুসলমান হয়। অথবা নিজ ধর্মের কোন রীতি-নীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে তুলনামূলক ধর্মের উপর লেখা পড়া ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়।

দ্বিতীয়ত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের ঈমান, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ধর্মের জন্য কুরবানী এবং দাওয়াতের স্পৃহা দেখে খাইরুল কুরুনের মুসলমানদের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوۤاْ أَمْثَٰلَكُم.

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।' -সূরা মুহাম্মদ

ইসলাম প্রচারের অধিকতর এই ঘটনাগুলির সাথে পুরো বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অপর দিকে যেভাবে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে, তদ্রূপ মুসলমান ব্যাপকহারে

মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। কখনো তো সংখ্যা ও মানের দিক থেকে প্রায় সমান সমান পরিবর্তন দেখা যায়। কোনো এলাকায় যেই পরিমাণ মানুষ ইসলাম কবুল করে, ঠিক সেই পরিমাণ মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। এমনকি যেই মানের অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে, ঠিক সেই মানের মুসলমানও মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীসমূহ আমাদের রসমী এবং বংশীয় মুসলমানদের অলসতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রতকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী হয়। এর থেকে একদিকে নিরাশা ও হতাশার মাঝে আশা-ভরসার আলোকরেখা দেখা দেয়। অপরদিকে নিজেদের দাওয়াতী জিম্মাদারীর গাফলতের কারণে পরিবর্তনের সাবধানবাণী শোনা যায়। কোন না কোনভাবে ইসলাম প্রচারের এই ঘটনাবলী ঈমানী সজীবতা সৃষ্টি করে এবং অলসতা ও কাজের স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দেয়।

সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীগুলো পড়ে মুসলমানদের মাঝে যেন ঈমানী আত্মমর্যাবোধ সৃষ্টি হয় ও দাওয়াতী কাজের আগ্রহী ব্যক্তিগণের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবনী থেকে দাওয়াতী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এই উদ্দেশ্যে মাসিক 'আরমুগান' কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে'র শিরোনামে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের আত্মজীবনী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছিল। এই প্রকাশনা নিজ উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই সাক্ষাৎগুলো প্রকাশ করেছে। উর্দূ ভাষা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা দেশ বিদেশের মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে। শত বছরের বাধা ভেঙেছে।

এই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন এই অধমের পুত্র আহমদ আওয়াহ নদভী এবং আমার কন্যা আসমা যাতুল ফাওযাইন আমাতুল্লা ও মুছান্না যাতুল ফাওযাইন সিদরা। এই আত্মজীবনীগুলোর কিছু সাক্ষাৎকার বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর উপর পরিপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য আমাদের একজন দুঃসাহসী সাথী দা'য়ী ইলাল্লাহ খাদেমে কুরআন ওয়াস সুন্নাহ স্নেহ ভাজন জনাব মুফতি রওশন শাহ কাসেমী সাহেব নতুন

বিন্যাসে একত্রে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুফতি সাহেবকে অনেক হিম্মত ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি তাবলীগের মুখপাত্র হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (রহ.) এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদের তাবলীগের আকাবিরদের বক্তৃতা-বিবৃতির সংকলন ও প্রকাশের মুবারক কাজ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে নিয়েছেন। খুবই কম সময়ে তিনি আলহামদুলিল্লাহ নিজ এলাকায় ঈর্ষণীয় খেদমত তাঁর দ্বারা নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন ও দাওয়াতের খেদমতের জন্য অনেক জযবা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি আরমুগানে প্রকাশিত নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকারগুলোকে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ পর্যন্ত চারখন্ডে 'দাওয়াতের উপহার' হিসেবে জাতির সামনে পেশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই চারখন্ডের মুবারক সংগ্রহটি পাক-ভারতের বহু লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বই বিক্রেতাদের মতে, এটি ছিল গত বছরের সর্বাধিক বিক্রি বইগুলির অন্যতম। এ বই পাঠে দেশ-বিদেশের অনেক পাঠকের মাঝে দাওয়াতি চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু সাধারণ শ্রেণীর লোকদের নয় বরং শিক্ষিত সমাজের দাওয়াতি কর্মোদ্দীপনার উৎস হয়েছে এবং অনেক পথহারা মানুষের অন্তর কম্পিত করে দ্বীনের পথে ফিরে আসার উসিলা হয়েছে। এ সমস্ত অর্জনকে সামনে রেখে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে'(আলোর পথে)র এই পবিত্র উপহার দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি খন্ড আসামি, তামিল, গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু পুস্তিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আমার একনিষ্ট বন্ধুপ্রতিম, স্নেহভাজন মুফতি যুবায়েরের (আল্লাহ তাকে নিরাপদে রাখুন) বাংলাভাষার অনুবাদ প্রচেষ্টা এগুলির অন্যতম। উল্লেখ্য মুফতি সাহেব বাংলাদেশে দাওয়াতে দীনের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর প্রচেষ্টার আশাব্যঞ্জক ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি এই অধমের একজন আস্থাভাজন ও সমব্যাথি বন্ধু। তিনি খুব আবেগ নিয়ে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে'এর চার খন্ডের অনুবাদ করেছেন এবং এই মুবারক উপহার বাংলাভাষীদের খেদমতে পেশ করেছেন। বাঙালি জাতি খুবই সরল-সহজ, কোমলপ্রাণ জাতি। ইতিহাস সাক্ষী যে,

সৌহার্দপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপনকারীকে এ জাতি যেভাবে ঐক্য ও আগ্রহভরে স্বাগত জানিয়েছে তার জুড়ি মেলা ভার! আমিরুল মু'মিনিন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর বিশিষ্ট খাদেম হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ.) এর হাতে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এতে আশ্চর্যের কি যে, ''নাসিমে হেদায়াতকে ঝুঁকে" (আলোর পথে)-র মাধ্যমে জাতির মাঝে দাওয়াতের ব্যাপারে প্রচেষ্টা এবং এই দেশের দাওয়াতী আন্দলনের 'দ্বিতীয় সংস্করণের' উসিলা হয়ে যাবে। যার কর্মীরা অযোগ্য ও দূর্বল ঠিক, কিন্তু বদনাম করার জন্য এই মহৎ আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং এতে গর্বিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটি মুফতি সাহেবের জন্য আখেরাতের পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করুন এবং এক কর্মঠ ও কোমলপ্রাণ জাতিকে পুরো বিশ্বের জন্য ভালোবাসার পয়গাম নিয়ে দাঁড়াবার মাধ্যম বানিয়ে দিন। (আমিন)

দীনের নগন্য খাদেম
মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী
জামিয়তে শাহ ওলিউল্লাহ, ফুলাত
মুজাফ্‌ফরনগর, (ইউ,পি)ভারত

মুসলমানদের ধ্বংস ও পতন : একটি পর্যালোচনা

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

[নিম্নোক্ত বক্তৃতাটি আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ২৭ নভেম্বর ১৯৮৩ ইং রোজ শনিবার মান্ডো (সাবেক শাদী আবাদী)-র তাবীলা মহলের উপর তলায় দিয়েছিলেন।]

আজ ১৪০৩ হিজরির সফর মাসের ১০ তারিখ এবং ইংরেজি ১৯৮৩ সালের নভেম্বরের সাতাইশ তারিখ। এই মুহূর্তে আমরা শাদী আবাদ মান্ডোতে অবস্থান করছি যা এখন নাশাদ (আনন্দহীন, আনন্দবঞ্চিত)। একে এখন আনন্দবঞ্চিত শাদী আবাদ বলাই সঙ্গত। আর সত্যি বলতে কি, আমরা যারা এখানে এসেছি তারা সবাই আনন্দ বঞ্চিতই বটে। এজন্য যে, যেই মানুষের মনে আঘাত লাগেনি, যার দিলের উপর চোট পড়েনি সে বিশুদ্ধ প্রকৃতির ও সহীহ-শুদ্ধ স্বভাবের মানুষ নয়।

আমরা এখন এই মুহূর্তে তাবীলা মহলের উপর তলায় অবস্থান করছি। আমাদের চতুর্দিকে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে বহু কবর যেমন আছে, তেমনি আছে বহু প্রাসাদও। একবার জনৈক সাহেবে দিল (হৃদয়বান) বুযুর্গকে কেউ মানুষের জীবন ও শান-শওকতের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, هذه قبورهم وتلك قصورهم এখানে هذه নিকটবর্তীতার দিকে ইঙ্গিত করে আর تلك শব্দটি দূরবর্তীতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ এই যে তাদের কবরগুলো আর ঐ যে তাদের প্রাসাদসমূহ।

এখানে কুরআন মজীদের দু'টো আয়াত আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। এর ভেতর একটি আয়াত হলো এই-

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ

‘এটা কি তাদের হেদায়াত করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে তারা চলাফেরা করে; নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না?’

-সূরা. সাজদাহ-২৬

তারা এটা দেখে না কেন যে, তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম ,কত সম্প্রদায় ধ্বংস করেছি, বিলুপ্ত করে দিয়েছি। দুনিয়ার বুক থেকে তারা বিদায় নিয়েছে। يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ এখানে যেই জিনিসটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলো, يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ শব্দটি। এটি এমন একটি শব্দ যা প্রকৃত অবস্থা বর্ণনায় যথাযথ। কোনো ফটোগ্রাফার, কোনো চিত্রগ্রাহকের চিত্রগ্রহণ তথা ফটোগ্রাফী এর চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও যথাযথ হতে পারে! তারা তাদের থাকার জায়গায় তাদের আবাসগৃহে চলাফেরা করছে, অতিক্রম করছে। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ আল্লাহ তাআলা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন এই বলে যে, তোমরা যেভাবে চলাফেরা করছ, চলাচল করছ, তা কোনো চলাচল নয়, চলাফেরা নয়। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তোমরা শুনবে না, চিন্তা করে দেখবে না?

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো,

وَكَأَيِّن مِّن ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

‘আর আসমানসমুহ ও যমীনে কত নিদর্শন রয়েছে যা তারা অতিক্রম করে চলে যায়; অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমূখ।’

-সূরা ইউসুফ, ১০৫

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমূখ। মুখ ফিরিয়ে নেয়া বহু ধরণের হয়। দৈহিক ও শারীরিক মুখ ফেরানো হয়। বাহ্যিক মুখ ফেরানোও হয় এবং চিন্তার দিক দিয়েও মুখ ফেরানো হয়। আর চিন্তা-চেতনাগত মুখ ফেরানো ও অর্থগত মুখ ফেরানো দৈহিক মুখ ফেরানো থেকেও অধিক বিপজ্জনক।

আমি এই মুহূর্তে মানব জীবনের অনিত্যতা ও অস্থায়িত্ব, সাম্রাজ্য ও হুকুমতগুলোর অবিশ্বস্ততা, জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নশ্বরতা এবং হুকুমত ও বিবিধ সভ্যতার পতনের ওপর কোনো আলোকপাত করতে চাচ্ছি না। তা তো আপনাদের সামনেই প্রকাশ্যে দেদীপ্যমান। আমি এখানে গতবার কবিতার দু'টো পঙক্তি পড়েছিলাম।

حمن کے تخت پرجس دم شہ گل کا تجمل تھا
یزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شورتھاغل تھا

کلی جب انکھ نرگس کی نہ تھاجزخارکچھ باقی
بتاتا باغبان رورو کریہاں غنچدپہاں گل تھا

‘বাগানের সিংহাসনে যখন শাহীফুলের সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল, তখন হাজারো বুলবুল ছিল, আর বাগান ছিল পাখীর কিঁচির-মিঁচির শব্দে মুখর।

‘পটল চেরা চোখ যখন খুললো, দেখলাম কিঁচির-মিঁচির শব্দের মুখরতা আর নেই। ‘বাগানের মালি আজ কেঁদে কেঁদে বলছে, এখানে পুষ্পকলি ছিল, আর এখানে ছিল পুষ্পরাজি।’

পতনোন্মুখ দেশ ও সাম্রাজ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ

কিন্তু আমার দিলের উপর আরও একটি চাহিদা. আরও একটি দাবি চেপে বসেছে। একটি বিষয় আমার মনে দেখা দিয়েছে। আর তা হলো, আমি এর আগে কর্ডোভা ও গ্রানাডায় গিয়েছি। যেখানে ছ'শো বছর পর্যন্ত অত্যন্ত জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে আরব মুসলমানরা রাজত্ব করেছে এবং এমন এক চিত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা ইউরোপের জন্যও পথ-প্রদর্শক হয়েছে। আজও তাদের শাহী-প্রাসাদগুলো এবং সোখানকার মসজিদগুলোর কোন তুলনা মেলা ভার । কবি আলতাফ হুসাইন হালী বলেছিলেনঃ

کوئ قرطبہ کےکھنڈرجاکے دیکھے
مساجدکے محراب ودرجاکےدیکھے
حجازی امیروں کے گھرجاکے دیکھے
وہ اجڑاہوا کرّوفرجاکے دیکھے
جلال ان کاکھنڈروں میں ہے یوں چمکتا
کہ ہوخاک میں جیسے کندن دمکتا

‘কেউ কর্ডোভা গিয়ে সেখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখে আসুক, মসজিদের মেহরাব ও দরজা গিয়ে দেখুক।’

‘হেজাযী আরব শাসকদের ঘর গিয়েও দেখুক আর দেখুক বিরান ও বিলুপ্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি।’

‘তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঠাট-বাট ধ্বংসাবশেষগুলোর ভেতর এমনভাবে চমকাচ্ছে যেমন মাটির মধ্যে হীরা ও মণি-মুক্তা চমকায়।’

আমি গ্রানাডা গিয়েছি, কর্ডোভায় গিয়েছি। এইমাত্র আমি আওরঙ্গাবাদ গিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আওরঙ্গাবাদ ও গ্রানাডার মধ্যেও এক অপূর্ব সাদৃশ্য দেখতে পাই। এসবের মধ্যে আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমি সেটাই পেশ করতে চাচ্ছি।

স্পেন অতঃপর ভারতবর্ষে ঐ সব হুকুমতের সিংহাসনে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের কল্পনায়ও আসেনি যে, কখনো তাঁদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। বিদায় নিতে হবে। তাঁদেরকে একেবারে উচ্ছেদ হতে হবে এখান থেকে। তাঁরা স্বপ্নেও তাঁদের পতন দেখতো না। এমন বহু সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটেছে যাদের শাসকবর্গ নিজেদেরকে ‘দৌলত আবাদ কারার’ তথা স্থায়ী ও চিরন্তন সাম্রাজ্যেরও অধিপতি’ লিখতেন। তাঁরা মনে করতেন, আমরা এ দেশের দায়িত্ব সরাসরি হযরত ইস্‌রাফীলকে দেবো। তারা দেশ জয় করেছেন, কিন্তু কওম বা জাতি জয় করেন নি। তাঁরা ভূখ' জয় করেছেন কিন্তু মানুষের মন জয় করেন নি। দু'টো উদাহরণই আমাদের সামনে আছে। তাঁরা এই সত্যকে উপেক্ষা করেছেন যে, এখানকার মূল অধিবাসী কী গুরুত্ব রাখে এবং তারা কতটা মনোযোগের যোগ্য। আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক বিধান মোতাবেক এমনটি খুব কমই শোনা গেছে যে, কোনো দেশের জনসংখ্যার শতকরা একশ' ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন দেশে মুসলমানদের ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে নির্ভর করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অধিকাংশ নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নিজেদের জীবনবোধ, পথ ও মত এবং বাস্তবতা ও অনুভূতির ভেতর (আরও এক কথায়) সেই বিশ্বাস ও ঈমান-আকীদাতে শরীক করে না নেয়া হয়; যা আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এই উম্মাহকে দান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানরা তাদেরকে এই সম্পদে শরীক করবে ততক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সাম্রাজ্যের ওপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায়, আর না তাদের সভ্যতার উপর কোন নির্ভর করা যায়।

প্রথম যুগের আরব বিজেতাদের বৈশিষ্ট্য

এই বিষয়টি ইসলামের প্রথম যুগের আরবরা বুঝেছিলেন, যাঁরা মিসর সিরিয়া ও ইরাক জয় করেছিলেন। সেখানকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে তারা

বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তাদের প্রতি সাম্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের সমস্যা ও সংকটের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তারা এমনভাবে তাদের পথ দেখান ও নেতৃত্ব দেন; দুঃখ-ব্যথায় শরীক হন যে, সে সব জাতিগোষ্ঠী তাদের ধর্ম ও মানবতা, সৌজন্য-সভ্যতার বুলি আঁওড়াতে থাকলো এবং তারা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে তাদের সভ্যতা ও তাদের ভাষা গ্রহণ করলো। মিসরে আজ ও স্বল্প সংখ্যক কপ্ট (কিবতী) আছে এবং তারা আরবিতেই কথা বলে। আমার বেশভালো মনে আছে, যে সময় মিসরে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যে, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের শিশুদের কুরআন মজীদের শিক্ষা থেকে মুক্ত রাখা হবে। তখন কপ্ট খৃস্টানরা এর প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং বলেছিল যে, এর ফলে আমাদের আরবি ভাষা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমরা মূর্খ ও অজ্ঞ থেকে যাবো। এই আইন আমাদের ওপর প্রয়োগ করা না হোক। তাদের মধ্যে কুরআনের হাফেজ ও সৃষ্টি হয়েছে। মিসরীয়দের ধর্ম ও সভ্যতা বদলে গেছে। ভাষা ও জাতীয়তা পাল্টে গেছে। সকলেই আরব জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করেছে। ইরাকেও তাই হয়েছে, সিরিয়ায়ও তাই হয়েছে। প্রথম প্রথম তারা যখন সিন্ধুতে পা ফেলেছে সেখানেও তারা প্রভাব ফেলেছে যার আছর আজ পর্যন্ত রয়েছে যে, সিন্ধীভাষার বর্ণমালা আরবী। সিন্ধী ভাষায় আজ পর্যন্ত চাটাইকে خصير বলা হয়, রসুনকে ثوم বলা হয়। বৃহস্পতিবারকে খামীস বলা হয়। ঠিক তদ্রূপ ইন্দোনেশিয়াতেও তারা প্রভাব ফেলেছে। ইন্দোনেশীয় ভাষায় মূলবর্ণমালা মূলতঃ আরবিই ছিল। জাতীয়তাবাদীদের ঢেউ লাগলে সেখানে এই বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়।

মূল অধিবাসীদের উপেক্ষা করার ভুল

ভারতবর্ষে আমাদের এখানকার শাসকরা সব কিছুই করেছেন। কিন্তু তারা এটা ভাবেননি যে, এদেশের মূল অধিবাসীদের এখানেই থাকতে হবে এবং বাহ্যত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর এই আনুপাতিক হার কয়েকশ' বা কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে। তাদেরকে যতদিন পর্যন্ত নিজেদের সঙ্গে আপন করে না নেয়া হবে, তাদের অন্তরে যত দিন স্থান করে না নেয়া যাবে, যতদিন পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমানের বীজ রোপণ না করা যাবে নিদেনপক্ষে তাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ বা মর্যাদাবোধ সৃষ্টি না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হুকুমতের কোনো বিশ্বাস নেই। চাই আমরা মাটিতে কিংবা পাহাড়-পর্বতে নির্মাণ শিল্পের বিস্ময়কর নমুনার জন্ম দিই যেমনটি

ছামূদ জাতি করেছিল। تنحتون من الجبال بيوتا فرهين তারা পাহাড় কেটে কেটে বসতির পর বসতি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এসব আবস্থাও নির্ভরযোগ্য ছিল না। আসল কাজ ছিল সেখানকার মানুষদেরকে মানুষরূপে গড়ে তোলা, নিজেদের আচার-ব্যবহার দ্বারা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, কর্মপদ্ধতির প্রয়োগে, ভালোবাসা দিয়ে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে অথবা তাদেরকে (তাদের সন্তোষের মাধ্যমে বরং তাদের ইচ্ছানুক্রমে ও পীড়াপীড়িতে) ইসলামে নিয়ে আসতো। কিংবা ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে এতটা পরিচিত করে তুলতো যাতে করে ইসলাম সম্পর্কে কোনো রকমের ভয়-ভীতি বা আতঙ্ক ও অপরিচিতি থাকত না। স্পেনে যা কিছু হয়েছে আর আজ আমরা এখানে যা কিছু দেখছি তা এই অবহেলারই পরিণতি।

সেখানকার মুসলিম শাসকদের ভেতর শ্রেষ্ঠত্ববোধ কাজ করেছে। আমরা শাসক শ্রেণীর লোক! শাসন করতেই আমাদের জন্ম হয়েছে আর ওরা শাসিত হবার জন্যই জন্মেছে। এই চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা তুর্কী বংশধর সুলতান ও পাঠান বংশের সুলতানদের মন-মস্তিষ্ক থেকে একেবারে মুছে যায়। এর বিপরীতে আরবদের মনোভাব ছিল এই; না, না, আমরা সকলে ভাই ভাই। আমরা এখানে দা'য়ী ও মুবাল্লিগ হিসেবে এসেছি। এখানে আমাদের আল্লাহর দীন ছড়াতে হবে, আল্লাহর দীন মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

বার্বারদের উদাহরণ

এর ফল হল এই যে, বার্বারদের মত দুর্দান্ত ও স্বাধীনচেতা একটি জাতিগোষ্ঠী; যাদের কোন দ্বিতীয় উদাহরণ ইতিহাসে মেলা ভার। যারা আরবদের আগে অপর কারোর শাসন মেনে নেয়নি। এমন কি রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও প্রবল প্রতাপের যুগেও বার্বাররা স্বাধীন থেকেছে। তারা রোমকদের কোন কিছুই গ্রহণ করেনি। তারা বশ্যতা স্বীকার আরবদের কাছে করেছে। একবার ফ্রান্সে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করে যাতে করে বার্বারদের মধ্যে আপন জাতীয়তা ও সভ্যতা পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি হয়। তারা বার্বারদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালায় যে, তারা পৃথক; আরবরা পৃথক। ফরাসীরা আজ-জহীর আল-বার্বারীর নামে মরক্কোর বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমান বের করায় যে, বার্বারদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা তথা স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা

হচ্ছে। তারা তাদের প্রাচীন সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটাক। নিজেদের পৃথক বর্ণমালা সৃষ্টি করুক। তাদের অভিধান ও শব্দকোষ প্রণয়ন করুক এবং নিজেদেরকে স্থায়ী জাতি মনে করুক। বার্বাররা তা করতে অস্বীকার করে। সে সময় আমাদের বুযুর্গগণই ময়দানে অবতরণ করেন। তাঁরা একটি ওজীফা বের করেন:

يالطيف الطف بنافى ماجرت به المقادرو ولاتفوف بيننا وبين اخوانناالبربر.

এটা ছিল তাদের প্রত্যেক নামাযের পর ওজীফা। এই ওজীফা সেই কাজ করেছিল যে, ফরাসী হুকুমত একদম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। ওদিকে বার্বাররাও অস্বীকার করে বসে। আর এদিকে আরবরা বললো, এরা আমাদের শরীরের গোশতসম। ফল দাঁড়ালো এই যে, তারা আরবদের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, তাদের আর আলাদা করে চেনা যায় না।

স্পেনের আরব হুকুমতের ভুল

স্পেনে আরবরা এই ভুল করল যে, সেখানকার খৃস্টান জনবসতি এবং অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে তারা উপেক্ষা করলো। তারা শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার উন্নতি ও বিবিধ নির্মাণে লেগে গেলো। আয-যাহরার মত শহর তারা নির্মাণ করলো; দুনিয়ার বুকে যার নজির মেলা ভার। আল-হামরা নামক দুর্গ নির্মাণ করলো। যারা তা দেখে এসেছেন তারা বলেন যে, এর সামনে মুগলদের নির্মাণ-শৈলীর নমুনাও নিস্প্রভ মনে হয়। স্পেনের পতনের উপর যেসব বই লেখা হয়েছে, সেখানে স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এও আছে যে, আরবরা সেইসব জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করেছিল, যারা তাদের চারপাশে সমুদ্রের মত বিস্তৃত ছিল, তাদের থেকে চোখ ফিরেয়ে নিয়েছিল। নিজের অবস্থায় বিভোর এবং আপন খোলসে বন্দী ছিল। তারা কাব্য-সাহিত্য চর্চার মধ্যে ডুবে ছিল। এ ক্ষেত্রে তারা এক ধরনের বিশেষ স্টাইল বা রীতির প্রবর্তন ঘটিয়েছিল। নির্মাণ শিল্পের একটি নতুন নমুনা; একটি নতুন-স্থাপত্যশৈলী বিশ্বকে উপহার দিয়েছিল। এ সবই তারা করেছে। কিন্তু দেশের আবাদী মূল জনগোষ্ঠীর দিকে তারা চোখ বন্ধ করে রাখে। তদেরকে দ্বীনে ফিতরাত

তথা ইসলামে নিয়ে আসার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত প্রয়াস চালায়নি। ফল হল এই যে, যখন তারা উৎখাত হতে হতে গ্রানাডার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছল, যেখানে ছিল জিব্রালটার প্রণালী (আবনায়ে জাবালূত তারিক) সেখানে তাদেরকে শেষ ধাক্কা দেওয়া হলে তারা নির্মিত সৌধরাজী পেছনে ফেলে তো গেল, অবশিষ্ট সব কিছু নিয়ে তারা সেই ভূখণ্ড থেকে এমনভাবে উৎখাত হলো যেন তারা কখনো এখানে ছিলই না।

ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়

আমরাও যদি হিন্দুস্তানের মূল অধিবাসীদের উপেক্ষা করি, ইসলামের পয়গাম তাদের পর্যন্ত না পৌঁছাই, তাদেরকে নিজেদের আখলাক দিয়ে, চরিত্র দিয়ে জয় না করি এবং তাদের দিলে, তাদের অন্তরে আমরা আমাদের আসন প্রতিষ্ঠিত না করি তাহলে (আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন) এই দেশটিও কোন সময় স্পেন হতে পারে। তুর্কিস্তানেও এটাই হয়েছিল। মুসলমানরা একটা বর্ডার বানিয়ে নিয়েছিল। ব্যাস! এর বাইরে তারা যেত না। এদিকে রাশিয়ার সমগ্র এলাকা শক্তি অর্জন করে ছিল। কিন্তু বুখারা ও সমরখন্দে বসে আমাদের মুসলমান রাজা-বাদশাহ ও শাসকবর্গ মনে করছিলেন যে, আমরা কিয়ামত অবধি এখানেই থাকবো। কার এমন বুকের পাটা যে, আমাদের সীমানা অতিক্রম করে এখানে আসবে! ফল হলো এই যে, ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে বিপণ্ডবের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল এবং সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমরা যারা মুসলমান তাদের এই সত্য বুঝতে হবে যে, যদি শতকরা একশ'জন মুসলমানই তাহাজ্জুদ-গোযার হয়ে যায় এবং সব মুসলমানের হাতেই তসবিহ উঠে যায় এবং সকল মুসলমানই ইশরাক ও চাশ্‌ত নামাযের পাবন্দ হয়ে যায়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই যদি তাদের দিকে বিষ নজর নিয়ে বসে থাকে আর তাদের বুকে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন ধিঁকি-ধিঁকি জ্বলতে থাকে তাহলে আল্লাহ না করুন, যেই মুহূর্তে এই দেশে কোন ওলট-পালট সংঘটিত হবে তখন আমরা সমস্ত রকমের ইবাদত - বন্দেগী ও নফলসহ এখান থেকে উৎখাত হয়ে যাব। সেই সময় নফল তো নফল- যেসব বিষয় বুনিয়াদী ও মৌলিক সে সব ও থাকবে না।

এজন্য ধর্মীয় প্রজ্ঞার দাবি হল, আমরা এই বিপুল জনসমষ্টিকে, জনবসতিকে আমাদের সম্পর্কে পরিচিত করে তুলি, ইসলামের পয়গাম বা ইসলামের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিই। তাদেরকে জানাই যে, ইসলাম কী?

আজ ইরানের একটি নমুনা বিশ্ববাসীর সামনে এসেছে যে, ব্যস! মারো এবং মহিলাসহ কাল ৫০ জন মারা গেছে আর আজ মারাগেছে ৫০ জন। এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। তাদেরকে বলুন যে, ইসলাম কীভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মাত্র একজন মানুষের দ্বারা ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। যারা ঈমান এনেছে তারাও নিরস্ত্র ও দুর্বল লোকই ছিল। শেষাবধি সেই অস্ত্রটি; সেই তলোয়ারটি কী ছিল, যা ময়দানে এসেছে যা ইসলাম ছড়িয়েছে? দীনের বিস্তার ঘটিয়েছে। আমরা আমাদের জীবন-পদ্ধতি দ্বারা, কর্মপদ্ধতি দ্বারা, আমাদের আখলাক দিয়ে, সদ্ব্যবহার দিয়ে, আমাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা দিয়ে, আমাদের মিষ্টি কথা দিয়ে এখানকার অধিকাংশ লোককে যত বেশি পারা যায় ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে চেষ্টা করি। না হলে বন্ধুরা! ইকবালের ভাষায়-

میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ * مجھکومعلوم نہیں کیاہے نبوت کا مقام

ہاں مگرعالم اسلام پرر کھتاہوں نظر * فاش ہے مجھ پہ ضمیرفلک نیلی قام

عصرحاضرکی شب تارمیں دیکھی میں نے * وہ حقیقت کہ روشن صفت ماہ تمام

‘আমি আরিফ নই, মুজাদ্দিদ নই, মুহাদ্দিস নই, ফকীহও নই : নবুওয়তের মকাম ও মর্যাদা কি তাও আমার জানা নেই।’

‘কিন্তু মুসলিম বিশ্বের উপর আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ঐ নীল আসমানের গুঢ় রহস্য আমার নিকট উন্মোচিত, প্রকাশিত।’

‘বর্তমান যুগের রাত্রিকালীন তারার মধ্যে আমি দেখেছি সেই সত্যর যে আলোকোজ্জল গুরের পরিপূর্ণতা...।’

এ এমন এক বাস্তব সত্য যার জন্য কোনো বড় রকমের দূরদর্শিতা লাগে না। মীরাঠে ও মুরাদাবাদে কি ইবাদত গোযার ও বুযুর্গ লোক ছিল না? কিন্তু যখন ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্রোত প্রবাহিত হলো, তখন সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যেই মুহূর্তে আগ্নেয়গিরীর লাভার বিস্ফোরণ ঘটবে কোন পর্বত শৃঙ্গে অতঃপর তা কোন কিছুর বাছ-বিচার করবে না। এই কান্নাই আমরা আজ কয়েক বছর থেকে কাঁদছি যে, দেখ শহরের পরিবেশ এমন বানাও যে, যদি কোন দাঙ্গাবাজ সন্ত্রাসী আসে এবং সংঘাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়। রায়ট বাঁধাতে চায় তখন তাকে সেখানকার নাগরিকরাই যেন ব্যর্থ ও বানচাল করে দেয়। তারা যেন বলে যে, আমরা কার বিরুদ্ধে হাত তুলবো? এরা মুসলমান যাদের কারণে এখানকার বালা-মুসীবত ও মহামারী দূর হয়। তাদের দরুণ আমরা খোদার নাম শুনে থাকি। যারা আমাদের শিশুদের স্নেহ করে, ভালোবাসে, আমাদের রোগী ও পীড়িতদের খোঁজ-খবর নেয়। যারা হাসপাতালে গিয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম হিন্দু সব রোগীকে মমতার সঙ্গে সহানূভুতির সঙ্গে সমবেদনা জানায়। দেশবাসী ভাইয়েরা জানেই না ইসলাম কী? ইসলামে স্নেহ-ভালোবাসার কী বার্তা ধারণ করে। সে মানবতাকে কী দেয়! কী দিতে চায়? আর মুসলমানরা কতটা চরিত্রবান, মহান, উদারও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়- কতটা নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন হয় তা কেউ জানে না।

সুফিয়ায়ে কিরামের অবদান

এ কাজ এখানে আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম করেছেন। তাঁরা যদি না করতেন তাহলে আজ যতটুকু হয়েছে তাও হতো না। আমরা এত সংখ্যায় এখানে হতাম না। আপনারা পড়লে দেখতে পাবেন, খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ.-এর গিয়াছপুর খানকাহ মানবতার আশ্রয়স্থল ছিল। আহত, ক্ষত-বিক্ষত, রোগাক্রান্ত, অসহায় মজলুম ও আশ্রয়হীন লোকেরা এখানে আসত। এখানে তারা আশ্রয় পেতো। খাবার খাও, বিছানা পাবে। এখানে পড়ে থাকো, কেউ তোমার দিকে চোখ রাঙাবে না। কেউ বাঁকা নজরে দেখবে না । গিয়াছপুরের খানকাহর এত প্রভাব ছিল যে, মেওয়াতের গোটা এলাকা মুসলমান হয়ে গেলো। সেখান থেকেই সেই ধারাই শুরু

হলো। দিল্লী ও তার পার্শ্ববতী এলাকাগুলোতে এটা নেই কেন? কখনো কি তা ভেবেছি?

এটাই সেই জিনিস যা আমরা মুখে তো বলি। কিন্তু নহবত-খানায় তোতা পাখীর বুলিও তো কিছু হয়। আমাদের আওয়াজ তো তোতা পাখীর বুলিসমও নয়। এখানে এসে আঘাত লাগল যে, শেষ পর্যন্ত এত সহজে এখানকার লোকগুলি কীভাবে চলে গেলেন, যাঁরা তাদের মেধা, যোগ্যতা ও আপন অটুট ইচ্ছা, সংকল্প ও মনোবলের প্রভাব রেখেছিলেন।

وَظَنُّوْآ اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ.

'তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।' -সূরা হাশর -২

দুর্গ বাঁচায় না আসলে পয়গাম বাঁচায়, দীন বাঁচায়, আমল বাঁচায়, আখলাক বাঁচায় এবং সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক যা সাধারণ মানুষের মধ্যে হয় যে, মা-বাপের কোলে জায়গা নেই তাদের ডেকে বলে, আমাদের কোলে এসে যাও। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ) কীভাবে আজমীরে এত বড় কাজ করে গেলেন? এটা ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়ামায়া ও স্নেহ-মমতা যা তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরারম (রা.)ও আউলিয়ায়ে এজাম রহ.–এর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি বাঘের খাঁচায় এসে বসে যান। আমি আপনি এখন অনুমান করতে পারব না, সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর তখন আজমীরের অবস্থানগত মর্যাদা কী ছিল? সে সময় আল্লাহর এক বান্দা ইরান থেকে পায়ে হেঁটে এলেন এবং সোজা এসে সেখানে বসে গেলেন। কেউ তাঁর কিছু করতে পারত না। আপনারা কি মনে করেন, লোকে তাঁকে ভয় পেতো? না, তাঁর জীবনে-চরিত ও তাঁর অবস্থা দেখে মানুষের হাত তাঁর বিরুদ্ধে উঠতে পারত না। তারা মনে করত এটা মহাপাপ। এমন মানুষকে কষ্ট দিলে জানি না আমাদের ওপর কোনো বিপদ নেমে আসবে। ভুমিকম্প শুরু হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত এই সত্য উপেক্ষিত হয়ে আসছে। আর এর পরিণতি দেখুন। মুগল সাম্রাজ্য কত সহজে শেষ হয়ে গেল। আর এই যে, আঞ্চলিক সব হুকুমত তাদের শান-শওকত! আল্লাহু আকবর। বলা হয় যে, মা◌ٗতে প্রয় ১৭ লাখ লোক বসবাস করতো। সেই যুগে ১৭ লাখ

লোকের জনবসতি! ঠিক তেমনি গোলকু◌ٗা এক সময় এশিয়ার ভেতর একমাত্র নাহলেও দু'তিনটি বৃহত্তম শহরের মধ্যে অন্যতম ছিলো। এর সভ্যতা ছিল প্রবাদ বাক্যের মত। কোহিনূর নামক জগদ্বিখ্যাত হীরক-খ◌ٗটি এখানেই মুগল সম্রাটরা পেয়েছিলেন। কোন উপায়ে, আপনি চিন্তা করুন, এই জনবসতিকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথে এতটুকু পার্থক্য না করে পরিচিত করে তোলা যায় এবং এটা বিলকূল সম্ভব। আমাদের বুযুর্গগণ তা করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মা'মুলাতের মধ্যে নিয়মিত আমলসমূহের এতটুকু পার্থক্য দেখা দিত না বরং তা বৃদ্ধিই পেত। কিন্তু এর সাথে সাথে তাঁরা একটি কাজ এও করেছেন যে, তাদেরকে কাছে ডেকেছেন ও তাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন। ব্যাস! আমার তো এতটুকুই বলার ছিলো যে, আমাদের এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। উপদেশ গ্রহণ করতে হবে; কেন এখান থেকে মুসলমানদের পরিপূর্ণ পতন ঘটলো এবং এমন পতন যে,

بتا تا ہے باغبان رودو کہ یہاں غنچہ گل تھا

বাগানের মালি কেঁদে কেঁদে বলছে, এখানে গোলাপের কলি ছিল আর এখানে ছিল গোলাপ ফুল ।

মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ. অনূদিত

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

আলোর পথে সিরিজ-১

আব্দুল্লাহ ভাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ৩৩
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ খালেদ (বিনোদ কুমার খান্না)-এর
একটি সাক্ষাৎকার ৪৭
মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী ভাগ্যবতী নারী
মোহতারামা শাহনাজ এর সাক্ষাৎকার ৬১
নওমুসলিমা হালিমা সা'দিয়ার সাক্ষাৎকার ৭২
জনাব আনাস সাহেব (অরুণকুমার চক্রর্বী)-এর সাক্ষাৎকার ৭৮

আলোর পথে সিরিজ-২

একদিন যে হাত বাবরী মসজিদ ভাঙতে কোদাল তুলে নিয়েছিল... ৯১
জনাব আব্দুল্লাহ সাহেব (গংগারাম চোপরা)-এর সাক্ষাৎকার ১০৬
দু'আ ও মাগফিরাতের আবেদন ১১৭
মুহতারামা সালমা আনজুম (মধু গোয়েল)-এর সঙ্গে
একটি সাক্ষাৎকার ১১৮
চৌধুরী আর. কে. আদেল সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার ১২৬
নওমুসলিমা খাদিজা (সীমা গুপ্তা)এর সাক্ষাৎকার ১৪০
জনাব নূর মুহাম্মদ (রামফল)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ১৫২

বিষয় | পৃষ্ঠা

আলোর পথে সিরিজ-৩

জনাব ড. কাসেম সাহেব (প্রমুদ কেশওয়ানী)–এর সাক্ষাৎকার ১৬৭
তৈয়ব ভাই (রামদীর)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ১৭৮
বোন জামিলা (পুষ্প)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ১৮৯
ড. সাঈদ আহমদ (ড. শৈলেন্দ্র কুমার মালহোত্রা)
এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২০৩
ডক্টর মুহাম্মদ হুযাইফা (রাজকুমার)এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২১৪
জনাব আব্দুর রহমান (অনিল রাও শাস্ত্রী)-এর সঙ্গে
একটি সাক্ষাৎকার ২২৮
তৌহীদ ভাই (ধর্মেন্দ্র)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২৪৩
নওমুসলিম ড. আব্দুর রহমান (কমল সাকসেনা) এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২৫৩
ডা. ইরাম ছাহেবার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২৬৪
আবদুল্লাহ কটকী (সঞ্জীব পট্টনায়েক)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২৭৪
নাদীম আহমদ সাহেবের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ২৮৭
ডক্টর মুহাম্মদ আহমদ (রামচন্দ্র) (দিল্লী) এর সঙ্গে আলোচনা ২৯৭
গুজরাটের সুহায়ল সিদ্দিকী (যুবরাজ সিংহ) এর একটি সাক্ষাৎকার ৩০৯
মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার কয়েকটি প্রশ্ন ৩১৮
ইসলাম কাদের জন্য ? ৩১৮

আলোর পথে

সিরিজ-১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

আব্দুল্লাহ ভাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

> শুধু ইসলাম কবুল করার অপরাধে আমি আপন ভাতিজী 'হেরা'কে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। জ্বলন্ত আগুনের গুহা থেকে সে আকাশের দিকে, হাত তুলে চিৎকার করে বলছিল, 'ও আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে এই অগ্নিদগ্ধ হেরাকে দেখছেন তো! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে; আপনার হেরাকে ভালোবাসেন তো! আপনি তো হেরা গুহাকে ভালোবাসেন, আর অগ্নিগুহায় পড়ে থাকা এই হেরাকেও ভালোবাসেন তাই না! তবে আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার ভালোবাসার পর আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

আহমদ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আব্দুল্লাহ ভাই! আপনার সম্ভবত জানা আছে, আমাদের ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা বের হয়। তাতে কিছুদিন যাবত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. (চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে) আহমদ ভাই! আমার মত অধম অত্যাচারীর কথা এই পবিত্র ম্যাগাজিনে দিয়ে একে কেন অপবিত্র করতে চাচ্ছেন?

প্রশ্ন. না আব্দুল্লাহ ভাই! আব্বু মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) বলছিলেন যে, আপনার জীবন আল্লাহর কুদরতের এক আশ্চর্য নিদর্শন। আব্বুর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যে, আপনার সাক্ষাৎকার অবশ্যই আরমুগানে প্রকাশিত হোক।

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা আপনার আব্বুকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি নিজেকে তাঁর শিষ্য ও গোলাম মনে করি। তাই তাঁর আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনি যা প্রশ্ন করবেন আমি তার উত্তর দিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি যদি বলি যে, পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে সবচাইতে অত্যাচারী ও পাপাচারী, নিকৃষ্ট বরং হিংস্র প্রাণী এবং সৌভাগ্যবান মানুষ । তাহলে এটা হবে আমার প্রকৃত পরিচয়।

প্রশ্ন. এটাতো আপনার আবেগময় পরিচয়। আপনার পরিবার ও বংশ সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর. মুজাফফরনগর জেলার বুরহানা থানার (উত্তর প্রদেশ, ভারত) এক মুসলিম রাজপুত সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের এক গোয়ালের ঘরে মোটামুটি ৪২-৪৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি। আমার খান্দান ছিল ধার্মিক হিন্দু এবং পেশা ছিল অপরাধ প্রবণতা। আমার পিতা ও চাচা একটি দলের নেতা ছিলেন। বংশগতভাবে লুটপাট, নির্যাতন নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার আমাদের রক্তের সাথে মিশে ছিলো।

১৯৮৭ ইং সনে মিরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় উপস্থিত ছিলাম। সে সময় আমার পিতার সাথে আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করি এবং আমরা দু'জন কমপক্ষে ২৫ জন মুসলমানকে নিজ হাতে হত্যা করি। অতঃপর মুসলিম বিষণ্ণতার আবেগে প্রভাবিত হয়ে 'বজরং' দলে যোগদান করি। ১৯৯০ ইং সনে বাবরী মসজিদ শাহাদতকে ইস্যু বানিয়ে শামেলিতে অনেক মুসলমনাকে শহীদ করি।

১৯৯২ ইং বুরহানায় অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করি। এলাকার প্রসিদ্ধ এক বদমাশ; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিল। তাকে দেখে পুরো এলাকার অমুসলিমরা থর্ থর্ করে কাঁপতো। আমি আমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে তাকে গুলি করে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিই। এই মুসলিম বিদ্বেষের

কারণে এই হিংস্র পশু এমন স্বেচ্ছাচারিতাও করেছে, (দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দনরত অবস্থায়) মনে হয় এধরনের বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা আকাশের নিচে যমিনের উপর না কেউ শুনেছে না দেখেছে। না ধারণাও করতে পেরেছে (আবার অনেক্ষণ কাঁদতে থাকেন)।

প্রশ্ন. দয়া করে আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. কুরআন শরীফে ৩০ নং পারায় সূরা বুরূজ নামে একটি সূরা আছে। তার মধ্যে অগ্নিকু‍ের অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;' (সূরা আল বুরূজ ৪-৫) এই সূরাটি মনে হয় আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাস, এতটুকুই যে, তারা আগুনের অধিবাসী এটাই বলা হয়েছে বলুন তো আরবিতে আয়াতটি কী?

প্রশ্ন. قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;' (সূরা আল বুরূজ ৪-৫)

উত্তর. যদি বলা হয়, দয়া করা হয়েছে আগুনের অধিবাসীদের উপর, তাহলে এর আরবি কী হবে?

প্রশ্ন. رُحِمَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ

উত্তর. যদি আমার ব্যাপারে কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাহলে এমনই হতো যে رُحِمَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ ।

প্রশ্ন. আপনার পুরো ঘটনা বলুন?

উত্তর. হ্যাঁ ভাই! বলছি কিন্তু কোন মুখ দিয়ে বলবো এবং কোন অন্তর দিয়ে ব্যক্ত করবো। আমার পাথরের ন্যায় অন্তরও এ ঘটনা শোনাতে সাহস পায় না।

প্রশ্ন. তারপরও বলুন, মনে হয় এ ধরনের ঘটনা থেকে অনেক মানুষ শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ করতে পারবে।

উত্তর. হ্যাঁ ভাই! বাস্তবেই আমার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা প্রত্যেক হতাশ মানুষের জন্য আশার আলো বয়ে আনবে। ঐ দয়াময় আল্লাহ

তা'আলা যখন আমার মতো অত্যাচারীর উপর এমন দয়া করতে পেরেছেন তাহলে অন্যদের নিরাশ হওয়ার অবকাশ কোথায়? শুনুন তাহলে আহমদ ভাই! আমার একজন বড় ভাই ছিলেন, এত অত্যাচার ও অপরাধের পরও দু'ভাইয়ের মধ্যে অন্তহীন ভালোবাসা ছিলো। আমার ভাইয়ের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে ছিলো। আমার কোন সন্তান নেই। ভাইয়ের বড় মেয়ের নাম ছিল হিরা। সে ছিল অভিনব উন্মাদিণী মেয়ে। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলো। সে যার সাথে মিশতো; পাগলের মত মিশতো, যার সাথে শত্র‍ুতা করতো পাগলের মতই শত্রুতা করতো। কখনো কখনো আমাদের মনে হতো যে, তার ওপর কোন জ্বীন-পরীর আছর আছে। কয়েকজন বড় কবিরাজকেও দেখানো হয়েছে কিন্তু তার অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

সে স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলো। বড় হয়ে যাওয়ায় তাকে ঘরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার আরও লেখাপড়া করার ইচ্ছা ছিলো। সে কারো অনুমতি ছাড়াই হাই স্কুলের ফরম পূরণ করে। আট দিন পর্যন্ত মানুষের বাড়িতে কাজ করে ফিস জমায় এবং এর দ্বারা বই-খাতা ক্রয় করে। যখন তাঁর পড়া বুঝে না আসত তখন পড়া বুঝার জন্য পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে যেতো। ব্রাহ্মণের এক ছেলে ছিলো সন্ত্রাসী। জানি না আমার ভাতিজী হিরাকে সে কিভাবে পটিয়েছে। একদিন রাতে সে হিরাকে ভাগিয়ে বারুতের পাশে এক জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তার গ্র‍ুপের সদস্যরা থাকতো। হিরা তো তার সাথে চলে গেছে কিন্তু সেখানে গিয়ে তার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ে এবং সে তার ভুলের উপর অনুতপ্ত হয়। সে চুপে চুপে কাঁদত। সেই দলে ছিল ইদ্রীসপুরের এক মুসলমান ছেলে। একদিন সে হিরাকে কাঁদতে দেখে তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে উত্তরে বলল, আমি অল্প বয়সী মেয়ে। কিছু বুঝতে না পেরে এই ছেলের সাথে চলে এসেছি। কিন্তু আমার মান-সম্মানের ভয় হচ্ছে এবং আমার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ছে। হিরার প্রতি ঐ ছেলের দয়া হলো এবং সে বললো, আমি মুসলমান। আর মুসলমান তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আমি তোমাকে আমার বোন বানাচ্ছি। আমি তোমার ইজ্জত হেফাজত করবো এবং তোমাকে এই জঙ্গল থেকে বের করে নিরাপদে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সে তার বন্ধুদেরকে বললো, এই মেয়েটিকে খুব সাহসী এবং পাক্কা মনে হচ্ছে।

আর আমাদের দলে দু'একটি মেয়েও দরকার, প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে। এখন তাকে আমাদের সাথে রাখার উপায় এই হতে পারে যে, তাকে পুরুষের কাপড় পরিধান করানো হোক। বন্ধুরা তার কথা মেনে নিলো। হিরাকে পুরুষের কাপড় পরিয়ে পুরুষ বানিয়ে দেওয়া হলো এবং সে তাকে সাথে নিয়ে ঘুরাফেরা করতে লাগলো। হিরা দেখতে পেলো ১০-১২ জন মানুষের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটির আচার-ব্যবহার অন্যদের থেকে পৃথক। সে কথায় পাকা ছিলো এবং মানুষকে ভালো পরামর্শ দিতো। যখন মাল বন্টন হতো তখন গরীবদের জন্য একটি অংশ রেখে দিতো। হীরাকে পৃথক কামরায় শোওয়ানোর ব্যবস্থা করতো এবং রাতে পাহারা দিতো যে, কোন হিন্দু এদিকে আসে কি-না। যখন কিছুদিন হিরাকে তার সাথে থাকতে দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, সে তাদের দলের সদস্য হয়ে গেছে, তাই তার সাথে পাহারা কমিয়ে দেওয়া হলো।

একদিন সে হিরাকে কোন বাহানায় তার বাড়ি বারুতে পাঠিয়ে দিলো এবং হিরাকে বললো যে, তুমি সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠে আমাদের বাড়ি ইদ্রীসপুর চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে আমার ছোট ভাইকে সব কথা বলবে। তাকে বলবে যে, তোমার ভাই তোমাকে যেতে বলেছে। আর বলবে সে যেন এখানে এসে বলে যে, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা সন্দেহবশত পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিয়েছে। হিরা এমনই করলো এবং তার ভাই জঙ্গলে এসে বললো, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সে তার ভাইকে বলে দিলো, হিরাকে থানায় পাঠিয়ে দাও এবং সেখানে গিয়ে সে বলবে যে, ডাকাতদের একটি দল আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। আমি কোন রকম পালিয়ে এসেছি। আমার জীবনের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে। হিরা এমনই বললো। বারুত ওয়ালারা বুরহানা থানার সাথে যোগাযোগ করলো। সেখানে পূর্বেই সেই মেয়ে ছিনতাইয়ের রিপোর্ট করা হয়েছিলো। বুরহানা থানা ওয়ালারা মহিলা পুলিশ দিয়ে বারুত নিয়ে এলো। হীরাকে ঐ থানা থেকে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসা হলো। আমরা তাকে বাড়িতে রাখলাম, কিন্তু এমন খারাপ মেয়েকে রাখিই বা কীভাবে? হিরা বললো, যদিও আমাকে সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার ইজ্জতকে সংরক্ষণ করেছি। এ কথাটি কারও বিশ্বাস হয়নি। কেউ বিশ্বাস করেনি। শিক্ষিত পরিবার থেকে একটি বিয়ের

প্রস্তাব এলো। তারা বললো, ডাক্তারি পরীক্ষা করে নিন। আমরা দুই ভাই তাকে পরীক্ষা করাতে বুরহানার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরিকল্পনা ছিলো, যদি তার ইজ্জত ঠিক থাকে, তাহলে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। অন্যথায় মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

আল্লাহর মেহেরবানী যে, রিপোর্ট ভালো হয়েছে। তার ইজ্জত সংরক্ষিত আছে। আমরা খুশি মনে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর থেকে সে মুসলমানদের খুব প্রশংসা করতো এবং বারবার একজন মুসলমান ছেলের ভদ্রতার কারণে তার বেঁচে যাওয়ার কথা বলতো। সে মুসলমানদের বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করে। সেখানে এক মেয়ে তাকে (দোজখ কা খটকা আওর জান্নাত কি কুঞ্জি নামে) একটি বই দেয়। মুসলমানদের বই পড়তে দেখে আমরা তাকে অনেক মারপিট করি এবং বলি যে, সামনে যদি এ ধরণের বই পড়তে দেখি, তাহলে তোকে জবাই করে ফেলবো। কিন্তু ইসলাম তার মনকে তখন বেষ্টন করে ফেলেছিলো। তার অন্তরের অন্ধকার পর্দা খুলে দিয়েছিলো এবং তার অন্তরকে আলোকিত করেছিলো। সে এক মুসলমান মেয়ের সাথে মাদরাসায় গিয়ে একজন মাওলানা সাহেবের হাতে মুসলমান হওয়ার পর ঘরে শিরকের অন্ধকারে সে হাঁপিয়ে উঠে। সে উদাসীন অবস্থায় সময় কাটায়। হাসি-খুশি মেয়েটি এখন এমন হয়ে গেছে যেন তার সব কিছুই বদলে গেছে। জানি না সে কেমন করে প্রোগ্রাম বানিয়েছে। সে আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে এক মাওলানা সাহেবের স্ত্রীর সাথে ফুলাত চলে যায়। আহমদ ভাই! আপনাদের এখানেই ছিলো। মনে হয় আপনার মনে আছে?

প্রশ্ন. হ্যাঁ হ্যাঁ হেরাজী! আচ্ছা, এখন ঐ হেরাজী কোথায়? আমাদের পরিবার তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। সে তো খুব ভালো মানুষ ছিলো। আচ্ছা! আপনি তাহলে হেরাজীর চাচা?

উত্তর. হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আপনার আব্বু তার নাম হেরা রেখেছিলেন। আর সেই নেক বখত মেয়েটির জালেম চাচা হলাম আমিই (কাঁদতে কাঁদতে)।

প্রশ্ন. আগে তো বলুন হেরাজী কোথায়?

উত্তর. বলছি আমার ভাই, বলছি! আমার অত্যাচার ও পশুত্বের কাহিনী

মনে হয় আপনার জানা আছে যে, মাওলানা সাহেব (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) সতর্কতাবশত; তাকে দিল্লীতে তার বোনের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে সেখানেই থাকতো। ওখানে সে সুন্দর মনোরম পরিবেশ পেয়েছিল। মাওলানা সাহেববের বোনকে রাণী ফুফু বলে সম্বোধন করতো। আপনার আম্মুও তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার রাণী ফুফু তাকে অনেক দীনী প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বোধ হয় সে এক দেড় বছর দিল্লীতে ছিলো। ফুলাত এবং দিল্লীতে অবস্থান করায় সে এমন মুসলমান হয়েছিলো যে, যদি এখন কুরআনে হাকীম অবতীর্ণ হতো; তাহলে আহমদ ভাই শহীদ মেয়েটির নাম নিয়েও আলোচনা হতো। ঘরের লোকদের প্রতি তার খুব ভালোবাসা ছিলো। বিশেষত; তার মায়ের প্রতি। তার মা অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতো।

এক রাত্রে সে তার মাকে স্বপ্নে দেখে যে, তার মা মারা গেছে। ঘুম ভাঙার পর তার মায়ের কথা খুব মনে পড়লো। যদি তার মা বেঈমান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে কী হবে! এ কথা মনে করে সে কাঁদতে লাগলো। এমনকি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বাড়ির সকলেই তাকে সান্তনা দিলেন। সাময়িকভাবে যদিও সে চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু বার বার তার স্বপ্নের কথা মনে পড়তে থাকে। সে আপনার আব্বুর কাছে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলে আপনার আব্বু তাকে বুঝালেন যে, তোমার পরিবার তোমাকে জীবিত থাকতে দেবে না। এর চাইতেও ভয়ের ব্যাপার যে, তোমাকে আবার হিন্দু বনিয়ে দেবে। ঈমানের ভয়ে সে কিছু দিন থেমে থাকলো। আবার যখন বাড়ির কথা মনে পড়তো তখন বাড়ি যাওয়ার জন্য জিদ করতো।

মাওলানা সাহেব অপারগ হয়ে অবশেষে তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বলে দিলেন যে, পরিবারকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়তে বাড়ি যাবে। বাস্তবেই যদি তোমার পরিবারের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে সবচাইতে বড় হক হলো, তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। হেরা বললো, তারা তো ইসলামকে ঘৃণা করে। তারা কখনোও ইসলাম গ্রহণ করবে না। সে বাড়িতে বলেছিলো, মাওলানা সাহেব তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেবেন। তাহলে

তারা কুফর শিরককেও ঘৃণা করবে। যেভাবে এখন ইসলামকে ঘৃণা করে। মাওলানা সাহেব বললেন, তুমিও তো এক সময় ইসলামকে ঘৃণা করতে যেভাবে এখন কুফরকে ঘৃণা করো। আল্লাহর কাছে দো'আ এবং আমার কাছে অঙ্গিকার করো যে, তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যদি তুমি এই নিয়তে বাড়ি যাও তাহলে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেফাজত করবেন। আর যদি তোমাকে কষ্টবরণ করতে হয় তাহলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আসল সুন্নত। যদি তোমাকে তোমার পরিবার মেরেও ফেলে তাহলে, তুমি শহীদ হয়ে যাবে এবং শাহাদাত জান্নাতের সংক্ষিপ্ত রাস্তা। আমার বিশ্বাস যে, তোমার শাহাদাত তোমার পরিবারের হেদায়াতের কারণ হবে। যদি তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার জীবনও দিয়ে দাও এবং তারা হেদায়েত পেয়ে যায়, তাহলে তোমার জন্য সহজ ব্যবসা হবে। মাওলানা সাহেব বলেন, তিনি তাকে দুই রাকাত নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাদের জন্য হেদায়েতের দু'আ এবং দাওয়াত দেওয়ার নিয়ত করে বড়ি যেতে বলেছিলেন। তারপর দিল্লী থেকে ফুলাত এবং ফুলাত থেকে সে বাড়ি এলো। তাকে দেখে আমাদের গায়ে আগুন ধরে গেলো। আমি তাকে জুতা দিয়ে মারপিট করলাম। সে এ কথা তো বলেনি যে সে কোথায় ছিলো। তবে বললো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমাকে ইসলাম থেকে কেউ সরাতে পারবে না। আমরা তার উপর কঠোরতা করি আর সে উল্টো কেঁদে কেঁদে আমাদেরকে মুসলমান হতে বলে।

তার মা অসুস্থ ছিলো। দুই মাস পর সে মারা যায়। সে তার মাকে দাফন করানোর জন্য মুসলমানদের ডেকে বলছিল যে, আমার মা আমার সামনে কালেমা পড়েছেন। তিনি মুসলমান হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তাই তাকে জ্বালানো-পোড়ানো অন্যায় ও যুলুম হবে। কিন্তু আমরা তাকে কীভাবে দাফন করি। তাকে আমরা জ্বালিয়ে দিলাম। প্রতিদিন এ নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঝগড়া-ফাসাদ হতো। সে কখনো তার ভাইকে কখনো তার বাবাকে মুসলমান হতে বলতো। আমরা তাকে তার নানির বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তার মামা অবশেষে অপারগ হয়ে আমাকে ও ভাইয়াকে খবর দিয়ে বললো যে, এই বিধর্মীকে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যান,

প্রতিদিন আমরা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি বজরং দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা মেরে ফেলার পরামর্শ দিলো। আমি তাকে গ্রামে নিয়ে আসি। একটি নদীর কিনারায় পাঁচ ফুট একটি গর্ত খনন করি। আমি এবং আমার বড় ভাই তাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ছলনা করে সে দিকে নিয়ে চললাম।

সে মনে হয় স্বপ্নে জানতে পেরেছিলো। সে গোসল করে নতুন কাপড় পরে আমাকে বললো যে, চাচা! আমাকে শেষ দুই রাকাত নামায পড়তে দিন। দ্রুত নামায আদায় করে বিয়ের কনে সেজে খুশি মনে আমাদের সাথে চলতে লাগলো। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এবং রাস্তা থেকে অনেকটা সরে আসার পরও সে একটু জিজ্ঞাসাও করেনি যে, আপনার বোনের বাড়ি কোথায়? একেবারে কাছে গিয়ে হেসে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি আমাকে আপনার বোনের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, না মৃত্যুর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন? (অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে)

প্রশ্ন. (পানি পান করানো অবস্থায়,) হ্যাঁ ভাই, ঘটনাটি সম্পন্ন করুন।

উত্তর. কোন মুখ দিয়ে সম্পন্ন করবো! হ্যাঁ, শেষ তো করতেই হবে। আমার কাছে একটি ব্যাগে পাঁচ লিটার পেট্রোল ছিলো। হেরার পিতা এবং আমি এই জালেম চাচা দু'জনে সাথে করে সেই সত্য মুমিনা আশেকা শহীদাকে নিয়ে গর্তের নিকট গেলাম। যা একদিন পূর্বে খনন করে রেখেছিলাম। এই হিংস্র চাচা এই বলে তাকে গর্তে ঠেলে দিলো যে, আমাদেরকে নরক বা দোযখ থেকে কি বাঁচাবি! যা নিজেই তার মজা দেখ। গর্তে নিক্ষেপ করে তার শরীরে সমস্ত পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। আমার ভাই কাঁদতে কাঁদতে সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকলো। জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি তার উপর পড়তেই তার কাপড়ে দ্বাউ দ্বাউ করে আগুন লেগে গেলো।

সে গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো এবং জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? হে আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হ্যাঁ অবশ্যই আপনি 'গারে হেরাকে' ভালোবাসেন। আর গর্তের মধ্যে জ্বলন্ত

হেরাকেও ভালোবাসেন, তাই না? আপনার ভালোবাসার পর আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, পিতাজী! অবশ্যই আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নেবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে কাঁদতে কাঁদতে)। এতে আমি অনেক রাগ করলাম। আমি ভাইয়াকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে এলাম। ভাইয়া আমাকে বলতে লাগলেন যে, আর একবার তো তাকে বুঝিয়ে দেখতে। কিন্তু আমি এতে রাগান্বিত হলাম, ফেরার (সময় গর্ত থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং আমরা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য(!)পালন করে বাসায় চলে এলাম। কিন্তু শেষে এ শহীদার ভালোবাসায় এই জানোয়ারের পাথরের মত শক্ত আত্মাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আমার ভাই বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে গেলেন। তার অন্তরে একটি ব্যথা স্থায়ীভাবে বসে গেলো। আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে আমাকে ডেকে বললেন, আমি জীবনে যা করেছি তো করেছি, কিন্তু আমার মৃত্যু হিরার ধর্মের উপর হবে। তুমি কোনো মাওলানা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো। আমিও ভাইয়ার অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পরলাম না, ভেঙে পড়লাম। আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে বাসায় নিয়ে এলাম। ভাইয়া তাকে কালেমা পড়াতে বললেন। তিনি কালেমা পড়ালেন। তার মুসলিম নাম রাখলেন আব্দুর রহমান। তিনি আমাকে ইসলামি পন্থায় দাফন করতে বললেন। আমার জন্য এ কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিলো। কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলাম এবং চিকিৎসার বাহানায় দিল্লীতে নিয়ে গেলাম। এবং হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর আমি হামদর্দের এক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং তাকে বিস্তারিত বললাম। তিনি কিছু মুসলমানকে ডেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন. আশ্চর্য ঘটনা! আপনি তো আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এখনও বলেননি?

উত্তর. এটাই বলছি। ইসলাম থেকে তো দুশমনি কমে গেলো। কিন্তু ভাইয়ার মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ায় আমার অন্তরে দুঃখ-বেদনা ছিলো। ভাইয়া মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার কারণে আমার বিশ্বাস হয়ে গেলো যে,

ভাবিও মুসলমান হয়ে মারা গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, কোনো মুসলমান আমাদের বাড়িতে যাদু করে রেখেছে এবং অন্তরকে বেঁধে রেখেছে যে, শেষ পর্যন্ত এক এক করে সকলেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবে। আমি অনেক কবিরাজের সাথেও আলোচনা করেছি। এক ব্যক্তির খোঁজে শামেলি থেকে আউন যাচ্ছিলাম। বাসে উঠলাম। বাসটি কোনো মুসলমানের ছিলো। ড্রাইভারও ছিলো মুসলমান। সে ক্যাসেটে কাওয়ালি চালিয়ে রেখেছিলো। কাওয়াল ছিল বৃদ্ধ বয়সী। তার মধ্যে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বৃদ্ধার খেদমত এবং তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিলো। আর স্পিকারটি ছিলো আমার মাথার উপর। বাস ঝিনঝানায় থামলো। সেই কাওয়ালি ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণাকে পাল্টে দিলো।

আমার মনে হলো, যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘটনা তিনি মিথ্যা হতে পারেন না। আমি আউনে না নেমে ঝিনঝানায় নেমে গেলাম এবং আমার মনে হলো যে, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর শামেলীর বাসে উঠলাম। ক্যাসেটে পাকিস্তানের মাওলানা হানিফ সাহেবের ওয়াজ চলছিলো। তাঁর বয়ান ছিলো মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে। আমার শামেলিতে নামার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু সেই ওয়াজ শেষ হয়নি। শামেলি বাস টার্মিণালে এসে ড্রাইভার ক্যাসেট পেণ্ডয়ার বন্ধ করে দিলো। আমার বক্তৃতা শোনার খুব আগ্রহ ছিলো। জানতে পারলাম বাসটি মুজাফ্ফরনগর যাবে। তাই বক্তৃতা শোনার জন্য মুজাফফরনগর এর টিকেট কাটলাম। বঘরা গিয়ে বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলো। বক্তৃতাটি আমার ও ইসলামের মাঝে দুরত্ব অনেক কমিয়ে দিলো। আমি বুরহানা রোডের ওপর নেমে গেলাম এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য বুরহানার গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশেই এক মওলানা সাহেব বসেছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সহযোগিতা করতে পারবেন? তিনি বললেন, আপনি ফুলাত চলে যান এবং মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তাঁর থেকে ভালো মানুষ আমাদের এলাকায় আর পাওয়া যাবে না।

আমি ফুলাতের ঠিকানা নিলাম এবং বাড়ি না গিয়ে ফুলাত চলে

গেলাম। মাওলানা সাহেব ছিলেন না। তিনি পরের দিন আসার কথা ছিলো। রাতে এক মাস্টার সাহেব মওলানা সাহেবের লিখিত বই 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' এক কপি দিলেন। এই বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। মাওলানা সাহেব পরদিন সকালে না এসে রাতে বাসায় ফিরলেন। আমি মাগরিবের পর তার কাছে মুসলমান হওয়ার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করলাম এবং বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছিলাম কিন্তু 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' আমাকে শিকার করে নিয়েছে। মাওলানা সাহেব খুব আনন্দিত হলেন এবং ১৩ জানুয়ারি ২০০০ ইং আমাকে কালেমা পড়ালেন।

আমার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। রাতে সেখানেই অবস্থান করলাম এবং মাওলানা সাহেবের কাছে ১ ঘন্টা সময় নিলাম ও আমার এই নির্যাতনের নির্মম কাহিনী শুনালাম। মাওলানা সাহেব আমার ভাতিজী হেরাকে হত্যা করার কথা শুনে অনেক সময় পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন এবং বললেন যে, হেরা আমাদের এখানেই ছিলো। দিল্লীতে আমার বোনের কাছে থাকতো। মাওলানা সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, ইসলাম আপনার পিছনের সমস্ত গুনাহ মুছে দিয়েছে। কিন্তু আমার অন্তর সান্ত্বনা পাচ্ছিলো না যে, এ ধরনের হিংস্র অত্যাচারীর ক্ষমা কীভাবে হবে? মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, ইসলাম পিছনের সমস্ত গুনাহ মুছে ফেলে। আপনি এতগুলো হত্যা করেছেন, এখন আপনার সান্ত্বনার জন্য আপনি মুসলমানদের জান বাঁচানোর চেষ্টা করুন। কুরআন বলে যে, সৎ কাজ গুনাহ কে দূর করে দেয়। বর্তমানে আমি আমার মনের সান্ত্বনার জন্য এবং মজলুমের অন্তরকে জাগাবার জন্য বিপদগ্রস্ত, নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের সহযোগিতা ও সহ-মর্মিতার চেষ্টা করি। এটা আমার জানা আছে যে, মৃত্যু ও জীবন দেয়ার আমি কে? কিন্তু চেষ্টাকারী তো সম্পাদনকারীর মতই তাই চেষ্টা করি।

গুজরাটের দাঙ্গা হলো। আমি সেই সময়টাকে গনিমত মনে করলাম। আমার আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে খুব সুযোগ করে দিয়েছেন। সেখানে আমি হিন্দু সেজে অনেক মুসলমান কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অথবা পূর্ব থেকে আশঙ্কা থাকলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। প্রথমে গিয়ে হিন্দুদের পরামর্শে শরিক হয়েছি। এভাবে ১০-১১টি

হামলার পূর্বেই খবর দিয়ে তাদের গ্রাম থেকে পালাতে সহযোগিতা করেছি। এ কাজ তো আমার আল্লাহ এমন করিয়েছেন যা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে। আপনি হয়তো শুনেছেন যে, ভাউনগরে এক মাদরাসার ৪০০ ছাত্রকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিলো। আমি সেখানে থানা ইনচার্জ মি.শরমাকে খবর দিলাম এবং তাদেরকে প্রস্তুত করলাম। সেই দলটি আসার ১০ মিনিট পূর্বে পিছন দিক থেকে নিজ হাতে দেওয়ালটি ভেঙে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ৪০০ নিস্পাপ শিশুর জান বাঁচানোর উছিলা বানিয়ে দিলেন।

আমি তিন মাস পর্যন্ত গুজরাটে অবস্থান করি। তারপরও আমার জুলুম এত বেশি যে, এই সব কিছু তার সমপর্যায়ের নয়। একবার মাওলানা সাহেব শান্তনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার রহমতের জন্য অসুবিধা কী? মৃত্যুর সময় বিভিন্ন বাহানা করে দেন। যেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হেদায়াত দান করেছেন, সেই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করতে কেন সক্ষম নন? এর দ্বারা কিছুটা চিন্তামুক্ত হই। মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম শেখার জন্য তাবলীগে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি দু'মাসের সময় নিলাম এবং গ্রামের বাড়ি-ঘর জমি-জমা সস্তা দামে বিক্রি করে দিল্লীতে বাসা নেই। আমার স্ত্রী ও দুই ভাতিজা ও হেরার বোনকে প্রস্তুত করে ফুলাতে নিয়ে কলেমা পড়ালাম। এতে আমার দুই মাসের স্থানে এক বছর লেগে গেলো। তারপর জামা'য়াতে সময় লাগালাম। সর্বদা আমার অন্তর এই চিন্তায় ডুবে থাকতো যে, এতগুলো মুসলমান এবং ফুলের মতো শিশুদের হত্যাকারী কিভাবে ক্ষমার উপযুক্ত হতে পারে? মাওলানা সাহেব আমাকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে বলেছেন। বিশেষ করে সূরা বুরুজ বেশি বেশি পাঠ করতে বলেছেন। এখন আমার সেই সূরাটি অর্থসহ বেশ মুখস্থ আছে। যেমন ১৪০০ বছর আগে আমার আল্লাহ তা'আলা কেমন সত্য কথা বলেছেন! আমার মনে হয় যে, অদৃশ্যের প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী এতে আমারই ছবি এঁকেছেন।

قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ✡ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ✡ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ✡
وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

অর্থ. 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা। ❖ অনেক ইন্ধনের

অগ্নিসংযোগকারীরা; ❖ যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল। ❖ এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

-সূরা বুরুজ-৪-৭

আহমদ ভাই! আপনি এই সূরাটি পড়ুন এবং হেরার কম্পন সৃষ্টিকারী আওয়াজের দিকে একটু লক্ষ্য করুন! (হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হে আল্লাহ! আপনি আপনার হেরাকে ও অনেক ভালবাসেন না! হেরা গুহা থেকে ও আমাকে ভালোবাসেন তাই না! আপনার ভালোবাসার পর আর কারো ভালবাসার প্রয়োজন নেই। পিতাজী! অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে ক্রন্দনরত)

প্রশ্ন. আল্লাহর শুকরিয়া, আপনি তার কথা মেনে নিয়েছেন। আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান, এই পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য ইসলাম ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আপনি আমার জন্য দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার দ্বারা এমন কাজ নেন যার দ্বারা আমার মতো জালেমের অন্তর তৃপ্ত হয়ে যায়। বাস্তবেই কুরআনের এই ফরমানের মধ্যে আমার মতো চিকিৎসাহীন রোগীর অনেক বড় চিকিৎসা রয়েছে। যা ভালো খারাপের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। গুজরাটের দাঙ্গায় কিছু নিস্পাপ মুসলমানের সাহায্য ও জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করতে পেরেছি ভেবে আমার দিল খুব শান্তি পায়। খোদা হাফেজ!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা.আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ খালেদ (বিনোদ কুমার খান্না) এর একটি সাক্ষাৎকার

আমি বলি যে, মুসলমানদের দাওয়াতী অনুভূতি সৃষ্টি করা খুবই জরুরী। যদি মুসলমানদের মাঝে এই জিম্মাদারির অনুভূতি জাগে তাহলে দাওয়াতের কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। বর্তমান পরিবেশ খুবই অনুকূল। ওদিকে পিপাসা ও অস্থিরতা আছে। কিন্তু আমাদের ভেতর যদি মানুষকে কিছু দেবার ও পরিতৃপ্ত করার চেতনাই না থাকে তাহলে কী করা যাবে? এ জন্য মাওলানা সাহেব সর্বদা এই চিন্তায় অস্থির থাকেন এবং দিন রাত এ কথাই বলেন, মুসলমানদের তথা সমস্ত মানব জাতির বরং বলতে গেলে গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হলো, মুসলমানদের ভেতর দাওয়াতী জিম্মাদারির অনুভূতি জাগ্রত করা। এ ব্যাপারে অনেক কাজ করা দরকার।

মুহাম্মদ খালেদ. আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদ আওয়াহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. ভাই খালেদ সাহেব! আপনাকে একটু কষ্ট দিতে চাই। আমাদের এখানে ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি দাওয়াতী উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আরমুগান সম্পর্কে বেশ অবগত আছি। এতে আমার নাম প্রকাশিত হলে তা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হবে। আপনি যা জানতে চান বলুন আমি প্রস্তুত।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার পারিবারিক পরিচয় দিন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার বর্তমান নাম মুহাম্মদ খালেদ এবং আমার পারিবারিক নাম ছিল বিনোদ কুমার খান্না। ১৯৫২ সালের ২রা আগস্ট পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর জালেন্দরে আমার জন্ম। আমার পৈতৃক নিবাস পাটিয়ালায়। আমার পিতার নাম ড.অনিল কুমার খান্না। পেশাগত দিক দিয়ে তিনি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ

ও পানি বিভাগের হাইডেল শাখার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমিও ইলেক্ট্রিকেল বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি এবং পিতার বিভাগেই চাকুরী পাই। ১৫ বছর যাবত আমার পোস্টিং জালেন্দরেই। তিন বছর আগে প্রমোশন হবার সঙ্গে বদলী হই। বর্তমানে আমি সেখানে স্বপরিবারে থাকি। অনেক দিন হলো, মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। আমাকে অফিসের কাজে দিল্লী আসতে হয়েছিলো। তাই সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং জরুরী কিছু পরামর্শ হলো।

আহমদ. দয়া করে আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

খালেদ. আজ থেকে তেরো বছর পূর্বে ১৯৯২ সালের ১৯ এপ্রিল আমি দিল্লীতে অফিসের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। দিল্লী থেকে সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে ট্রেনে বসলাম। ট্রেনটি মুজাফ্‌ফরনগর স্টেশনে পৌঁছল। লোকজন ট্রেনে উঠলো। এদের মধ্যে একজন (আমি যদি জন্মসূত্রেপ্রাপ্ত ভাষায় বলি) দেবতাও আরোহণ করলেন। আমার ধারণা সেই ভাষায় এটাই সঠিক হবে। ইসলামি ভাষায় দয়ালু ও মেহেরবান প্রভুর ফেরেস্তা এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর সত্যিকার ওয়ারিসও বলতে পারি। তিনি আমার থেকে অল্প দূরে তৃতীয় সিটে বসলেন। ২ মিনিট গাড়িটি থামল। এরপর গাড়ি খুব দ্রুত ছেড়ে দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেল। আহমদ ভাই ! সেই দেবতা ও ফেরেস্তা সুলভ মানুষটি হলেন আপনারই পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব। যিনি আমার অন্তরঙ্গ পরম সুহৃদ।

আমার পাশেই মুজাফ্‌ফরনগরের একজন গ্রাম্য ব্যাক্তি বসে ছিলেন। সম্ভবত; তিনি জাট চৌধুরী হবেন। গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, মুজাফ্‌ফরনগর আসতে আর কতটুকু দেরী? উত্তরে মাওলানা সাহেব বললেন তাউজী! গাড়ি মুজাফ্‌ফরনগর তো ছেড়ে এলো। আমরা যেখানে উঠেছি সেটাই মুজাফ্‌ফনগর ছিল। আর চৌধুরী সাহেবকে মুজাফ্‌ফনগর স্টেশনে নামতে হবে। তাই তিনি সিটের নিচ থেকে তার মাল-সামানগুলি বের করে মাথায় নিয়ে নামার উদ্দেশ্যে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন এবং চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামতে চাইলেন। মাওলানা সাহেব তার হাত ধরে থামিয়ে দিলেন দু'হাত দিয়ে আটকালেন ও বললেন,

তাউজী! আপনি এখন আর নামতে পারবেন না। আপনি দেওবন্দ স্টেশন পর্যন্ত চলুন। সেখানে গাড়ি থামাবে। আপনি নেমে অন্য গাড়িতে মুজাফফরনগর চলে আসবেন। সেই চৌধুরী সাহেব নামার জন্য এই বলে জিদ করতে লাগলেন যে, আমার মেয়ের বিয়ের কথা পাকা-পাকি করার জন্য পাত্রপক্ষ আসছে আমাকে দ্রুত পৌঁছতে হবে।

মাওলানা সাহেব তাকে টেনে নিজের সিটের দিকে নিয়ে এলেন এবং তাকে বুঝাতে লাগলেন যে, তাউজী! আপনি জীবিত থাকলেই তো আপনার মেয়ের বিয়ের কথা পাকাপাকি করতে পারবেন। চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলে বাঁচবেন কীভাবে? সে নেমে যাওয়ার জন্য জিদ করছিল। কিন্তু মাওলানা সাহেব মজবুতভাবে তার গতিরোধ করে রাখলেন এবং বললেন যে, দেওবন্দের আগে আপনাকে নামতে দেবো না। চৌধুরী সাহেব যখন বুঝতে পারলেন যে, চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে কিছুতেই নামতে দিবেনা ; তখন বাধ্য হয়ে আপন সামান-পত্র সিটের নিচে রাখলেন। দেওবন্দ স্টেশন এলে গাড়ি থামলো। মাওলানা সাহেব তার পুটলী নিজ হাতে উঠালেন ও তাকে নামিয়ে দিলেন। এরপর পুটলী হাতে তুলে দিলেন।

আমি এই পুরো দৃশ্যটি বসে বসে দেখছিলাম। আমাদের পরিবারকে খুব ধার্মিক মনে করা হতো। স্বয়ং আমার নিজের ব্যাপারেও এই ধারণা ছিল যে, আমি একজন সামাজিক মানুষ। এই দৃশ্য দেখে আমার বিবেকে খুব আঘাত লাগে। আমার মনে হলো যে, আমারই স্বধর্মী হিন্দু ভাই আমারই সামনে থেকে উঠে গিয়ে কেমন যেন চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যাচ্ছিলো আর একজন ভিন্নধর্মী মুসলমান ব্যক্তি এই উৎকট সাম্প্রদায়িকতার যুগে (যুগটি ছিল বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমির অগ্নি যুগে) তার জীবন বাঁচালো! মাওলানা সাহেব যদি তাকে বাধা না দিতেন এবং টেনে না নিয়ে আসতেন তাহলে চৌধুরী সাহেব তো মারাই যাচ্ছিলেন। আমি নিজ অবস্থার উপর খুব লজ্জিত হলাম। আমার সিট থেকে উঠে মাওলানা সাহেবের সামনের সিটে বসলাম। মাওলানা সাহেবকে বললাম, মাওলানা সাহেব! আপনি আমাকে অনেক বড় শাস্তি দিয়েছেন এবং এমন কষ্ট হচ্ছে যে, মন চাচ্ছে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যাই। মাওলানা সাহেব আমাকে পরম স্নেহভরে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তো আপনার থেকে দূরে বসেছি। আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা-বার্তাও

হয়নি। তারপরও যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমার ভ্রমনসঙ্গী। আর একজন মুসলমানের উপর তার সফর সঙ্গীর বিরাট হক থাকে।

আমি বললাম, মাওলানা সাহেব! হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের এই অগ্নিযুগে আপনি একজন হিন্দুকে মহাব্বতের সাথে পরিশ্রম করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আর আমার এই ধর্মীয় ভাই কেমন যেন আমার সামনে থেকে উঠে মারাই গেলো। আমার এতটুকু অনুভূতি এলোনা যে, আমি তাকে ঠেকাই। অথচ আপনি দূর থেকে গিয়ে তাকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে গেলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার মত অনুভূতিহীন ব্যক্তির বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। বাস্তবেই মাওলানা সাহেব! আপনার জন্য এটা ছিল গৌরবের বিষয়। আপনার এ আচরণ আমাকে বিরাট শাস্তি দিয়েছে। আমার বুঝে আসছে না আমি নিজেকে এর কী শাস্তি দেবো?

মাওলানা সাহেব আমার এই অনুভূতি দেখে খুব খুশী হলেন এবং অত্যন্ত স্নেহভরে আমার দুই হাত ধরে চুমু খেলেন। বললেন, প্রিয় ভাইটি আমার! মালিকের দয়া যে, আপনার এই অনুভূতি হয়েছে অন্যথায় এই দুনিয়াতে সকলেই নিজেকে তার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। আর আমি তো আপনার থেকেও অকেজো ও নিষ্কর্মা। আল্লাহর দয়া যে, তিনি আমাকে মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়েছেন। যার কারণে মানবতার কিছু মূলনীতি পেয়েছি। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন মানুষ ও জীব জন্তু কার কী অধিকার বলে দিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ মাওলানা সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী শুনালেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের সত্যিকার ওয়ারিস আল্লাহ ওয়ালাদের ঘটনা শুনালেন। কথা হচ্ছিল, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার এবং বক্তাও ছিলেন এমনতরো যে, আশ-পাশের লোকেরা জড়ো হয়ে গেলো। বারবার হৃদয় বিগলিত হচ্ছিলো। কিছু মানুষ তো কেঁদেই ফেললেন।

আমি মাওলানা সাহেবের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, সুফি দরবেশদের এক প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক গ্রাম ফুলাত যেখানে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ইসলামি স্কলার শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সেখানেই থাকতেন। মাওলানা সাহেব আমাকে ঠিকানা লিখে দিলেন এবং আমার ঠিকানাও জেনে নিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমি

জালেন্দরের ইঞ্জিনিয়ার, তখন তাঁর ঘনিষ্ট দু'জন সাথীর ফোন নাম্বার ও ঠিকানা লিখে দিলেন, যারা জালেন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন এবং আমাকে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য খুব জোর দিলেন। মূলত; মাওলানা সাহেবের সেই দুই সাথী তাঁর মুরিদ ছিলো। জালেন্দর গিয়ে আমি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারা আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। তাঁরা আমাকে মাওলানা সাহেবের লিখিত 'আপকি আমানত আপকি সেবামে' এবং "ইসলাম কেয়া হ্যায়?" নামক দু'টো বই পড়তে দেন। ট্রেনের ভিতরেই ইসলামের এক ঝলক আলো আমি মাওলানা সাহেবের আমলের রূপে দেখেছিলাম। আর এই বই দু'টো পড়ার পর আমার আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

শুরুতে আমাকে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার খবর গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এক বছর পর্যন্ত আমি প্রকাশ করিনি। কিন্তু পরে আমার খেয়াল হলো যে, আমি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে একটি ভুল পথে প্রকাশ্যভাবে চলবো, আর আল্লাহর যমিনের উপর আল্লাহর আসমানের নিচে বসবাস করে গোপনে আল্লাহর এবাদত বন্দেগি করবো, এ আবার কী ধরণের ভীরুতা ও কাপুরুষতা? আমি আদালতে গিয়ে আমার ইসলাম গ্রহণের আইনগত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করে নিলাম। এরপর আমার পরিবারের লোকদের সামনে প্রকাশ করলাম। আমার স্ত্রীকেও বলে দিলাম। পরিবারের লোকেরা আমার প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত হলো। আমার পিতা ছাড়া সকলেই আমাকে গাল-মন্দ করতে লাগলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললো। আমার আব্বু বললেন, এভাবে ঝগড়া-বিবাদ করার দ্বারা কোন লাভ নেই। সে পাগলতো নয়; শিক্ষিত ছেলে। সতর্ক ও বুদ্ধিমানও বটে। একথা ঠিক যে, ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একটা বড় ধরণের সিদ্ধান্ত। খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া উচিত। আমি তাঁকে বলে দিই যে, আমি দু'বছর খুব ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ইসলামকে পুরোপুরিভাবে জানা ও নামাজ রোজা ইত্যাদি শিখার জন্য একজন লোক খুঁজছিলাম। এমন সময় সাহারানপুরের অধিবাসী একজন মাওলানা এশতেয়াক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। আমি তাঁর কাছে যাওয়া-আসা শুরু করলাম। তিন-চার দিন পর তিনি আমাকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

কেননা সে হিন্দু এখন তাঁর সঙ্গে আপনার থাকাটা বৈধ নয়। আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, একজন পাক্কা মুসলমানের মত ইসলামের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুনকে শিখবো ও জানবো। আমি একটি রুম ভাড়া নিলাম এবং স্ত্রীকে আমার অপারগতার কথা বললাম। সমস্যা ছিল আমার দুই বাচ্চাকে নিয়ে। একটি তখন দুধ পান করছিল। এই সমস্যার পরেও আমার ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে বিরোধীতা করা হয়েছে এবং আমাকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মাওলানা ইশতেয়াক সাহেব আমাকে বললেন, মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবকে আমরা জালেন্দরে দাওয়াত দিয়েছি। তিনি আগামী সপ্তাহে পাঞ্জাব সফরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর মূল সফর ছিলো লুধিয়ানা জেলার সুমরালায়। আমি নিয়ত করলাম, মাওলানা সাহেবের জালেন্দর সফর হোক আর না হোক, কথা বলার সুযোগ থাকুক আর না থাকুক সুমরালা গিয়েই সাক্ষাৎ করবো । আমি ছুটি নিয়ে দুপুরের আগেই সুমরালায় পৌঁছে গেলাম। আছরের পর মাওলানা সাহেব এলেন। সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমার ইসলাম কবুল করায় তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং আমাকে বললেন যে, কয়েক রাত তিনি আমার হেদায়াতের জন্য দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ! কত ভালো মানুষ। বিবেকবান মানুষ। সে তো অবশ্যই হেদায়াত পাবার হকদার। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমার আল্লাহ সে কথাগুলো শুনেছেন। আমার স্ত্রীর থেকে পৃথক হওয়া অদ্ভুত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে মাওলানা সাহেবর সাথে পরামর্শ করলাম। মাওলানা সাহেব আমাকে আল্লাহর প্রত্যেক হুকুম মানা ও তার সন্তুষ্টির উপর ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে এও বললেন যে, আপনাকে যে কোন হুকুমের উপর আমল করার আগে কোন দা'য়ীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কেননা দাওয়াতের বিধান হয় আলাদা।

ইসলামি শরিয়াতের মূলনীতি হলো, দু'টো লাভের মধ্যে যদি একটি গ্রহণ করতেই হয় তাহলে, সেটাই গ্রহণ করতে হবে; যেটাতে বেশি লাভ। আর দু'টো ক্ষতির মধ্যে যদি একটা ক্ষতি মেনে নিতেই হয়, তবে সেটাই মানতে হবে; যাতে ক্ষতির পরিমাণ কম। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হলো, এমতাবস্থায় যদি সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে স্বামীকে স্ত্রীর সাথে রেখে দেওয়া হয়। আর স্বামী যদি স্ত্রীর হেদায়াতের গভীরভাবে

ফিকির করে, তাহলে স্ত্রী-পুত্র সবাই মুসলমানই হয়ে যায়। আর যদি পৃথক করে দেওয়া হয়; তাহলে এ সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। এমতাবস্থায় গায়রে মাহরামের সাথে থাকা একটি গুনাহ। কিন্তু দু'টি সন্তান ও স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের আশায় এটাকে মেনে নেয়া যেতে পারে। অতএব আল্লাহর কাছে তওবাহ করতে থাকুন এবং অল্প কিছু দুরত্ব বজায় রেখে সতর্কতার সাথে থাকুন। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্ক মনে করে থাকবেন না বরং নিজেকে একজন দা'য়ী এবং তাকে মাদউ' (দাওয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি) ভেবে থাকবেন। মাওলানা সাহেব আমাকে তাঁর ফোন নাম্বার দিলেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বললেন, কোন সমস্যা-সংকটে ফোনে পরামর্শ করবেন।

এই সাক্ষাৎ আমার জন্য পরম শান্তি বয়ে আনলো। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। বাসায় আমার ট্রেনের ঘটনার সাথে মাওলানা সাহেবের পরিচয় করে রেখেছিলাম। সুমরালা থেকে ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, মাওলানা সাহেব আমাকে অনেক গাল-মন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, মুসলমান হয়ে এত সুন্দর অনুগত ও প্রেয়সী স্ত্রীকে কিভাবে পরিত্যাগ করতে পারো? এখন তো তার হক আরো বেড়ে গেছে। আমি আমার স্ত্রীকে এটাও বলেছি, মাওলানা সাহেব আমাকে এ কথাও বলেছেন যে, সবচাইতে ভালো মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজ স্ত্রীর সাথে আচার-ব্যবহারে উত্তম। মাওলানা সাহেব আমাকে উর্দূ কুরআন শরীফ পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে কুরআন শরীফ পড়তে শুরু করি এবং আধা ঘণ্টা স্ত্রীকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ব্যয় করি। সেখানে তার সাথে ভালোবাসার কথা বলি এবং ইসলামের সত্যতা ও হিন্দু ধর্মের যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী কিছু কথা বলি।

চার বছর লাগাতার লেগে থাকার পর আমার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়। এদিকে আমিও কুরআন শরীফ এবং উর্দূ এমনভাবে পড়েছি যে, আমি উর্দূ ভালোভাবে লিখতে সক্ষম। ১৯৯৯ সালে জানুয়ারিতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে দু'দিনের জন্য ফুলাত সফর করি। মাওলানা সাহেব খুব খুশি হলেন এবং বললেন যে, আপনার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। তখন আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সন্তান চারজন ছিল। আর একজনের জন্মের সময় কাছাকাছি ছিল। এমন সময় আমার জন্য হজ্জের সফর করা কঠিন ছিল। ফলে আমরা পরের বছর হজ্জের পাকা-পোখতা নিয়ত করি। আলহামদুলিল্লাহ! ২০০০ সালে পাঁচ বাচ্চাসহ হজ্জের সৌভাগ্য অর্জন

করি। হজ্জের এই সফরে দশদিন মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। ১৯৯৬ ইং মাওলানা সাহেবের 'আরমুগানে দা'ওয়াত' নামক বইটি পড়ি। পড়ার পর আমার অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সমস্ত মানবজাতিকে নবী (সা.)-এর ব্যথা ও দরদের সাথে ইসলামের দাওয়াতকে লক্ষ ও উদ্দেশ্য বানানো ব্যতিত মুসলমানিত্বের দাবি মিথ্যা।

ব্যাস! আমাকে কিছু করতে হবে ভেবে আমি জালেন্দরে চামরার রঙ করে এমন একটি গ্রামকে দাওয়াতী কাজ করার জন্য চিহ্নিত করি। আমার সাথে কিছু লোককে জড়িয়ে নিলাম এবং পরিবারের লোকদের উপর মেহনত করার পাশা-পাশি ঐ এলাকার মানুষের উপর কাজ করা শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! কয়েক বছরের প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'আলা কবুল করার ফলে, পাঞ্জাবে এ বংশের প্রায় দু'শো মানুষ কুফর ও শিরক থেকে তওবা করেছে। জালেন্দরে একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা বানিয়েছি। এছাড়াও গুরুদওয়ারের তিনজন পুরোহিত মুসলমান হয়েছে। এটা আমার মদিনার উপস্থিতির অত্যাশ্চর্য আবেগে হয়েছিল। মন চাচ্ছিল যে, পায়ে না চলে প্রিয় নবী (সা.)-এর শহরে ডানায় ভর দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলি। রওজায়ে আতহারে পৌঁছে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ি। সে ছিল এক আশ্চর্য অবস্থা। আমি অনুভব করলাম যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন।

আমি আমার লজ্জা ও অনুতপ্ততা প্রকাশ করলাম যে, হে প্রিয় নবী! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি তো দাওয়াতের জন্য কত কুরবানী দিয়েছেন, কিন্তু আমরা তো শুধু নামে মাত্র মুসলমান। আরমুগানে দাওয়াত থেকে আমি এই বুঝেছি যে, আপনার মতো দরদ-ব্যথা ব্যতিত 'আমরা আপনার' এ কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। আমার এই ধারণা কি সত্য? আমাকে এমন মনে হলো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ধারণাকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে আমার এই কাজ ব্যতীত 'আমার' বলার অধিকার নেই। আর তোমার সাথে যেই ভালোবাসা তা হলো এইজন্য যে, তুমি সমাজের অসংখ্য দুর্বল লোকদেরকে জহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছ।

প্রশ্ন. এই কথাগুলি আপনার জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে?

উত্তর. তাতো বলতে পারি না, আমার নিদ্রাবস্থায় না অজ্ঞাত অবস্থায়।

কিন্তু এর মধ্যে এতো মজা ছিল যে, আজ পর্যন্ত এর স্বাদ অনুভব হয়। বরং যখনই আমার বিন্দু পরিমাণ গাফলতি আসে। আমি তার কল্পনা করে নেই। আমার আবেগ সতেজ হয়ে উঠে, এমনকি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান কালিন এই ঘটনা আমাকে নেশার মত ছেয়ে ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! দশ দিনের মধ্যে এই অধমের সাথে ২১ বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নে সাক্ষাৎ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সেখানেই দাড়ি রাখি এবং তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করি। চাকরী করা অবস্থায় এই ব্যাপারে অসতর্কতা বশত; যা হয়েছিল, তার একটি তালিকা তৈরী করি। হজ্জ থেকে ফিরার পর হকদারদের হক আদায় করতে শুরু করি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ সফলতা দান করেছেন।

প্রশ্ন. আপনার সন্তানদের লেখাপড়ার কী হল?

উত্তর. আহমদ ভাই! আমার তিন ছেলে। আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম এবং দুই মেয়ে ফাতেমা ও আয়েশা। আমার স্ত্রীর নাম ও রেখেছি আমেনা। আমি আমার বাচ্চাদের শুধু লেখাপড়ার জন্য একজন মাওলানা সাহেবকে বাসায় রেখেছি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি পরিবার পরিকল্পনার সমর্থক ছিলাম। ফলে ১১ বছরে আমাদের এক ছেলে এক মেয়ে ছয় বছরের ব্যবধানে জন্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমার মনে হলো যে, কোনো কিছু অসম্পূর্ণ ভালো নয়। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি বুঝে আসুক আর না আসুক আমাকে ইসলামকেই মানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ছ'জন সন্তান দান করেছেন। এতে আমি খুবই খুশি। মদিনা মুনওয়ারায় অবস্থানকালে ইসলামের ধারায় আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে ইসলামের প্রতিটি বিধি-নিষেধ একশত ভাগ বিবেক অনুযায়ী সত্য মনে হয়। এমন কি পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে বড় বড় স্কলারদের সাথে বিতর্ক করতে পারি। আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি সন্তান গর্ভধারিনী মেয়েকে বিয়ে করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর আমরা মুসলমান হয়ে আহমক ইংরেজদের খপ্পড়ে পড়ে পরিবার পরিকল্পনার বোকামীপনাকে উন্নতি-অগ্রগতি মনে করছি। এটা কতটা বোকামি! আমার আশা যে, আমার আল্লাহ যদি আমাকে বিশ জন সন্তান দান করেন আর আমি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ইসলামি হক

আদায় করি তাহলে সকলেই উজ্জল নক্ষত্রে পরিণত হবে। ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমার সন্তান স্কুলেও যায় এবং দ্বীনি শিক্ষার (ধর্মীয় শিক্ষার) অবস্থায়ও আমি তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত।

প্রশ্ন. আপনি কি আপনার পিতা-মাতার উপর দাওয়াতী কাজ করেছেন?

উত্তর. আমার উপর আল্লাহর রহম করম যে, আমার আব্বা অবসরের পর পাতিয়ালায় নিজের বাড়ি চলে যান। আর আমি হজ্জের সময় মুলতাজাম (অর্থাৎ কাবা শরীফের দরজা ও হজরে আসওয়াদের মাঝখানের স্থানকে মুলতাজাম বলা হয়) এবং আরাফার ময়দানে আমার পিতা-মাতা ও ছোট বোনের হেদায়াতের জন্য খুব দু'আ করি। হজ্জ থেকে ফিরে প্রথমে পাতিয়ালায় যাই। এমন লাগছিলো যে, আমার পিতা নিজেই প্রস্তুত ছিলেন। মূলত; তিনি পাকিস্তানের সূফী বাবা বুলে শাহ্ চিশতির মুরিদ বাবা সানূলী শাহ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বাবা সানূলী শাহ গুরুদাসপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ১২৫ বছর। অনেক মুজাহাদা করে ছিলেন। তওহীদে বিশ্বসী ছিলেন। জিকির ইত্যাদি করতেন। পাঞ্জাবী ভাষায় তাছাউফের উপর তার বাণী ছাপা হয়েছে। সম্ভবত তিনি কোথাও তাঁর হাতে বাইয়াতও হয়ে ছিলেন। হজ্জ থেকে ফিরার পর আমার কাছে যমযমের পানি চাইলেন এবং দাঁড়িয়ে খুব শ্রদ্ধার সাথে পান করলেন। মদিনার খেজুরকে চোখে লাগিয়ে মহাব্বতের সাথে খেলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন যে, মদিনা এবং মদিনা ওয়ালাদের কথা শুনাও। আমি যখন তাঁকে মদিনার কিছু ঘটনা শুনালাম, তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন বেটা! তুমি বড়ই সৌভাগ্য অর্জন করেছ। তাঁর মদিনার প্রতি এতো শ্রদ্ধা-ভক্তি আমার জানা ছিলো না।

মদিনা ওয়ালার পয়গাম শুনিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বলি। তিনি বললেন, আমি তো তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাকে আমার বাবা শাহ সানূলী স্বপ্নে দেখিয়েছেন তিনি আমাকে বলেছেন সত্যিকারের ধর্ম তো ইসলামই। তারপরও তা মেনে নিচ্ছো না কেন? আমি তাকে কলেমা পড়তে বললে, তিনি কলেমা পড়েন। তার নাম রাখি মুহাম্মদ ওমর। এরপর আমি অত্যন্ত ভালোবেসে আমার মাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বলতে থাকি। তিন দিনের চেষ্টায় তিনিও মুসলমান হয়ে যান। এরপর আমাদের গোটা পরিবারে রইলো কেবলমাত্র আমার ছোট বোন। বিয়ের এক বছর পর সে বিধাব হয়ে যায়। আমাদের সকলের ইসলাম গ্রহণের

পর তাকে মুসলমান করতে খুব বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। সে নিজে খুব ভাল মানুষ ছিলো। বরং বলতে কি আমাদের সকলের চেয়ে সে ভাল।

প্রশ্ন. মা-শা-আল্লাহ! খালিদ সহেব! আপনার সাথে আল্লাহর খাস রহমত আছে। নইলে বাড়ির লোকদের ব্যাপারে বিরাট সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়।

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার আল্লাহ আমার ভাগ্যে সব কিছু বিনা কষ্টে লিখে রেখেছিলেন। আসলেই এর শোকর আদায় করতে পারবো না।

প্রশ্ন. আপনি তো দিন-রাত দাওয়াতের ধ্যানে থাকেন। আপনার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা ও সমস্যা-সমাধানের কথা জানাবেন?

উত্তর. আহমদ ভাই! আসলে আমার জীবনে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় শুরু হয় আপনার পিতার ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশে। আমার দৃষ্টিতে কোন আদর্শ বা নবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী কোন মুসলমান যদি থাকেন; যাঁকে আমি দেখেছি তাহলে তিনি মাওলানা কালিম সাহেব। আমি বলি লুধিয়ানায় মাওলানা সাহেবের একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ইসলাম একটি নূর, একটি আলো, আর মুসলমান হলো সেই আলোতে আলোকিত এক ইউনিট। আলো ও আলোকোজ্জ্বল রোশনীর বাধ্য-বাধকতা হলো আলো ছড়ানো। অর্থাৎ মুসলমান হলে সে অবশ্যই দা'য়ী হবে এবং দা'য়ী হবে এ ধরনের যে, তাকে দা'য়ী হিসেবে চেনা যাবে। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার কাজ ও মূল পেশা হিসাবে দাওয়াতকেই মনে করি।

আমাকে যদি কেউ আমার পেশা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি এটা বলি না যে, আমি ইলিক্ট্রিকেল বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার। আমি বলি আমার পেশা হলো দাওয়াত। এটা বলাও মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে শিখেছি। আলহামদুলিল্লাহ! এই পরিচয়ের দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়েছে। প্রথমে এই পরিচয় দিতে শুরু করেছিলাম, বলতে বলতে এই কথা ও এই বিষয়টি চেতনায় বসে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমার বেতনের অর্ধেক টাকা দাওয়াতের জন্য ব্যয় করি। আমার স্ত্রী-সন্তানও সর্বদা সমান শরীক থাকে। আমার ধারণা, আমরা যদি আমাদের মর্যাদা ও পেশায় সচেতন হই। তাহলে দেখা যাবে পুরো দুনিয়ার মানুষ ইসলামের জন্য পিপাসার্ত এবং ইসলামের দাওয়াতের জন্য পরিবেশ একেবারে অনুকূল। এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, মানুষ এ কাজের

জন্য প্রস্তুত নেই। মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের চেতনা সৃষ্টি করা এবং তাঁকে এ ব্যাপারে তার দায়িত্বের উপলব্ধি করানো তো বেশ কঠিন। মূলত; মানুষ একটি সামাজিক জীব। তার জীবনের প্রত্যেক স্থরে একটি সমাজের প্রয়োজন হয়। তা এমন সমাজ যা ইসলামের উপর বেঁচে থাকার জন্য সহযোগী হয়।

আমি আপনাকে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনাচ্ছি। জালেন্দরে যারা চামরার কাজ করে (চামার) এমন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে একজন দ্বায়িত্বশীল ও খুবই ফিকিরমন্দ সাথী আছেন। যিনি পাহলোয়ান নামে প্রসিদ্ধ। চামারদের ভিতর কাজ করার ক্ষেত্রে খুবই কর্মঠ সাথী। হজ্জও করেছেন। সেই এলাকায় ছয়টি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের মধ্যে তারও একটি বড় অংশ রয়েছে। মাদরাসা স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভুমিকা পালন করেছেন। নিজের চারটি সন্তানকে হাফেজ বানিয়েছেন এবং বড় মেয়েটিকেও হিফজ পড়িয়েছেন।

চার বার তারাবিতে কুরআন শুনিয়েছে। যখন মেয়েটির বিয়ের সময় হলো, কোন মুসলমান তাকে বিবাহ করতে রাজি হয়নি। চার বছর যাবত চেষ্টা করেছেন। অনেক সাধারণ পরিবারে খুব মামুলী ধরণের ছেলের সঙ্গেও বিয়ের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু চামার বংশের বলে মানুষ দূরে সরে যায়। তিনি খুবই আবেগী মানুষ। একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর হাফেজ মেয়েটিকে একই সম্প্রদায়ের এক অমুসলিম চামার ছেলের কাছে বিয়ে দেন। যার বাড়িতে শূকর পোষা হয় এবং তার গোস্ত রান্না হয়। এখন পাহলোয়ানের এই অবস্থা যে, মুসলমানদের নাম আসলেই গালি দেয়। আমি তাকে বুঝিয়েও ছিলাম যে, একজন অমুসলিমের কাছে বিয়ে দেওয়া ও হারামে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে অবিবাহিত থাকাই ভালো ছিলো।

আসলে হয়েছিল কি, তার কারখানায় একজন মুসলমান চাকুরী করত সে ছিল নিরক্ষর ও মোটা বুদ্ধির। পাহলোয়ান সাহেব সেই ছেলেকে তার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল এবং বলল যে, আমি কখনোও চামারদের মধ্যে বিবাহ করবো না। ব্যাস, তিনি রাগে ও ক্ষোভে বলেন যে, আমার এক মূর্খ অধীনস্থও এই মেয়েকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। এই ক্ষোভে তিনি একজন অমুসলিমের সাথে হিন্দুয়ানী রীতিতে বিয়ে দেন। এ বিষয়টি স্বয়ং আমার জন্যও খুবই দুঃখজনক ছিলো। আর সেই মেয়ে তো পুরো রাত কাঁদতে কাঁদতে অস্থির

থাকতো। এমনকি কয়েকবার বিষও পান করেছে। কিন্তু হায়াত ছিল বলে মরে নি।

আল্লাহর দয়া যে, আপনার আব্বুর সেখানে সফর হলো। আমি পুরো ঘটনা শোনালাম। তিনি জালেন্দর গিয়ে পাহলোয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, আপনি আখিরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মুসলমান হয়েছেন। তাহলে ওই মুসলমানদের থেকে কী আশা করেন? অতঃপর তাঁর দুই সাথীকে ওই মেয়ের স্বামীর পিছনে দাওয়াত দেওয়ার জন্য লাগিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সে মুসলমান হয়ে বাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে এসেছে। তাদের আবার বিয়ে পড়ানো হয়েছে এবং মাওলানা সাহেব পহলোয়ান কে আশ্বস্ত করলেন যে, আপনার মেয়েদের বিয়ের জিম্মাদারী আমাদের। আল্লাহর শোকর! এখন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আহমদ ভাই! সত্য কথা হলো যে, ওই মেয়ের স্বামীর ইসলাম গ্রহণ করার আনন্দ আমার মুসলমান হওয়ার চেয়ে বেশি। তার কারণ হলো, যখন আমি মুসলমান হয়েছিলাম তখন আমার দাওয়াতী চেতনা ছিল না। এর বিষয়টি আমার ঘাড়ে চড়েছিল। আমি রাত-দিন এ ব্যাপারে মাওলানা সাহেবের জন্য দু'আ করি।

তাই আমি বলি যে, মুসলমানদের দাওয়াতী অনুভূতি সৃষ্টি করা খুবই জরুরী। যদি মুসলমানদের মাঝে এই জিম্মাদারির অনুভূতি জাগে তাহলে দাওয়াতের কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। বর্তমান পরিবেশ খুবই অনুকূল। ওদিকে পিপাসা ও অস্থিরতা আছে। কিন্তু আমাদের ভেতর যদি মানুষকে কিছু দেবার ও পরিতৃপ্ত করার চেতনাই না থাকে তাহলে কী করা যাবে? এ জন্য মাওলানা সাহেব সর্বদা এই চিন্তায় অস্থির থাকেন এবং দিন রাত এ কথাই বলেন, মুসলমানদের এবং সমস্ত মানব জাতির বরং বলতে গেলে গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হলো, মুসলমানদের ভেতর দাওয়াতী জিম্মাদারির অনুভূতি জাগ্রত করা, এ ব্যাপারে অনেক কাজ করা দরকার।

প্রশ্ন. অনেক অনেক শুকরিয়া খালেদ ভাই! 'আরমুগানের' জন্য অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার খুবই অনুভূতি জাগছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দাওয়াতী কাজের যেভাবে বুঝ দান করেছেন, অন্য কাউকে দেননি। আপনার সাথে থেকে এ বিষয়ে আরো কিছু শিখতে

হবে। আল্লাহ যদি সুযোগ দেন তাহলে আপনার সাথে থাকবো।

উত্তর. আহমদ ভাই! আপনি আমাকে লজ্জিত করছেন। আমি নিজে খুবই দুঃখিত ও বিষণ্নতা বোধ করছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হওয়ার হক আদায় করছি না। যা কিছু মুখে মুখে বলছি তা আপনার পিতার ব্যাক্ত ব্যথার ফয়েজ। এটা ঠিক যে, মাওলানা সাহেব আমার ও আমাদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী অসংখ্য মানুষের জন্য এই কথা প্রমাণ করেন যে, ইসলামের জন্য পরিস্থিতি কেমন অনুকূল। মাওলানা সাহেব বলেন যে, দাওয়াতের আওয়াজ দানকারী এক ব্যক্তি অনুভূতিহীন অবস্থায় এক ব্যক্তির গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে উদ্দ্যত এক চৌধুরীকে হাত ধরে সিটে বসিয়ে দেয়া; এই ছোট একটি সংবেদনশীলতার আ'মলটি অসংখ্য মানুষের হেদায়েত লাভের উসিলা হয়। এরচে' বেশি দাওয়াতের পরিবেশ অনুকূল হওয়ার আর কী প্রমাণ চাই?

প্রশ্ন. সঠিক কথাই বলেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক বড় কাজের কথা বললেন এবং এ থেকে 'আরমুগানের' পাঠক-পাঠিকার অনেক উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর. ধন্যবাদ। আপনি আমাকে এই কল্যাণকর কাজে শরীক করেছেন। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ফি আমানিল্লাহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, মে ২০০৫ ইং

মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী ভাগ্যবতী নারী মোহতারামা শাহনাজ এর সাক্ষাৎকার

সকল মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তারা তাদের অবস্থানকে চিনবে এবং অমুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। সাথে সাথে নিজের আচার-আচরণকে ইসলাম দ্বারা সুসজ্জিত করবে, নিজেকে দা'য়ী হিসেবে তৈরি করবে এবং নিজের আ'মলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় করাবে। যদি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আদর্শ মানুষের সামনে চলে আসে, তাহলে মানুষ খেলোয়াড় ও লিডারদেরকে আদর্শ না করে একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ বানাবে। এর থেকে অধিকতর আকর্ষণ কোন আদর্শেই হতে পারে না। দ্বিতীয়ত যেভাবে রেডিও, টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে (শরিয়তের সীমায় থেকে) ইসলামকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এ প্রচেষ্টা চালাবে।

আসমা. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শাহনাজ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. শাহনাজ ফুফু! আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেশে এসেছি। এই সুন্দর পবিত্র ভূমির দাবি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথা এবং দাওয়াতের প্রেরণা লাভ করে যাওয়া। আপনি আমাদের মাসিক 'আরমুগান' (উর্দূ পত্রিকা) সম্পর্কে অবগত আছেন যে, কিছুদিন যাবত দা'য়ীদের দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি করার লক্ষে পত্রিকায় সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। আব্বুর ইচ্ছা ছিলো, আমি আপনার সাথে কিছু আলোচনা করি, যাতে এই কথাগুলো আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আপনার কথাগুলো 'আরমুগানে' প্রকাশিত হওয়াটা বিরাট বরকতের ব্যাপার হবে।

উত্তর. আমাকেও ভাইজান ফোন করে বলেছিলেন। অবশ্যই আমার জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন মহত ও মুবারক দাওয়াতী কাজে আমারও একটি অংশ থাকবে।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার বংশ পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি জম্মু শহরের এক শিক্ষিত মালহুতরা পরিবারে ৪মে ১৯৭৫ ইং জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কালদীপ মালহুতরা। তিনি কমার্সের প্রভাষক ছিলেন। আমার আম্মা অতীব হতভাগিনী ও বিপদগ্রস্তা মহিলা ছিলেন। তাঁর বিয়ের পর কোনো দিন সুখ-শানিড় ভাগ্যে জুটেনি। আমার বয়স যখন ৫-৬ বছর তখন অকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমার এক বড় ভাই ছিলেন, তখন তার বয়স ছিলো ১০ বছর। একদিন আমার আম্মু আমাকে নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য এক নদীর তীরে নিয়ে যান। এক ব্যক্তি তাকে পুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার মেয়েকে নদীতে নিক্ষেপ করতে এসেছি, কারণ আমার মতো যদি তারও ভাগ্য খারাপ হয়, তাহলে সারাটা জীবন তাকেও বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা সইতে হবে। এর চেয়ে ভালো হবে সে এখনই মারা যাক। সেই লোকটি তাকে খোশামোদ করলেন এবং বুঝালেন যে, এই মেয়েটির ভাগ্য তো খুব ভালো। আপনি তার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না । তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান। না জানি কোন সমবেদনার সাথে এই কথাগুলো বলেছিলেন, যার ফলে আমার মা আমাকে নদীতে নিক্ষেপ না করে বাসায় নিয়ে এলেন।

এর একবছর পর আমার মা ইন্তিকাল করেন। মায়ের মৃত্যুর ৬ মাস পর বাবা ২য় বিবাহ করলেন। আমার সাথে আমার সৎ মায়ের (আল্লাহ তা'য়ালা তার অনুগ্রহের বিনিময় দান করুন) আচরণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। সর্বদাই আমার উপর কাজের খুব চাপ থাকতো। এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই আমি এস.এস.সি পাস করি। আমার বাসা আমার জন্য জেলখানায় পরিণত হলো। এমনকি বাসাটি যেন একটি 'জাহান্নাম'। সৎ মায়ের এ ধরণের অসহনীয় নির্যাতনের কারণে আমার মন এতো সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, কয়েকবার আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি। একবার অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম এবং কয়েকবার পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার

চেষ্টাও করি। কিন্তু আমার দয়াময় আল্লাহর দয়া ছিলো, তাই আমার আত্মহত্যার কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। সৎ মা আমার বিরুদ্ধে বাবার কাছে অভিযোগ করে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলতো। তিনি আমাকে দয়া ও অনুকম্পা করার পরিবর্তে কড়া শাসন করতেন।

আমি মন্দিরে যেতাম। মাজারে যেতাম। এবং পূজার পরিবর্তে মূর্তিদের কাছে এই প্রশ্ন করতাম যে, আমাকে বলে দিন, কবে আমার রাত পোহাবে? কবে ভোর হবে? কিন্তু তারা তো হলো নিষ্প্রাণ মূর্তি। আমার প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? আহ! যদি আমি কুরআনের সেই ধ্বনী জানতাম তাহলে প্রাণহীন মূর্তির ধারে কাছেও যেতাম না। এখন আমি কুরআন শরিফ পড়ছি। আমার মনে হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতখানা আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলো।

إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

‘যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, তাহলে তোমাদের আহ্বান তারা শুনবে না, যদিও শুনে তবু উত্তর দেয় না এবং কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরিক করাকে অস্বীকার করবে এবং খবর রাখনে ওয়ালার মত কেউ বলে দেবে না।’ (সুরা-ফাতির-১৪)

একদিন আমি এক মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করতে দেখি। আমার বান্ধবীকে বললাম যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে কবরে দাফন করাবে, আগুনে পোড়াবে না। আমার সৎ মা প্রতিদিন আমাকে শাসাতো এবং আব্বুর দ্বারা শাসন করানোর জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন ফন্দি বের করতো। একদিন আমাকে মানি ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা চুরি করে নেওয়ার অপবাদ দিলেন। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। আমার ধারণা হলো, আজ আমাকে চুরির অপবাদ দিলো; কে জানে কাল এর চেয়ে বড় কোন অপবাদ লাগিয়ে বসে। আমার অস্তিত্ব তাঁর কাছে সহ্যই হতো না। একদিন ১০০ টাকা ও কয়েক জোড়া কাপড় নিয়ে বের হয়ে যাই এবং চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে দেই।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. আসলে আমি এ বিষয়টি বলার জন্যই এই কথাগুলো বললাম। আমার সৎ মার অনুগ্রহ যে, তার নির্যাতনই আমার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমার দয়াময় পথপ্রদর্শক স্রষ্টা, (তার উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক) যিনি আমাকে নির্যাতনের অন্ধকার থেকে বের করে আমার উপর রহমত ও হেদায়াতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার কাছে একটি কাপড়ের ব্যাগ ছিল। আমাদের বাসাটি ছিল একটি ছোট গলির ভেতর। আমি গলি দিয়ে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার আব্বুও কলেজ থেকে ফিরছিলেন। তিনি আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন কিন্তু তার দৃষ্টি আমার উপর পড়েনি। যদি দেখতে পেতেন তাহলে আমাকে এভাবে যেতে দিতেন না। আমাকে ফিরিয়ে নিতেন এবং না জানি কি শাস্তি আমাকে সহ্য করতে হতো। বাড়ি থেকে আমি কোনো দিন বের হইনি। প্রথমে রেল স্টেশনে গেলাম। দিল্লীর টিকেট নিলাম এবং দিল্লীর ট্রেনে উঠে বসলাম। আমার এটাও জানা ছিল না, ট্রেনের কোন বগিতে উঠতে হবে। সৈনিকদের এক বগিতে উঠে বসলাম। আমি মেয়ে বলে তারা আমাকে বসার স্থান করে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগলো। সৈনিকদের বগিতে রিজারভেশন টি,টি এলো। সৈনিকদের বগিতে আমাকে দেখে টিকেট চাইলো। আমি বসে থাকলাম পাশে বসা সৈনিক বললো, এটা আমার বোন। আমাকে বোন বানানোর পর থেকে পুরোটা পথ বোনের মতই লক্ষ্য রেখেছেন এবং উপরের সিট খালি করে আমাকে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বারবার স্বান্তনা দিচ্ছিলেন যে, বোন! তুমি কোন চিন্তা করো না।

আমি ভোরে দিল্লীতে পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে বেরোতেই একটি ‘সিটি বাস’ দেখতে পেয়ে উঠে বসলাম। আমার সামনের সিটে দু’জন যুবক বসা ছিলো। তারা আশপাশে কথাবার্তা বলছিলো। কথাবার্তা শুনে তাদেরকে ভদ্র বলে মনে হলো। আমি তাদেরকে বললাম, ভাইয়া! আমাকে এখানকার কোনো গার্লস হোস্টেলের সন্ধান দিতে পারবেন? তারা আমার ঠিকানা জানতে চাইলে; আমার ঠিকানা বললাম। তারা আমার দূরাবস্থা অনুভব করতে পেরে আমাকে বললো, গার্লস হোস্টেল এখান থেকে অনেক দূরে, আপনি এককাজ করুন; আমার বোনের সাথে সাক্ষাত করুন এবং সেখানে কিছুক্ষণ আরামও করে নিবেন। তিনি শিক্ষিত মেয়ে। গার্লস

হোস্টেলে তিনি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিবেন। আমাদের বাসায় কোন পুরুষ ন যে, আপন ভাই এবং মাও করতে পারে না।

প্রশ্ন. আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় কীভাবে এলেন?

উত্তর. আমার আল্লাহর অনুগ্রহের 'বায়ূ প্রবাহ' চলছিলো। অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ চলতেই থাকলো। মাওলানা সাহেব (মাওলানা জাবেদ আশরাফ নদভী) মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলেন, এবং আমাকে উমরার ভিসায় এখানে নিয়ে এলেন। দেশে ফিরতে আমার মন চাচ্ছিল না। কয়েক বছর এখানে অবৈধ ভাবেই ছিলাম। মদিনা মুনাওয়ারায় আমাকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি সন্তান দান করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমাকে মদিনার গলিতে হারিয়ে যাওয়ার স্বাদ উপভোগ করিয়েছেন। মাওলানা সাহেবের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে একেবারে মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, শান্ত, ভদ্র একজন স্বামী দান করেছেন। আর তারই উসিলায় আমার মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান। এতে আমার সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

প্রশ. মুফতি আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী (রহ.)-এর পরিবারের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কীভাবে হলো?

উত্তর. আমার স্বামী খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। বড় কোনো ব্যক্তি অথবা আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি খুব হিমশিম খান। আমি জানতে পারলাম যে, আমাদের এখানে একজন বড় আলেম মুফতি সাহেব থাকেন। আমি তাঁর বাসায় যাই এবং মুফতি সাহেবের স্ত্রী (আম্মুজান) এর সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল হন। তিনি মুফতি সাহেবের সাথে আমার কথা আলোচনা করলেন। মুফতি সাহেব অমুসলিমদের প্রতি দাওয়াতী কাজে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে খুবই সম্পর্ক রাখতেন। তিনি আমার স্বামীকে খবর দিয়ে নিলেন এবং তারা দু'জনই আমাকে বোন বানিয়ে নিলেন এবং সত্যিই মা-বাপের মতই তত্ত্বাবধান করলেন। আম্মুজান দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমার বাচ্চাদের কাপড় নিজ হাতে সেলাই করে দেন। আমি যদি কোন জিনিসের দাওয়াত দেই তাহলে তিনি নিজ হাতে কোন কিছু বানিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে

এবং আমার বাচ্চাদেরকে কেমন ভালোবাসেন তা বর্ণনাতীত। হযরত মুফতি সাহেব আমাদের পুরো পরিবারকে খুবই ভালোবাসেন। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের বাড়ির সকলেই আমাকে নিজের বোনের মতো বরং তার চেয়ে বেশি আপন মনে করে।

প্রশ্ন. আমাদের দাদীও দেখি আপনাকে 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করেন এবং আপনাকে খুবই স্মরণ করেন। তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক হলো কীভাবে?

উত্তর. আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে আমার স্বামী মাওলানা জাবেদ সাহেবের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিলো। একবার তিনি তাঁর মাকে নিয়ে উমরায় এসেছিলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং মদিনার বাসিন্দা হওয়ার ফলে কিছু মেহমানদারী করার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর সাথে আমার খুব মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। খেদমতে আল্লাহ তা'আলা অনেক প্রভাব রেখেছেন। মানুষ যদি খেদমতের অভ্যস্থ হয়, তাহলে পাথরের মতো অন্তরেও স্থান করে নিতে পারে। জন্মগতভাবেই আমি বড়দের খেদমতের সৌখিন। বড়দের কাপড় ধুয়ে দেওয়া, তাদের মাথা মালিশ করে দেওয়া, হাত-পা টিপে দেওয়া আমার কাছে খুব ভালো লাগে। বৃদ্ধা মহিলাদের খেদমতের প্রয়োজন হয়, আর বড়রা অল্পতেই অন্তর থেকে দু'আ দিতে থাকেন। অল্প একটু কুরবানী করে যদি বড়দের খেদমত করে তাহলে তার এই দু'আতেই দুনিয়া ও আখেরাত পাওয়া যায়। আমি বড়দের দু'আয় অনেক ফল পেয়েছি।

প্রশ্ন. মদিনা মুনাওয়ারায় বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন আসে। শুনেছি আপনার ছোট ছোট পাঁচজন ছেলেমেয়ে আছে এবং টিউশনিও করেন। এরপরও পরিচিত কেউ এলে তাদের খেদমতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতে কি আপনি ক্লান্ত হন না?

উত্তর. আমার আল্লাহ আমাকে মদিনায় অবস্থানের সৌভাগ্য দান করেছেন। মদিনার আবহাওয়ায় মেহমানের সম্মান ও মেহমানদারী আবহ রয়েছে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদিনার মেহমানদের খেদমত ও মেহমানদারীর স্বাদ আস্বাদন করি। আমি মনে করি তাঁরা হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমান। তাঁর পর্যন্ত যখন আমাদের

অবস্থা পৌঁছে, তিনি তাঁর মেহমানদের মেহমানদারীর কারণে কতোইনা খুশি হন। যদি এমনই হয় তাহলে আবার ক্লান্তি কিসের?

প্রিয় ভতিজি আমার! এই নিয়তেও আমি স্বাদ অনুভব করি যে, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমানদের খেদমতের সৌভাগ্য হচ্ছে। আমি তো বাচ্চাদের খেদমতকেও আল্লাহর হুকুম মনে করে করি। স্বামীর বোঝা কমানোর জন্য টিউশনি করি। আলহামদুলিল্লাহ! এই নিয়তের কারণে প্রতিটি কাজেই তৃপ্তি অনুভব করি এবং কাজ সম্পূর্ণ করার পর আমি খুবই আনন্দবোধ করি। আসলে আমাদের ধর্ম নিয়ত শুদ্ধ করার হুকুম দিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছে। যদি নিয়ত ঠিক হয়ে যায় তাহলে সব কাজেই মজা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন. শুনেছি মদিনা মুনাওয়ারায় আপনার রুজি-রুজগার করায় অনেক সমস্যা এবং অন্যস্থান থেকে আপনার অফার থাকা সত্ত্বেও আপনি মদিনা ছাড়তে চান না! বিষয়টি কি সঠিক?

উত্তর. যে ব্যক্তি একবার মদিনা দেখেছে সে জান্নাত ছাড়া অন্য কথাও যেতে চাইবে, এটা কীভাবে সম্ভব? আমার ইচ্ছা যে, 'জান্নাতুল বাকীর' মাটি আমার ভাগ্যে নছিব হোক। এটাই আমার সর্বশেষ তামান্না। তুমিও দু'আ করবে (কাঁদতে কাঁদতে)। যখন আমি মদিনার কবুতরগুলিকে দেখি, তো দু'আ করি যে, হে আমার আল্লাহ! আপনি 'জান্নাতুল বাকীর' পবিত্র দানা এদের ভাগ্যে রেখেছেন; আমার ভাগ্যেও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা মোবারকের স্পর্শে ধন্য এই পবিত্রভূমি নসীব করুন।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের কি কোন খোঁজ-খবর নিয়েছেন? তারা কি আপনাকে খোঁজে নি?

উত্তর. সম্ভবত তারা খোঁজা-খোঁজি করেনি। কারণ তারা তো নিশ্চিত ছিলো যে, আমি আত্মহত্যা করেছি। কয়েক বছর থেকে আমার পিতা ও ভাই এর সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। মদিনা ভার্সিটিতে জম্মুর এক ছাত্র পড়া-শোনা করে। তিনি আব্বুকে আমার ঠিকানা দিয়েছেন। আমি ভিসা বাড়ানোর জন্য হিন্দুস্তানে গিয়েছিলাম। তখন দেখা করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একবার পুরানো দিল্লীতে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে দেখে আব্বু অনেক সময় কেঁদেছেন। আমার পুরো অবস্থা শুনার পর তিনি অনেক লজ্জিত হলেন। এখন তিনি দু'একদিন পর পরই আমার কাছে ফোন

করেন। মাওলানা জাবেদ আশরাফ ও আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। এখন তিনি মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে আবেদন করেছি এবং তিনি তাঁর ঠিকানা নিয়েছেন। তিনি তাঁর সাথীদের দ্বারা কাজ নিবেন। আর আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন. আপনার সৎ মা কি বেঁচে আছেন? তাঁর সাথে কি কোন যোগাযোগ হয়েছে?

উত্তর. হ্যাঁ তিনিও বেঁচে আছেন। ফোনে একবার তার সাথে কথা বলেছি। তিনি খুব ক্ষমা চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের সূচনা এবং অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখা তারই অনুগ্রহ মনে করি। কারণ, তার নির্যাতন ও জুলুমই আমার সৎপথ পাওয়ার মাধ্যম হয়। আমি মুলতাযাম ও দু'আ কবুল হওয়ার স্থানসমূহে একজন বড় মুহসিন হিসেবে তার জন্য আল্লাহর কাছে আহাজারি করে হেদায়াতের দু'আ করেছি। গত হজ্বে আরাফার ময়দানে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি দু'আ করেছি।

প্রশ্ন. বাচ্চাদের লেখা পড়ার জন্য আপনি কী নিয়ত করেছেন?

উত্তর. এখানে স্কুলে তারবিয়াতের পদ্ধতি আশ্চর্যজনক। আমাদের ইচ্ছা প্রতিটি সন্তানই দা'য়ী এবং দীনের বড় খাদেম হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি হযরত মুফতি আশেক এলাহী বুলন্দশহরী সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর স্বরচিত তাফসির 'আনওয়ারুল বয়ান' এর হিন্দি অনুবাদ শুরু করেছিলাম। আমার ইচ্ছা যে, আল্লাহ তা'আলা যেন কুরআনে হাকীমের এই খেদমত আমার দ্বারা কবুল করেন। তাই, আমরা বাচ্চাদের তারবিয়াতের চিন্তা মাদরাসা থেকে বাসায় বেশি করছি।

প্রশ্ন. 'আরমুগানের' পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

উত্তর. সকল মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তারা তাদের অবস্থানকে চিনবে এবং অমুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। সাথে সাথে নিজের আচার-আচরণকে ইসলামের আদর্শ দ্বারা সুসজ্জিত করবে। নিজেকে দা'য়ী হিসেবে তৈরি করবে এবং নিজের আমলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় করাবে। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আদর্শ মানুষের সামনে চলে আসে, তাহলে মানুষ খেলোয়াড় ও লিডারদেরকে আদর্শ না বানিয়ে একমাত্র আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ

বানাবে। এরচে’ অধিকতর আকর্ষণ কোন আদর্শেই হতে পারে না। দ্বিতীয়ত; রেডিও, টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে (শরিয়তের সীমায় থেকে) ইসলামকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছান যায়, এর জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

আর আমার জন্য দু'আ করবেন; আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকেও তাঁর ধর্মের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কবুল করেন এবং আমার দ্বারা যেন কিছু কাজ নেন। এটাই আমার আশা যে, আমি এবং আমার বংশধর দীনের খেদমত বিশেষত: দীনের দাওয়াতের জন্য যেন কবুল হয়ে যায়। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকে বলেন, তোমরা এতদিন থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছো অথচ এখনো একটি বাড়িও বানাও নি? আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, আমরা তো পবিত্র জান্নাতুল বাকীর ধূলো হবার আশায় পড়ে আছি। দুনিয়ায় বাড়ি-ঘর বানানোর জন্য তো প্যারিসে অথবা নিউ ইয়র্কে যেতাম। এটাতো তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য বলি। অন্যথায় আমার তো খেয়াল হয় যে, দুনিয়ায় জীবন-যাপনের মজা ও স্বস্তি মদিনা মুনাওয়ারার জীবনেই রয়েছে। প্যারিসের লোকদের তো এই মাটির সৌভাগ্য হবে না।

প্রশ্ন. অনেক অনেক ধন্যবাদ শাহনাজ ফুফু! আপনার উপর তো খুবই ঈর্ষা হয়। আমাদের জন্য দু'আ করবেন।

উত্তর. প্রিয় আসমা! বহুদিন থেকে তোমার নাম শুনেছি এবং আরমুগানে পড়েছি। তোমাকে দেখার জন্য আমার চক্ষু অস্থির ছিলো। আমি তোমার উপর ঈর্ষা করি। আমরা মদিনা মুনাওয়ারায় থাকছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু তুমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর কাজ বরং সবচাইতে মাহবুব কাজ করছো। আল্লাহ তা'আলা এতে অনেক বরকত দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে বারবার হারামাইন শারিফাইন এর বিশেষ যিয়ারাতকে বরকতের সাথে কবুল করুন। আমীন!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা যাতুল ফাওযাইন

মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর ২০০৪

নওমুসলিমা হালিমা সা'দিয়ার সাক্ষাৎকার

> আমার মনে হয় মুসলিম বোনেরা ইসলামের মূল্য বুঝে না। তারাও এই প্রচলিত অপসংস্কৃতির মাঝে নিজ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিছু মুসলিম মহল্লায় গেলে বুঝা কঠিন হয়ে যায়, এটা মুসলিম এলাকা না অমুসলিম এলাকা? পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা, এমনকি পাশ্চাত্যের ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁরা চলছে। ইসলামের পূর্বের নারীদের ইতিহাস পড়া উচিত। আমি মনে করি এতে নারীদের ওপর ইসলামের অনুগ্রহ অনুভব হবে এবং ইসলাম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্ম তার মূল্যায়ন হবে।

আসমা. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হালিমা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আমি আম্মুর কাছে আগেই জানতে পেরেছি যে, আজ আপনি আসবেন। ভালোই হলো আপনি এসে পৌঁছেছেন। এ সুযোগে আপনার কাছে আপনার ইসলাম গ্রহণের মর্মান্তিক কাহিনীটি জানতে চাই। আপনি কি একটু শুনাবেন?

উত্তর. কেন? তাঁর তো সব জানাই আছে!

প্রশ্ন. ব্যাপারটা হলো, আমাদের জমিয়তে-শাহ ওলিউল্লাহ থেকে ‘আরমুগান’ নামে একটি উর্দূপত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর তাতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের সাক্ষাতকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। যাতে পুরনো মুসলমান ভাই-বোনেরা তা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

উত্তর. আমার ঘটনা দ্বারা কী শিক্ষা লাভ হবে? আমি তো নিজেই আমার ঘটনা নিয়ে লজ্জিত। ঠিক আছে, কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

প্রশ্ন. সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিন?

উত্তর. দক্ষিণ দিল্লীর এক হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা ডি.ডি.আই-এ চীফ একাউন্ট্যান্ট পদে চাকুরি করেন। আমার তিন ভাই,

তিন জনই পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। আমিও ইংরেজীতে এম,এ, করে কমিউনিকেশনে ডিপেণ্ডামা করেছি। আমিও এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সেক্রেটারী পোস্টে কাজ করি। আমি আমার ইসলামি নাম রেখেছি হালিমা। যদিও এই নামে খুব কম লোকেই ডাকে। বর্তমানে আমার বয়স ৩৩ বছর থেকে কিছু বেশি।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উত্তর. ভারত সরকার সরকারী কর্মজীবিদের বিদেশি ভাষা শেখার জন্য একটি ইনিস্টিটিউট স্থাপন করেছেন। সেখানে অফিসের পক্ষ থেকে আমাকে আরবি শেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। অধিকাংশ আরবি শিক্ষক ছিলেন মুসলমান। তাঁরা আরবির সাথে সাথে উর্দূও শেখাতে লাগলেন। আমার পিতা খুব ভালো উর্দূ জানতেন ও বলতেন। তাই আমি উর্দূ শিখতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইনি।

আমাদের শিক্ষকমণ্লীর মধ্যে একজন ছিলেন ডা. মুহসিন উসমানী সাহেব। তিনি ছাত্রদেরকে আরবি শেখানোর পাশাপাশি ইসলামের সাথে পরিচয় করান এবং আরবি সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা হওয়ার পর আমাদেরকে কুরআনে হাকীম থেকে আরবি পড়াতে লাগলেন। ডা. মুহসিন উসমানী সাহেব ঐ সময় দিল্লী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের সকল আরবি শিক্ষার্থীকে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত ইসলামি বইপত্র দিলেন। আপনার পিতার রচিত বই 'আপনার আমানত'ও এক কপি দিলেন। মূলত: বইটি সহমর্মিতার ভাষায় লিখা হয়েছে। বইটি পড়ার পর কুরআন শরীফ-এর প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করলেন। আমি ড. মুহসিন সাহেবকে সুসংবাদ দিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। তিনি আমাকে কলেমা পড়ালেন। এরপর আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও নামায ইত্যাদি শেখার জন্য নিজামুদ্দীন মারকাযে যেতে লাগলাম। সেখানে দক্ষিণ হিন্দুস্তানের এক মাওলানা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে নামায ইত্যাদি শিখতাম। সে সূত্রে অনেক মুসলমান মহিলার সাথে সম্পর্ক হয়। ফলে তাদের বাড়িতে আমার যাওয়া আসা শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের লোকেরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কথা জানে?

উত্তর. না, এখন পর্যন্ত তাঁরা আমার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারটি

জানে না।

প্রশ্ন. আপনি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

উত্তর. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এর চাইতে বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমি।

প্রশ্ন. আপনাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে! আপনার সমস্যাটা কী একটু জানতে পারি?

উত্তর. আমার জীবনের সবচাইতে কষ্টকর দিক হলো, আমি কুরআনে হাকিম, আরবি শেখার একটি বই মনে করে পড়েছি। এটাতো কুরআনে হাকিমের অনুগ্রহ যে, এর মাধ্যমে আমার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলাকে চেনা সম্ভব হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার তৌফিক হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাকের যে ধরনের বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিলো এবং মৃত্যুর পর দোযখের আগুন ও পাপের শাস্তির যে ভয় হওয়ার দরকার ছিলো সেটা মোটেও হয়নি। আমি এই নিয়তে খুব বেশি বেশি কলেমা পড়ি, যাতে পড়তে পড়তে হৃদয়ে বসে যায়। কিন্তু আমি পরিষ্কার অনুভব করি যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার গলার নিচে নামে না, শুধু মুখে মুখে মুসলমান হয়েছি। দেব-দেবীর পূজা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। কিন্তু 'লা-ইলাহা' বলে যেভাবে আল্লাহর বড়ত্বের সামনে অন্য কিছুর অসারতার ধারণা ভিতরে প্রবেশ করা উচিত তার আংশিকও আমার ভিতরে পাইনা; না দোযখের ভয়, না মৃত্যুর পরের হিসাব-নিকাশের ভয়। যেভাবে ভয় করা উচিত তেমন অবস্থা আমার ভিতরে পাই না।

আমি মুসলমান। আল্লাহ আমার উপর নামায ফরয করেছেন। নামায সময়মত না পড়তে পারলে কমপক্ষে কাযা আদায় করা উচিত। মৃত্যুর পরের শাস্তির খবরের ওপর বাহ্যিকভাবে বিশ্বাস আছে। তাই আমার প্রত্যেক অবস্থায় আমার নামায আদায় করা উচিত। কিন্তু আমার অবস্থা হলো এই, নির্জনের অপেক্ষায় থাকি। সুযোগ পেলেই আমি নামায আদায় করে নেই। সুযোগ না পেলে কখনো কখনো কাযা হয়ে যায়। কেমন জানি মনে হয় যে, পরিবারের প্রতি আমার ভয় আল্লাহ ও দোযখের ভয়ের চাইতেও বেশি। এটা কি কোন ঈমান? আমি যখন নামায পড়ি, সেজদায় আমার খুব ভালো লাগে। তখন নিজেকে সবচাইতে স্থিতিশীল মনে হয় এবং প্রশান্তি অনুভব করি। আমার ইচ্ছা হয় যেভাবে মানুষ সেজদার

অবস্থায় দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেভাবে সেজদারত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু যেভাবে নিজের সমস্ত দুর্বলতা স্বীকার করার সাথে সাথে স্বীয় অস্তিত্বকে প্রভুর সামনে সোপর্দ করে দেওয়া উচিত সে ধরণের একটি সেজদাও আমার ভাগ্যে জুটেনি। কখনো কখনো আমার পুরো রাত এ অস্থিরতায় কাটে যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তা হবে মুনাফিকের মৃত্যু।

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِم ما ليس في قلوبهم

(তারা এমন কথা কেন বলে যা তাদের অন্তরে নেই) এই আয়াতটি মনে হয় আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন. এটাইতো আপনার ঈমানের প্রমাণ। আচ্ছা, আপনার কি বিবাহ-শাদী হয়েছে?

উত্তর. আমার পারিবারিক অবস্থা এমন অনুকূল নয় যে, তারা কোন মুসলমান ছেলের সাথে আমার বিবাহ দেবে। তাই পরিবারের লোকদের কাছে প্রথমেই এ ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। এখন আমি সঠিক ঈমানের দিকে মনোযোগী হয়েছি। তাই আমি চাচ্ছি কোনো দীনদার মুসলমান ছেলের সাথে আমার বিবাহ হোক; যাতে করে তার সাথে থেকে আমার প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়।

নিজামুদ্দিন মার্কাযের এক মাওলানা সাহেবকে আমি এ ব্যাপারে বলেছিলাম। তিনি আমাকে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি এবং আপনার ওপর কোন ধরনের বাধ্যবাধকতাও থাকবে না এবং আপনি আপনার পরিবারকে দেখানোর জন্য মন্দিরে যেতে চাইলেও যেতে পারবেন! বরং আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনাকে মন্দিরে রেখে আসবো। তার কথায় আমি খুবই হতাশ হলাম যে, এই ব্যক্তি যখন নিজেই অর্ধেক হিন্দু হতে প্রস্তুত তাহলে আমার ঈমান আসবে কোথা থেকে? আমি এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিলাম। আমি শুধু এমন ব্যক্তিকেই বিবাহের জন্য বিবেচনা করতে পারি যিনি আমাকে ইসলামের ছোট থেকে ছোট বিষয়ের উপরও আমল করতে বলবেন।

প্রশ্ন. আপনিতো সরকারি চাকুরী করেন, আপনার চাকুরীর কি অবস্থা হবে? কেননা আপনাকে তো পর্দা করতে হবে?

উত্তর. আমি চাকুরী ছেড়ে দেবো। মহিলাদের জন্য চাকুরী করে উপার্জন করা এবং ঘর থেকে বের হওয়া বোঝা মনে করি। মহিলারা শিশুদের লালন-পালন করবে, বাড়ি-ঘরের কাজ-কর্ম করবে, আবার চাকুরীও করবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের শরীরকে দুর্বল বানিয়েছেন। তাদের জন্য চাকুরী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, পর্দাকে নারীর জন্য মৌলিক প্রয়োজন মনে করি। আমি অফিসে থেকে অমুসলিম নারীদের জন্যও পর্দাকে অনেক বড় নেয়ামত মনে করি। নারী যদি বেপর্দায় থাকে তাহলে তাকে পুরুষের কামনা-বাসনার দৃষ্টি সহ্য করতে হয়। এটা নারীর জন্য বড় লাঞ্ছনা ও লজ্জাজনক ব্যাপার। নারীদের কী হলো যে, তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

প্রশ্ন. আপনি কি কুরআন শরীফ পড়েন?

উত্তর. এটাতো আল্লাহর দান। যখন থেকে মুসলমান হয়েছি অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কলেমা পড়েছি ঐ দিন থেকে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছুটেনি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, পুরা আমপারা এবং সূরা মুল্‌ক, সূরা মুয্‌যাম্মিল, সূরা আর-রাহমান, সূরা ইয়া-সীন এবং সূরা আলিফ-লাম-মীম সিজদা মুখস্থ আছে। শয়ন কালে সূরা মুল্‌ক এবং আলিফ লাম-মীম-সিজদা এবং সকালে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করি। আলহামদু লিল্লাহ! সূরা কাহফের অর্ধেক মুখস্থ করে ফেলেছি। ইনশাআল্লাহ অচিরেই পুরোটা মুখস্থ করে ফেলব। জুমার দিনে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করি এবং সালাতুত্তাসবীহর নামায আদায় করি। কখনো আবার বৃহস্পতিবারে রোযা রাখি। কিন্তু ঈমানবিহীন আমল দ্বারা কী কাজ হবে? আমি কুরআনে কারীমে গ্রাম্য মানুষদের অবস্থা পড়েছি।

قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الآيمٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمٰلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না।

নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।' -সূরা হুজরাত -১৪

খুবই সত্য কথা! আমার মনে হয় এই আয়াতটি বোধ হয় শুধু আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে ঈমানের পূর্ণ আনুগত্য জরুরী।

প্রশ্ন. আপনার অনুভূতি অনেক উচ্চস্তরের। আপনাকে দেখে ঈর্ষা জাগে, আমাদের অবস্থা এর চাইতে অনেক নিচে। আমাদের তো এর অনুভবও হয় না।

উত্তর. আপনি তো ছোট থেকেই মুসলমান, একজন বড় ঈমানওয়ালার মেয়ে। আপনি আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন কীভাবে?

প্রশ্ন. আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন। কেননা আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক খুবই দৃঢ়।

উত্তর. হায়! আপনার কথা যদি সত্য হতো তাহলে আমার জীবন যে কতো সুন্দর হতো!

প্রশ্ন. আপনার জীবন খুব সুন্দর ও প্রশংসনীয়।

উত্তর. আল্লাহ আপনার কথায় বরকত দান করুন ।

প্রশ্ন. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর. আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আপনি কি মুসলমান বোনদের জন্য কিছু বলবেন?

উত্তর. আমার মনে হয় মুসলিম বোনেরা ইসলামের মূল্য বুঝেনা। তাঁরাও এই প্রচলিত অপসংস্কৃতির মাঝে নিজ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিছু মুসলিম মহল্লায় গেলে বুঝা কঠিন হয়ে যায় এটা মুসলিম এলাকা না অমুসলিম এলাকা। পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা, এমনকি পাশ্চাত্যের ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁরা চলছে। ইসলামপূর্ব নারীদের ইতিহাস পড়া উচিত। আমি মনে করি এতে নারীদের ওপর ইসলামের অনুগ্রহ অনুভব হবে এবং ইসলাম যে ফিতরতের তথা স্বভাব ধর্ম তার মূল্যায়ন হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা আমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, এপ্রিল ২০০৪ ইং

জনাব আনাস সাহেব (অরূণ কুমার চক্রবর্তী)-এর সাক্ষাৎকার

অন্য ধর্ম থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী নওমুসলিম ভাই-বোনদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সুন্দর পরিবেশে পুনর্বাসনের একটি ব্যবস্থা নেয়া দাওয়াতের সাফল্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই আমাদের বড়দের চিন্তা করা উচিত। আর এটা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। মদীনার ভ্রাতৃত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি একজন মুসলমান একজন নওমুসলিম বা একটি পরিবারের জিম্মাদারি নিয়ে নেয়, তাদের তরবিয়তের ব্যবস্থা করে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগিয়ে দেন, তাহলে এটা সহজ হয়ে যাবে।

আহমদ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আনাস. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আনাস ভাই। আপনি ভালো আছেন তো? বহুদিন পর আপনার সাথে সাক্ষাৎ হলো।

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আসলেই বহুদিন পর আসতে পেরেছি। ফুলাতে দুই তিন বার গিয়েছি, কিন্তু হযরত (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) সফরে থাকার কারণে সেখানে সাক্ষাৎ হয়নি। এবার দিল্লীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ফোনে যোগাযোগ করে এলাম।

প্রশ্ন. আল্লাহর শুকরিয়া যে, আপনি এসে গেছেন। আসলে ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, যাতে দা'য়ী ভাই-বোনদের দাওয়াতি কাজের পাথেয় হয়। আমি নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ (মাদরাসা) থেকে বাসায় ফিরে ভাবছিলাম, এই মাসে কার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যায়। আল্লাহর শোকর যে, তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাই আমি

আরমুগানের জন্য আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই ।

উত্তর. ভাই আহমদ! আমি এর উপযুক্ত কোথায়? আপনি যদি কিছু জানতে চান তাহলে জেনে নিতে পারেন। একটি দাওয়াতী পত্রিকায় আমার নাম আসা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হবে।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন ?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার বর্তমান নাম আনাস। ২৪ মে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ফুলাতে এনে আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের হাতে কালেমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

আমার জন্মস্থান কলকাতা। আমার পুর্বের নাম অরণ কুমার চক্রবর্তী। আমরা বংশগতভাবে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। আমার পিতার নাম শ্রী অরুণ কুমার। তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতার বড় একটি বাজারে চামড়ার জ্যাকেট ইত্যাদির ব্যবসা ছিল। আমি ভাই-বোনদের মধ্যে বড় ছিলাম। আমার ছোট দুই ভাই দুই বোন। এক ভাই এক বোন লেখাপড়া করে। আমি ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেছি এবং পি.এইচ.ডি. করার খুবই ইচ্ছা ছিল। আমার পিতা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবার পর আমাকে দোকানে বসতে হতো। ফলে আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে আমার ছোট ভাই দোকানে বসতে লাগল। আমার থেকে দু'বছরের বড় এক বোন ছিলেন। বিবাহের দু'বছর পর মারা যান।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর. ১৯৯৭ইং সনে আমার পিতা পেটের ব্যথায় ভুগছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর রিপোর্ট দিলেন যে, তার ক্যান্সার হয়েছে। অপারেশন করা হল। অল্প কিছুদিন সুস্থতা বোধ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় ব্যথা বাড়তে লাগল। দেড় বছর কঠিন ব্যথায় ভোগার পর ১৬ মার্চ ১৯৯৯ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন। আমি বড় সন্তান হওয়ায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হিসাবে আমাকেই আমার বাবার মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। আগুন জ্বালানোর এই করুণ দৃশ্য আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এই ক্রিয়াকর্মে পুরোহিতদের আচার-আচরণ, আমার এই কঠিন মুহূর্তে তাদের বিভিন্ন চাওয়া-পাওয়া আমাকে হিন্দু ধর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়। এই

ঘৃণা এমন পর্যায়ের ছিল না যার ফলে বড় ধরনের যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারতাম। এরপর পাঁচমাস ধরে আমার বোনের মস্তিষ্কজাত জ্বর দেখা দেয় এবং এক মাস অত্যন্ত অসুস্থ থেকে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন, আমারও তাঁর প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। মৃত্যুর সময় তিনি সাতমাসের গর্ভবতী ছিলেন। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। পুরোহিতরা লাশ দেখে বলতে লাগল, এই মহিলাটি গর্ভবতী, তাকে পোড়ানো যাবে না বরং দাফন করতে হবে। তার পেট কেটে এই বাচ্চাটাকে বের করতে হবে। আমি পণ্ডিতজীকে বললাম যে, এই মৃত বোনের পেট ফাড়া হবে? এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, তাহলে তা আমাদের শ্মশানে রাখাও হবে না। আমি বললাম, আমরা নিজেই লাশ দাহ করব। তিনি বললেন, শ্মশানের বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে করুন। আমি বোনকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে আত্মীয়-স্বজনকে তাগিদ করলাম, কিন্তু তারা তা মানতে প্রস্তুত ছিল না। তারা যুক্তি খাড়া করল যে, এরা ধর্মের পণ্ডিত, তাদের কথা মানতে হয়। এতগুলো মানুষের মতামতের তোড়ে আমার বক্তব্য অগ্রাহ্য হলো। আমার সামনে আমার বোনকে উলঙ্গ করে পেট কেটে বাচ্চা বের করা হলো।

আমার মন ভেঙে গেল। আমি হিন্দু ধর্মের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পাটনায় চলে এলাম। সেখানে একজন ডাক্তার সাহেবের নার্সিং হাসপাতালে চাকুরী নিলাম। ডাক্তার সাহেব মুসলমান ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সাথে সংকোচ ভাব কেটে যাওয়ার পর আমার পুরো ঘটনা ডাক্তার সাহেবকে বললাম। তিনি খুবই ব্যথিত হলেন এবং আমাকে দিল্লী জামে মসজিদে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। আমি দিল্লী জামে মসজিদে গিয়ে শাহী ইমাম আব্দুল্লাহ আল-বুখারী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার কাছে কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সত্যায়ন চাইলেন যা আমার কাছে ছিল না। এরপর আমি জামায়াতে ইসলামীর অফিসে গেলাম। সেখানকার মাওলানা সাহেবরা আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। অস্থিরতা এবং মানসিক অবস্থা বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে সম্ভবত আমি তাদেরকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিনি। তাই তারা আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং কলেমা পড়াতেও দেরী করতে লাগলেন। দু'দিন আমি সেখানে ছিলাম। এদিকে তারা আমাকে চোর ও

অপরাধীদের মত যাচাই-বাছাই করছিলেন বিধায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি।

তিন মাস পর্যন্ত রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অনেক আলেম-উলামা এবং ইমাম সাহেবের নিকটে যাই। কিন্তু কেন জানি প্রত্যেকেই কলেমা পড়াতে ভয় পাচ্ছিলেন। আমি নিরাশ হয়ে পাটনায় ফিরে যেতে মনস্থির করলাম। কেননা এখানে থেকে না কোন রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হলো, মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অনেক ঘোরাফেরা করেও না কেউ আমাকে কলেমা পড়ালো। চার দিন শ্রমিক হিসেবে কাজ করার পর গাড়ির ভাড়া জমা হলে পাটনায় ফিরে যাওয়ার নিয়ত করে নয়া দিল্লী রেল স্টেশনে পৌঁছলাম এবং প্লাটফর্মে গাড়ির অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় হরিয়ানার জৌলপুর গ্রামের এক মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি তাঁকে অভিজ্ঞ আলেম মনে করে আরো একবার তাঁর নিকট আমার ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ ব্যক্ত করলাম এবং পূর্বে বর্ণিত ইসলাম গ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টার কথাও খুলে বললাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে আমাকে বললেন, আপনাকে কি কেউ ফুলাতের কথা বলেনি কিংবা ঠিকানা বলে দেয়নি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলাতে কী আছে? তিনি বললেন, আপনি ফুলাতে চলে যান, আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না।

তিনি আমাকে মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন এবং বললেন, আমি ফুলাতে গিয়ে আপনাকে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়ে আবার জৌলপুর ফিরে আসবো। তিনি আমার টিকেটটি নিয়ে নিজেই ফেরত দিলেন এবং তাঁর নিজের টাকা দিয়ে আমার জন্য খাতুলিগামী ট্রেনের টিকেট ক্রয় করে আনলেন। আমরা খাতুলি নেমে অন্য একটি গাড়িতে ফুলাত পৌঁছলাম। মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব বাইরে বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। আমাকে জৌলপুরের মাওলানা সাহেব মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বুঝে শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, চিন্তা-ভাবনা করেই। কেননা এতো দিন যাবত ধাক্কা খাচ্ছিলাম, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ফলে কিছু চিন্তা-ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার

সাথে মু'আনাকা করলেন আর বলতে লাগলেন, আপনি কি দাঁড়িয়ে কলেমা পড়তে চান পড়ুন, অন্যথায় বসে নিন। আমি বসে গেলাম। তৎক্ষণাত আমাকে কলেমা পড়িয়ে অর্থ বলে দিলেন এবং আমার নাম জানতে চাইলেন, নাম জেনে আমার ইসলামি নাম আনাস রাখলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন. ইসলাম কবুল করার পর আপনি কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর. আপনার আব্বুর মুহাব্বতের সাথে মুআনাকা এবং কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রথম সাক্ষাতেই কলেমা পড়ানোতে আমার সমস্ত ক্লান্তি দুর হয়ে গেল এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে যাওয়ার কষ্ট ও চিন্তা একেবারে ভুলে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমাকে মুসলমান হবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল, বরং যখনই আমি ইসলামকে বুঝতে ও মানতে গেলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি স্বভাবজাতভাবেই মুসলমান হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছি। কিছুদিন একটি ভ্রান্ত পরিবেশে ছিলাম। ২৪ মে ২০০০ ইং সনে যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, সেদিন মাওলানা সাহেবের কাছে অনেক মানুষ বসা ছিল। পরে মাওলানা সাহেব তাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি জানতে পারলাম সকাল থেকে মাওলানা সাহেবের কাছে ৯ জন ব্যক্তি মুসলমান হয়েছেন। এতে আমি যেমন আনন্দিত হলাম, এর চেয়ে আরও বেশি আশ্চার্যানিত হচ্ছিলাম যে, আমাদের এই ৯ জনের মধ্য হতে কাউকে কোনো মুসলমান দাওয়াত দেয়নি। কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, আবার কেউ ইসলামের উপর লেখাপড়া করে দীন কবুল করেছেন। তবে অধিকাংশই তাদের ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্ধ রীতি-নীতির উপর বিরক্ত হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাওলানা সাহেব বললেন, এই ৯ জন ব্যতীত ফিরোজপুরের এক মহিলাকে মোবাইলে কলেমা পড়িয়েছেন। মাওলানা সাহেব তার নাম রাখেন আয়েশা।

প্রশ্ন. এর পর আপনার তা'লিম তরবিয়তের কী হল?

উত্তর. জৌলপুরের মাওলানা সাহেব আমাকে রেখে রাত্রেই চলে গেলেন। মাওলানা সাহেব একটি কামরা দেখিয়ে বললেন, এটা আপনার কামরা, এখানে নিরাপদে থাকুন। সামনের ব্যাপারে আগামী কাল পরামর্শ

করে নেব। ২৫শে মে মাওলানা সাহেবের সাথে কিছু মেহমান সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। মাওলানা সাহেব তাদের কাছে গতকাল যেই মেয়েকে ফোনে কলেমা পড়িয়েছেন তার ঘটনা বলছিলেন। তিনি বললেন, সেই মেয়েটি ফুলাতে এসে মুসলমান হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হল যে, হায়াত মওতের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না, তাই ফোনেই কলেমা পড়ার জন্য তাকিদ করছিলাম। আর সে ফুলাতে এসে কলেমা পড়ার জন্য আগ্রহী ছিল। কিন্তু আমি তাকে অনেক বেশি অনুরোধ করার ফলে সে মেনে নেয়। আজ মালির কোটলা থেকে এক বোনের ফোন এসেছে যে, গতকাল যেই মেয়েকে কলেমা পড়ানো হয়েছে সে গতকাল রাত্রে মৃত্যুবরণ করেছে। এই ঘটনা মাওলানা সাহেবকে খুবই প্রভাবিত করল। আমি নিজেও অনেক প্রভাবিত হলাম। (মাওলানা সাহেবের রচিত, 'আপকে আমানত আপকে সেবা মে' বইটি আগেই পড়ে নিয়েছিলাম) আমি যেন বিদ্যুৎ চমকের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হলাম। আমি ভাবছিলাম যে, আমি যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে আমার কী অবস্থা তো? এবং ঐ লোকগুলির ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছিলাম যে, এক মিনিটের কলেমা পড়ানোর জন্য তারা এত ভয় পান? আমি মাওলানা সাহেবের কাছে এই ক্রোধ প্রকাশ করলাম যে, যদি এই সময় আমার মৃত্যু হয়ে যেত তাহলে আমার কী অবস্থা হত? মাওলানা সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি তো পাক্কা নিয়ত করে বেরিয়ে ছিলেন, আর আপনি যখন ইচ্ছা করেছিলেন তখন থেকেই আপনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আপনার যদি মৃত্যু আসতো তাহলে ঈমানের ওপর মৃত্যু হতো। আমাকে আরো সান্ত্বনা দিলেন যে, এখন যুগটা তেমন ভালো নয়। মানুষ চক্রান্ত করে এবং ধোঁকা দেয়। তাই আলেমগণ সতর্কতা অবলম্বন করেন। যদি আপনি তাদের স্থানে হতেন তাহলে আপনি তাদের থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, তাহলে আপনি আমাকে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়িয়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তো একজন গ্রামের সাধারণ মানুষ, আর গ্রামের মানুষ এতো চিন্তা-ভাবনা করে না। আমরা তো মনে করি, পরে যা হওয়ার তা পরে দেখা যাবে। আজ তো আমরা আন্তরিকভাবে আনন্দিত যে, আমাদের রক্তের সম্পর্কীয় এক

ভাই আমাদের সামনে কুফর শিরক ও তার পরিণামে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইসলাম ও জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ভরসা, কাল যা চক্রান্ত হবার তা কাল দেখা যাবে।'

প্রশ্ন. তারপর কী হল?

উত্তর. মাওলানা সাহেব আমাকে তাবলীগ জামাতে সময় লাগানোর পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, আপনি যা করতে বলবেন তা করতে প্রস্তুত আছি। তৃতীয় দিন মাওলানা সাহেব আমাকে সাথে করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। আমার সাথে আরো দু'জন নওমুসলিম সাথী ছিল। মাওলানা সাহেবের ভগ্নিপতি আমাদের তিনজনকে নিজামুদ্দীন মারকাযে নিয়ে গেলেন এবং একটি জামাতের সাথে জামাতবন্দি করে দিয়ে এলেন। পরদিন সকাল ১০টায় ফিরুজাবাদের দিকে আমাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল। সকালে আমীর সাহেব সকল সাথীকে একত্রিত করলেন। আমাদের সাথে সাহারানপুরের এক সাথী ছিল। তিনি জামাতের এক সাথীকে বলে দিলেন যে, আমরা তিন জন নওমুসলিম। তিনি আবার আমীর সাহেবকে তা বলে দিলেন। আমীর সাহেব আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনারা সরকারী ভাবে কাগজ-পত্র প্রস্তুত করেছেন? আমরা বললাম, জামাত থেকে ফিরে কাগজ-পত্র প্রস্তুত করব। তিনি আমাদেরকে জামাতে যেতে নিষেধ করে দিয়ে বললেন যে, আপনারা ফিরে যান। আমরা তিনজনই খুব কষ্ট পেলাম। আমরা পরামর্শ করলাম এখন কি করা যায়? আমাদের তৃতীয় জন বেলাল ভাই যিনি আগ্রার পার্শ্ববর্তী গ্রাম ফতেহপুরের অধিবাসী ছিলেন, খুবই রাগী মানুষ ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, নিজ নিজ বাড়ি চল। এভাবে আর কত দিন ধোঁকা খেতে থাকবো। আমি বললাম, না, শয়তান আমাদেরকে ইসলাম থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। এখন আমাদের ফুলাতে চলে যাওয়া উচিত। আমরা ফুলাতে চলে এলাম। মাওলানা সাহেব তিনদিন পর সফর থেকে ফিরলেন। আমাদেরকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জামাত থেকে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি পুরো ঘটনা শুনালাম এবং আমার খুব কান্না পেল। মাওলানা সাহেব আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কেন বললেন যে আপনারা নওমুসলিম? আপনারা নওমুসলিম কোথায়? কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর কথাকে সত্য মনে করাই

হল ইসলাম। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, প্রত্যেক নবজাতক ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। এই হাদিস অনুসারে আপনি জন্মগতভাবেই মুসলমান এবং প্রত্যক শিশুই মুসলমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাহলে আপনারা নওমুসলিম হলেন কীভাবে? আপনি কিছু দিনের জন্য মুরতাদ হয়ে হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা নিজেকে নওমুসলিম বলেই ভুল করেছিলেন। আপনি দেখবেন, যে কোনো ধর্মেরই হোকনা কেন নবজাত শিশুকে দাফন করা হয়, জ্বালানো হয় না। আপনার বড় বোনের বাচ্চাকেও পেট থেকে বের করে আগুন থেকে বাঁচানো হয়েছে না?

তিনি তাদের অসহায়ত্বের কথা বললেন এবং কিছু ঘটনাও শুনালেন যে, কিছু লোক দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। এরপর তারা মুসলমানদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। এ নিয়ে কোর্ট-কাচারী অনেক কিছু হয়। তাই এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তাঁর একথায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হলাম। অন্যের পক্ষ হয়ে এমনভাবে ভুল ধারণা দূর করায় ও তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করায় তাঁর আন্তরিকতা আমার হৃদয় জয় করে নেয়। রাত্রে আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম যে, আমি আপনার সাথে ২/৪ দিন থেকে এটাই বুঝতে পারলাম যে, যদি আপনার কাছে শয়তানের ব্যাপারেও অভিযোগ করা হয় তাহলে আপনি তাকেও নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করবেন। মাওলানা সাহেব বললেন যদি আমি এমন পরিবারের মধ্যে জন্ম লাভ না করতাম এবং এমন শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন না করতাম এবং আমার চিন্তা-ভাবনা এমন না হত তাহলে আমারতো মনে হয় যে, আমি তাদের থেকে বেশি খারাপ হতাম। এ কথা আপনার সান্তনার জন্য বলছি না বরং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি।

প্রশ্ন. এরপর কী হল ? আপনি কি জামাতে যাননি?

উত্তর. পর দিন আব্দুর রশীদ দুস্তাম ভাই-এর সাথে মিরাট কাচারিতে যাই। তিনজনকে একসাথে দেখে কেরানি সিরাজ সাহেব পেরেশান হয়ে বললেন, হযরতকে বলবেন এক সাথে যেন এতোগুলো মানুষ না পাঠান। গত কালকে দুই-তিন জন এসেছিলেন, দু'দিন পুর্বেও দুইজন এসেছিল।

যাহোক, এরপর তিনি আইন অনুযায়ী কাগজপত্র তৈরি করে দিলেন। দু'দিন পর আবার মারকাযে গেলাম। পৃথক পৃথক জামাতে আমাদের নাম লিখে দেওয়া হল। আমরাও কাউকে বলিনি যে, আমরা নও মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ! জামাতের সময়গুলো খুব ভালোভাবেই কেটেছে। জামাত থেকে ফেরার পর জানতে পারলাম যে, বেলাল ভাইকে এক মুরুব্বি চিনে ফেলেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমিতো নওমুসলিম, কিছুদিন পুর্বেও এসেছিলে? সে উত্তর দিল, না, আমি জন্মগতভাবেই মুসলমান। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাদানুবাদ চলে। অতঃপর তিনি কাগজপত্র দেখালেন এবং জামাতে গেলেন। আমাদের জামাতের আমীর সাহেব তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। খুব ঠেকে ঠেকে উর্দূ পড়তেন। তিনি আমাদেরকে নামায শিখিয়েছেন। এক যুবকের কাছ থেকে কিছু উর্দূও শিখেছিলাম। আমাদের সময়টা বেশি ভালো কাটেনি। জামাতে গিয়ে দিন দিন আমার দ্বীন শেখার চাহিদা বাড়তে লাগল এবং মনে হচ্ছিল যে, ইসলামে আগমনকারী মেহমানদের জন্য তা'লীম-তারবিয়তের একটি পদ্ধতি তৈরি করা উচিত। যদি এই নওমুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে এমনিতেই তার বংশে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে যাবে। এর ফলে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদের বেশি চেষ্টা করতে হবে না। ইসলাম একটি আলো, সে নিজের মধ্যেই বিশেষ আকর্ষণ রাখে। এ ব্যাপারে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা খুবই প্রয়োজন। জামাতে পাঠানো এর পুরোপুরি সমাধান নয়। তবে কিছু উপকার তো অবশ্যই হয়।

প্রশ্ন. এখন আপনি কী করছেন? আপনার বিবাহ হয়েছে কি না।

উত্তর. আমি এখন পোনায় থাকি। বিজনৌর জেলায় এক মাওলানা সাহেব বেকারীর ব্যবসা করতেন। মাওলানা কলীম সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে তাঁর সাথে আমাকে নিয়ে যান। তাঁর নাম মাওলানা নাসিম । তাঁর বেকারীতে ম্যানেজার পোস্ট দায়িত্ব পালন করছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি কুরআন শিখেছি এবং উর্দূও শিখে গেছি। মাওলানা নাসিম সাহেব বলতেন, আমার কোনো মেয়ে নেই, থাকলে তোমার সাথে বিবাহ দিতাম। বেকারীর কাছে কলকাতার এক মেয়ে থাকত। সে কাপড়ের শো রুমে রিসেপসনিস্ট হিসেবে কাজ করত। কাপড় ক্রয় করতে মাঝে মাঝে

মার্কেটে যেতাম, বাঙালী হওয়ার কারণে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতাম। তার পিতামাতা মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে তার বিবাহিত ভাইয়ের সংসারে দাসীর মত জীবন যাপন করতে হতো। আমি তাকে মাওলানা নাসিম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। মাওলানা সাহেব তাকে দাওয়াত দিলে সেও ইসলাম কবুল করতে আগ্রহী হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। মাওলানা নাসিম সাহেব তাকে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিয়ে তার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সে খুব ভালো মুসলমান। সে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। মাওলানা নাসিম সাহেবের স্ত্রীর কাছে ইসলামের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। দু'মাস পুর্বে আমার এক ছেলে হয়েছে। তার নাম রেখেছি আবুবকর। তাকে হাফেজ ও আলেম বানানোর নিয়ত করেছি। আমার স্ত্রী ফাতেমাও প্রস্তুত আছে। সে যেন একজন ভালো দায়ী হতে পারে সেজন্য আপনি দুআ করবেন।

প্রশ্ন. আলহামদুল্লিাহ! আপনি তো নিরাপদ। আপনার পরিবারের ব্যাপারে কি কোনো ফিকির করেছেন?

উত্তর. আমার ছোট ভাই, যে ব্যবসা করত, তার বিবাহ হয়েছে। এখন সে আমাকে খুব সম্মান করে। ছোট ভাই ও বোন আমার কাছে চলে এসেছে। ছোট ভাই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। আর বোন একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! দুজনই কলেমা পড়েছে। আর আমার আম্মু অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি ধর্মের দিক দিয়ে খুবই গোঁড়া। তবে আমাকে খুবই ভালোবাসেন।

প্রশ্ন. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আপনার সাথে তো অনেক কথা বলার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তিতে এদিকে এলে আমাকে একটু জানাবেন। এবার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে কি কিছু বলবেন?

উত্তর. এতটুকু তো আমি অবশ্যই আবেদন করতে চাই যে, অন্য ধর্ম থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী নওমুসলিম ভাই-বোনদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সুন্দর পরিবেশে পূনর্বাসনের একটি ব্যবস্থা নেয়া দাওয়াতের সাফল্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই আমাদের বড়দের এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ। আর এটা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

মদিনার ভ্রাতৃত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি একজন মুসলমান একজন নওমুসলিম বা একটি পরিবারের জিম্মাদারি নিয়ে নেয়, তাদের তরবিয়তের ব্যবস্থা করে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগিয়ে দেন, তাহলে এটা সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন. অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমাদের জন্য দুআ করবেন।

উত্তর. আমাদের জন্যও দুআ করবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, মে ২০০৪ ইং

আলোর পথে

সিরিজ-২

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

মাস্টার মুহাম্মদ আমের সাহেব (বলবীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার

সকল মুসলমানের কাছে আমার একটিই নিবেদন আর তাহল, নিজের জীবনের লক্ষ্য কী তা জেনে এবং ইসলামকে মানবতার আমানত মনে করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। পৌঁছে দেবার কথা ভাবি। কেবল ইসলামের প্রতি দুশমনীর কারণে তার থেকে বদলা নেবার প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহিত না হই। আহমদ ভাই! আমি একথা একেবারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাবরী মসজিদ শাহাদতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিব সেনা, বজরং দলের সদস্যসহ সকল হিন্দু যদি এটা জানত যে, ইসলাম কী? মুসলমান কাকে বলে? কুরআনুল করীম কী? মসজিদ আসলে কোন বস্তুর নাম! তাহলে মসজিদ ভাঙার প্রশ্নই উঠতো না। তাদের সকলেই মসজিদ বানাবার কথা ভাবতো। আমি আমার প্রবল প্রত্যয় থেকে বলছি, বাল থ্যাকার, উইরে কুঠিয়ার যদি ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মর্মবাণী জানতে পারে এবং জানতে পারে যে, ইসলাম (কেবল মুসলমানদের নয়) আমাদেরও ধর্ম, এটি আমাদের দরকার। তাহলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ খরচে বাবরী মসজিদ পুনর্বার নির্মাণ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত।

মাস্টার মুহাম্মদ আমের. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আহমদ আওয়াহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. মাস্টার সাহেব! অনেক দিন থেকেই আমার ওপর আব্বার নির্দেশ ছিল 'আরমুগান'-এর জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার যেন গ্রহণ করি। ভালোই হলো যে, আজ আপনি এসে গেছেন। এ সুযোগে আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

আমের : আহমদ ভাই! আপনি আমার মনের কথা বলেছেন। যখন থেকে 'আরমুগান' পত্রিকায় নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন থেকেই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে আমার

ইসলাম কবুলের ঘটনাটি এতে ছাপা হোক। এজন্য নয় যে, আমার নাম এতে ছাপা হবে, বরং এজন্য যে, যাতে করে যাঁরা দাওয়াতের কাজ করছেন তাঁরা অনুপ্রাণিত হন, তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়ার সামনে মেহেরবান মালিক ও হেদায়েতদানকারী মহাপ্রভুর অসীম দয়া ও করুণার একটি উদাহরণ এসে যায়। আর যাঁরা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছেন তাঁরা যেন জানতে পারেন যে, যখন এ ধরনের আহম্মক ও নির্বোধ, যে তাঁর বরকতময় ঘর ধসিয়েছিল, তাকেই যদি আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দ্বারা ধন্য করতে পারেন তখন শরীফ ও ভদ্র-সজ্জন সাদাসিধে মানুষের পক্ষে হেদায়েত পাওয়া কঠিন হবে কেন? তাদের হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য জুটবে না কেন?

প্রশ্ন. আপনি আপনার খান্দানের পরিচয় দিন।

উত্তর. হরিয়ানা প্রদেশের পানিপথ জেলার একটি গ্রামে আমার অধিবাস। ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক রাজপুত পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা একজন কৃষক হবার সাথে সাথে একটি প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টারও ছিলেন। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন এবং মানুষকে ভালোবাসা তাঁর ধর্ম ছিল। কারও উপর জুলুম-নিপীড়ন; তা সে যে কোনো ধরনেরই হোক, তাঁর মনোবেদনার কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের সময়কার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি তা খুবই মর্মবেদনার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং সে সময়কার ব্যাপক মুসলিম হত্যাকে দেশের জন্য বড় ধরনের কলঙ্ক মনে করতেন। অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি খুবই সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁর স্কুলে মুসলমান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। জন্মসূত্রে আমার নাম বলবীর সিং। গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে আমি হাই স্কুলে ভর্তি হই। ম্যাট্রিক পাস করে পানিপথে গিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই। মুম্বাইয়ের পর পানিপথ ছিল শিবসেনার সবচে' মজবুত কেন্দ্র। বিশেষ করে যুবক শ্রেণী ও স্কুলের লোকেরা শিবসেনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। ওখানে অনেক শিব সৈনিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং আমিও পানিপথ শাখায় আমার নাম লেখাই।

পানিপথের ইতিহাস তুলে ধরে সেখানকার যুবকদের মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ করে সম্রাট বাবর ও অপরাপর মুলিম সম্রাটদের

বিরুদ্ধে বিরাট ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ান হত। আমার পিতা যখন জানতে পারলেন যে, আমি শিবসেনায় নাম লিখিয়েছি তখন তিনি আমাকে খুব বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি আমাকে ইতিহাসের সূত্র ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সম্রাট বাবর বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গযেবের শাসনামলের ন্যায় ও ইনসাফ এবং অমুসলিমদের সঙ্গে কৃত তাঁর আচরণের কাহিনী তিনি আমাকে শোনান এবং আমাকে বলতে চেষ্টা করেন, ইংরেজরা ভুল ও বিকৃত ইতিহাস আমাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই বাধাবার এবং দেশকে দুর্বল করবার জন্য সৃষ্টি করেছিল। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়কার জুলুম-নিপীড়ন, হত্যা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী শুনিয়ে আমাকে শিবসেনার যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার পিতার সেসব চেষ্টা বিফলে যায়। আমার উপলব্ধিতে কোন কিছুই ধরা পড়েনি।

প্রশ্ন. ফুলাত থাকাকালে বাবরী মসজিদ শহীদ করার ক্ষেত্রে আপনার অংশগ্রহণের কথা শুনিয়েছিলেন। এবার একটু বিস্তারিতভাবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।

উত্তর. ঘটনাটি এরকম ৯০ সালে লালকৃষ্ণ আদভানিজীর রথযাত্রায় আমাকে পানিপথের কর্মসূচী সফল করার ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রথযাত্রায় ঐসব দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ আমাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেন। আমি শিবজীর নামে শপথ গ্রহণ করি যে, যাই কিছু ঘটুক না কেন আর কেউ কিছু করুক আর নাই করুক, আমি একাই গিয়ে রাম মন্দিরের ওপর থেকে জুলুম করে চাপিয়ে দেওয়া (মসজিদরূপ) অবকাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবই। এ যাত্রায় আমার কর্মতৎপরতার দরূন আমাকে শিবসেনার যুব শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয় । আমি আমার যুব টিম নিয়ে ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় যাই। পথিমধ্যে পুলিশ আমাদেরকে ফয়েযাবাদে থামিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও আমি এবং আমার কিছু সাথী কোন প্রকার গা বাঁচিয়ে অযোধ্যায় গিয়ে পৌঁছি। বহু চেষ্টা করেও আমি বাবরী মসজিদের কাছে পৌঁছুতে পারলাম না। এর ফলে আমার শরীরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন আরও জ্বলে ওঠে।

আমি আমার সাথীদেরকে বারবার বলছিলাম এরকম জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। রামের জন্মভূমিতে আরব লুটেরাদের

কারণে রামভক্তদের ওপর গুলি চলবে, এ কেমন অন্যায় ও জুলুম! আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আমি রাগে ক্ষোভে ফুসছিলাম। কখনো মনে হচ্ছিল যে, আমি নিজেকেই শেষ করে দেই। আমি আত্মহত্যা করি। সারা দেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। আমি সেদিনের জন্য খুবই অস্থির ছিলাম যেন আমার সুযোগ মিলে যায় আর আমি নিজ হাতে বাবরী মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেই। এভাবে একদিন দু'দিন করে সেই অপেক্ষার দিনটিও কাছে এসে পড়ল, যেদিন্টাকে আমি সে সময় খুশির দিন, আনন্দের দিন ভাবতাম। আমি আমার কিছু আবেগ-দীপ্ত সাথীকে নিয়ে ৯২ সালের ১ ডিসেম্বর প্রথমে অযোধ্যা যাই। আমার সাথীদের মধ্যে সোনীপথের নিকটবর্তী জাটদের একটি গ্রামের যোগীন্দর পাল নামক এক যুবকও ছিল। সে ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার পিতা ছিল একজন বিরাট জমিদার। জমিদার হলেও তিনি মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে অযোধ্যা যেতে বাধা দেন। তার বড় চাচাও তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কারোর বাধা মানেনি।

আমরা ৬ ডিসেম্বরের আগের রাত্রে বাবরী মসজিদের একবারে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছি এবং বাবরী মসজিদের সামনে কিছু মুসলমানদের বাড়ির ছাদে রাত কাটাই। আমার বারবার মনে হত, না জানি আমাদেরকে ৩০ অক্টোবরের মতো আজও এই 'শুভ' কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়! কয়েকবারই মনে হয়েছে, লীডার না জানি কী করেন, আমাদের নিজেদের গিয়েই কর সেবা শুরু করা উচিত। কিন্তু আমাদের সঞ্চালক আমাদেরকে বাধা দিলেন এবং শৃংখলার সঙ্গে থাকতে বললেন। আমি তাঁর ভাষণ শুনতে শুনতে ঘরের ছাদ থেকে নেমে এলাম এবং কোদাল হাতে বাবরী মসজিদ ভাঙতে অগ্রসর হলাম।

আমার মনস্কামনা পূরণের সময় এসে গেল। আমি মাঝের গম্বুজটির ওপর কোদাল দিয়ে আঘাত হানলাম এবং ভগবান রামের নামে জোরে জোরে ধ্বনি দিলাম। দেখতে না দেখতেই মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। মসজিদ ভেঙে পড়ার আগেই আমরা নিচে নেমে পড়ি। আমরা খুবই আনন্দিত ছিলাম। রাম লীলা লাগানোর পর তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আমরা আমাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে এলাম, সাথে করে নিয়ে এলাম মসজিদের দু'টুকরো করে ইট, যা আমরা খুশিমনে আমাদের পানিপথের সাথীদের দেখালাম। তারা আমাদের পিঠ চাপড়ে আমাদের কৃতিত্বে আনন্দ

প্রকাশ করল। শিবসেনার দফতরেও দু'টো ইট রেখে দেওয়া হয়। এরপর এক বিরাট সভা হয় এবং সকলেই তাদের বক্তৃতায় অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যে, আমাদের পরম গর্ব, পানিপথের নওজোয়ান শিবসৈনিক রামের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত সর্ব-প্রথম কোদাল চালিয়েছিল। আমি আমার বাড়ি গিয়েও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথা বলে ছিলাম।

আমার পিতাজী খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং এ ব্যাপারে তাঁর গভীর দুঃখের কথা জানিয়ে আমাকে পরিষ্কার বলে দেন, এখন আর এই ঘরে আমি আর তুমি দু'জনে এক সঙ্গে থাকতে পারি না। তুমি থাকলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নইলে তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। মালিকের ঘর যে ভেঙেছে আমি তার মুখ দেখতে চাই না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার মুখ কখনো আমাকে দেখাবে না। আমি ধারণাও করতে পারিনি এমনটা ঘটবে। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে এও বলেন যে, এ ধরণের জালিমদের দরূণ এদেশ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। অবশেষে রাগে-ক্ষোভে তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতে উদ্যত হলেন। আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বললাম, আপনি বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। আমি নিজেই আর এ বাড়িতে থাকতে চাইনে, যেখানে একজন রাম মন্দির ভক্তকে জালিম মনে করা হয়। এরপর আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসি এবং পানিপথে থাকতে শুরু করি।

প্রশ্ন. আপনি আপনার ইসলাম কবুলের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. প্রিয় ভাই আহমদ! আমার আল্লাহ কত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি চাননি আমি জুলুম ও শিরকের অন্ধকারে হাবুডুবু খাই। যিনি আমাকে ইসলামের নূর ও হেদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন। আমার মতো জালিম যে কিনা তাঁর পবিত্র ঘরকে শহীদ করেছে সে-ই তাকে হেদায়েত দানে ধন্য করেছেন। ঘটনা ছিল, আমার বন্ধু যোগীন্দর বাবরী মসজিদের কিছু ইট এনে রেখেছিল এবং মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয় যে, ইটগুলো রামমন্দিরের ওপর নির্মিত অবকাঠামোর। সৌভাগ্যক্রমে তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সমস্ত হিন্দু ভাই এসে যেন এর ওপর পেশাব করে। আর কি! ঘোষণা হতেই ভিড় লেগে গেল। যে-ই আসত ঘৃণা ভরে এর ওপর পেশাব করে যেত।

এবার মসজিদের যিনি মালিক তাঁর শান প্রদর্শনের পালা। চার-পাঁচ

দিন পর যোগীন্দরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সে পাগল হয়ে যায় এবং সম্পুর্ণ উলঙ্গ থাকতে শুরু করে। পরনে আদৌ কাপড় রাখত না। সম্মানিত জমিদার চৌধুরীর একমাত্র পুত্র ছিল সে। পাগলামীর পর্যায়ে সে বার বার তার মাকে কাপড় খুলে তাকে মুখ কালো করতে বলতো। তারপর ঐ অবস্থায় মাকে জড়িয়ে ধরত। তার পিতা এতে খুবই পেরেশান হয়ে পড়েন। ছেলের সুচিকিৎসার জন্য সাধু-সন্ন্যাসী ও আলিম-ওলামা দেখান। বার বার মহান মালিকের কাছে মাফ চাইতে থাকেন। দান-খয়রাত করতে থাকেন। কিন্তু তার অবস্থার উপশম না হয়ে বরং উত্তরোত্তর খারাপই হতে থাকে। একদিন তিনি বাইরে যেতেই সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। মা চিৎকার করতে শুরু করলে মহল্লাবাসী ছুটে এসে তাকে রক্ষা করে। এরপর থেকে তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়। যোগীন্দরের পিতা ছিলেন খুবই সম্মানিত লোক। তিনি এই ঘটনার কথা শুনে ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় কেউ তাঁকে বলে যে, এখানে সোনীপথে ঈদগাহর পাশে একটি মাদরাসা আছে। ওখানে একজন বড় মাওলানা সাহেব এসে থাকেন। একবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনি দেখা করুন। এরপর যদি কিছু না হয় তখন যা হয় করবেন।

তিনি সোনীপথে যান। গিয়ে জানতে পারেন, মাওলানা সাহেব তো মাসের পয়লা তারিখে আসেন। বিগত পরশু পয়লা জানুয়ারি তারিখে এসে তিনি ২রা তারিখে চলে গেছেন। চৌধুরী সাহেব খুব হতাশ হন এবং ঝাড়-ফুঁক করনেওয়ালা কাউকে পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করেন। জানা গেল মাদরাসার যিম্মাদার কারী সাহেব ঝাড়-ফুঁক করে থাকেন, কিন্তু তিনিও মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সফরে বেরিয়ে গেছেন। এরপর ঈদগায় জনৈক দোকানদার তাকে মাওলানা সাহেবের দিল্লীর ঠিকানা দিয়ে দেয় এবং এও জানায় যে, আগামী পরশু বুধবার হযরত মাওলানা এখানে আসার (বুওয়ানা, দিল্লী) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তখন তাঁর ছেলেকে শেকলে বেঁধে বুওয়ানার ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন আপনার আব্বার মুরীদ এবং বহুদিন থেকে বুওয়ানার জন্য তারিখ নিতে চাইতেন। মাওলানা সাহেব প্রত্যেকবার তার কাছে ওযর-আপত্তি এবং অপারগতা প্রকাশ করতেন। এবারে তিনি এদিককার সফরে দু'দিন পর যোহরের নামায পড়ার ওয়াদা করে গেছেন।

বুওয়ানার ইমাম সাহেব তাঁকে বলেন যে, অবস্থা খারাপ হবার দরুন ৬

ডিসেম্বরের আগে হরিয়ানার বহু ইমাম ও মুদাররিস এখান থেকে ইউ.পি.তে নিজেদের বাড়ি-ঘরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক মাস পর্যন্ত ফিরে আসেননি। এ জন্য মাওলানা সাহেব ১ তারিখে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতায় বিরাট জোর দিয়ে একথা বলেন যে, মুসলমানরা এসব অমুসলিম ভাইকে যদি ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলাম, আল্লাহ ও মসজিদের পরিচয় তুলে ধরতেন তাহলে এ ধরণের দূর্ঘটনার জন্ম হতো না। তিনি বলেন যে, বাবরী মসজিদের শাহাদতের যিম্মাদার এক দিক দিয়ে আমরা মুসলমানরাও। আর এখনও যদি আমাদের হুঁশ হয় এবং আমরা যদি দাওয়াতের হক আদায় করতে থাকি তাহলে এই মসজিদ যারা ভেঙেছে, এই মসজিদ যারা ধসিয়েছে তারা মসজিদ নির্মাতা হতে পারে। হতে পারে তারাই মসজিদ আবাদকারী। ঠিক এ ধরনের প্রেক্ষাপটে আমাদের রাসূল হাদীয়ে বরহক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে হেদায়েত দান কর, সুপথ প্রদর্শন কর। কেননা তারা তো জানে না।

যোগীন্দরের পিতা চৌধুরী রঘুবীর সিং যখন বুওয়ানার ইমাম (সম্ভবত তাঁর নাম ছিল মাওলানা বশীর আহমদ)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, সে সময় তাঁর পীর সাহেবের বক্তৃতার খুবই প্রভাব ছিল। তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। কিন্তু আমাদের হযরত আমাকে একাজ করা থেকে থামিয়ে দিয়েছেন। কেননা একাজে অনেক সময় মিথ্যা বলতে এবং মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। আর আপনার ছেলের ওপর তো কোন জাদু কিংবা জিন-ভুতের আছরও নেই বরং এ তো সেই মালিকের আযাবের ফল । আপনার জন্য একটি সুযোগ আছে। আমাদের বড় হযরত আগামী পরশু বুধবার দুপুরে এখানে আসছেন। আপনি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন এবং আপনার কথা তাঁকে বলুন। আপনার ছেলে আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে আর তাহলো, আপনার ছেলে যদি ভালো হয়ে যায় তবে আপনাকে মুসলমান হতে হবে। চৌধুরী সাহেব বললেন, আমার ছেলে ভালো হয়ে গেলে আমি সব কিছু করার জন্য তৈরি আছি।

তৃতীয় দিন ছিল বুধবার। চৌধুরী রঘুবীর সিং যোগীন্দরকে নিয়ে সকাল ৮ টার সময় বুওয়ানা পৌঁছেন। দুপুর বেলা যোহরের আগেই মাওলানা সাহেবের আগমন ঘটে। শেকলে বাঁধা যোগীন্দর সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায়

দাঁড়ানো। চৌধুরী সাহেব কাঁদতে কাঁদতে মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে যান এবং বলতে থাকেন, মাওলানা সাহেব! আমি এই আহম্মকটাকে খুবই ঠেকাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে পানিপথের এক কুচক্রীর চক্রান্তে পড়ে। মাওলানা সাহেব! আমার ওপর দয়া করুন। আমাকে মার্জনা করে দিন। আমার ঘর বাঁচান। মাওলানা সাহেব কঠোর ভাষায় তাকে মাথা তুলতে বলেন এবং পুরো ঘটনা শোনেন।

তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেন যে, সমগ্র জগত সংসার নিয়ন্ত্রণকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহর ঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তারা এত বড় পাপ করেছে এবং এত বড় জুলুম করেছে যে, যদি তিনি গোটা বিশ্বচরাচর ধ্বংস করে দেন তাহলে তা যথার্থ হবে। এতো বরং কমই হয়েছে যে, এই পাপের বোঝা কেবল একাকী তার ওপর পড়েছে। আমরাও সেই সর্বশক্তিমান মালিকেরই বান্দা এবং এক দিক থেকে এই বিরাট পাপের অংশীদার আমরাও। আর তা এই দিক দিয়ে যে, আমরা তাদেরকে বোঝাবার হক আদায় করিনি যারা বাবরী মসজিদ শহীদ করেছে। এখন আমাদের আয়ত্বে আর কিছু নেই। আমরা কেবল এতটুকু করতে পারি যে, আপনি সেই মালিকের সামনে কাঁদেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান। আর আমরাও ক্ষমা চাই।

এরপর মাওলানা সাহেব বললেন, যতক্ষণ না আমরা মসজিদের প্রোগ্রাম থেকে মুক্ত হই আপনি গভীর ধ্যানের সাথে ও মনোযোগ সহকারে মালিকের কাছে সত্যিকার অন্তর দিয়ে মাফ চান এবং প্রার্থনা করতে থাকুন যে, মালিক! আমার বিপদ কেবল আপনিই দূর করতে পারেন, আর কেউ দূর করতে পারে না।

এরপর চৌধুরী সাহেব আবার মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপরে পড়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলেন, জ্বী! আমার যদি সেই ক্ষমতা থাকতো; তাহলে কি আমাকে এই দিন দেখতে হতো! আপনি মালিকের আপনজন। যা কিছু করার আপনিই করুন।

মাওলানা সাহেব তখন তাকে বললেন, আপনি আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। এখন যেই চিকিৎসার কথা আমি বলছি তা আপনার করা উচিত। এবার তিনি সম্মত হলেন। মাওলানা সাহেব মসজিদে গেলেন। নামায পড়লেন। অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত লোকদের সামনে বক্তৃতাও দিলেন এবং দোয়া করলেন। মাওলানা সাহেব সকলকেই চৌধুরী সাহেবের

জন্য দোয়া করতে বললেন। প্রোগ্রাম শেষ হবার পর মসজিদে নাশতা হল। নাশতা থেকে মুক্ত হবার পর মসজিদ থেকে বের হতেই আল্লাহর কী মেহেরবানী দেখুন, যোগীন্দর তার পিতার মাথা থেকে পাগড়ী টেনে নিয়ে তার উলঙ্গ শরীর ঢাকল এবং দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো তার পিতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সকলেই এ দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন। বুওয়ানার ইমাম সাহেবের খুশির তো অন্ত ছিল না। তিনি চৌধুরী সাহেবকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে এও বলে ভয় দেখালেন যে, যেই মালিক তাকে ভালো করে দিয়েছেন যদি তুমি ওয়াদা মাফিক মুসলমান না হও তাহলে সে আবার এর চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক পাগল হতে পারে। চৌধুরী সাহেব তৈরি হলেন এবং ইমাম সাহেবকে বললেন, মাওলানা সাহেবের ঋণ আমার সাত পুরুষ পর্যন্ত শোধ করতে পারবে না। আমি আপনার গোলাম। আপনি যেখানে চান আমাকে বিক্রী করতে পারেন। হযরত মাওলানা এ কথা শুনতেই ইমাম সাহেব তার সুস্থ হবার ব্যাপারে যে এধরনের ওয়াদা নিয়েছিলেন, তাতে ইমাম সাহেবকে বোঝালেন যে, এ ধরনের কাজ ঠিক নয়, তাকওয়া পরিপন্থী।

এরপর চৌধুরী সাহেবকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতেই যোগীন্দর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করল, পিতাজী! আপনি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, মুসলমান হতে। তখন যোগীন্দর বলল, আমাকে তো আপনার আগে মুসলমান হতে হবে এবং আমাকে বাবরী মসজিদ পূণর্বার অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। তারপর তাঁরা উভয়ে খুশি মনে ওযু করলেন। তাঁদেরকে কলেমা পড়ানো হল। পিতার নাম মুহাম্মদ উছমান এবং পুত্রের নাম মুহাম্মদ ওমর রাখা হল। এরপর তাঁরা খুবই খুশি হয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেলেন। গ্রামে একটি ছোট মসজিদ ছিল। তাঁরা মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইমাম সাহেব স্থানীয় মুসলমানদেরকে তাঁদের পিতা-পুত্রের মুসলমান হবার কথা জনিয়ে দিলেন। ফলে একজন দু'জনের কান থেকে গোটা এলাকায় একথা ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দুদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে এলাকার প্রতাপশালী হিন্দুদের এ নিয়ে মিটিং হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁদের দু'জনকেই রাতের বেলা মেরে ফেলতে হবে। অন্যথায় তাঁরা কত লোকের ধর্ম নষ্ট করে দেবে। তাদের এই মিটিংয়ে একজন ধর্মত্যাগী মুরতাদ উপস্থিত ছিল। সে ইমাম সাহেবকে গোপনে তাদের চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেয়। ফলে আল্লাহর মেহেরবানীতে রাতের

অন্ধকারে তাদেরকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। তাঁরা ফুলাত গিয়ে পৌছেন। পরে তাঁদেরকে ৪০ দিনের জন্য তবলীগ জামায়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আমীর সাহেবের পরামর্শে যোগীন্দর (ওমর) তিন চিল্লাও দেয়। পরে যোগীন্দরের মা-ও মুসলমান হয়ে যায়।

অতঃপর মুহাম্মদ ওমর (যোগীন্দর)-এর বিয়ে হয় দিল্লীর এক ভালো মুসলিম পরিবারে। এখন তারা বেশ আনন্দের সঙ্গেই দিল্লীতে সপরিবারে বসবাস করছেন। গ্রামের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি সব বিক্রী করে তাঁরা দিল্লীতে একটি কারখানা দিয়েছেন।

প্রশ্ন. মাস্টার সাহেব! আমি আপনাকে আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন? আপনি যোগীন্দরের ও তার পরিবারের (মুসলমান হবার) কাহিনী শোনালেন। যদিও তা খুবই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর, কিন্তু আমি তো আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাই, কিভাবে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন সে সম্পর্কে।

উত্তর. প্রিয় ভাইটি আমার! আসলে আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমি এর প্রথম অংশ শোনালাম। এখন দ্বিতীয় অংশও শুনুন।

১৯৯৩ সালের ৯ মার্চ আমার পিতা অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। বাবরী মসজিদের শাহাদত এবং তাতে আমার অংশগ্রহণ তাঁকে খুবই আঘাত দিয়েছিল। তিনি প্রায় আমার মাকে বলতেন, মালিক আমাকে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম দিলেন না কেন? আমি যদি মুসলমানদের ঘরে জন্ম নিতাম তাহলে অন্তত জুলুম-নিপীড়ন সহ্যকারীদের তালিকায় আমার নাম থাকত। তিনি আমার পরিবারের লোকদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন, আমি মারা গেলে আমার লাশের খাটিয়ার (আরতির) কাছে যেন বলবীর না আসে, প্রথা ও রেওয়াজ মাফিক আগুনে যেন পোড়ানো না হয়। হিন্দুদের শ্মশানে যেন না নেওয়া হয়। পরিবারের লোকেরা তাঁর অন্তিম ইচ্ছা মুতাবিক সব কিছু করে। আট দিন পর আমি আমার পিতার মৃত্যুর খবর পাই। এতে আমার মন ভেঙে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা আমার কাছে জুলুম মনে হতে থাকে এবং গর্বের পরিবর্তে আফসোস হতে থাকে। আমার দিল্ যেন হঠাৎ দপ করে নিভে যায়। আমি বাড়ি গেলে মা আমার পিতার কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে,

এমন দেবতার মতো বাপকে তুই কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললি! তুই কতটা নিচ ও হীন জাতের মানুষ। মায়ের এ ধরনের আচরণের কারণে আমি বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিই।

জুন মাসে মুহাম্মদ ওমর (যোগীন্দর) তাবলীগ জামায়াত থেকে ফিরে এল। সে পানিপথে আমার সঙ্গে দেখা করল এবং তার পুরো ঘটনা আমাকে বলল। বিগত দু'মাস থেকে আমার মন সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত, না জানি কোন আসমানী বালা-মুসীবত আমার ওপর এসে পড়ে। পিতার দুঃখ ও মনোকষ্ট এবং বাবরী মসজিদের শাহাদতের দরুন আমার মন সব সময় সন্দিগ্ধ থাকত। মুহাম্মদ ওমরের কথা শুনে আমি আরও বেশি পেরেশান হয়ে পড়লাম। ওমর ভাই আমাকে আরও বেশি জোর দিলেন, আমি যেন ২৩ জুন তারিখে সোনীপথে যখন মাওলানা সাহেব আসবেন তাঁর সাথে গিয়ে অবশ্যই দেখা করি। আরও ভালো হয় যদি তাঁর সঙ্গে আমি কিছু দিন থাকি। আমি প্রোগ্রাম বানালাম। কিন্তু পৌঁছুতে আমার কিছুটা দেরি হয়। ওমর ভাই আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং মাওলানা সাহেবকে আমার অবস্থা সম্পর্কে সব বলেছিল। আমি সেখানে গেলে মাওলানা সাহেব আমাকে সাগ্রহে কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন, আপনার আন্দোলনে এই গোনাহ করার জন্য যোগীন্দরের সঙ্গে যদি সর্বময় মালিক এরূপ করতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গেও একই রূপ ব্যবহার করা হতে পারে। আর মালিক যদি এই জগতে শাস্তি নাও দেন তাহলে মৃত্যর পর চিরস্থায়ী জীবনে যেই শাস্তি মিলবে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

এক ঘণ্টা সাথে থাকার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আসমানী বালার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, মুসলমান হওয়া দরকার। মাওলানা সাহেব দু'দিনের জন্য বাইরে কোন সফরে যাচ্ছিলেন। আমি আরও দু'দিন তাঁর সাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। তিনি খুব খুশি হয়েই অনুমতি দিলেন। একদিন হরিয়ানা, এরপর দিল্লী ও খোর্জার সফর ছিল। দু'দিন পর তিনি ফুলাত ফিরে এলেন। এ দু'দিন আমার মন ইসলাম গ্রহণের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি ওমর ভাইকে আমার ইচ্ছার কথা বললাম। সে খুব খুশি হয়ে মাওলানা সাহেবকে তা জানাল। আলহামদুলিল্লাহ! ২৫ জুন ১৯৯৩ বাদ যোহর আমি ইসলাম কবুল করি। মাওলানা সাহেব আমার নাম রাখেন মুহাম্মদ আমের। ইসলাম সম্পর্কে

পড়াশোনা এবং নামাযের নিয়ম-কানুন ও দরকারী মাসলা-মাসায়েল শেখার জন্য তিনি আমাকে কিছুদিন ফুলাত থাকার পরামর্শ দিলেন। আমি আমার স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাদের সমস্যার কথা বললে তিনি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি কয়েক মাস ফুলাত এসে থাকলাম এবং আমার স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কাজ করতে থাকি। তিন মাস পর আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায়।

প্রশ্ন. আপনার মা'র কী হল?

উত্তর. আমি আমার মাকে আমার মুসলমান হবার ব্যাপারে জানালে তিনি খুব খুশি হন এবং বলেন, তোর বাপের আত্মা এতে শান্তি পাবে। আমার মাও ঐ বছরেই মুসলমান হন।

প্রশ্ন. এখন আপনি কী করছেন?

উত্তর. বর্তমানে আমি একটি জুনিয়ার হাইস্কুল চালাচ্ছি। স্কুলে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন. আব্বা বলছিলেন, আপনি হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন জায়গায় অনাবাদী মসজিদগুলো পুনরায় আবাদ করার জন্য চেষ্টা করছেন ?

উত্তর. ওমর ভাইয়ের সাথে মিলে একত্রে আমরা প্রোগ্রাম বানিয়েছি যে, আল্লাহর ঘর শহীদ করে আমরা যেই বিরাট গুনাহ করেছি তার কাফ্ফারা হিসেবে আমরা বিরান মসজিদগুলো আবাদ করব এবং নতুন নতুন মসজিদ বানাব। আমরা দু'জনে মিলে আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেব। আমি বিরান মসজিদগুলো আবাদ করব আর ওমর ভাই নতুন নতুন মসজিদ বানাতে চেষ্টা চালাবেন এবং এ ব্যাপারে মসজিদ বানাবার ও সেগুলো লোকে ভরপুর করাবার কর্মসূচী হাতে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! ২০০৪ ইং সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই পাপী ১৩টি বিরান ও অধিকৃত মসজিদ হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লী ও মীরাট সেনানিবাস এলাকায় আবাদ করেছে। এব্যাপারে ওমর ভাই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত সে বিশটি মসজিদ তৈরি করেছে এবং একুশতম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আমরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তও নিয়েছি, বাবরী মসজিদের প্রত্যেক শাহাদত বার্ষিকীতে ৬ ডিসেম্বর তারিখে একটি বিরান ও অনাবাদী মসজিদে অবশ্যই নামায শুরু করাতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আজ পর্যন্ত কোন বছরেই এটা

করতে ব্যর্থ হইনি। অবশ্য শ'য়ের লক্ষ্য পূরণ এখনও অনেক দূরে। আশা করছি এবছর এর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। আটটি মসজিদ সম্পর্কে কথাবার্তা চলছে। আশা করি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেগুলো আবাদ হয়ে যাবে। ওমর ভাই অনেক আগেই তো লক্ষ্য অর্জনে আমার চেয়ে এগিয়ে আছে। আর আসলে আমার কাজও তো তারই ভাগে পড়ে। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার মাধ্যম তো মূলত সেই।

প্রশ্ন. আপনার খান্দানের কথা কিছু বলুন কী অবস্থা তাদের ?

উত্তর. আমার ছাড়া আমাদের পরিবারে আমার এক বড় ভাই আছেন। আমার ভাবী চার বছর আগে মারা গেছেন। ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল আমার বিয়ের পর। তাঁর চারটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে। একটি বাচ্চা কিছুটা প্রতিবন্ধী ধরনের। আমার ভাবী ছিলেন খুবই ভালো মহিলা। আদর্শ স্ত্রীর মতোই তিনি ভাইয়ের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। ভাবীর মৃত্যুতে দুঃখে-শোকে ভাইটা আমার পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। ভাবীর মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী তাঁর ছেলমেয়েদের খুবই সেবা-যত্ন করে। আমার বড় ভাই ছিলেন খুবই শরীফ ও সজ্জন মানুষ। তিনি আমার স্ত্রীর সেবায় খুবই প্রীত হন। আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেই। কিন্তু আমার আচরণে আমার পিতার দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণে তিনি আমাকে ভালো মানুষ মনে করতেন না। আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা বড় হয়ে গেছে। আর আমার ভাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব বিপদে আছেন। বেশ ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তাঁকে। ভালো হয় যদি আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিই আর ইদ্দত পালনের পর ভাই রাজী হলে মুসলমান হয়ে তোমাকে বিয়ে করল। এতে আমাদের উভয়ের জন্য নাজাতের ব্যবস্থা হতে পারে।

প্রথমে তো সে রাজী হয়নি এবং এ ধরনের প্রস্তাব তার কাছে খুবই খারাপ মনে হয়। কিন্তু আমি যখন তাকে আন্তরিক ভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলাম তখন সে রাজী হল। এরপর আমি আমার ভাইকে বোঝালাম যে, এসব অবুঝ ছেলেমেয়ের জীবন বাঁচাবার স্বার্থে আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান আর আমার স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ক্ষতি কী? কেননা এমন মহিলা পাওয়া কঠিন হবে যে এসব বাচ্চাকে মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করবে। শুরুতে তিনি এপ্রস্তাব খুব খারাপ মনে করেন যে, লোকে কী বলবে? আমি বললাম, যুক্তি-বুদ্ধির নিরীখে কাজটি যদি সঠিক

হয়, তাহলে তা মানতে ক্ষতি কি? আমাদের পরামর্শ হল। আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম। ইদ্দত পালন শেষ হলে আমার ভাইকে কলেমা পড়িয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁরা এখন খুব সুখে-শান্তিতে ঘর করছে। আমার ছেলেমেয়েরাও এখন সেখানে এক সাথেই থাকে।

প্রশ্ন. আপনি তাহলে একা থাকেন?

উত্তর. না, হযরত মাওলানার পরামর্শে একজন বয়স্ক নওমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরাও আনন্দের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন. আরমুগানের পাঠকদের জন্য আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর. সকল মুসলমানের কাছে আমার একটিই নিবেদন আর তাহলো, নিজের জীবনের লক্ষ্য কি তা জেনে এবং ইসলামকে মানবতার আমানত মনে করে একে মানুষের কাছে পোঁছে দিই, পোঁছে দেবার কথা ভাবি। কেবল ইসলামের প্রতি দুশমনীর কারণে তার থেকে বদলা নেবার প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহিত না হই। আহমদ ভাই! আমি একথা একেবারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাবরী মসজিদ শাহাদতে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিবসেনা, বজরং দলের সদস্যসহ সকল হিন্দু যদি এটা জানত যে, ইসলাম কী! মুসলমান কাকে বলে? কুরআনুল করীম কী? মসজিদ আসলে কোন বস্তুর নাম, তাহলে তাদের সকলেই মসজিদ নির্মাণের কথা ভাবতে পারত, মসজিদ ভাঙ্গার প্রশ্নই উঠতে পারতো না। আমি আমার প্রবল প্রত্যয় থেকে বলছি, বাল থ্যাকার, উইরে কুঠিয়ার যদি ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মর্মবাণী জানতে পারে এবং জানতে পারে যে, ইসলাম (কেবল মুসলমানদের নয়) আমাদেরও ধর্ম, এটি আমাদের দরকার তাহলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ খরচে বাবরী মসজিদ পূণর্বার নির্মাণ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য ভাববে।

আহমদ ভাই! সে যাকগে, কিছু লোকতো এমন আছে যারা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় বিখ্যাত, কিন্তু এখন একশ কোটি হিন্দুর মধ্যে এমন লোক এক লক্ষও হবে না। সত্য কথা বলতে কি, আমি বোধহয় বাড়িয়ে বলছি, ৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ লোক তো আমার পিতার মত, যারা মানবতার বন্ধু বরং ইসলামী নীতিসমূহকে তারা অন্তর দিয়েই পছন্দ করে। আহমদ ভাই! আমার পিতা (কাঁদতে কাঁদতে) কি স্বভাবগতভাবে

মুসলমান ছিলেন না? কিন্তু মুসলমানরা তাঁকে দাওয়াত না দেবার কারণে তিনি কুফরী অবস্থায় মারা গেছেন। আমার সঙ্গে, আমার পিতার সঙ্গে মুসলমানদের এ কত বড় জুলুম। এ কথা সত্যি যে, বাবরী মসজিদ যে শহীদ করেছে সেই আমার থেকে বড় জুলুমকারী জালিম আর কে হতে পারে? কিন্তু আমার চেয়েও বড় জালিম তো সেই সব মুসলমান যাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলার দরুন আমার এমন প্রিয় বাবা আজ দোযখে চলে গেছেন। মাওলানা সাহেব সত্য বলেছেন, আমরা যারা বাবরী মসজিদ শহীদ করেছি তারা না জানার কারণে এবং মুসলমানদের না চেনার দরুন এমন জুলুম করেছি। আমরা অজানা ও অজ্ঞতার দরুন এ ধরনের জুলুম করেছি এবং মুসলমানেরা জেনে বুঝে তাদের দোযখে যাবার উপলক্ষে পরিণত হচ্ছে। আমার পিতার কুফরী অবস্থায় মারা যাবার কথা যখন রাত্রে মনে হয় তখন আমার ঘুম পালিয়ে যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার ঘুম আসে না। ঘুম আনবার জন্য আমাকে ঘুমের বড়ি খেতে হয়। হায়! মুসলমানদের যদি এই ব্যথার অনুভূতি হতো!

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া, মাশাআল্লাহ্! আপনার জীবন আল্লাহর হাদী নামক সিফত এবং ইসলামের সত্যতার খোলা নিদর্শন।

উত্তর. নিঃসন্দেহ আহমদ ভাই। এজন্য আমার অভিলাষ ছিল যে, আরমুগানের পাতায় এ কাহিনী ছাপা হোক। আল্লাহ তা'আলা এর প্রকাশনাকে মুসলমানদের চোখ খুলবার মাধ্যম বানান। আমীন! আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান,জুন ২০০৫ ইং

জনাব আব্দুল্লাহ সাহেব (গংগারাম চোপরা)-এর সাক্ষাৎকার

সকলের কাছে আমার আকুল আবেদন যে, আমার জন্য এই দুআ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ঈমান এবং সেজদার অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নেন এবং আমি আমার স্ত্রীকে এই ওসিয়ত করেছি যে, আমি মারা গেলে আমার ঐ সার্টিফিকেট আমার সাথে কবরে যেন দিয়ে দেয়। দুআ করবেন আল্লাহ তা'আলা যেন এই অধমের সার্টিফিকেট কবুল করেন। আমার জন্য তথা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য দুআর আবেদন, আল্লাহ যেন সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করেন।

আহমদ আওয়াহ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ. ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আব্দুল্লাহ সাহেব! আমাদের এখান থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেখানে বহুদিন পূর্বে আব্বুর একটি প্রবন্ধে আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তখন থেকেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমার মন ব্যাকুল ছিল এবং ইচ্ছা ছিল, যে আরমুগানে ইসলাম গ্রহণকারী ভাগ্যবানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়, তাই আপনার সাথেও কিছু আলোচনা করে জানা যেতে পারে আপনার ইসলাম গ্রহণের হৃদয় বিদারক ঘটনাটি। আল্লাহর অপার দয়া যে, আপনি নিজেই এসে গেছেন। এ সুযোগে আপনার কিছু সময় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

উত্তর. খুব ভালো কথা, আপনার সাথে সাক্ষাত করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হযরতও পরিচয় করিয়েছেন যে, এটা আমার ছেলে আহমদ! খুব ভালো লাগলো আপনাকে দেখে। মনে হলো যে, আল্লাহ তা'আলা হযরতকে একটি আদরের সন্তান দিয়েছেন। আসলে আমি হার্ট

হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ করছি। আজকে আমার চেক-আপ করার দিন ছিল। আমি জানতে পারলাম যে, মাওলানা সাহেবের সাথে দিল্লীতে সাক্ষাৎ হতে পারে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আজ খুব সহজেই সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং কয়েক বছরের সমস্ত ঘটনা বলে মনে তৃপ্তি পেলাম। মাওলানা সাহেবও আনন্দিত হলেন। আমার দ্বারা যে কোন খেদমত হোক, আপনি আদেশ করুন, আমি তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার পূর্বের নাম ছিল গংগারাম চোপরা। আমি রূহতাক গ্রামের এক শিক্ষিত জমিদার পরিবারে ১৯৪৮ সনের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করি। গ্রামে প্রাইমারি এক স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করি। তারপর রুহতাক হাইস্কুলে ভর্তি হই। ১৯৬৭ ইং সনে বি.কম. করার পর স্কুলে শিক্ষকতা করতে আরম্ভ করি। তারপর একজন পরিচিত লোকের মাধ্যমে সেইল ট্যাক্স বিভাগে চাকুরিতে লেগে যাই। আমি রূহতাক জেলার সেইল ট্যাক্স অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। চার বছর পূর্বে আমার স্ত্রীর কারণে চাকুরী হতে অবসর নিয়ে নেই।

আমার বিবাহ হয় এক ধনী পরিবারে। আমার স্ত্রী আমার থেকে বেশি শিক্ষিতা ছিল। বিবাহের সময় সে শিক্ষা (B.S.A) পোস্টে চাকুরী করতো। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমার স্ত্রী গৃহিনী হয়ে নিরাপদে থাকবে। আমার কাছে মহিলাদের চাকুরী পছন্দনীয় নয়। আমি বিবাহের তিন বছর পর অনেক চাপ সৃষ্টি করে তার চাকুরী বাতিল করাই। এই সিদ্ধান্ত তার ইচ্ছার বিপরীত ছিল। এ নিয়ে আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও কলহ গড়ে ওঠে। এমন কি সে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। তার পরিবার আমার শত্রু হয়ে যায় এবং এ কথা আদালতেও পৌঁছতে আর বাকি রইল না। মুকাদ্দমা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই মুকাদ্দমাই আমাদের দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে যা আমার কুফর থেকে বের হওয়ার মাধ্যম হলো।

প্রশ্ন. মা-শা-আল্লাহ, আশ্চর্যজনক কথা! আপনার হেদায়াত পাওয়ার এবং ইসলাম গ্রহণের সেই ঘটনাটাই বলুন।

উত্তর. ঝড়ের বেগে মামলা চলতে লাগল এবং মুকাদ্দমার রায় আমার স্ত্রীর পক্ষে গড়াচ্ছিল। আমাকে শাস্তি ও জরিমানা দুটোই বরণ করতে

হবে। তাই আমার উকিল সাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনি কোথাও থেকে মুসলমান হওয়ার একটি সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারেন, সেটাকে আদালতে পেশ করলে খুব সহজে জান বাঁচাতে পারবেন। আমাকে কোনো একজন মুসলমান ব্যক্তি বললেন, মালি কোটলার একজন মুফতি সাহেব আছেন। তাঁর সার্টিফিকেট সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, কিন্তু মুফতি সাহেব সে দিন ছিলেন না। সেখানকার স্থানীয় লোকজন আমাকে বললেন যে, তিনি ১৫/২০ হাজার টাকা নেন। আমার জন্য এটা কোন ব্যাপার ছিল না। মুফতি সাহেব হায়দারাবাদ সফরে ছিলেন। সেখান থেকে চারদিন পর ফিরবেন। এতদিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সেখান থেকে ফিরে আসছিলাম। রাস্তায় একটি মসজিদ দেখতে পেয়ে আমার ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। মনে মনে ভাবলাম এখানকার ইমাম সাহেবের কাছ থেকে জেনে নেয়া যাক আরও কোথাও এ কাজ হতে পারে কি-না। ইমাম সাহেব ছিলেন সাহারানপুর জেলার অধিবাসী। তিনি বললেন, উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলার ফুলাত নামক গ্রামে মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব থাকেন। আপনি সেখানে চলে যান, আর কোথাও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তিনি কোন টাকা-পয়সা নেবেন না বরং সমস্ত কাজ আইনগতভাবেই করে দেবেন। আমাকে যাওয়ার পুরো লোকেশন লিখে দিলেন। কিন্তু অফিসের কাজের ব্যস্ততার কারণে সেখানে তৎক্ষণাত যেতে পারলাম না। প্রায় ২৫ দিন পর আসি। সেদিন ছিল ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৪ সাল। ফুলাতে গেলাম। তখন ছিল রমযান মাস। সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ পর আমি আমার গার্ড ও ড্রাইভারসহ ফুলাতে পৌঁছলাম।

মাওলানা সাহেব মসজিদে এ'তেকাফরত ছিলেন। একজন ব্যক্তি আমাকে মাওলানা সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। মসজিদের ছোট একটি কামরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি পরিষ্কার ভাবে মাওলানা সাহেবকে আমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললাম, আমার ইসলাম গ্রহণ করার একটি সার্টিফিকেট লাগবে। তা আমার স্ত্রীর মুকাদ্দমা থেকে বাঁচার জন্য আদালতে উপস্থিত করতে হবে। আমি মুসলমানও হবো না এবং ধর্মও পরিবর্তন করবো না। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, আপনি কি আদালতে এ কথা বলে সার্টিফিকেট দাখিল করবেন? আমি বললাম,

আদালতে এটাই বলব যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তাই এখন আমার স্ত্রীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি এখন যেখানে বসে আছেন এটা হলো মসজিদ, মালিকের ঘর। তাঁর মহান আদালতে আপনাকে আমাকে এবং সকলকে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে সর্বপ্রথম এই ঈমান ও সার্টিফিকেটের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। নকল সার্টিফিকেট দ্বারা সেখানে বাঁচা যাবে না। সেখানে সারা জীবন নরকে থাকতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে। যাক, এটাতো আপনার এবং আপনার মালিকের ব্যাপার। কিন্তু আমি বলতে চাই, আপনি আমাদেরকে এটা কেন বললেন যে, আমি মুসলমান হবো না। আপনি আমাদেরকে এটা বলুন যে, আমি মুসলমান হবো; আমাকে মুসলমান করে নিন এবং একটা সার্টিফিকেটও লাগবে। আমরা আপনাকে কলেমা পড়াচ্ছি। অন্তরের ভেদ তো আমরা জানি না। আমরা এই মনে করে আপনাকে মুসলমান বানিয়ে নেব যে, (স্বচ্ছমনে) বাস্তবেই আপনি মুসলমান হচ্ছেন। আমাদের লাভ হবে যে, আমাদের মালিক একজন মানুষকে মুসলমান করার উসিলা হওয়ার কারণে জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন। আমাদের কাজ হয়ে যাবে। অন্তরের ব্যাপার তো অন্তর্যামী মালিক, যিনি অন্তর পরিবর্তনকারী, তিনিই জানেন। আপনি এত দূর ভ্রমণ করে তাঁর ঘরে এসেছেন, হয়তো তিনি আপনাকে সত্য ঈমানওয়ালা বানিয়ে দেবেন এবং সেটাই আমাদের নিকট সত্য সার্টিফিকেট হবে। আমরা নকল কোন কাজ করি না। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, সত্য মনেই ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। আমি একটি সার্টিফিকেটও চাই। মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বললেন এবং এটাও বললেন যে, মৃত্যুর পর সেই মহান বিচারকের মহান আদালতে আমাদের উপস্থিত হতে হবে। সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা সার্টিফিকেট কোনটাই চলবে না। আমি যে কলেমা পড়াচ্ছি এটা সেই মহান মালিকের জন্য। যদি সত্য মনে করে পড়েন তাহলে মৃত্যুর পর সারাজীবন স্বর্গে থাকবেন, যদিও আপনি কাউকে না জানান। মাওলানা সাহেব আমাকে কলেমা পড়ালেন ও হিন্দিতে তার অনুবাদ করে দিলেন এবং সদা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পূর্ণ আনুগত্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলেন। আমার ইসলামী নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ।

মাওলানা সাহেব বললেন, এখন আমাদের মাদ্রাসার অফিস বন্ধ।

আপনি আজ এখানে থাকুন, আগামীকাল সকাল ৯ টার সময় সার্টিফিকেট বানিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আপনি যদি চান যে, মসজিদে আমাদের এবং আমাদের সাথীদের সাথে থাকবেন, তাহলে এখানে থাকতে পারেন। এখানে আপনি অনেক সৎ লোকের সঙ্গ পাবেন। আর যদি আমাদের বাসায় থাকতে চান, তাহলে সেখানেও থাকতে পারবেন। আমি মসজিদে থাকার আগ্রহ পেশ করলাম। সেখানে মাওলানা সাহেবের সাথে অনেক মানুষ এ'তেকাফরত ছিল। সেখানে অনেকেই ছিল হরিয়ানার। তার মধ্য থেকে সোনিপথের সাথী ছিল সবচাইতে বেশি। আমি সোনিপথে কয়েক বছর ছিলাম।

মাঝ রাতের পর সকলেই উঠে গেলেন এবং নিজ মালিকের সামনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জিকির করছিলেন, সেই লোকগুলোকে আমার সবচাইতে ভালো লাগল। আমিও উঠে গেলাম এবং তাদের সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'–এর জিকির করতে লাগলাম। এত দুশমনী, মামলা-মুকাদ্দমা এবং পারিবারিক অশান্তি, পেরেশানী ও অস্থিরতার মধ্যে এই রাতটি এমনভাবে কাটলো যেন ক্লান্ত বাচ্চা তার মায়ের কোলে এসে বসলো। সকালে সার্টিফিকেটের ফিস দিতে চাইলে মাওলানা সাহেব কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এই শান্তিময় পরিবেশে আমার মন চাইল যে, আরো কিছু সময় এখানে অতিবাহিত করি। আমি মাওলানা সাহেবের কাছে আরো একদিন থাকার অনুমতি চাইলাম। মাওলানা সাহেব বললেন, খুব ভালো কথা, এক দিন নয় যত দিন আপনার মন চায় আপনি থাকুন। আপনি আমাদের মেহমান, এখানে আপনার কোন কষ্ট হলে মাফ করবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মুরিদদের সামনে মাওলানা সাহেব আল্লাহওয়ালাদের ঘটনা এবং কুরআন-হাদীসের আলোচনা পেশ করলেন। আমিও শুনতে লাগলাম, আমার গার্ডও আমার সাথে ছিল। বিকালে সোনিপথের এক সাথীকে নিয়ে খাতোলী বাজার থেকে ২০ কেজি মিষ্টি নিয়ে এলাম। আমার ইচ্ছা হলো যে, আল্লাহর এই প্রকৃত ভক্তদেরকে আমার ঈমান আনার আনন্দে মিষ্টি মুখ করাই। রাত্রে খানা খাওয়ার পর দুই সাথী দ্বারা মিষ্টিগুলো বণ্টন করালাম। পরদিন এমন পরিবেশ ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছিল না। কিন্তু অফিসের কাজ এবং তৃতীয় দিন আমার মুকাদ্দমার তারিখ থাকার দরুন যেতে বাধ্য হলাম। দুই রাত্রের এই শান্তিময় পরিবেশ আমার অশান্তি ও অস্থিরতার

জীবনকে শীতল করে ফেললো। সঙ্গে আসা আমার গার্ড মহিন্দর বলতে লাগলো, স্যার! এখানে এসে থাকার দরকার। আপনি কি মাওলানা সাহেবের ভাষণ মন দিয়ে শুনেছেন? আমার ১৫ বছর হয়ে গেলো রাধা স্বামীর মন্দিরে যাওয়া আসা করার। যেই সততা, শান্তিও প্রেম এখানে পেলাম তার বাতাসও সেখানে লাগেনি। এমন লাগছিল যে, প্রত্যেকটি কথা অন্তরে স্পর্শ করছিলো। স্যার, ঘর-সংসার সব ছেড়ে দিন এবং মাওলানা সাহেবের সংস্পর্শে চলে আসুন। সুখ-শান্তিতো এখানেই আছে। আমি তাকে বললাম, তুইও কলেমা পড়ে নিতি। সে বলল, স্যার! তিনি যখন আপনাকে কলেমা পড়তে বললেন তখন আমিও আস্তে আস্তে কালেমা পড়ছিলাম এবং মনে মনে নিজ মালিককে বলছিলাম যে, হে মালিক! আপনি অন্তরের ভেদ জানেন। যদি এই ধর্ম সত্য হয় তাহলে স্যারের মনকে ফিরিয়ে দিন এবং আমাকেও তাঁর সাথী বানিয়ে দিন।

মাওলানা সাহেব তাঁর কিতাব 'আপনার আমানত' আমাকে পাঁচকপি দিয়ে বললেন যে, এইগুলি আপনি পড়ুন এবং আপনার সাথীদেরকেও পড়তে দিন। আমি বাড়ি গিয়ে একটি বই আমার গার্ড মহিন্দরকে দিলাম এবং একটি আমি নিজেও পড়লাম। এখন আমার ইসলামের ব্যাপারে শতভাগ বিশ্বাস হয়ে গেল এই জন্য যে, আমি দুই দিন ঈমান ওয়ালাদেরকে দেখেছিলাম।

সার্টিফিকেট দেখানোর জন্য আমার উকিল আমাকে ফোন করলেন। আমি পরদিন সাক্ষাৎ করতে চাইলাম। কিন্তু সকাল হতেই আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার এই সার্টিফিকেট আমার মালিকের আদালতে পেশ করতে হবে। আমাকে মুকাদ্দমা থেকে বাঁচার জন্য এটা আদালতে পেশ করা উচিত হবে না। আমি 'আপনার আমানত' বইটি হাতে নিলাম এবং মালিককে হাজির-নাজির মেনে, সত্য দিলে সেখান থেকে কলেমা দেখে পুনরায় পড়লাম। মুকাদ্দমার ফয়সালা আমার স্ত্রীর পক্ষে গেল। আমার উপর এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং মাসিক খরচ প্রদানের সিদ্ধান্ত হলো।

ঈদের পর আমি সোনিপথ মাদরাসায় গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করার আনন্দে সকল ছাত্র ও স্টাফকে দাওয়াত করে মিষ্টি বন্টন করলাম। আমার খুবই মৃত্যুর ভয় হচ্ছিলো।

একদিন আমি অফিসে থাকাকালে আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল।

ব্যথা বাড়তে বাড়তে আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার হার্ট অ্যাটাকের রিপোর্ট দিলেন। আমি ২৪ দিন ইমার্জেন্সিতে এবং I.C.U তে ছিলাম। অতএব, অসুস্থ অবস্থায় চার মাস বাসায় ছিলাম এবং এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করলাম। এই ক'দিনে নামায শিখে নামায পড়তে লাগলাম এবং দিল্লী থেকে 'ইসলাম কী', 'মৃত্যুর পর কী হবে' ইত্যাদি কয়েকটি বই ক্রয় করে মনযোগ সহকারে পড়লাম।

মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য খুবই মন চাচ্ছিলো। একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো যে, আজ বাগিচার বাগ এলাকায় মাওলানা কালীম সাহেবের প্রোগ্রাম আছে। আমি সাক্ষাৎ করতে যাবো। আমি বললাম, আমাকেও নিয়ে যান, আমারও সাক্ষাৎ করার জন্য খুবই মন চাচ্ছে। সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা বাগিচার বাগ এলাকায় পৌঁছলাম। মসজিদে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বক্তৃতার পর আমরা মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। মাওলানা সাহেব খুবই খুশি হলেন যে, এতো দিন পর দেখা হলো। আমাকে এত দুর্বল দেখে পেরেশান হলেন। আমি জানালাম, আমার মারাত্মক রোগ হয়েছিল। ২৪ দিন ইমার্জেন্সিতে ছিলাম।

প্রোগ্রামের পর একজনের বাসায় দাওয়াত ছিলো। মেজবান আমাদেরকেও জোর করে নিয়ে গেলেন। মাওলানা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, চোপরা সাহেব! আপনার তো মনে হয় খাওয়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আছে। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, হযরত! এখন আমাকে চোপরা বলে সম্বোধন না করলে ভালো হয়। আপনি নিজেই তো আমার নাম আব্দুল্লাহ রেখেছেন। এবার হযরত বললেন, আব্দুল্লাহ সাহেব! আপনার জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা করা যাক। আমি বললাম, হযরত! আমি আপনার সাথেই খাব। এটা আমাকে রোগ থেকে মুক্ত করবে।

মাওলানা সাহেবকে বললাম, হযরত! 'আপনার আমানত' পড়েছি। আসলে তো আমি আপনার সাথে থেকেই মোটামুটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আপনার আমানত পড়লাম তখনতো আমার পুরোপুরি বিশ্বাস এলো এবং আমি একাই দ্বিতীয় বার আল্লাহকে হাজির-নাজির মেনে কলেমা পড়লাম এবং আদালতে আর সার্টিফিকেট জমা দেই নি। আল্লাহর

শুকরিয়া যে, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি এবং আপনি আমার নামায দেখে নিন। যখন আমি নামায এবং জানাযার দুআ শুনিয়ে দিলাম তখন মাওলানা সাহেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুশিতে ও আদরে আমার হাতে চুমু খেতে লাগলেন আর বারবার অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। বললেন, আমি ও আমার সাথীরা সকলে দুআ করেছিলাম যে, হে আল্লাহ! আমরা শুধু মনে উচ্চরণ করতে পারি, অন্তর গলানোর মালিক তো তুমি। আপনি তাকে প্রকৃত মুসলমান বানিয়ে দিন। আল্লাহর শোকর যে, মালিক এই নাপাক হাতের সম্মান রেখেছেন।

প্রশ্ন. আপনার গার্ড মহিন্দর-এর ঈমান আনার ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন?

উত্তর. আহমদ সাহেব! আমি তার ফিকির কী-ই-বা করবো। সে তো অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ।

প্রশ্ন. তিনি এখন কোথায়?

উত্তর. সে তো এখন জান্নাতে।

প্রশ্ন. তা কীভাবে, কিছুটা শুনাবেন?

উত্তর. সে অনেক ধার্মিক ছিলো এবং জাঠ পরিবারের সন্তান ছিলো। ফুলাতে আসার পর তার অন্তরে পরিবর্তন এলো। সে 'আপনার আমানত' পড়ে আমার কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, স্যার! আপনি কি ঐ কিতাবটি পড়েছেন? আমি বললাম, এখনও পড়িনি। সে বলল, আপনি তার গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্যার! আপনি বইটা অবশ্যই পড়ুন। আমি তো এখন খাঁটি মুসলমান। আমি আমার নাম মুহাম্মদ কালীম রাখলাম। আজ থেকে আপনি আমাকে মুহাম্মদ কালীম বলে ডাকবেন।

এরপর তার ভেতর দ্বীন শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। রুহতাক চৌরাস্তায় একটি মসজিদ আছে যাকে 'লাল মসজিদ' বলা হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। এখানে একজন অনেক বড় পীর সাহেব থাকতেন। যিনি পুরো হিন্দুস্তানে দ্বীন প্রচার করেছেন। কালিম এই মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে আসা যাওয়া করতো। সে চার মাসের ছুটি নিয়ে তাবলীগ জামাতে গেলো এবং লম্বা দাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। একদিন আমি কোন কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম। সে আমার থেকে জুমার নামাযের অনুমতি নিলো এবং অফিস থেকে ওযু করে বের হয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় হঠাৎ

এক মটর সাইকেলের সাথে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গিয়ে মাথায় ভীষণ আঘাত পায়। ড্রাইভার আমাকে তার দুর্ঘটনার খবর দিলে আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। আট দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিল। কিন্তু হুঁশ ফিরে আসেনি। তার পরিবার তার চিকিৎসা করতে থাকলো। পনের দিন পর আমি যখন সাক্ষাৎ করতে গেলাম তখনও সে বেহুঁশ ছিলো। হঠাৎ করে তার শরীর কেঁপে উঠল। আমি আওয়াজ দিলাম। সে চক্ষু মেলল এবং আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে বললো, স্যার! আমার সার্টিফিকেট কবুল হয়ে গেছে। সে একবার কলেমা পড়ে শোনাল এবং কাঁদতে কাঁদতে চুপ হয়ে গেল। সে আমার অনেক আগে চলে গেছে। সত্যিই সে খুব ভালো মানুষ ছিলো, সে চিরদিনের জন্য চুপ হয় গেছে। তার মুখবন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে সর্বদাই আমার কানে বলে, স্যার! আমার সার্টিফিকেট কবুল হয়ে গেছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সেই দিন থেকে আমি প্রত্যেক দিন দু'আ করি, 'হে আল্লাহ! আপনি এক প্রকৃত মুসলমানের সার্টিফিকেট কবুল করেছেন। তার সদকায় এবং সত্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উসিলা করে আমার মত ধোঁকাবাজের সার্টিফিকেটও কবুল করে নিন (কেঁদে কেঁদে)।

প্রশ্ন. আপনার স্ত্রী কোথায়? আপনার কি কোন সন্তান আছে? এ ব্যাপারে তো কোন কিছু বলেন নি?

উত্তর. আমি নিজেই তাদের ব্যাপারে বলতে চেয়েছিলাম। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে বহুদিন থেকে তাহাজ্জুদ নামাযও শুরু করে দিয়েছি। এক রাত্রে আমি আমার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখলাম: সে এক কামরায় বন্দী অবস্থায় আছে এবং আমাকে বলছে, "আমি যেমনই হই না কেন, আপনি আমাকে এই আবদ্ধ কামরা থেকে উদ্ধার করুন। যখন আপনি আছেন তাহলে আপনি ছাড়া এই বন্ধ ঘর থেকে কে আমাকে মুক্ত করবে"এ বলে সে অনেক কাঁদছিলো। আমার দয়া হলো। আমি দেখলাম বড় একটি তালা লাগানো। আমার কাছে চাবি নেই। আমি অনেক পেরেশান হয়ে গেলাম যে, এই তালা কীভাবে খোলা যায়। হঠাৎ আমার গার্ড মুহাম্মদ কালীম পকেট থেকে চাবি বের করে দিলো এবং বললো, স্যার! এই নিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র চাবি। আপনি তাকে উদ্ধার

করছেন না কেন? আমার চোখ খুলে গেলো। তখন রাত্র ৩টা বাজছিলো। আমি ওযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলাম। আমার মনে হলো, এই মহিলা সারাটা জীবন আমার জন্য উৎসর্গ করেছিল। এমনকি খরচাও আমার থেকে নিতো এবং তাকে খুব মনে পড়তো। আমিও একা থাকতে থাকতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি গোনাহগার ভাঙা অন্তর নিয়ে আমার আল্লাহর দরবারে হাত উঠালাম এবং বললাম, হে দয়াময় করুনাময় রহিম, রহমান! আমি এখন সমস্ত মিথ্যা প্রভুকে ছেড়ে আপনার এবাদত করার অঙ্গীকার করলাম। আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমার চাওয়া পাওয়াকে পূরণ করতে পারে। হে আল্লাহ! যে তার পুরো যৌবন আমার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। হে দয়াময় পরম করুনাময় রহমানুর রাহীম! আপনি এক অমুসলিমকে আব্দুল্লাহ বানাতে পেরেছেন, তা হলে এক সীতা দেবীকে ফাতিমা অথবা আমিনা বানিয়ে আমার 'মুসলমান স্ত্রী' কেন বানাতে পারবেন না? আমি অনেক দু'আ করেছি এবং আমার প্রত্যেকটি পশম আমার দু'আর সাথে শরিক ছিলো। আমার স্বপ্নের কারণে আমার উপর আল্লাহর মহিমার এক আশ্চর্য অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. তারপর কী হলো?

উত্তর. এক গান্ধা ভিখারী বান্দা মহান দয়ালুর দরজা নক করেছে! এটা কীভাবে সম্ভব ছিল যে, দরজা খুলবে না? দু'দিন পর তৃতীয় দিন আমি আমার ঘরে দুপুরের সময় বসেছিলাম। হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠলো। আমি কাজের ছেলেকে দরজা খুলতে বললাম। বললাম, দেখতো কে?

আমার চোখ বিস্মিত হলো। আমি দেখলাম যে, কাজের ছেলে আমাকে এসে বলছে, অমুক এসেছে। সীতা দুই বাচ্চাসহ আমার সামনে এলো এবং আমার বুকের সাথে মিশে গেলো। আমি ১০ বছর পর তাকে দেখছিলাম। সে তার যৌবন হারিয়ে ফেলেছিল। সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদলো। আমার ছেলে-মেয়ে বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। সে বলতে লাগল, আপনি যখন আমার থেকে বিমুখ-তাহলে আমার সম্মান, আমার অন্তর আর কে রাখবে।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার আল্লাহ এই গান্ধা হাতকে ভিক্ষা দিয়েছেন বলেই সে এসেছে। আমি তাকে বললাম, এখন ব্যাপারটা হাত থেকে বের হয়ে গিয়েছে। সে জিজ্ঞেস

করলো, কেন? আমি বললাম, আমি এখন মুসলমান হয়ে গিয়েছি। সে বললো, জাহান্নামেও আমি আপনার সাথেই থাকবো, আমি আপনার; আপনারই থাকব। আমি তাকে কলেমা পড়তে বললাম। তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তুত হয়ে গেলো। আমি কলেমা পড়ালাম এবং তার নাম রাখলাম আমেনা, ছেলের নাম হাসান এবং মেয়ের নাম ফাতেমা।

এতদিন সে তার বাবার বাড়িতে পৃথক এক রুমে থাকত। বাচ্চাদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে ভাবীদের সাথে তার ঝগড়া হয়। তার ভাবী তাকে অনেক গালাগালি করে এবং বলে, "যদি তুই কোন কিছুর উপযুক্তই হতিস তাহলে স্বামীর ঘর ছাড়লি কেন? যদি ভালো হতিস তাহলে তুই স্বামীর সাথেই থাকতি। যে স্বামীকে ধিক্কার দিয়েছে সেকি ভালো মেয়ে?" ব্যস্! তার অন্তরে দাগ কাটলো। আসলে এটা তো বাহানা। আমার দয়াময় আল্লাহ আমাকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! দেড় বছর ধরে সে আমারই সাথে আছে। আমরা সুখে শান্তিতে দ্বীনি জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন. আব্দুল্লাহ সাহেব! দু'আ কবুলের এই আশ্চর্য ঘটনা আপনার কেমন লাগলো?

উত্তর. এই ঘটনার পর আল্লাহর সাথে আমার অন্য এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আমার এখন এই অবস্থা যে, আমার বিশ্বাস, আমি যদি আমার আল্লাহর সাথে এই জিদ করি যে, সূর্য পশ্চিম থেকে উঠবে তাহলে আমার জিদ পুরো হবে।

প্রশ্ন. আপনি অনেক ভাগ্যবান। আরমুগানের পাঠকদের জন্য আপনি কিছু পয়গাম দিতে চান?

উত্তর. আপনার এবং সকলের কাছে আমার আকুল আবেদন, আমার জন্য এই দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ঈমান ও সেজদার অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নেন। আমি আমার স্ত্রীকে এই ওসিয়ত করেছি যে, আমি মারা গেলে আমার ঐ সার্টিফিকেট যেন আমার সাথে কবরে দিয়ে দেয়। দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন এই অধমের সার্টিফিকেট কবুল করেন। আমার জন্য তথা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য দু'আর আবেদন যে, আল্লাহ যেন সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করেন।

প্রশ্ন. আমীন। অনেক শুকরিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব। আপনি বলছিলেন যে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাই কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। অন্য সময় বাকী আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

উত্তর. অনেক অনেক শুকরিয়া, ফী আমানিল্লাহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, ২০০৪ইং

দু'আ ও মাগফিরাতের আবেদন

আপনি এখবর শুনে অবশ্যই আশ্চর্যান্বিত হবেন এবং আপনার ঈর্ষা ও আফসোস হবে যে, আব্দুল্লাহ (গংগা রাম চোপড়া) ১৮ই মার্চ ২০০৫ইং সনের জুমার দিন এশার নামাযে সেজদাবস্থায় নিজ হাদী ও খালেক আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। আশ্চর্য লাগে যে, আল্লাহর সাথে আব্দুল্লাহ সাহেবের কেমন মজবুত সম্পর্ক ছিল। যা চেয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তাই দান করেছেন। ঈর্ষা হয় এ ব্যাপারে যে, হায়! যদি এমন প্রিয় মৃত্যু আমাদেরও হতো। আফসুস এব্যাপারে যে আল্লাহর এক নেক বান্দা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। আলোর পথের পাঠকদের কাছে তাঁর জন্য মাগফেরাতের দু'আর আবেদন রইলো।

-অনুবাদক

মুহতারামা সালমা আঞ্জুম (মধু গোয়েল) এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের জীবন ইসলামি শিক্ষাধারার বাস্তব নমুনা হওয়া উচিত। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। দেখুন! পঞ্চাশের অধিক সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের হেদায়াতের মাধ্যম কেবল আব্দুর রহমান ভাই– এর এক প্রতিশ্রুতি। একটি হাট-খাজনা আদায়ের বাস্তব আমল। সত্যি বলতে কি! আমাদের মাধ্যমে যতো লোক মুসলমান হয়েছে এবং হবে সকলেরই মাধ্যম তার ঐ ইসলামি আমল বা আদর্শ।

আসমা যাতুল ফাওযাইন. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালমা আঞ্জুম. ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আরমুগান পত্রিকার পাঠকদের জন্যে কিছু জরুরী কথা জানতে এসেছি।

উত্তর. আমার উপযোগী কোনো খেদমত থাকলে তা নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করি।

প্রশ্ন. অনুগ্রহপূর্বক আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার নাম এখন সালমা আঞ্জুম। পূর্বের নাম ছিলো মধু গোয়েল। গাজিয়াবাদের এক ধার্মিক হিন্দু গোয়েল পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা লালা সিঙ্গল সেন গোয়েল। তিনি একজন সাধারণ সবজী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আমার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন আমার মাতা কৈলাশ বতী এবং আমার বড় ভাই বাবু জগদ্বীশ গোয়েল। গাজিয়াবাদের নিকটবর্তী গুলধর গ্রামে বসবাস করতাম। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মু যার ইসলামি নাম উম্মে নাসিম এবং আমার বড় ভাই বাবু জগদ্বীশ তার ইসলামি নাম কালীম গাজী, দ্বিতীয় ভাই হীম কুমার তিনি আলহামদুলিল্লাহ! এখন মাওলানা নাসিম গাজী। আমার ছোট বোন এখন যার নাম আসমা।

আলহামদুলিল্লাহ! পুরো পরিবার এখন মুসলমান। আমার বড় তিন বোন যারা মুসলমান হয়নি তাদের মধ্যে একজন লিজা, তিনি জীবিত আছেন। আর দু'জন রাজেশ্বরী ও লাইলা দেবী মারা গেছেন।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. আমার বড় ভাই জগদ্বীশ তিনি খুবই ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখতেন। ইসলাম ও মুসলমানের সম্পর্কে তার বিরাট ঘৃণা ছিল। মুসলমানের দোকান থেকে শাক-সবজিও ক্রয় করা তিনি পছন্দ করতেন না। যদি কখনও ক্রয় করে ফেলতেন তাহলে সেটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পবিত্র করাতেন। তিনি গাজিয়াবাদ নগর পল্লিকায় ট্যাক্স ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে নিজ মালিককে খুশী করার ও তাঁর পর্যন্ত পৌঁছবার মাধ্যম মনে করতেন। তিনি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখতেন। একদিন তিনি বাজার পরিদর্শনে বের হন। দুপুরের সময় ছিল। গাজিয়াবাদের ভাট্টির একজন মুসলমান জনাব আব্দুর রহমান সহেব। তিনি চুড়ি-ফিতার ব্যবসা করতেন। কোন সাপ্তাহিক 'হাট বারের' দিন দোকান নিয়ে এলেন। কিন্তু তার কাছে খাজনার টাকা ছিল না। তিনি খাজনা আদায়ের ঘরে এসে আবেদন করলেন যে, আমি বিকালে ফিরার পথে খাজনার টাকা জমা দিয়ে যাব। আমাকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হোক। ভাই বাবুজী বললেন, ফেরার পথে কি কেউ খাজনার টাকা জমা দিয়ে যায়? তিনি উত্তর দিলেন, বাবুজী! মুসলমান দিয়ে যায়। বাবুজীর অন্তরে এই কথাটি দাগ কাটলো এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কোথাও না গিয়ে সন্ধা পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলেন যে, দেখবো কিভাবে মুসলমান খাজনা আদায় করে!

জনাব আব্দুর রহমান সাহেব গ্রাহকদের ভীড় থকা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত সময়ের পূর্বেই দোকান বন্ধ করে বিকাল পাঁচটা বাজার ১৫ মিনিট আগে খাজনা আদায়ের ঘরে এসে খাজনার টাকা জমা দেন। বাবুজী তার এই প্রতিশ্রুতি পূরণে খুবই প্রভাবিত হন এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মূলত; ওয়াদা পূরণের এই ইসলামি নীতি-পদ্ধতিই আমাদের পরিবারের হেদায়াত লাভের উসিলায় পরিণত হয়। বাবুজী ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি বাসায় ফিরে খুব ধীর মস্তিষ্ক চিন্তাশীল মুসলমান জনাব কাজী জামিল সাহেবকে পেলেন। তিনি বাবুজীকে ইসলামি লিট্রেচারের ব্যবস্থা করে দেন। সেই সাথে ছোট ভাই নাসিম গাজীকেও কাছে টানেন।

বাবুজী ইসলামি বই পুস্তক পড়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সাথে কথা বলার সময় ইসলামের প্রশংসা করতে থাকেন এবং ইসলাম গ্রহণের আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেন। বন্ধুরা এ থেকে ফিরে আনতে খুবই চেষ্টা চালায়।

এ সময় ছোট ভাই (হীম কুমার) মাওলানা নাসিম গাজী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। এমন সময় এলাকার মানুষ চাপ সৃষ্টি করে ও ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিথ্যে হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। মামলা শুরু হলো। সে সময় গাজিয়াবাদে সাদিক নামে এক মাস্তান বাস করতো। সে এ জানাতে পারে যে, আজ মামলার তারিখ আর কিছু লোক মিথ্যা স্বাক্ষী প্রদান করতে আসছে। সে আদালতের সমানে ছুরি-চাকু ইত্যাদি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে বসে যায় এবং হুমকি দেয় যে, যারা মিথ্যা স্বাক্ষী দিতে আসবে তারা এর পরিণতি দেখতে পাবে। এই ভয়ে সে দিন আর কেউ স্বাক্ষী দিতে আসেনি। মামলায় বাবুজী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পান। সাদেক সাহেবের এই সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে বাবুজী আরও প্রভাবিত হন। বাসায় এলে ভাবী ও বাচ্চাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং স্ব-পরিবারে মুসলমান হন। পাঁচজন ছেলে চারজন মেয়েসহ তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। এদের মধ্যে তিনজনই বলরিয়াগঞ্জ মাদরাসা থেকে আলেম হন।

মাওলানা নাসিম ভাই যখন বলরিয়াগঞ্জে মাদরাসাতুল ফালাহ এ পড়াশোনা করতেন তখন পরিবারের লোকেরা যেন মুসলমান হয়ে যায় সে জন্য অনেক কাজ করতেন। তারই প্রচেষ্টায় আমার ছোট বোন আসমা মুসলমান হয় এবং আজমগড়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার বিয়ে হয়। তার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বড় পোস্টে চাকুরি করেন। তারপর নাসিম ভাই মা ও আমার উপর মেহনত করতে থাকে।

তিনি খুব দরদমাখা ভাষায় আমাদের চিঠি লিখতেন। তার দরদ ভরা একটি চিঠি, মায়ের কাছে 'নওমুসলিম পুত্রের' চিঠি! শিরোনামে প্রকাশিতও হয়েছে। কয়েক বছরের চেষ্টা ফিকিরের পর আমার মা মুসলমান হয়েছেন।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. হ্যাঁ, আমার ব্যাপারে বলতে যাচ্ছি। শৈশবকাল থেকেই ইসলামের প্রতি আমার বিরক্তি ছিল। এর মূল কারণ ছিলো, আমাদের এলাকায় এবং গাজিয়াবাদে অধিকাংশ এলাকায় মুসলমানদেরকে খুবই

অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখতাম এবং তাদের বাড়ি ঘর ও খুব অগোছালো ও নোংরা থাকতো। নাসিম ভাই যখনই গাজিয়াবাদে আসতেন আমাকে ঘণ্টা খানেক বুঝাতেন। এটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগতো। কখনও কখনও কানে আঙুল দিয়ে রাখতাম। কখনও আবার কানে তুলা দিয়ে রাখতাম। মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালে দিকে ফিরে শুয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি বলতেই থাকতেন। একবার তিনি আমাকে আজমগড়ে নিয়ে যান, সেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এক পরিবারের সাথে দেখা হয়।

গাজিয়াবাদে ইব্রাহীম খান সাহেবের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তার বাড়ির মহিলাদের দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। নাসিম ভাই দশবছর পর্যন্ত আমাকে বুঝাচ্ছিলেন। কখনো কখনো তিনি কেঁদে ফেলতেন। আমার ইসলামের কথা বুঝে আসতো কিন্তু আমি অপরিচ্ছন্ন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইতাম না। আমার ভয় হতো, না জানি ঐ সকল মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে আব্দুর রহমান সাহেবের ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। তাই আমি মুসলমান হতে ভয় পেতাম। একবার আমি আজমগড় গিয়েছিলাম; নাসিম ভাই আমাকে স্বাগতম জানালেন। একদিন তার অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নের দৃষ্টে মনে আঘাত লাগলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইয়া! তুমি কী চাও বল তো? তিনি বললেন বোন মধু! ইসলামের কলেমা পড়ে চিরস্থায়ী আগুন থেকে বেঁচে যাও। আমি বললাম, আচ্ছা পড়াও। তখন আমি কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। নাসিম ভাইয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। খুশীতে তিনি আমাকে গলায় জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কেননা দীর্ঘ দশ বছরের অব্যাহত চেষ্টা-সাধনা, যত্নের সাথে লেগে থাকা আর ক্রমাগত দাওয়াতী প্রচেষ্টার পর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরকে ইসলামের জন্যে খুলে দেন। এটা প্রায় আঠারো বছরের পুরনো কথা।

প্রশ্ন. আপনার বিয়ে হলো কীভাবে?

উত্তর. বিয়ের ব্যাপারে আরো কিছু শর্ত ছিল, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কট্টর হিন্দু থাকার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সব কিছু মন-মানসিকতা তৈরী হয়নি। তাই আমার প্রথম শর্ত ছিল, আমি কোন দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে বিবাহ করবো না। ছেলেকে পৃথক থাকতে হবে। ভাই বোন বেশী থাকতে পারবে না অর্থাৎ বড় পরিবার হতে পারবে না। ইত্যাদি। সে সময় আমার ইসলাম গ্রহণ করার বয়স কেবল একবছর হয়েছিলো। হাকিম আলীমুদ্দিন সাম্ভলী

সাহেব আমার স্বামী মাহমুদ সাহেবের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি সে সময় রুজগারের জন্য খাতুল্লি থেকে ফুলাত এসে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার মায়ের সাথে পরামর্শ সেরে খাতুল্লি গিয়ে ভাইদের সাথে পরামর্শ করলেন। সেখানে আপনার দাদা হাজী আমীন সাহেব তাঁর বংশের মুরুব্বি ছিলেন; তিনিও সমর্থন করলেন। গাজী আবেদ সাহেব সম্পর্ক পাকা-পাকি করার জন্য গাজিয়াবাদ এলেন। ইঙ্গিতে আপনার আব্বু (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) কে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এলেন। আত্নীয়তায় আগ্রহী দেখে সবাই পরামর্শ করেন যে, তাড়াতাড়ি বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যাক। মূলত: আমার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ছিল না। যাক, একপর্যায়ে সাদা-মাটাভাবে বিয়ে হয়ে যায়। আত্নীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মঝে আপনার পিতা (কালীম ভাই) উপস্থিত ছিলেন। দু'মাস পর আমার মা ও ভাই আমার স্বামীর কাছে এমনভাবে উঠিয়ে দিলেন যেন কয়েক বছরের পুরানো বিবাহিত মেয়েকে উঠিয়ে দেওয়া হলো।

প্রশ্ন. মাহমুদ চাচা তো কত সুন্দর দাড়ি রেখেছেন, আপনি এ বিষয়টি কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর. আমার কাছে খুব ভালোই লাগে। আমার স্বামী মাহমুদ সাহেব একজন খুবই ভালো স্বামী এবং আর্দশ মুসলমান। তার সাথে বিয়ে হওয়ায় আমি গর্বিত। এজন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদার করি। তার দাড়ি আমার খুব ভালো লাগে বরং এখন আমার কছে ইসলামের প্রতিটি জিনিসই ভালো লাগে। আমার পরিবারের অধিকাংশ লোকেরই দাড়ি আছে।

মরহুম বড় ভাই বাবুজী বড় বাহাদুর মুসলমান ছিলেন। হিন্দু মহল্লায় থাকতেন। বাবরি মসজিদের সমস্যা ও এর পূর্বে গাজিয়াবাদে বিভিন্ন দাঙ্গা হয়েছিল। তখন মুসলমান বন্ধুদের ফোন আসতো যে, আমরা আপনাকে নিতে আসছি। এই অবস্থায় ঐ মহল্লায় আপনার অবস্থান ঠিক হবে না। বাবুজি খুবই স্থিরতার সাথে উত্তর দিতেন আপনি যদি আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, মুসলমানদের মহল্লায় মালাকুল মাউত (আজরাইল) আসতে পারবে না। আর হিন্দু মহল্লায় সময়ের পূর্বেই চলে আসবে। তাহলে আমি যেতে প্রস্তুত। উল্টো সুন্নতী লেবাসে রাস্তায় পত্রিকা পড়তে বসে যেতেন। তার ঈমান খুবই মজবুত ছিলো।

ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের বংশের লোকেরা অনেক হুমকি দিয়েছে

এবং লোভ ও দেখিয়েছে। রাম গোপাল কালওয়ালা বারবার বাবুজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে এবং কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়। বলে, যে কোন শর্তে আপনি ইসলাম থেকে ফিরে আসুন। কিন্তু তিনি সত্যের মুকাবেলায় লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতিকে প্রত্যাখান করেছেন। সারাজীবন তিনি শুধু পাক্কা মুসলমানই ছিলেন না বরং তার উসিলায় বহু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দান করেছেন। আমার ছোট ভাই মাওলানা নাসিম গাজীও, যিনি এ দেশের একজন প্রসিদ্ধ দা'য়ী (ধর্মপ্রচারক), মানবীয় সর্ম্পকে ভাইদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁনোর জন্য রাজনৈতিক কোন লোভ-লালসা ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর জন্যই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তার থেকে জামায়াতে ইসলামির লোকেরাও উপকৃত হতো। বহু লোক তার দাওয়াতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন. আল্লাহ না করুন যদি আপনি হেদায়াত না পেতেন তাহলে কী হতো?

উত্তর. আল্লাহ না করুন যদি আমি হেদায়াত না পেতাম তাহলে, এর অবস্থা কল্পনা করলেও আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। আমার পশমগুলি শিউরে উঠে। দেখুন না আমার অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আমার দুই বোন দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তারা ইসলামের খুব কাছে এসেছিলো। কিন্তু তাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। আমার পিতাও ইসলাম থেকে মাহরূম হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন।

যখন আমি চিন্তা করি আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। কখনও মুসলমানদের উপর আমার খুবই জিদ উঠে। ১০ বছর পযর্ন্ত আমি এ জন্যই মুসলমান হইনি যে, আমি যে সকল মুসলমানদেরকে দেখেছি, তারা অধিকাংশই অপরিচ্ছন্ন থাকতো। তাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরার পরিবেশ ছিলো চুরি-চামারী ও জুয়া-তাস ইত্যাদি। তবে মূর্খতাই বেশি ছিলো, যা আমার জন্য প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিলো। যদি মুসলমানরা আসল ইসলামের ওপর আমল করতো। তাহলে আমার দুই বোন ও পিতা ঈমানের নেয়ামত হতে বঞ্চিত হতো না।

প্রশ. চাচীজান! আপনি গোস্ত না খেলেও এত মজা করে গোস্ত-মুরগী পাক করেন কিভাবে?

উত্তর. আমার স্বামী মাহমুদ সাহেব একজন ভালো 'মুসলমান স্বামী'। আমি নামাজ যিকির ইত্যাদিতে বেশী সময় দিতে পারি না। তবে তাঁর

খেদমতকে ইবাদত মনে করি। আমি একজন সৎ মুসলমানের স্ত্রী। আমি নিজেকে স্বামীর জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তার গোস্ত খাওয়ার খুব শখ। তাই গোশত পাকাতে আমার ভালো লাগে। আমি গোস্ত খাওয়ার হুকুম আল্লাহর নেয়ামত মনে করি। আমি আমার বাচ্চাদের গোস্ত খেতে উৎসাহী করি। আমি অনেক চেষ্টার পরও খেতে পারি না। এটা আমার দুর্বলতা ও মাহরুমী মনে করি।

প্রশ্ন. মা-শা-আল্লাহ আপনার বাচ্চাদের খুব ভাল প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আয়েশা আপু, সুফিয়া আপু ও সালমান ভাই আপনার তিন সন্তান খুবই সৌভাগ্যবান এবং নেক মুসলমান। আপনি তাদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?

উত্তর. বাচ্চাদের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে আমার থেকে তাদের পিতার ভূমিকা বেশি। তিনি খুবই সৎ ও সাচ্চা মুসলমান। অধিকাংশ সময় অমুসলিম এলাকায় কাটিয়েছেন। তিনি প্রতিবেশীদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। যখন কোন মহল্লা ছেড়ে চলে আসতেন; তখন হিন্দুরা কেঁদে কেঁদে বিদায় দিতেন। আমরা দীর্ঘদিন একটি ছোট্ট কুঁঠিতে থেকেছি। বাসার মালিক রাম কিশোর খুবই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি দু'টো বিষয়ে ডিগ্রিধারী। কিন্তু তিনি আমার স্বামীর ভালোবাসা ও আখলাক চরিত্রে খুবই প্রভাবিত হয়ে ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন মাহমুদ সাহেব! দেবতাদের পূজা করতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। চিন্তা করি এই মিথ্যা ভগবানদের ছেড়ে দেই এবং আপনার মত এক সত্য মালিককে ধরি। তার ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। বেচারা ঈমান থেকে মাহরুম হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আমার বাচ্চাদের সাচ্চা মুসলমান বানাতে ফিকির করছি এবং ছোট থেকে নামাযের সময় সতর্ক করে দিয়েছি। অনৈসলামিক অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকতে বলছি। আমার মুসলমান হওয়ার পর এখন অমুসলিমদের খারাপ লাগে, যেমন পূর্বে মুসলমানদের খারাপ লাগতো। এখন আমি অমুসলিম মহল্লায় বসবাস কালীন বাচ্চাদের জন্য অমুসলিম ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করতেও পছন্দ করি না।

প্রশ্ন. হিন্দু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর. ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন

ভালো ছিল না। আমরা দরিদ্র জীবন যাপন করতাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সব কিছুই দান করেছেন। আমরা ভাই-ভাগ্নে হিন্দু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করি। তারাও আমাদের সাথে মেলামেশা করে, সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে। আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখা তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। নাসিম ভাই তাদের ভেতর দাওয়াতী কাজ করছেন।

প্রশ্ন. 'আরমুগানের' মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কোন পয়গাম দিবেন?

উত্তর. আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে, মুসলমানরা নোংরা না থাকে। এ কারণটি অনেক মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের তো এই দুনিয়াকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিখানো দরকার। আমাদের জীবন যেন ইসলামী শিক্ষাধারার বাস্তব নমুনা হয়। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। দেখুন! পঞ্চাশের অধিক সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের হেদায়াতের মাধ্যম কেবল আব্দুর রহমান ভাই– এর এক প্রতিশ্রুতি। একটি হাট-খাজনা আদায়ের বাস্তব আমল। বলতে গেলে আমাদের মাধ্যমে যারা মুসলমান হয়েছে সকলের মাধ্যম হলো একটি ইসলামী আমল। আফসোস, আমরা নিজেরা অপরিচ্ছন্ন থাকি। তাই অপরিচ্ছন্নতাকে হিন্দুস্থানে মুসলমানের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন মনে করা হয়। আমাদের এই খারাবিকে দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন. অনেক অনেক শুকরিয়া চাচিজান! আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন।

উত্তর. অবশ্যই, তুমিও আমার জন্য দু'আ করবে। তুমি তো আল্লাহর নেকবান্দী, আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান,ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ইং

চৌধুরী আর. কে. আদেল সাহেব (রাম কৃষ্ণ লাকড়া)-এর একটি সাক্ষাৎকার

> আমি শুধু এই কথাই বলবো যে, দীন যেহেতু আমানত, যেমনটি 'আপ কি আমানত আপকি ছিওয়া মে' নামক বইটিতে মাওলানা সহেব লিখেছেন। এই বইয়ের কথাগুলো সারা জগতে পৌঁছানো উচিত। বর্তমান যুগে ইসলাম পৌঁছানো অনেক সহজ। দীন যেহেতু আমানত এবং মালিকের সামনে হিসাব দিতে হবে, তাই এ কথারও হিসাব দিতে হবে যে, সকল অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌঁছলো কি না? দীনকে অন্যের পর্যন্ত পৌঁছানো শুধু অন্যের উপকারের জন্যই নয় বরং মৃত্যুর পর প্রশ্নের জবাব থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও জরুরী।

আহমদ আওয়াহ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

চৌধুরী আর. কে. আদেল. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. চৌধুরী সাহেব! আপনার আগমনে আমি খুবই আনন্দিত। আব্বু আপনার কথা আলোচনা করেছিলেন। আমি যেন দিল্লী গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং ফুলাত থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আরমুগানের জন্য আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আপনি নিজেই চলে এসেছেন।

উত্তর. মাওলানা সাহেবের (কালীম সিদ্দিকী) সাথে আমার কিছু জরুরী পরামর্শ ছিল। কয়েকদিন যাবত ফোন করছিলাম। আজ জানতে পারলাম, তিনি ফুলাতে আছেন। সব কাজ-কর্ম ফেলে চলে এলাম। মালিকের ইচ্ছায় সাক্ষাৎও হয়ে গেলো। আত্মতৃপ্তিও পেলাম।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার পরিচয় দিন!

উত্তর. আমার পুরানো নাম রাম কৃষ্ণ লাকড়া। আমি দিল্লী নাজাফগড় অঞ্চলের হিন্দু জাট সম্প্রদায়ের লোক। আমার আব্বু গ্রামের মেম্বার এবং একজন জমিদার। আমাদের গ্রাম এক সময় রূহতাক জেলার হারীয়ানার অন্তর্ভূক্ত ছিলো। বর্তমানে তা দিল্লীর একটি মহল্লা। ছোটকালেই আমার পিতা মারা যান। ইদানিং আমি দিল্লীতে প্রোপার্টি ডিলাব্ক্র এর কাজ করি। এমনিতে তো আমি এই জগত-সংসারে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টম্বর এসেছিলাম। তবে আমার দ্বিতীয় জন্ম ঠিক ৪৫ বছর পর এই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর আজ থেকে ১৫ দিন পূর্বে হয়েছে।

প্রশ্ন. এ কথার অর্থ কী?

উত্তর. আমার পার্শ্ববর্তী মসজিদের মাওলানা সাহেবকে ও বলেছিলাম। আশ্চর্যজনক বিষয় যে, আমার প্রথম জন্মের ঠিক ৪৫ বছর পর নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করি এবং পূণর্জন্মের বিশ্বাস নিয়ে তওবা করি। ২৭ শে সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় ফুলাতে মাওলানা (কালীম সিদ্দিকী) সাহেবের বাসার উপর তলায় তার তাতে কলেমা পড়ে ইসলামের নতুন জিন্দেগী শুরু করি। এ হিসেবে আমার সত্যিকার বয়স আজ ১৫ দিন। (এই সাক্ষাৎকারটি ১২ অক্টেবর ২০০৪ সনে নেয়া হয়।)

প্রশ্ন. মা-শা-আল্লাহ! খুব মজার বিষয়। আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা কীভাবে হলো?

উত্তর. তাহলে তো দীর্ঘ আলোচানা শুনতে হবে। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে হাইস্কুল পাস করি। এরপর সবাইকে জানিয়ে দিলাম, পড়ালেখা আর করবো না। দুই বছর ইটের ভাটায় কাজ করি। আমার জেঠা এবং ফুফা সেনাবাহিনীর কর্ণেল ছিলেন। তারা বাড়িতে এসে আমাকে অনেক শাসিয়ে বললেন, যদি তুই পড়তে না যাস তাহলে তোকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেবো। তখন তোকে সৈন্য দলে যেতে হবে। ১৯৭১ এর যুদ্ধ কিছুদিন পূর্বেই হয়েছিল। ভয়ে আমি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করি। এরপরও পড়া-লেখায় মন বসে না। আমার মা বাবাকে বলে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। মাকে খুশি করার জন্য প্রাইভেট পড়ে বি.এ. শেষ করি। বিয়ের দুই বছর পর ফুফা এক জরুরী কাজের বাহানায় ধোঁকা দিয়ে বেরেলীতে ডাকলেন। সেনাবাহিনী ব্যারাকে নিয়ে চুল কটিয়ে মেডিকেল টেস্ট করালেন। সমস্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে

দিলেন। আমাকে বললেন, তোমার ভর্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন পালিয়ে গেলে সেনাবাহিনীর লোকেরা ধরে এনে পলাতক সাব্যস্ত করে গুলি করবে। অথবা সেনাবাহিনী কারাগারে পাঠিয়ে দিবে। ভয়ে ট্রেনিং-এ যেতে হলো কিন্তু মন বসতো না। বাড়ির কথা মনে পড়তো। বাড়ি থেকে বেশী স্ত্রীর কথা মনে পড়তো। বেচারী অনেক মুহাব্বত করতো। ভদ্র মেয়ে। ট্রেনিংয়ের সাথীদের সাথে পরামর্শ করলাম এখান থেকে মুক্তির কী উপায় হতে পারে? একজন বললো, যদি অফিসার আনফিট সাব্যস্ত করে দেয় তাহলে, অনেক সহজ হয়ে যাবে। ভাবলাম এটা তো অনেক সহজ কাজ। আমি পাগলের বেশ ধরলাম। মাতলামী করে কথা বলতাম। কখনো হাসতাম তো হাসতেই থাকতাম। চিৎকার করলে চিৎকারই করতাম। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে মেডিকেল চেকআপ করানো হলো। ডাক্তার বললো, এটা বাহানা। অফিসার আমাকে খুব শাসালেন, ধমকালেন, শাস্তি দিলেন। নিরূপায় হয়ে আবারও ট্রেনিংয়ে যেতে হলো। একদিন সকালে প্যারেডে দাঁড়িয়ে অফিসার আসার সাথে সাথে রাইফেল দাঁড় করালাম। তামাকের পুরিয়া ডান হাতের তালুতে নিয়ে চুন মিশানো শুরু করলাম। অফিসার আমার সামনে এলে আমি বাম হাতে স্যাল্যুট দিয়ে 'জি হিন্দ' বললাম। আমার হাতে তামাক দেখে জিজ্ঞাসা করলো এটা কি? আমি বাম হাত সামনে বাড়িয়ে বললাম স্যার এটা তামাক। আপনিও একটু নিন। সে ধমক দিয়ে বললো, না লায়েক! তোর বেল্ট নম্বর কত? আমি নম্বর বলে দিলাম। দ্বিপ্রহরের পর দফতরে আমাকে ডেকে নিয়ে বললো, যুদ্ধে যখন দুশমন সামনে থাকবে তখন তামাক খাবি নাকি গুলি চালাবি? এবং ভীষণ রাগ হয়ে ফাইল বের করে লাল কলম দিয়ে আনফিট লিখে দিলো। আমি 'জী হিন্দ' বলে খুশিতে সালাম করি। রাতেই গাড়িতে চড়ে দিল্লী চলে আসি। ফুফা এ সংবাদ শুনে বাড়িতে ফোন করে বললেন, পলাতক গাদ্দার, ফৌজ থেকে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে। এ কথা শুনে আমার স্ত্রী আমার সাথে কথা বলে না। সে বলে তুমি গাদ্দার, পলাতক। আমি তাকে বুঝালাম, পলাতককে যদি যুদ্ধে পাঠাতো, তাহলে তুমি বিধবা হয়ে যেতে। এখন আনন্দ-ফূর্তি ও বিনোদনের সাথে থাকবো। বহু কষ্টে তার বুঝে আসলো, সে সন্তুষ্ট হলো। মাকেও অনেক বুঝালাম। কিছুদিন বন্ধুদের সাথে চলা-ফেরা করে বাবার ভয়ে প্রোপার্টি ডিলাক্সে কাজ শুরু করি। বাবা

আমাকে একটি খেতের পণ্ডট কাটতে দিলেন। ধীরে ধীরে বাবার সাথে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হলো। কিছু খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব হলো। ঝগড়া-বিবাদের জমিন ক্রয় করি, মারা-মারি করে দাপট দেখিয়ে দখলে নেই। আবার বিক্রি করে দেই। কত লোককে কষ্ট দিয়েছি। কত লোকের মাল লুটেছি, এর কোন হিসাব নেই। মারা-মারি ও প্রোপার্টির ১৯টি মামলা আমার নামে জমা হলো। জেলে গেলাম। কোনো উপায়ে জমিন হলো। জেলকে আগে থেকেই ভয় পেতাম। আড়াই মাস জেলে থেকে ভীতি আরও বেড়ে গেলো।

মুসলমানদের সাথে দু'টি বিষয়ে পূর্ব থেকেই আমার মিল ছিলো। **এক.** বিবেক-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কোনদিন কোন মূর্তির পূজা করিনি। **দ্বিতীয়.** নাজাফগড়ের কিছু সামনে শূকরের গোশতের দোকান ছিল। যৌবন কালে মুরগী ইত্যাদি খাওয়া সত্তেও (শূকরের প্রতি ঘৃণার কারণে) ঐ রাস্তাগুলোতে চলা আমার জন্য মুশকিল হয়ে পড়তো। কোন কারণে সেই রাস্তা দিয়ে যাবার প্রয়োজন হলে অবনত দৃষ্টিতে ও শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অতিক্রম করতাম। শূকরের গোশত দেখলেই বমি করতাম। আমার মা অনেক ধার্মিক ছিলেন। জেল থেকে জামিন পাওয়ার পর মা আমাকে বললেন, তুই তো নাস্তিক। দেবতা-প্রতিমা মানিস না। বেয়াদবী করিস। এজন্য তোর এই বিপদ এসেছে। আমাকে তিনি একটি হনুমানের মূর্তি ও হনুমানের নামে ৪০ দানার জপমালা (তাসবিহ) দিলেন জপার জন্য। মায়ের একঘেঁয়েমি ও ভয়ে কয়েকদিন ভেতরের কক্ষে হনুমানের নামে (তসবিহ) জপি। হনুমান মূর্তির সামনে অনেক প্রার্থনা করি। অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল যে, নিষ্প্রাণ মূর্তির আর কী শক্তি আছে? তবুও নড়বড়ে বিশ্বাসের সাথে সম্ভাবনার আশায় দীর্ঘসময় জপি এবং প্রার্থনা করি যাতে স্বাক্ষ্য গ্রহণ না হয়। আদালতে ঐ মহিলা এমন দাপটের সাথে স্বাক্ষ্য দিলো যে, জজ তার কথা সত্য ধরে নিলেন। আমার খুব রাগ হলো। আদালতে দাঁড়িয়ে আছি এ কথা ভুলে গিয়ে মহিলাকে বললাম, তুমি কি বাইরে যাবে না? জজ এ কথা শুনে জামিন বাতিল করে জেলে পাঠানোর হুকুম দিলেন। আবারো দুই মাস জেল খাটলাম। বাবা হাইকোর্ট থেকে আবারো জামিন নিলেন। জেল থেকে ঘরে ফিরে প্রথমেই কামরা বন্ধ করে জুতা দিয়ে হনুমানের মূর্তিকে পেটালাম। জুতা গলায় ঝুলিয়ে দিলাম।

হনুমান জপার তাসবিহটি আগুনে পুড়ালাম। অনেক গালমন্দ করলাম। মা জুতার আওয়াজ শুনে স্ত্রীকে মারছি মনে করে অনেক চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। পরে যখন জানতে পারলেন, সে বাহিরে আছে, তখন তার আত্মায় প্রাণ ফিরে পেল। মামলার প্রতিটি তারিখে কী পরিমাণ পেরেশান হতাম তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমাদের এলাকায় একজন মোল্লাজী ফলের ফেরি করতেন। আমি তাকে বললাম, কোন কবিরাজের ঠিকানা দিন। খুব পেরেশানীতে আছি। তিনি বললেন, কোন কবিরাজের ব্যাপারে আমার জানা নেই। এর উপর আমার বিশ্বাসও নেই। তবে তোমাকে একটি কথা বলি, তুমি প্রতিদিন এক হাজার বার 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়তে থাকো। বললাম, ঠিক আছে। খুব ভাল কথা, যেহেতু আমি অনেক পেরেশানীতে ছিলাম তাই সকাল-সন্ধ্যা পাঁচশত বার করে পড়তে থাকলাম। আমার উপর মালিকের দয়া হলো। প্রথম তারিখেই মামলা থেকে মুক্তি পেলাম। এক বৎসরে এগারটি মামলার ফায়সালা হলো। মোল্লাজীর নিকট আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। তাকে বললাম, আমাকে আরো কিছু বলে দিন, যেন সকল মামলা থেকে আমার রেহাই হয়। তিনি মুখে কিছু না বলে, 'মরণে কে বাদ কিয়া হোগা? (মৃত্যুর পর কি হবে?)' নামক একটি হিন্দী বই দিলেন। বইটি খুব মনোযোগের সাথে পড়লাম। দোযখের শাস্তির কথা পড়ে আমার অন্তরে খুব ভয় হলো। রাতে ভয়ঙ্কর স্বপ্নও দেখলাম। আমার চিন্তা হতে লাগলো যে, আমি কত লোকের জমি অন্যায় ভাবে দখল করেছি। কত লোককে প্রহার করেছি। এখন আমার কী হবে? এই বই আমাকে অস্থির করে তুললো। রাত-দিন সারাক্ষণ মামলা মোকদ্দমার চেয়ে বেশী মৃত্যু-ভীতি পেয়ে বসলো। আমার চিন্তা হতো যে, এই জগত-সংসারের আদালতে ১৯টি মামলা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো। মোল্লাজীর সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি আমাকে মুসলমান হওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার মতো কিতাব চাইলাম। 'ইসলাম কিয়া হায় (ইসলাম কী?)' নামক বইটি এনে দিলেন। বইটি পড়ে ইসলাম সম্পর্কে বুঝে এলো। সেই সাথে একথাও বুঝে এলো, সেনাবাহিনীতে আমার কেন মন বসলো না? যদি সেনাবাহিনীতে থাকতাম তাহলে এই জুলুম নির্যাতন ও মারামারি করা হতো না। মৃত্যুর চিন্তাও আসতো না। আমার মালিক আমার হেদায়াতের জন্য আমার দ্বারা উল্টা-পাল্টা কাজ করানোর মাধ্যমে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণের জন্য দিল্লী জামে মসজিদে ইমাম আব্দুল্লাহ বুখারী সাহেবের নিকট গেলাম। প্রথমত; তাঁর পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কঠিন। কোন উপায়ে আমি তার কাছে পৌছালাম। ইসলাম গ্রহণের কথা বললাম। তিনি বললেন, আপনার এলাকা থেকে আপনাকে চেনে এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিয়ে আসেন। দু'চারদিন খোঁজাখুঁজি করে অনেক কষ্টে দু'জন লোক রাজি করে নিয়ে উপস্থিত হলাম। এবার তিনি আইডিকার্ড চাইলেন। আমি বললাম, ঐ সময় একসাথে কেন বললেন না? বারবার কেন পেরেশান করছেন। তিনি রাগ হয়ে বললেন, কথা বলায় কোন ভদ্রতা নেই। আমি বললাম, ভদ্রতা আপনার মাঝে নেই। আমার তো ঠিকই আছে। এরপর সেখান থেকে ফিরে এলাম।

প্রশ্ন. তারপর কী হলো?

উত্তর.তারপর এক ব্যক্তি আমাকে ফাতেহপুর মসজিদে যাওয়ার পরামর্শ দিল। সেখানে গিয়ে ইমাম সাহেবকে ইসলাম গ্রহণের কথা বললাম। তিনি বললেন, মুসলমান হওয়ার পর তোমার বিবাহ ভেঙে যাবে। স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে হবে। বললাম, ২৫ বছর যাবত সে আমার সাথে থাকছে। সে এমন উত্তম মহিলা যে, আজ পর্যন্ত তার ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই।

তাকে কীভাবে ত্যাগ করবো? তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে কলেমা পড়ানো যাবে না। আর তুমি মুসলমানও হতে পারবে না। সেখান থেকেও নিরাশ হয়ে ফিরলাম। তবু সত্যের সন্ধান চালিয়ে গেলাম।

এক ব্যক্তি আমাকে মাজারে পাঠালো। সেখানে একজন মিঁয়াজীকে পেলাম। লম্বা লম্বা চুল। গলায় ফুলের বড় একটি মালা। সবুজ রঙের লম্বা জামা পরিহিত। মাথায় অনেক উঁচু একটি টুপি। পরিচিত এক লোককে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। মিঁয়াজী বললেন, তোমাকে কলেমা পরাবো। আমার কাছে বসো। হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে আদবের সাথে বসিয়ে তার ডান হাতে আমার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও বাম হাতে ডান হতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে বললো, মুরীদ হওয়ার নিয়ত করো। পায়ের উপর আদবের সাথে দৃষ্টি রাখো। ঐ মুহূর্তে ছোট বেলার একটি খেলার কথা মনে পড়ে গেলো যে, আমরা একে অপরকে কিভাবে মাথার উপর উঠিয়ে ঘুরাতাম। আমার হাসি পেলো। সে রাগ হয়ে বললো, হাসছো কেন? আমি বললাম, আমার ছোট

বেলার একটি খেলার কথা মনে পড়লো। যদি আমি বাচ্চাদের মত আপনাকেও মাথার উপর উঠিয়ে ছুঁড়ে মারি তাহলে কেমন হবে? সে আবারো ধমকালো। এরপর আমাকে কত কিছু বললো, ক্বাদরিয়া, গাওছিয়া ইত্যাদি। বললো, আমার পায়ে মাথা রাখো। আমি অসম্মতি জানালে সে ধমকিয়ে বললো, মুরীদ হয়ে কথা শুননা! আমি মাথা ঠেঁকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে ফেলি। সে আবারো বলল, আদবের সাথে মাথা রাখো। আর এ কথা ধ্যান করো, আমার মাঝে খোদার নূর আছে। যেভাবে খোদাকে সেজদা করো সেভাবে, আমাকেও সেজদা করো। এবার আমার ভীষণ রাগ হলো। ইসলামের অনেক বিষয় ইতোপূর্বে আমি পড়েছি। ঐ নালায়েককে আমি বললাম, যদি আমি তোমাকে উঠিয়ে আছাড় দেই তাহলে তো আমিই খোদা ! কেননা যে শক্তিশালী হয়, সেই তো খোদা হয় তাই না !! অত:পর দু-চারটি গালি দিয়ে ফিরে এলাম।

আমার মাঝে মুসলমান হওয়ার অস্থিরতা ছিলো। মৃত্যুর ভয়ও কাজ করছিলো। একজন মোল্লাজীর সাথে আলোচনা করলাম। তিনি এক কাজী সাহেবের নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, মুসলামন তো তোমাকে বানাবো। তবে ২০০০ টাকা ফি লাগবে। আমি বললাম, আমি মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ করতে চাই না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। যদি তিনি কাউকে মুসলমান বানিয়ে টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে আপনিও নিবেন। তিনি তো কখনো টাকা পয়সা নেননি তাহলে আপনি কেন টাকা চাইছেন? ২০০০ টাকা খুব বড় কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু তার উপর আমার আস্থা বা বিশ্বাস হলো না। সেখান থেকেও ফিরে এলাম।

পরদিন একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিহিত একজন মাওলানা সাহেবকে মসজিদের দিকে যেতে দেখলাম। তার পরিচয় জানলাম।

তার নাম মাওলানা আব্দুশ শামী কাসেমী। আমি তাকে বললাম, আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। প্রথমে তিনি বিস্মিত হলেন। পরে তিনি স্বাভাবিক হলে, আমি বললাম, ইসলাম সম্পর্কে ৫০টিরও বেশি কিতাব পড়েছি। বিদায় হজ্জে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সোয়া লাখ সাহাবী ছিলেন। তিনি সবাইকে বলেছিলেন, আমি কি

তোমাদের সবার পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছিয়েছি? সকলে বলেছিলেন হ্যাঁ! পরিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখানে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে ইসলাম পৌঁছিয়ে দিবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, যে মুসলমানের নিকট ইসলাম পৌঁছেছে সে আরেকজনের কাছে পৌঁছাবে। কাসেমী সাহেব বললেন, অবশ্যই অপরের নিকট পৌঁছানো জরুরী। আমি বললাম, আপনি আমাকে দু'চারজন লোক দেখান যারা দীনকে অন্যের নিকট পৌঁছায়। তিনি বললেন, এমন লোকও আছে। আমি বললাম, এ কাজ তো সকল মুসলমানের করা উচিত। কিন্তু আমি একজন মুসলমানও পেলাম না। আমি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছি। কিন্তু চারজন মৌলভী আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন। কাসেমী সাহেব বললেন, আপনাকে একজন ব্যক্তির ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আপনি ফুলাত চলে যান। তার ঠিকানা ও ফোন নম্বর চাইলাম। তিনি বললেন, এখুনি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। তিনি নাংলোর এক মাওলানা সাহেবকে ফোন করে মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ফোন দিলেন। মাওলানা দিল্লী থেকে ফুলাত যাচ্ছিলেন, কাসেমী সাহেব বললেন, আমাদের একজন চৌধুরী সাহেব ইসলাম কবুল করতে চান। মাওলানা বললেন, আজ সন্ধ্যায় ফুলাত পাঠিয়ে দিন। আমি বললাম, আমি ফোনে কথা বলবো। কথা বললাম। মাওলানা বললেন, আপনি যখনই আসবেন তখনই আমাদের মেহমান, বরং অতি সম্মানিত মেহমান হবেন। আপনার খেদমতের জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। আমি বললাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই আশ্চর্য হলাম, শ'-দেড়শ' কিলোমিটার দূর থেকে একজন লোক প্রথমবারেই এমন অভিনন্দন জানাচ্ছে!

আমার প্রতিটি মিনিট কষ্টে কাটছিল। তাই ঐ দিনই (২৭শে সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পূর্বে ফুলাত পৌঁছলাম। মাওলানা সাহেব নামায পড়তে গিয়েছিলেন। আমি বৈঠকখানায় চেয়ারে বসলাম। মাওলানা নামায পড়ে আসলেন। আমি সম্মান করলাম। মাওলানা খুব আনন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে বাহির থেকে কয়েকজন মেহমান এসেছিলেন। যারা বাড়ির ভেতর উপর তলায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা সাহেব আমাকেও সেখানে ডাকলেন। আন্তরিকতা ও দরদমাখা ভালোবাসা নিয়ে

জানতে চাইলেন, আমার জন্য কী করণীয় বলুন? আমি বললাম, মুসলমান হতে চাই। মাওলানা বললেন, বরকতপূর্ণ হোক। যে নিঃশ্বাস ভেতরে চলে গেছে তা আর বাহিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। যে নিঃশ্বাস বাহিরে বের হয়েছে তা ভেতরে যাওয়ার ভরসা নেই। মূলত অন্তরের বিশ্বাসের নামই ঈমান। আপনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন আর অন্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে, আমার মুসলমান হতে হবে, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু এ জগত সংসারে আমরা অন্তরের অবস্থা জানতে পারি না। তাই মুখেও কলিমা পড়তে হয়। আপনি তাড়াতাড়ি দুই লাইন কলেমা পড়ে নিন। আমি বললাম, প্রথমে আমাকে একটি বিষয়ে বলুন! আমি মুসলমান হলে কি আমার স্ত্রীকে ছাড়তে হবে? তিনি বললেন আরে জনাব! আপনি কেমন মুসলমান হবেন যে, আপনার জীবন সঙ্গীকে ছেড়ে দিবেন? আপনি তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলছেন কেন?

আপনি যদি সত্যিকারার্থে অন্তর থেকে মুসলমান হন, তাহলে স্ত্রীকে স্বর্গেও সাথে নিয়ে যাবেন। বরং এ সমগ্র জগত সংসারকে নরক (জাহান্নাম) থেকে বাঁচিয়ে স্বর্গে (জান্নাত) নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ কথাগুলো খুব ভালো লাগলো। একজন ভালো মানুষ পেয়ে গেলাম। মাওলানা সাহেব আমাকে কলেমা পড়ালেন। হিন্দিতে অর্থও বলে দিলেন। আর বললেন তিনটি কথা স্মরণ রাখতে হবে।

এক. ঈমান ঐ মালিকের জন্য কবুল করেছি, যিনি অন্তরের সকল রহস্য জানেন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি মুসলমান। না জানি মানুষ কত কিছু বলে। কিন্তু আমার মালিক জানেন আমি মুসলমান হয়েছি কি না। ইসলাম হলো ঐ জিনিসের নাম যা অন্তরের ভেদ ও রহস্য জ্ঞাপক সত্ত্বাকে কবুল করে।

দুই. এই দুনিয়াতেও ঈমানের প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি এক মালিক ব্যতিত অন্যের সামনে মস্তক অবনত করে, সে কুকুর থেকেও তুচ্ছ। কুকুর ক্ষুধা পিঁপাসায় এক মালিকের দরজায় পড়ে থাকে। কিন্তু ঐ মানুষ কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট যে, বিভিন্ন দরজায় ঝুঁকে পড়ে। মূলত; মৃত্যুর পরেই ঈমানের প্রয়োজন হবে যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে। তাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তিন. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান আমাদের ও আপনাদের মালিকানাধীন নয়। বরং ইহা আমাদের নিকট প্রত্যেক ঐ সকল মানুষের আমানত, যাদের পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারি। এখন যদি মালিক আমাদেরকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দেন, তাহলে আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের নিকট এ সত্যকে পৌঁছানোর দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আমি বললাম, মাওলানা সাহেব! আপনি সত্য বলছেন। আমি মূলত (জাহান্নামের) ভয় ও (জান্নাতের) লোভে মুসলমান হচ্ছি। মৃত্যুর পর কী হবে? দোযখ কা খটকা, জান্নাত কি কুঞ্জি, এ জাতীয় বইগুলো পড়ার পর সেগুলো ফিল্মের মত আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছিল যে, এত জুলুম-অত্যাচার করেছি, মৃত্যুর পর না জানি কী হবে? আমি আজ আপনার সামনে ওয়াদা করছি, মালিক ইসলামে যে সকল কাজ নিষেধ করেছেন সর্বস্ব বিলীন করে হলেও তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। তাহলে হয়তো বা আমার মালিকের সামনে এ মুখ দেখাতে পারব। আমি মাওলানা সাহেবকে আরো বললাম, ইসলাম সম্বন্ধে পড়ে মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলমানদের দেখে নয়। বর্তমানে মুসলমানদের দেখে কে মুসলমান হতে চায়! আমার চারপাশে অনেক মুসলমান ছিলো। হায়দার নামে আমাদের একজন ভাড়াটিয়া ছেলে ছিলো। সে নামাজ পড়তো না। একবার তাকে বললাম, তুমি প্রতি মাসে আমার মা-বাবাকে ভাড়ার টাকা দাও। সেই সাথে তুমি যদি তাদের মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিতে তবে কতইনা ভালো হতো। তারা যদি মুসলমান হয়ে যেতো তাহলে আমাদের বংশের সকলেই মুসলমান হয়ে যেতো। সে বললো, তোমার বাবা এলাকার মেম্বার। আমি যদি এ কথা বলি তাহলে, আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে যাবে। আমি বললাম, তুমি আল্লাহকে বেশী ভয় কর, না আমার বাবাকে বেশী ভয় কর। আজ থেকে এই কা'বার ছবি সরিয়ে আমার বাবার ছবি টানাও। প্রতিদিন তার নাম জপে করে সেজদা করো। বাবা যদি কোনদিন দেখতে পান তবে হয়তোবা তোমার ভাড়া মাফ করে দিবেন। যা তোমার খুশির কারণ হবে। তাকে আরো বললাম, তুমি নিজেকে 'সাইয়্যেদ' বলো। আল্লাহর সামনে তো তোমাকেও যেতে হবে। সেদিন আমি মালিকের সামনেই বিচার দায়ের করবো যে, এই সাইয়্যেদরা একদিনও আমাদের ঈমান আনার কথা বলেনি।

প্রশ্ন. তার পর কী হলো?

উত্তর. আমি মাওলানা সাহেবকে এ পর্যন্ত আসার বিবরণ শোনালাম এবং চারজন বড় মাওলানা থেকে ফেরত আসার কথা শোনালাম। মাওলানা আমাকে খুব মহাব্বতের সাথে বুঝালেন যে, তাদের এমন করা উচিত ছিলো না।

প্রশ্ন. আপনার সন্তানাদি কতজন?

উত্তর. দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। আমাদের সমাজ পাঠানদের সাথে খুব সাদৃশ্য। তাদের লজ্জা-শরম অনেক বেশি। পুরুষরা বাহিরের ঘরে আর মহিলারা ভেতরের ঘরে থাকে। আমার মায়ের সামনে স্ত্রীর সাথে আজও কথা বলতে পারি না। মা বসা থাকলে তাঁকেই কাজের কথা বলি। মা কখনও বলতেন, তোর স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকে কিছু বলিস না কেন? আমি বলতাম, মা যখন মরে যাবে তখন অন্যকে বলবো। আমাদের সমাজে মেয়েদের লেখা পড়ার প্রচলন নেই। আমাদের বংশে বিদ্রোহ করে আমি বড় মেয়েকে পড়িয়েছিলাম। হাইস্কুল পাশ করে সে একদিন আমাকে বলল আব্বু! আমার দুই হাজার টাকা লাগবে। আমি বললাম বেটি ২০০০ টাকা দিয়ে কী করবে? সে বলল এক হাজার দিয়ে মোবাইল পাওয়া যায়। বললাম মোবাইল দিয়ে কী হবে? বললো, কথা বলবো? জিজ্ঞাসা করলাম, আর এক হাজার দিয়ে? বললো, জিন্সের কাপড়-কিনবো। আমি বললাম দুই হাজারের জায়গায় পাঁচ হাজার দিবো। কিন্তু ১৫ দিন পর। যেখানে আত্মীয়তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাদের বললাম, আট দিনের মধ্যেই যা করার করো। তা না হলে আমার মেয়েকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিবো। তারা প্রস্তুত হয়ে গেলো। বাবাকে বলে পণ্ডিত ডেকে শাদী পড়িয়ে দিলাম। আমি মেয়েকে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বললাম অর্ধেক এখন নাও। বাকি অর্ধেক উঠিয়ে দেওয়ার দিন দেবো। আজ হাইস্কুল পড়েই মোবাইল ও জিন্সের কাপড় চাচ্ছো! যদি ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত পড়তে তাহলে তো কোন একটি মেথর ছেলেকে ধরে এনে বলতে আব্বু! এ তোমাদের জামাই। আমি অঙ্গীকার করেছি যে, মেয়েদের ৫ম শ্রেণীর বেশি কখনো পড়াবো না। একথা মাওলানা সাহেবকেও বলেছি। তিনি বললেন, আপনার এই চিন্তা সঠিক নয়। এখন আপনি মুসলমান। ইসলামের প্রতিটি কথা মানা উচিত। ইসলাম জ্ঞান

অর্জন করা ফরজ করেছে। ছেলেমেয়ে সবাইকে পড়ানো উচিত। কিন্তু শর্ত হলো ইসলামী পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষা থাকতে হবে। আমি পাক্কা নিয়ত করেছি। বাকী তিন বাচ্চাকে আমি ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াবো। বাকী মালিকের হাতে। এখন আমি সম্পূর্ণ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি প্রচুর মদ্যপানে অভ্যস্থ ছিলাম। হিন্দু থাকাবস্থায় হিম্মত করে দুই-তিন মাস পর্যন্ত কয়েকবার মদপান ছেড়েছি। বন্ধুদের নিজ হাতে পান করিয়েছি। তবুও আমি নিজে পান করিনি। এখন যেহেতু কলেমা পড়েছি তাই এখন থেকে সারাজীবন নিজে পান না করা, অন্যকে পান না করানো ও পানকারীদের কাছে না বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৫ দিন হয়ে গেল এর কথা চিন্তায়ও আসেনি। মালিকের অনুগ্রহ যে, কোন বন্ধুও আমার সামনে পান করেনি। অথচ কারো জানা নেই যে, আমি তা ছেড়ে দিয়েছি ও ইসলাম কবুল করেছি।

প্রশ্ন. ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কি আপনার স্ত্রীকে বলেছেন?

উত্তর. আমার স্ত্রী আমার মায়ের মত অনেক ধার্মিক ও কট্টর হিন্দু। মাওলানা সাহেব যখন বলছিলেন তাকে নিজের সাথে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম, সে তো অনেক কট্টর হিন্দু। যেদিন আমি গোশত খেয়ে আসতাম সেদিন আমার ঘরে প্রবেশ করা কষ্টকর হয়ে যেত। জানি না কীভাবে সে ঘ্রাণ পেয়ে যেতো। মাওলানা সাহেব বললেন, কট্টর হিন্দুই পাক্কা মুসলমান হয়। মানুষ স্বীয় মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্যই ধর্মের অনুগত্য করে। আপনি যদি তাকে বুঝাতে পারেন যে, এই রাস্তা ভুল তাহলে সঠিক রাস্তা ইসলামের উপরও সে অনেক মজবুতির সাথে আমল করবে। তারপর মাওলানা সাহেবের ভাগিনার মোবাইল দিয়ে ফোন করে তাকে বলে দিয়েছি যে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। সে অসন্তুষ্ট হলো 'আমি অন্যের মোবাইল থেকে ফোন দিয়েছি' এই কথা বলে মোবাইল রেখে দিই।

প্রশ্ন. তারপর কী হলো?

উত্তর. পরদিন সকালে মামলার তারিখ ছিলো। সকালেই উকিল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা ছিলো। তাই রাতে মাওলানা সাহেব তার গাড়ি দিয়ে খাতুল্লী পৌঁছিয়ে দিলেন। রাত ১২:৪৫ মিনিটে বাসায় পৌছি। মহারাণী রাগে তো অগ্নিশর্মা। বারবার গালি দিচ্ছিলো। পঁচিশ

বছরের সমস্ত আদব শিষ্টাচার ভুলে গেছে। সে বলছিল তুমি ধর্মকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছো। তুমি আমার কি হও। দূর হও এখান থেকে। আরো কত কি যে বলেছে। সকাল পর্যন্ত ঝগড়া চলছিলো। মাওলানা সহেব বিবিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য সর্বশেষ একটি পয়েন্ট বলে দিয়েছিলেন। সকাল হয়ে যাচ্ছে। দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সে সবাইকে বলে দিবে, এই ভয়ে সর্বশেষ তীর হিসেবে তা ব্যবহার করলাম। তাকে বললাম, তুমি খাঁটি হিন্দু না নকল হিন্দু? সে বলল, খাঁটি একেবারে খাঁটি। বললাম, যদি তুমি খাঁটি হিন্দু হও, আর আমি যদি ইসলামের চিতাশালে পুঁড়ি তাহলে তোমাকেও আমার সাথে সতীদাহ হওয়া উচিত। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে বা চোট দিয়ে বাজারজাত পণ্য হবে অথবা অন্যের কাছে বিয়ে বসবে। ভগবান তোমাকে আমার সাথে বেঁধে দিয়েছে। তুমি যদি খাঁটি হও তাহলে আমার সাথে সতীদাহ হওয়া উচিত। যথাস্থানে তীর লেগে যায়। সে চুপসে গেলো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। আমি কাছে গিয়ে তাকে আদর স্নেহ করলাম এবং সুখ দুঃখে, জীবন মরণে একসাথে থাকার ওয়াদার দোহাই দিয়ে মুসলমান হওয়ার কথা বললাম। সে প্রস্তুত হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙাভাবে কলেমা পড়ালাম। সকালে ফজরের নামায দু'জন এক সাথে পড়লাম। আমার ইসলাম গ্রহণের তুলনায় আমার বিবির ইসলাম গ্রহণ আমাকে বেশি আনন্দিত করেছে। মাওলানা সহেবের প্রতিটি কথা সত্য হতে লাগলো। তিনিই বলেছিলেন যে, স্ত্রীকে ছাড়ার অর্থ কী? তাকে জান্নাত পর্যন্ত সাথে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন. এখন আপনার ইচ্ছা কী? ইসলাম শিখার জন্য আপনি কী চিন্তা করছেন?

উত্তর. আমাদের এলাকায় একজন মাওলানা সাহেব, যিনি মসজিদের ইমাম, প্রতি রাতে তার কাছে যাচ্ছি। তাবীলগ জামাতে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মামলার তারিখের কারণে এখন আমি অপারগ। আমার বড় মেয়ে ও জামাতা কে 'মৃত্যুর পর কি হবে' ও 'আপনার আমানত' বই দুটি পড়তে দিয়েছি।

প্রশ্ন. আরমুগানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কি কিছু বলবেন?

উত্তর. আমি শুধু এই কথাই বলবো যে, দীন যেহেতু আমানত, 'আপ কি আমানত আপকি ছেওয়া মে' নামক বইটিতে মাওলানা সহেব যেমনটি

লিখেছেন। এই বইয়ের কথাগুলো সারা জগতে পৌঁছানো উচিত। বর্তমান যুগে ইসলাম পৌঁছানো অনেক সহজ। আমি জাট সম্প্রদায়ের লাকড়া জাট সম্প্রদায়ের মানসিকতা ভালভাবে জানি। তারা অনেক লোভী হয়। লোভ থেকে বেশী ভীত হয়। বিশেষ করে জেল ও শাস্তিকে তারা যেই পরিমাণ ভয় পায়; সম্ভবত অন্য কেউ এত ভয় পায় না। আহমদ ভাই! আমি আপনাকে সত্য কথা বলছি যে, যদি 'মরণে কে বাদ কিয়া হোগা' এবং 'দোযখ কা খটকা' নামক বইগুলো হিন্দী-ভাষায় অনুবাদ করে জাট সম্প্রদায় পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এবং কুরআনে বর্ণীত জান্নাত ও জাহান্নামের যেই আলোচনা আছে তা যদি তাদের শুনানো হয়, তাহলে তারা সকলে অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবে। তা থেকেও জরুরী কথা হলো যে, দীন যেহেতু আমানত এবং মালিকের সামনে হিসাব দিতে হবে। তাই এ কথার ও হিসাব দিতে হবে যে, তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছালো কি-না ? দীনকে অন্যের পর্যন্ত পৌঁছানো শুধু অন্যের জন্যই নয় বরং মৃত্যুর পর প্রশ্নের জবাব থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও আবশ্যক।

প্রশ্ন. আপনার কথা এত চিত্তাকর্ষক ও মজার যে, মন চাচ্ছে দীর্ঘ সময় কথা চলুক। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। ইনশাআল্লাহ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আস্‌সালামু আলাইকুম। ফী আমানিল্লাহ।

উত্তর. আপনাকেও ধন্যবাদ। ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, নভেম্বর ২০০৪ ইং

নওমুসলিমা খাদিজা (সীমা গুপ্তা)র সাক্ষাৎকার

এই বইটির নামই মানুষের অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, নাম পড়েই এক আশ্চর্য ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আমাদের আমানতটি কি একটু জানতে তো পারি! মাওলানা সাহেবের 'দুই শব্দের' ভূমিকাটি দুই-তিন লাইন পড়ার পর যেকোন মানুষ বইটি শেষ না করে উঠতে পারবে না এবং ইসলাম ও মুসলমানের সাথে যারা শত্রুতা রাখে তারাও এই দুই শব্দের ভূমিকা পড়ার পর অন্যের বই বলে মনে করবে না। বইটির লেখককে বন্ধু মনে করবে। আমি বাসায় এনে বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। আপকি আমানত বইটি আমার ভিতরের দুনিয়াকে পাল্টে দেয়।

সিদরা যাতুন ফাওযাইন. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খাদিজা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. দিল্লীতে কবে এলেন?

উত্তর. আমরা তিনদিন থেকে দিল্লীতেই অবস্থান করছি। আমার স্বামী ডাক্তার সাহেবও আমার সাথে আছেন। আমাদের দু'জনকে তিনদিন তাবলীগে সময় লাগানোর জন্য হযরত (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) নেজামুদ্দীন মারকাজে পাঠিয়েছিলেন। খুব ভালো লাগলো। গতকাল ছিল বৃহস্পতিবার। আলহামদুলিল্লাহ্! মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে তো দিন-রাত দ্বীনেরই আলোচনা হয়। মারকাজের রাতগুলোও খুব মহাব্বাতের। খুব ভালো সময় কাটলো।

প্রশ্ন. আব্বু সম্ভবত আপনাকে আরমুগানের জন্য আমার সাথে কিছু কথা বলতে বলেছেন?

উত্তর. হ্যাঁ! হযরত আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনদিন জামাতে সময় লাগিয়ে উক্ষলায় (দিল্লীতে হযরতের মহল্লার নাম) এসে জুমার নামায পড়তে। মুছান্না, খাদিজার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। আমরা হযরতের হুকুমে এসেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে এখানে রেখে 'জামেয়া মিল্লিয়া'তে কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। আজ বিকেলেই আমাদের ফিরতে হবে।

প্রশ্ন. আপনার বংশ পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি পশ্চিম ইউ.পি.এর এক বড় গ্রামে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং এক ব্যবসায়ী লালাহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মপরবর্তী নাম ছিল সীমা গুপ্তা। গ্রামের এক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি। প্রাইমারির পর গার্লস ইন্টার কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বি.কম. করি। অতঃপর এক প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম.এ. করেছি। আমার দুই ভাই, এক বোন। এক ভাই বড় এবং দুই ভাই বোন আমার ছোট। আমার পিতা কেরানায় ব্যবসা করেন। তিনি খুবই নম্র-ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। আমার মাও খুব নেক ও সাদা সিধে মহিলা।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উত্তর. আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করে। মুসলমানদের বড় একটি অংশ আমাদের মহল্লার সাথে গা ঘেঁষা এলাকায় বাস করে। তাদের সাথে আমাদের পরিবারের গভীর সম্পর্কে। আব্বুর কেরানায় দোকান থাকার ফলে সকলের সাথে লেনদেন হতো। আমাদের বাড়ির এক ঘর পরেই একজন জমিদার খান সাহেব বাস করতেন। তার এক মেয়ে আমাদের সাথে প্রাইমারি স্কুলে পড়তো। তাদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত হতো। তাঁর আর এক মেয়ে সাবিহা খান আমার সাথে ইন্টার পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তার সাথে আমার খুবই বন্ধুত্ব ছিলো। তার পরিবার খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ধার্মীক ছিলো। সাবিহার বড় ভাই খুবই ভদ্র ও সুন্দর। সে আমাকে দেখে সাবিহাকে বলতো, তাকে দেখে এমন লাগে যেন সে আমাদের পরিবারের একজন। এমনিতে সে খুবই লাজুক যুবক। আমি যদি ঘরে থাকতাম তাহলে সে লজ্জায় বাহিরে বের হয়ে যেতো। তার সাথে আমার কিছুটা আশ্চর্যজনক সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিলো। আমি কখনো সাবিহাকে বলতাম, সাবিহা তোমার ভাই তো মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক। সাবিহা বলতো বোন! এখন তো সময় উল্টো হয়ে গেছে। এখন মেয়েরা কোথায় লজ্জা করে? ছেলেরাই তো লাজুক। এমন ভাবে কখনো কখনো যুগের খারাপ দিকগুলো ও তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতাম। এক পত্রিকায় নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার খবর বাপ তার নিজ মেয়ের সাথে কুকর্ম ও আপন মামার বেহায়াপনার খবর পড়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আলোচনা করি। আমি বললাম

যে, কলি যুগ চলে এসেছে। একে ঠিক করার জন্য আমাদের ধর্মীয়গ্রন্থ অনুযায়ী কল্কি অবতার আসবেন এবং তিনি এই দূরাবস্থাকে ঠিক করবেন। আমি বললাম, জানি না আমাদের জীবদ্দশায় কল্কি অবতার আসবেন? না আমাদের মৃত্যুর পরে আসবেন?

সাবিহা বলল : সীমা! তুমি যেই কল্কি অবতারের কথা বলছো, তিনি তো এসে চলেও গেছেন। আমি বললাম তুমি কিভাবে জানলে? সে বললো, আমি তোমাকে একটি বই দিচ্ছি। এই বলে সে আলমারি থেকে "কল্কি অবতার ও মুহাম্মদ সাহেব' নামের একটি ছোট বই আমাকে দিয়ে বললো, দেখো এই যিনি বইটির লেখক তিনি অনেক বড় স্কলার ডা. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়। আমি বইটি গ্রহণ করলাম।

সে দিনই আমি সাবিহাকে তার ভাই-এর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা বলি। সে বললো, ভাইজানও তোমাকে পছন্দ করে। কিন্তু সে লজ্জায় তোমার সামনে আসে না। আমি বললাম, তোমার ভাই কি বিয়ে করার জন্য হিন্দু হতে পারবে? সে বললো, একজন মুসলমানের হিন্দু হওয়া তো অসম্ভব। হ্যাঁ! ইসলাম সর্ম্পকে যে কিছুই জানে না সে অন্য কথা। এজন্য যে, ইসলাম এমন সত্য ধর্ম; মানুষ তা জানার পর ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। অন্তর থেকে ইসলামি বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারবে না। সে বললো, আমাদের চক্ষু দেখছে যে, এখন দিন। সূর্য উদয়মান, এখন যদি আমাকে কেহ বলে দশ লক্ষ টাকা নাও আর বলো, এখন হচ্ছে রাত। অথবা রাইফেলের নল মাথায় ঠেকিয়ে বললো; বলো, এখন হচ্ছে রাত। তা হলে হতে পারে লোভে কিংবা ভয়ে আমি বলে ফেলবো যে এখন হচ্ছে রাত। কিন্তু আমার অন্তর বলতে থাকবে যে, কিভাবে দিনকে রাত মনে করি। সাবিহা বললো, সীমা! যদি তুমি বিশ্বাস করো এবং ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করো। আর সত্যকে জানার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি ভাইজানকে হিন্দু বানানোর পরিবর্তে নিজেই জরুরী মনে করবে বিবাহ হোক আর না হোক আমাকে মুসলমান হতে হবে।

আমি বললাম সাবিহা! এটা তো কথায় আছে যে, মুসলমান নিজ ধর্মের প্রতি যতো কঠোর হয় অন্য কনো ধর্মাবলম্বিরা এতো কঠোর হয় না। সাবিহা বললো, মানুষের স্বভাবই হলো সত্যের উপর কঠোর হওয়া। মিথ্যা ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের উপর কেউ কঠোর হতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ আমরা

কথা বলতে থাকি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি বাসায় চলে আসি। বাসায় ফিরে সাবিহার কথাগুলো ভাবতে থাকি। রাতে শোয়ার সময় ঐ বইটি নিয়ে পড়তে লাগলাম। বইটি কলেবরে ছোট হওয়ায় রাতেই পড়ে ফেলি। আশ্চর্য হলাম যে, সেই কল্কি অবতার তো হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দেওবন্দ থেকে এই বইটি প্রকাশিত। সেই বইয়ের পিছনে আরো কয়েকটি বইয়ের নাম তালিকাবদ্ধ ছিলো। 'নরাশংস আওর অন্তিমসন্দেষ্টা, ইসলাম এক পরিচয়, মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা, (মৃত্যুর পর কী হবে?) আপকি আমানত আপ কি সেওয়াঁমে,ইসলাম কিয়া হ্যাঁয়' ইত্যাদি। পরের দিন আমি সাবিহাকে বললাম আমার এই বইগুলির প্রয়োজন। সে বললো, 'আপ কি আমানত আপ কি সেওয়াঁমে' আমার মামা মাওলানা সাহেবের নিকট পাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাকে এনে দিবো। আমি সাবিহাকে বললাম, ভুলে যেয়ো না কিন্তু। তাঁর মামার কাছে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। আমি তাকে দশদিন পর্যন্ত তাকিদ দিতে থাকি। বলতে বলতে আমি অস্থির হয়ে যাই। দশদিন পর সে আমাকে ছোট একটি বই 'আপকি আমানত আপকি সেওয়াঁমে' এনে দিল।

এই বইটির নামই মানুষের অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, নাম পড়ে প্রথমেই এক আশ্চর্য ধরণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, 'আমাদের আমানতটি কি একটু জানতে তো পারি! মাওলানা সাহেবের 'দুই শব্দের' ভূমিকাটি দু'তিন লাইন পড়ার পর যেকোন মানুষ বইটি শেষ না করে উঠতে পারবে না এবং ইসলাম ও মুসলমানের সাথে যারা শত্রুতা রাখে তারাও এই দুই শব্দের ভূমিকা পড়ার পর অন্যের বই বলে মনে করবে না। বইটির লেখককে বন্ধু মনে করবে। আমি বাসায় এনে বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। আমার মা ও ছোট বোনকে বললাম, তোমাদেরকে আমি সুন্দর একটি বই পড়ে শোনাব। তাদেরকে বসিয়ে বইটি পড়তে লাগলাম। তারা বলল, এই বইটির লেখক কে? আমি বললাম, মুজাফফরনগরের এক মাওলানা সাহেবের লেখা বই। আমার মা বললেন, তার সাথে তো আমার সাক্ষাৎ করার উচিত। এ বই এর পিছনের টাইটেলে আরো কিছু বই এর নাম লেখা ছিল। 'ইসলাম এক পরিচয়, মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা, ইসলাম ক্যায়া হ্যাঁয়? কেতনী দূর কেতনী পাস? ওহি এক একতা কা আঁধার, নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি, কল্কি অবতার আওর মুহাম্মদ সাহেব,

বেদ আওর কুরআন?' ইত্যাদি। আম্মু আমাকে বললেন, বেটি! এই সবগুলি বই সংগ্রহ করে নাও।

মুছান্না বোন! সত্য কথা হলো, 'আপ কি আমানত' বইটি আমার ভিতরের দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ব্যাস! আমি শুধু চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমি মুসলমান হয়ে এই সমাজে কিভাবে বসবাস করবো? যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই তাহলে নারী মানুষ কোথায় গিয়ে স্থান নিবো। কে আমাকে ঠাঁই দিবে। আমার চলে যাওয়ার পর পরিবার কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। আমার ভাই বোনদের কী অবস্থা হবে? আমার সরল সোজা পিতা-মাতা আমার বিরহে কিভাবে জীবন যাপন করবে? এ ধরণের চিন্তার তুফান বয়ে যাচ্ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। আমার অপর এক বান্ধবী ফাতেমাকে বইগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য পাঁচশত টাকা দিলাম। এক সপ্তাহ পর সে আমাকে 'মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা' নামক মাত্র একটি বই এনে দিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিলো। বললো, বাকি বইগুলো পাওয়া যায়নি। আমি 'মরণেকে বাদ ক্যায়া হোগা' বইখানা পড়ি। জান্নাত-জাহান্নামের বিশদ আলোচনা এবং গুনাহগারদের শাস্তির কথা এই বইয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে অনুভূতিহীন মানুষও ভয় পেয়ে যাবে। এই বইটি পড়ার পর থেকে জান্নাত-জাহান্নাম আমার চোখের সামনে ভেসে থাকে। আমার মনে হয় আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। রাতে যখন বিছানায় শুতে যাই, তখনও আমার চোখের সামনে কবর, হাশর, জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য ভেসে ওঠে। দুবার স্বপ্নে জান্নাত দেখেছি। আর জাহান্নাম যে কতবার দেখেছি তার কোন হিসাব নেই।

এবার আমার আম্মুর কাছে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, ধর্ম থেকে দুনিয়া সামলানো খুবই কঠিন। বর্তমান সমাজে ধর্ম পরিবর্তন করা এতো সহজ নয়। ভিতর থেকে সত্যকে সত্য মনে করো এতেই যথেষ্ট। সেই মালিক অন্তরের ভেদ খুব ভালো করে জানেন। সাবিহাকে বললাম, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে তোমার ভাই আমাকে বিয়ে করতে পারবে কি-না? সাবিহা বললো ভাই আমাকে কয়েকবার বলেছে যে, সীমা যদি মুসলমান হয়ে যায় আব্বু-আম্মু তার সাথে আমার বিয়ে করাবে কি-না? সে এখন চাকুরী করার জন্য বিদেশে

আছে। সে আরো বলল, তার ভাইয়ের ফোন এলে এ ব্যাপারে কথা বলবে। পরে সাবিহা জানালো, ভাইজান বলেছেন, আব্বু-আম্মু যদি রাজি থাকেন। আইনগত জটিলতাগুলি সেরে ফেলেন। সীমার পিতা-মাতা যদি সন্তুষ্ট থাকে এবং সে মন থেকে মুসলমান হয় তাহলে আমি তাকে বিবাহ করবো। কিন্তু আমি কোন বিপদের ভার নিজ কাঁধে নিতে পারবো না।

এমন সময় কোনভাবে একটি কুরআন শরীফের হিন্দি অনুবাদ সংগ্রহ করি। নিজে নিজেই পড়তে শুরু করে দেই। সাথে সাথে আম্মুকে পড়ে পড়ে শোনাই। একদিন এমন কিছু স্বপ্ন দেখি, যার ফলে আমি মুসলমান হতে অস্থির হয়ে উঠি। রাতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম আসতো না, আমি হাত মুখ ধুয়ে কুরআন শরীফ পড়তাম। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আমি বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বললো যে, ফুলাত, 'আপ কি আমানতের' লেখক মাওলানা সাহেবের ওখানে তোমার এ কাজ সহজ হবে। আমি পনের বছরের একটি ছেলেকে প্রস্তুত করে তাকে সাথে নিয়ে ফুলাতে পৌঁছি। মাওলানা সাহেব সফরে ছিলেন। সেখানে কিছু লোক আমার ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম শুধু ইসলাম গ্রহণ করা এবং সত্যকে গ্রহণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে কলেমা পড়ানো হলো এবং মিরাট পাঠিয়ে এক উকিল সাহেবের মাধ্যমে এফিডেভিট করিয়ে দেয়া হলো। আমি এক মাওলানা সাহেবের বাসায় অবস্থান করি। তার বোনেরা আমাকে খুব আদর করেন। সপ্তাহ খানেক পর মাওলানা সাহেব সফর থেকে ফিরলেন।

প্রশ্ন. আপনাকে পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করেনি?

উত্তর. আমাকে শুধু খোঁজাখুঁজিই নয় বরং আমার বাসা ছেড়ে চলে আসা পুরো এলাকায় কেয়ামত সৃষ্টি হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি শুরু হলে আমার বংশের লোকজন একত্রিত হলো। আমার ছোট বোন তাদেরকে বলে দেয় যে, সাবিহার ভাইকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। বরং এমন কিছুই হয়নি। তখন তো শুধু আমার ইসলাম গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। এই সময় পুরো এলাকায় হিন্দু সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যায়। সাবিহার বাবা বলেছে যে, আমার ছেলে বিদেশে। কিন্তু মানুষ তা মেনে নিচ্ছিল না। বরং উল্টো বলছিলো, আপনারাই মেয়েটিকে গায়েব করে রেখেছেন। পত্রিকায়

খবরের পর খবর ছাপতে থাকে। কয়েকবার সরাসরি দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কিছু বুদ্ধিমান লোক পরিস্থিতি শান্ত করে।

প্রশ্ন. এরপর কী হলো?

উত্তর. এক সপ্তাহ পর মাওলানা সাহেব ফুলাতে ফিরলেন। আমার ব্যাপারে তাঁকে অবগত করানো হলো। মাওলানা সাহেব বললেন, সেখান থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে। আমি বলেছি আমাদের এখানে এ ধরণের কোন মেয়ে আসেনি। পুরো এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার উপক্রম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তোমাদের এখানে তো এ কথা প্রসিদ্ধ যে তুমি কোন ছেলেকে বিয়ে করতে চাও। আমাকে বললেন, তুমি সত্য কথা বলো। আমি বললাম, প্রথমে বিষয়টি এমনই ছিল। কিন্তু এখন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেই আমি মুসলমান হয়েছি। আমি কিছুদিন ইসলামের উপর পড়া-লেখা করতে চাই। পরবর্তীতে যদি সেই ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে যায় তাহলে ভালো। অন্যথায় আপনি যে কোন ছেলের সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দিন। কোন অসুবিধা নেই। মাওলানা সাহেব আমাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে কয়েকজন উকিলের সাথে কথা হলো। তারা পরামর্শ দিলো, কোন ছেলে যদি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় এটা হবে উত্তম সিদ্ধান্ত। এতে আইনি কাজ-কর্ম খুব সহজ হবে। মাওলানা সাহেব বললেন, আগ্রায় একজন ডাক্তার সাহেব আছেন। তিনি কোন নওমুসলিমাকে বিয়ে করতে চান। তার বাসস্থান হলো উড়া। তুমি যদি বলো, তাহলে তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেই।

এ সিদ্ধান্তে আমি খুবই ব্যথিত হই। কাঁদতে থাকি। মাওলানা সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আমি ঐ ছেলেটিকেই বিয়ে করতে চাই। আমাদের এলাকার পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে পড়ে। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, তুমি এখন বাসায় চলে যাও এবং নিজ পরিবারের উপর দাওয়াতী কাজ করো। এটাই হবে উত্তম সিদ্ধান্ত। আমি বললাম, সেখানে গিয়ে আমি একেবারে নি:সঙ্গ হয়ে পড়বো। আপনি আমাকে এই শিরক ও কুফরের কাছে ফিরিয়ে দিবেন না। সেখানে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবেন। মাওলানা সাহেব বললেন বোন! তুমি এখন চলে যাও। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, তোমার পিতা-মাতার সাথে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বের করবেন। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আমি অনেক কান্নাকাটি করি। বারবার পানি পান করলাম। মাওলানা সাহেবের যে সাথী আমাকে দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অনেক বুঝালেন যে, হযরতের কথা মেনে নাও। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার জন্য রাস্তা খুলে দিবেন। আমি বললাম, আপনি কোন চাকরের সাথে বা মেথরের সাথে অথবা কোন ফকিরের সাথে বিয়ে পড়িয়ে দিন। কিন্তু আমাকে সেখানে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, হযরত যা বলেছেন এর খেলাফ আমরা আপনার কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি বাধ্য হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরার জন্য বের হলাম। বাসের টিকেট কেটে আমাকে বাসে উঠিয়ে দেওয়া হলো। মাগরিবের পর বাসায় গিয়ে পৌঁছি। আমি পরিবারের সকল সদস্যদের সামনে আম্মুকে বললাম, আমি কি আপনার কাছে বলে যাইনি যে, আমি তীর্থে যাচ্ছি? আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আপনি পরিবারের লোকজনকে বলেননি কেন? আজ দশদিনের মধ্যে ফিরে এসেছি কি-না?

সাবিহার পরিবারের লোকজন ছাড়াও আরো বহু মানুষকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। কোনভাবে ছাড়া পেয়েছে। আমার বংশের লোকজন একত্রিত হয়ে আমাকে গালমন্দ করতে লাগলো। আমি চিন্তা করলাম, খাদিজা তো সত্যের উপর আছে। আর সত্যবাদীদের ভয় করা উচিত নয়। আমি বললাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। আর আমার নাম সীমা নয় খাদিজা। ইসলাম থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। আমার ফুফু এবং চাচা আমাকে অনেক মারধর করেছে। কত নির্লজ্জ গালিগলাজ করেছে এবং কতো খারাপ ভাষায় বকুনি দিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। আমার পিতা-মাতা তো নরম প্রকৃতির ছিলেন। আমার মা তো ইসলামের সত্যতা মেনেই নিয়েছিলেন। আমাকে শহরের কাছেই চাচার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে আমি নামায পড়তে চেষ্টা করতাম। কিন্তু পরিবারের লোকজন খুবই বাড়াবাড়ি করতো।

একদিন রাত ১২টার সময় এশার নামায আদায় করতে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। যখন রুকুতে গেলাম আমার চাচাতো ভাই আমাকে নামায পড়তে দেখে খুব জোরে আমার কোমরে লাথি মারলো। যখন সেজদায় গেলাম পুরোনো যুগের একটি লোহা আমার ঘাড়ে রেখেদিলো। এমন মনে

হচ্ছিল যে, হয়তো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর উপর নির্যাতনের ঘটনাগুলো মনে পড়লো। তাদের বাসায় কোন কিছু খেতে অস্বীকার করলাম। তাদের এখানে না-পাকির কারণে খেতে ইচ্ছে হতো না এবং খানার সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ভয়ও কাজ করতো। চাচা আমার পিতা-মাতাকে ডেকে এনে আবার ফুফুর বাসায় পাঠিয়ে দেন। আমি বললাম, আমি কারো বাসায় খানা খাবো না। এর মধ্যে বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। হোটেলের খাবার খাবো যা মা এনে দিবেন। ফুফুর এখানে এতো সতর্কতা অবলম্বন করার পরও তিনবার আমাকে বিষ প্রয়োগের অপচেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ যাকে রাখতে চান তাকে কে মারতে পারে? একবার বিড়াল বিষযুক্ত ক্ষীর খেয়েছিলো। একবার আমাকে পূর্বেই স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো। এবং একবার ফুফুর নাতিই খেয়ে ফেলে। তাকে ১৫দিন পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা ওখান থেকে আপনাকে কিভাবে বের করলেন?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা হযরতের ওয়াদার লাজ রাখলেন। হযরত বললেন, তখন ফেতনা-ফাসাদ ও খারাপ পরিস্থিতির ভয়ে তোমাকে তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পরই কে যেন গায়েব থেকে কুরআন কারীমের এই আয়াত আমার কানে পড়ে শোনালেন; যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলা যে ঈমান গ্রহণ করে হিজরতের জন্য আসে এই ব্যাপারে সত্য হিসেবে ইয়াকীন হওয়ার পর তাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন. হ্যাঁ! হ্যাঁ! আব্বু খুব আফসোসের সাথে বারবার বলছিলেন যে, আমি কুরআনে হাকীমের বিরোধিতা করে ফেলেছি। প্রথম মনে হয়নি, সকলেই দু'আ করো আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

উত্তর. আপনার কি জানা আছে সেই আয়াতটি কী?

প্রশ্ন. হ্যাঁ, বারবার আব্বু তা পড়ছিলেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ.

'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। -আল-মুমতাহানা-১০

উত্তর. হযরত বলেন যে, এই আয়াতটি আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি করেছে। বারবার সালাতুত তাওবা পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছি। হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি দাওয়াত মাহবুব হয়ে থাকে এবং আপনার এই অযোগ্য বান্দাকে আপনার এ কাজের সাথে জুড়িয়ে থাকেন; তাহলে আমার ভূলক্রটি এবং গুনাহগুলিকে ক্ষমা করে দিন। হে আমার আল্লাহ! আমি অনেক বড় অপরাধী। অজ্ঞাতভাবে আমার থেকে কুরআনে হাকীমের বিরোধিতা হয়ে গেছে। আমার আল্লাহ! আমার বাচ্চা কিভাবে কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছে! আমার আল্লাহ! আমি আপনার উপর ভরসা করে তার সাথে ওয়াদা করেছি। আপনি আপনার বান্দার ওয়াদার ইজ্জত রাখুন। আমার আল্লাহ! আমার ভুলক্রটি আপনি ছাড়া কে সংশোধন করে দিতে পারে? মাওলানা সাহেব বলেছেন, পনের দিন পর্যন্ত প্রতি নামাযে তোমার নাম নিয়ে দু'আ করেছি এবং তোমার ফিরে আসার শুকরিয়া হিসাবে রোজা, সাদকা ও নফল নামায মান্নত করেছি। আল্লাহ হযরতের দু'আ ও ওয়াদার ইজ্জত রেখেছেন। ছয় মাস পর্যন্ত আমার ওপর একের পর এক মসিবত অতিবাহিত হচ্ছিল। এ সময় যদি ছয় মাসের দাস্তান শোনাই তাহলে এটি একটি লম্বা বই হয়ে যাবে। আমি একটি ডাইরিও লিখেছি। আমার মা আমার সাথে কাঁদতো। ছয় মাস পর আমার মা বাবাকে রাজি করালেন যে, উজয় উরার লালা বংশের নওমুসলিম ডাক্তার সাহেবের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য। মালা পরিয়ে এখন বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হবে পরে সে তার মতো বিয়ে করে নিবে।

প্রশ্ন. তিনি আপনার মাকে পেলেন কিভাবে?

উত্তর. আসলে আম্মুর এক পুরোনো বান্ধবী ছিল, যাকে আমরা নিজের খালার মতো মনে করতাম। তিনিও আমার সাথে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রকাশ করেন নি। তিনি ত্যাগী বংশের মেয়ে ছিলেন। আমার সাথে চলমান নির্যাতন ও নিপীড়ন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আমাদের এখানে একটি তাবলীগ জামাত এসেছিলো। তিনি পানি পড়ানোর ছুতায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার পুরো কাহিনী

শোনান। সেই জামাতে ঐ ডাক্তার সাহেব ছিলেন, যিনি হযরতের এক সাথীর চেষ্টায় সাত মাস পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। কোনভাবে নিজ চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে এবং পরিবারকে ট্রেনিং এর বাহানা দিয়ে জামাতে এসেছিলেন। আমীর সাহেব বললেন যে, তাঁর দাড়িও লম্বা হয়নি তিনি যদি চান এবং তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হবে। সেও লালা বংশের তার পরিবারকে প্রস্তুত করতে পারবে। এর উপরই কথাবার্তা ঠিকঠাক হলো। ডাক্তার সাহেব পনের দিন চিল্লা লাগিয়ে পরামর্শ সাপেক্ষে সেখান থেকে বাসায় ফিরে গেলেন এবং পরিবারের কাছে আমাকে বিয়ে কারার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আমার পিতা পরিবারের লোকজনকে এই বলে বুঝালেন যে, দূরে চলে যাবে তো মুসলমানদের থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকবে। আমার শ্বশুরালয় থেকে ১১ জন লোক এলো, ডাক্তার সাহেবের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। ডাক্তার সাহেব বিনোদনের বাহানায় আমাকে দিল্লী, শামলা, ইত্যাদি স্থানে নিয়ে আসেন। এ দিকে মাওলানা সাহেবের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখেন। আমাকে নিয়ে মাওলানা সাহেবের এখানে এলেন। একদিন মাওলানা সাহেব আমাকে ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখতে পেয়ে এতো খুশি হলেন; যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। আনন্দে বার বার গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। আর বলছিলেন, আমার আল্লাহ! আপনি কেমন কারীম দয়াবান মেহেরবান! কুরআনে হাকীমের একটি প্রকাশ্য হুকুম অমান্য করে একজন মু'মেনাহকে কুফুরের দিকে ফেরত দানকারী মুজরিমের ওয়াদার আপনি কেমনে সম্মান রাখলেন। মাওলানা সাহেব বললেন, তোমার ফিরে আসার জন্য ২৫টি রোজা ২০০ রাকাত নফল নামায এবং ৩০০০ টাকা ছাদকা মান্নত করেছি। মাওলানা সাহেব খুব আনন্দের সাথে বললেন, অন্দ্রার যেই ডাক্তার সাহেবের সাথে তোমার বিয়ের কথা বলেছিলাম ইনিই হলেন সেই ডাক্তার শরেক সাহেব। আমার আল্লাহ বিয়ে করিয়ে আমার বাসায় পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন. খুবই আশ্চর্য কথা?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনের দাওয়াতের কার্মীদের বড় বড় নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেন।

প্রশ্ন. আপনার সেই ছয় মাসের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী-সম্বলিত ডাইরিটি কি আপনার কাছে আছে?

উত্তর. এখনতো সাথে আনিনি। পরে ফটোকপি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। হযরতও বলেছেন যে সেটা আরমুগান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। ইনশাআল্লাহ ।

প্রশ্ন. আপনার স্বামী কি নিজ পরিবারের সাথে থাকেন?

উত্তর. না! তিনি তো এখন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক সরকারি হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করছেন। তিনি দিল্লীতে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ইন্টারভিউও হয়ে গেছে। এম.ডি.এর জন্য কোয়ালিফাই করেছেন। এখন দ্রুতই আমরা দিল্লীতে চলে আসবো। আমরা দু'জনই এক সাথে থাকবো।

প্রশ্ন. আপনার পিতা-মাতার কি হলো?

উত্তর. পরশু বাবাকে দিল্লীতে খবর দিয়ে এনেছিলাম। হুমায়ুনের কবরের পার্শ্ববর্তী পার্কে সাক্ষাৎ হয়েছে। এখন তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাথে চলে আসার প্রোগ্রাম বানিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ দু'জনই মুসলমান হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন. খাদিজা বোন ! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে ঈমান তো আপনাদেরই। আমরা বংশীয় ঈমানদার, ঈমানের কিইবা কদর করতে পারবো। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন। আমরাও যেন এই ঈমানের কিছু অংশীদার হতে পারি।

উত্তর. মুছান্না বোন! আপনার পরিবারের জুতার সাদকায় আমি ঈমান পেয়েছি। আপনি কেমন কথা বলছেন! আপনার পরিবারের জন্য যদি আমার সাত পুরুষও দু'আ করে তাহলেও কম হবে।

প্রশ্ন. এটা আপনার মহত্বের কথা। মোটকথা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি খুব দ্রুত দিল্লী চলে আসছি তখন খুব তৃপ্তির সাথে কথা হবে। আরো মজার মজার কথা শুনাবো। ডাক্তার সাহেব বাইরে অপেক্ষা করছেন। আচ্ছা আসি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

সিদরা যাতুন ফাওয়াইন

মাসিক আরমুগান-এপ্রিল ২০০৯ ইং

জনাব নূর মুহাম্মদ (রামফল)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

> ইসলাম গ্রহণের আগে আমার মা'র সঙ্গে আমার বনি-বনা হত না। তিনি আমার এই খেদমতদৃষ্টে খুবই প্রভাবিত হন এবং তাঁর মনে ধারণার উদয় হয় যে, মুসলমান হয়ে এ এমন হয়ে গেছে। আমি সুযোগ বুঝে তাঁকে মুসলমান হতে বলি। তিনি তৈরি হন। আমি তাঁকে কলেমা পড়াই এবং ফাতেমা নাম রাখি।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

নূর মুহাম্মদ : ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. জনাব নূর মুহাম্মদ সাহেব। আমাদের এখন থেকে 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা বের হয়। আমি এজন্য আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই, যাতে সেসব কথা পত্রিকায় আসে এবং লোকে উপকৃত হয়।

উত্তর. আহমদ ভাইয়া। আমার মত এক গ্রাম্য লোকের সঙ্গে কী কথা বলবেন যদ্দারা লোকে উপকৃত হবে।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন যুগে আপন অনুগ্রহে হেদায়াত দান করেছেন। আপনার জীবন আল্লাহ্‌র বদান্যতার নমুনা।

উত্তর. হ্যাঁ ভাইয়া। এতে সন্দেহের কী আছে যে আমার আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি কখনো এর উপযুক্ত ছিলাম না। যদি আমার শরীরের প্রতিটি পশম এক একটি জীবন হয় আর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনে সেগুলো কুরবান করে দিই তারপরও শোকর আদায় হবে না। জান ও পশমগুলোও তাঁরই নেয়ামত।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার পুরানো নাম রামফল। মীরাট জেলার দাদরী নামক গ্রামে

গোজর পরিবারে আমার জন্ম। পিতাজী ছিলেন এক ক্ষুদ্র কৃষক। ২৫ বছর হল তিনি মারা গেছেন। ১৩/১৪ বছর আগে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করেন। আমি ফুলাত এসে আপনার আব্বার হাতে ইসলাম কবুল করি এবং আমার ইচ্ছানুক্রমে তিনি আমার বড় ভাইয়ের নামে নূর মুহাম্মদ নাম রাখেন।

প্রশ্ন. আপনার বড় ভাইও মুসলমান হয়েছিলেন?

উত্তর. জী হ্যাঁ! আসলে মুসলমান তিনিই হয়েছিলেন এবং আমি তাঁর সাদাকায় হেদায়াত পাই।

প্রশ্ন. একটু বিস্তারিতভাবে আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শোনান।

উত্তর. আমার এক বড় ভাই ছিলেন– জয়পাল। তিনি খাতূলীতে মীরাটের লালাদের এখানে চাকুরি করতেন। তাদের ওখানে বিরাট কারবার ছিল। ভাই সাহেব ছিলেন বড়ই ধার্মিক, সজ্জন ও রহমদিল মানুষ। কোন দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি দেখতে পারতেন না। আহত জীব-জানোয়ার দেখলে তিনি পেরেশান হয়ে যেতেন। বড্ড ভাবুক কিসিমের লোক ছিলেন তিনি। ফুল ও গাছ-গাছালীর চারা দেখলে তিনি এড়িয়ে যেতেন। তারকারাজি দেখলে অস্থির হয়ে উঠতেন। উঠে বসে পড়তেন। সারাটা রাত মালিকের তারীফ করতেন, প্রশংসা গীতি গাইতেন। তার কারখানার পাশে ফুলাতের দু'জন লোকের দোকান ছিল, যারা ফার্নিচার ইত্যাদি বানাত। তাদের দোকানে আপনার আব্বা (মাওলানা কালীম সাহেব) কখনো কখনো আসতেন। ভাই সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। দু'চার জন জমা হত, মাওলানা সাহেব তাদেরকে দীনের কথা বলতেন। আমার ভাইও নিচে বসতেন, সেসব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ইসলামের কথা তাঁর খুব ভাল লাগত। মাওলানা সাহেব বলেন যে, তাঁর ধারণাই ছিল না যে এই লোকটি হিন্দু। আগস্ট মাসে খাতূলীতে ছড়ির মেলা বসত। ১৯৭০ সালে মেলা বসতে যাচ্ছিল। মাওলানা সাহেব বলেন, আমি সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন কসীমুদ্দীন দ্রুতগতিতে এসে আমাকে সালাম করল এবং বলল, দাদরীতে এক গোজর মীরাটওয়ালাদের কারখানায় থাকে, সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ছটফট করছে। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য তার সঙ্গে দেখা করুন। মাওলানা সাহেব এসে দোকানে

বসেন এবং কারখানার ভেতর থেকে আমার ভাইকে ডেকে আনেন। ভাই সাহেব মাওলানা সাহেবকে বলেন, মাওলানা সাহেব। আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি একটি খুব সুন্দর ও সুদৃশ্য স্বর্ণ-রথ। এর ওপর বহু হযরত অর্থাৎ মাওলানা মানুষ উপবিষ্ট। আপনি সেই রথ চালাচ্ছেন। সামনেই এক বিরাট প্রাসাদ, খুবই মনোরম ও সুদৃশ্য যা হীরা দ্বারা মণ্ডিত! কাচের গোলাকৃতি বেলুন দ্বারা সজ্জিত। আটটি দরজা। লোকে বলছে, এটি স্বর্গ। আমি এটা শুনতেই রথ ধরে ঝুলতে থাকি। কিন্তু আপনি আমার হাত ধরে নামিয়ে দিলেন এই বলে যে, এ হিন্দু! তুমি এ অবস্থায় স্বর্গে যেতে পার না। আপনারা সকলেই স্বর্গে চলে গেলেন আর আমি দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকি। এই বলে ভাই সাহেব মাওলানা সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব কাঁদলেন। মাওলানা সাহেব! আপনি আমাকে স্বর্গে যেতে দিলেন না কেন? আপনার কী ক্ষতি হত? মাওলানা সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন যে, ভাই! আমি তো এই স্বপ্ন সম্পর্কে জানিও না। কাউকে স্বর্গে যাওয়া থেকে বাধা দেবার কোন অধিকারও আমার নেই। আসলে স্বর্গে যাওয়া থেকে তিনি বাধা দিয়েছেন যিনি স্বর্গের মালিক। তাঁর আইন হল, তিনি কেবল ঈমানদারদের ও মুসলমানদের জন্য স্বর্গ বানিয়েছেন। সত্যি কথা হল এই, যিনি ঈমান না আনবেন এবং মুসলমান না হবেন দুনিয়াতে তার থাকার ও বসবাসের কোন অধিকারই নেই। তার সংসারের ন্যাশনালিটি বা জাতীয়তা নেই।

ঈমানবিহীন মানুষ বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের মত দুনিয়াতে থাকে। এই দুনিয়ার মালিক এক ও একক খোদা এবং তিনি তাঁর দুনিয়ার মানুষের জন্য এক ইসলামের আইন তাঁর সত্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। যেসব লোক সেই এক ও একক মালিককে মানবে না এবং তাঁর তৈরি ইসলামের আইন মানবে না সে তো আল্লাহর দ্রোহী ও গাদ্দার। দুনিয়াতে থাকার ও বসবাসের কোন অধিকার তার নেই। অতএব সে কীভাবে স্বর্গে যাবে? আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে আপনি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। আজ তো স্বপ্ন দেখে এতটা পস্তাচ্ছেন তখন যে মৃত্যুর ব্যাপারে আদৌ জানা নেই তা কখন আসবে, মৃত্যুর পর আল্লাহ না করুন, আপনি যদি মুসলমান না হন তাহলে এই স্বপ্ন বাস্তব সত্যে পরিণত হবে এবং এরপর আর সেখান থেকে ফিরেও আসতে পারবেন না। ভাই

সাহেব বললেন, দাদরীর মত গ্রামের আজকের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার যুগে যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে আমার ঘরের লোকেরাই আমাকে মেরে ফেলবে। মাওলানা সাহেব বললেন, মেরে ফেললে তো আপনি শহীদ হয়ে যাবেন এবং আরও তাড়াতাড়ি জান্নাতে চলে যাবেন। ভাই সাহেব বললেন, আমি যদি মুসলমান হই তাহলে আমাকে ঘর ছাড়তে হবে। এরপর আমি থাকব কোথায়?

মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি ফুলাত চলে আসবেন এবং আমাদের এখানে থাকবেন। ভাই সাহেব বললেন, আমি দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ির লোকদের বলে এসে যাব। মাওলানা সাহেব বললেন যে, দেখা করেই যেন ফুলাত চলে আসেন। মনে করেছিলাম যে, দু'চার দিনের মধ্যেই জয়পাল ভাই ফুলাত এসে যাবেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। নভেম্বরের শেষ দিকে এক দিন মাওলানা সাহেব জোহরের নামাযের জন্য বের হলে দেখতে পান জয়পাল ভাই বাইরে বসে। কিছু ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন ও বললেন, মাওলানা সাহেব! আপনি ভেবে থাকবেন যে, ধোঁকা দিয়ে গেছে। আসলে আমার নামে কিছু জমি-জমা ছিল। আমার মা আছেন। আমি ভাবলাম যে, মা'র সেবা করাও তার হক। আমি এখন থেকে চলে যাব। তাঁর সেবার কী হবে? আমি আমার ভাতিজাকে ডেকে পাঠাই এবং তাকে কসম দিয়ে বলি ও তার থেকে ওয়াদা নেই যে আমি আমার সমস্ত জমি-জমা তোমার নামে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শর্ত হল, তুমি আমার মা'র অর্থাৎ তোমার দাদীর অন্তর মন দিয়ে সেবা করবে। সে রাজী হল। জমি-জমা ও ঘরের অংশ তার নামে করতে এত সময় লেগে গেল। এখন আমি এসে গেছি। আমাকে মুসলমান হতে কী করতে হবে? মাওলানা সাহেব তাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যান এবং তাকে গোসলের নিয়ম-কানুন বলে মসজিদের গোসলখানায় গোসল করতে বলেন। ফুলাতে তখন একটি আরব জামা'আত এসেছিল।

জামা'আতের দু'চার মিনিট আগে মাওলানা সাহেব তাকে মসজিদের ভেতর অংশে নিয়ে যান এবং গিয়ে তাকে কলেমা পড়ান। মসজিদে সাহানে রোদের ভেতর জামা'আতের লোকেরা বসেছিল। সবাই দেখতে থাকে একজন অপরিচিত লোককে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? জামা'আত দাঁড়িয়ে গেল। মাওলানা সাহেব ভাই সাহেবের নাম রাখেন নূর মুহাম্মদ। তিনি তাকে নিজের বরাবর জামা'আতে দাঁড় করিয়ে দেন। ভাই সাহেব

কোন রকম নামায পড়ে ঘরে এসে খানা খান। আসরের নামাযে আবার মসজিদে যান। নামাযে আরবের লোকদের দেখতে পান। ভাই সাহেবকে তাদের ভাল লাগে। রাত্রে তিনি তাদের সাথে থাকেন।

পরদিন ছিল রবিবার। জামা'আত মীরাট যাবার কথা। ভাই সাহেব মাওলানা সাহেবকে বলেন, আমার মন চাচ্ছে এই জামা'আতের সঙ্গে যেতে। মাওলানা সাহেব গুজরাটের অধিবাসী আমীর সাহেবের সঙ্গে ভাই সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার ইচ্ছার কথা জানান। আমীর সাহেব খুশী হন এবং বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মাওলানা সাহেব থেকে তার খরচ বাবদ কিছু নেননি। জামা'আত মীরাট যায়। তিন-চার দিন পর মাওলানা সাহেব ভাই সাহেবের খবর নেয়ার জন্য একজন হাফেজ সাহেবকে মীরাট পাঠান। অতঃপর জানতে পারেন যে, জামা'আত মীরাট পৌঁছেছে। সোমবার দিন ভোরে ফজর নামায পর মুযাকারা ও নামায প্রভৃতি মুখস্থ করাবার জন্য নূর মুহাম্মদকে তালাশ করা হয়। এ সময় কেউ বলে আজ সম্ভবত ফজরের নামাযও পড়েনি। সে ভেতরে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিল। তালাশের নিমিত্ত এক সাথী মসজিদের ভেতর গিয়ে দেখতে পায় সদরী বরাবর একটি আলাদা অংশে সে সেজদারত। সাথী ডাকলে সে সাড়া দেয় না। সাথীটি ধারণা করে সম্ভবত সে সিজদার মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে। ঠেলা দেবার পর জানা যায় সে চিরদিনের মত রহমতের ছায়াতলে ঘুমিয়ে গেছে। সর্বমোট ৯টি ফরয নামায এবং একটি তাহাজ্জুদ নামায তার নসীব হয়েছিল। যে-ই শুনতো এ ধরনের মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা জাহির করত। জোহরের নামাযের সময় মীরাটেই তাকে দাফন করা হয়।

প্রশ্ন. হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ ঘটনা অধিকাংশ সময় আব্বু আমাদেরকে শুনিয়ে থাকেন। তা এ ঘটনা আপনার ভাইয়ের তাহলে? এখন আপনি আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা বলুন।

উত্তর. ভাইয়া! মূলত আমাদের ইসলাম তো ভাই সাহেবের ঈমানের সদাকা। এতকাল পর্যন্ত আমরা তো জানতেই পারিনি তিনি ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে স্বপ্নে প্রায় দেখা দিতেন। বেশিরভাগ সময় ইসলামী পোশাকে টুপি, কোর্তা ও দাড়িসহ। একবার তিনি আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখা দেন। ভাই সাহেব বলছিলেন, বেটা!

আমি আমার সব জমি-জমা তোমার নামে করে দিয়েছি। তুমি আমার এক কাজ করে দাও। এক ডজন কলা নিয়ে ফুলাতে বড় মাওলানা সাহেবকে পৌঁছে দাও। সে সকালে উঠল। খাতূলী থেকে কলা কিনল এবং ফুলাত গেল। মসজিদের মোল্লাজি তাকে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। মাওলানা সাহেব লাক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। সে কলা মাওলানা সাহেবের ভগ্নিপতিকে দিয়ে আসে। বলে আসে যে, মাওলানা সাহেবকে বলবেন, দাদরীর জয়পাল এই কলা পাঠিয়েছে। একবার তাকে স্বপ্নে মাওলানা সাহেবকে এক কেজি মিষ্টি ফুলাত গিয়ে দিতে বলে। সে মিষ্টি নিয়ে যায়। ভাই নূর মুহাম্মদ মারা যাবার পর জান্নাতেও উপহার-উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন। একবার আমাদের গ্রামে ঝগড়া হয়। একজন বড় ও শক্তিশালী মানুষ কিছু গরিব ও দুর্বল লোকের ওপর খুব অত্যাচার করে। আমার মন ছিল খুব দুঃখিত ও বেদনার্ত। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। মনে মনে মালিকের কাছে অভিযোগ পেশ করতে থাকি যে, মালিক যখন সব কিছু দেখছেন তখন এই অত্যাচার কেন হয়? অনেক রাতে ঘুম এল। স্বপ্নে দেখি, লোকের ভিড় এক দিকে চলেছে। আমি জানতে চাইলাম, এত লোক কোথায় যাচ্ছে? হঠাৎ দেখি ভাই সাহেব! তিনি বললেন, এসব লোক ফুলাত যাচ্ছে, মুসলমান হতে এবং মুসলমান হয়ে স্বর্গে যেতে। রামফল! জলদী কর! নইলে তুমি পেছনে পড়ে যাবে। জলদী যাও, জলদী! ফুলাত গিয়ে মাওলানা সাহেবকে বলবে, আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিন যাতে আমি স্বর্গে যেতে পারি। আমি তো আমার মালিকের দয়ায় স্বর্গে এসে গেছি। ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন আমি খুব কম দেখি। কিন্তু এই স্বপ্ন আমাকে অস্থির করে তুলল।

সকাল হল। আমি ফুলাত পৌঁছলাম। বড় মসজিদে গেলাম। মোল্লাজি আমাকে মাওলানা সাহেবের এখানে নিয়ে গেলেন। তিনি কোথাও গিয়েছিলেন। জানতে পারলাম তিনি রাত পর্যন্ত এসে যাবেন। অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পেলাম, মাওলানা সাহেব রাত দেড়টায় এসে পৌঁছেছেন। দিনটা ছিল সোমবার আর এ দিনটি ছিল মাওলানা সাহেবের ফুলাতে থাকার দিন। সকাল থেকেই লোকজনের আসা শুরু হল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লোকে বিদায় নিতে লাগল। আমার পালা এল দেরিতে।

৯টার সময় সাক্ষাৎ হল। আমি জিজ্ঞেস করি, তিনি দাদরীর জয়পালকে চিনতেন কিনা। তিনি বললেন, খুব ভাল করেই চিনি। সে আমার কাছে এসেছিল। এরপর তিনি তার ইসলাম গ্রহণের পুরো কাহিনীটাই শুনিয়ে দিলেন। আমি আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে বলি। মাওলানা সাহেব আমাকে মুবারকবাদ পেশ করলেন এবং বললেন, আজ রাতেই আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম, নূর মুহাম্মদ খুব সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত। সে আমাকে বলল, আমার ছোট ভাই রামফল আসছে। তাকে মুসলমান না হয়ে যেতে দেবেন না। মাওলানা সাহেব আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, আপনি নূর মুহাম্মদের ছোট ভাই রামফল? না বলা সত্ত্বেও মাওলানা সাহেব আমার নাম তাঁর মুখে শুনে আমি আমার স্বপ্নের সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মাল। আমি মাওলানা সাহেবকে আমার নিজের মুসলমান হওয়ার কথা বলি। তিনি আমাকে কলেমা পড়ান এবং আমাকে বলেন, আপনি যদি ইসলামী নাম রাখতে চান তাহলে তা পাল্টাতে পারেন। নাম পাল্টানো জরুরী কোন বিষয় নয়। জরুরী হল অন্তর পাল্টানো দিল বদলানো। আমি বললাম, আপনি আমার নাম রেখে দিন। আরও ভাল হয়, যে নাম নিয়ে আমার বড় ভাই স্বর্গে গেছেন আপনি সেই নাম রেখে দিন। আমার নাম কি নূর মুহাম্মদ রাখা যায়? মাওলানা সাহেব বললেন, কোন ক্ষতি নেই। এরপর তিনি আমার নাম রাখেন নূর মুহাম্মদ। অতঃপর একদিন থেকে দাদরীতে নিজের বাড়ি চলে আসি। পরদিন আমি আমার স্ত্রীকে গোটা ব্যাপারটি বলে দিই। সে খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং আমার গোটা পরিবারে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়।

আমার চাচা ছিলেন গ্রামের প্রধান। এ নিয়ে গ্রামে পঞ্চায়েত বসে। কেউ কেউ বলে, আমার মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে বসিয়ে মিছিল কর। কেউ মত দিল, তাকে গুলি করে মেরে ফেল। সে কাফির হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামে ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল। তিনিও ছিলেন এ পঞ্চায়েতে। তিনি বলেন, এই যুগ-যামানা হল যুক্তি-প্রমাণের যুগ-যামানা। আপনারা তাকে বোঝান এবং প্রমাণ করুন যে, হিন্দু ধর্ম ইসলামের তুলনায় ভাল। জোর-যবরদস্তি করে আপনারা তাঁর দিল পাল্টাতে পারবেন না। ভাল হবে আপনারা তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন। যেহেতু তিনি শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত লোক ছিলেন ফলে তাঁর বোঝাবার কারণে

পঞ্চায়েত সমাপ্ত হয়। আমার মা আমাকে খুব বোঝান। তাঁর ধারণা ছিল, ফুলাতওয়ালা তার ওপর যাদু করেছে। যাদুর হাত থেকে আমাকে মুক্ত করবার জন্য আমাকে তিনি ফালাওদাহ নিয়ে যান। চেয়ারম্যান সাহেব যিনি, এসবের ঝাড়-ফুঁকের উস্তাদ ছিলেন,তার পায়ের ওপর তিনি পড়ে যান এবং তাকে বলেন আমার ছেলের ওপর যাদু করা হয়েছে। ফলে সে কাফির হয়ে গেছে। অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। আপনি আমার ওপর দয়া করুন। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে, তার ওপর কোন যাদু নেই। মালিকের স্রোত বয়ে চলেছে। আপনিও গিয়ে ফুলাতওয়ালাদের সঙ্গে মিলিত হন। তারা খুব মেহমান নাওয়ায। তারা দুঃখী-অসহায় মানুষকে সাহায্য করে। সেখান থেকে আমরা উভয়ে ফিরে আসি। মাকে বহুৎ বোঝাই যে, মা! আপনিও মুসলমান হয়ে যান। সবচেয়ে বেশি আমাদের চাচা প্রধানজী কষ্ট পান। তিনি বলতেন, রামফল আমাদের সমাজে মুখ দেখাবার মত রাখেনি। শেষে না পেরে একদিন তিনি পূর্ণিমার অজুহাতে দাওয়াত দেন। রাত্রে আমি স্বপ্নে আপনার আব্বাকে দেখি। মাওলানা সাহেব আমাকে বলছিলেন, পূর্ণিমার দাওয়াতে ক্ষীরের যেই পেয়ালা তোমার সামনে আসবে তা বিষ মাশানো, তা কখনো খাবে না। দাওয়াত হল। স্বপ্নে যা দেখেছিলাম বাস্তবেও তেমনটিই পেলাম। আমার চাচা আমার সামনে ক্ষীরের পেয়ালা রাখলেন, আমি রুটি খেতে শুরু করি এবং সুযোগ বুঝে সেই পেয়ালা চাচার সামনে ঠেলে দিই। তিনি জানতে পারেননি। দু'তিন চামচ ক্ষীর খেতেই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মীরাট নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান। তার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আমি ফুলাত এসে মাওলানা সাহেবকে সমস্ত ঘটনা শুনাই এবং তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই, তিনি কীভাবে জানতে পারলেন যে, ক্ষীরে বিষ মেশানো হয়েছে। মাওলানা সাহেব বললেন, গায়েব (অদৃশ্য)-এর খবর আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে বাঁচিয়ে থাকেন এবং মু'মিনকে যার সঙ্গে তার মুহাব্বত হয় তার আকৃতিতে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে পথ দেখান। তাঁকে মেহেরবান রব বা প্রতিপালক বলা হয়। ঘরে গিয়ে মাকেও এইসব ঘটনা সব খুলে বলি। আমি কাফির (অবিশ্বাসী) হওয়া সত্ত্বেও চাচার এই শত্রুতা তাঁর খুব খারাপ লাগে এবং তিনি ইসলামের খুব কাছাকাছি এসে যান। চাচার দুই ছেলে এরপর থেকে আমার জানের দুশমন হয়ে যায়।

আর এদিকে আমি রোজকার ঝগড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রাম ছাড়ি এবং ফুলাত এসে থাকতে শুরু করি। আমার বাড়ির লোকেরা এখানেও পিছু নেয়। কিন্তু এখানে তাদের করার কিছু ছিল না।

প্রশ্ন. ফুলাতে আপনি কতদিন থাকেন?

উত্তর. তিন বছরের বেশি আমি ফুলাতে থাকি। সেখানে আমি নামায-রোযা প্রভৃতি মুখস্থ করি। যিকর করতাম এবং সমাগত মেহমানদের খেদমত করতাম।

প্রশ্ন. শুনেছি, আপনি ফুলাতে থাকাকালে নামাযের ভেতর খুব কান্নাকাটি করতেন।

উত্তর. ভাইয়া! আমি কী কাঁদব (কাঁদতে কাঁদতে)? এক ফোঁটা নাপাক পানিতে সৃষ্ট এই মানুষের এত বড় মালিকের সামনে যাওয়ার যদি সুযোগ ঘটে আপন প্রিয় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য জোটে তাহলে কান্না তো আসবেই। কোন দারোগা যদি থানায় ডেকে পাঠান কাউকে তাহলে তার কী অবস্থা হয়। আর মালিকের সামনে গেলে কী অবস্থা হওয়া দরকার। যখনই আমি নিয়ত বাঁধি আমার অন্তরে খেয়াল জাগে, এই গান্দা নূর মুহাম্মদ আর কোথায় তোমার দরবার! মসজিদে যাই তো মনে হয়, আপন মালিকের, যিনি আমার পরম প্রিয় তাঁর করতলে মাথা পাতছি। মাওলানা সাহেব আমাকে নামাযের সঙ্গে নামাযের সূরাসমূহ ও দোআ-দরূদের অর্থও মুখস্ত করিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, নামাযে আত-তাহিয়্যাতু ও দরূদ পড়া হয় কেন? একদিন মাওলানা সাহেব বলেন, মি'রাজে আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সদাকায় আমাদেরকে আল্লাহ পাক এই দুর্লভ সুযোগ দান করেছেন। এজন্য নামাযের শেষে মি'রাজের সেই কথোপকথন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ করত আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুগ্রহ স্মরণ করা হয়। আমার এই কথা খুব মনে ধরে। এখন আমার দিল আত-তাহিয়্যাতু ও দরূদ পড়ার সময় খুব ভরে যায়। মনে হয়, প্রিয় নবী (সা.)-এর রূহও আমার প্রতি খুব খুশি।

প্রশ্ন. শুনেছি, আপনি হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অনেকবার স্বপ্নে দেখেছেন? দু'একটি কি শোনাবেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমি দরূদ শরীফ আত-তাহিয়্যাতু খুব মন দিয়ে পড়ি এবং তখন থেকেই হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতও খুব নসীব হয়। সর্বপ্রথম আমার হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারত যখন নসীব হয় আপনার আব্বার মত বয়স কিছুটা বেশি, পরিষ্কার বর্ণ, আমাকে বলছেন, যাও, তোমার মাকে কলেমা পড়িয়ে দাও। সে তৈরি, তোমার অপেক্ষা করছে। সকালে আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম। তিনি আমাকে ঘরে যাবার পরামর্শ দিলেন। আমার মা ছিলেন খুব অসুস্থ। আমি ডাক্তার এনে মাকে দেখাই। তাঁর খেদমতের জন্য আমি বাড়িতে থেকে যাই। আমার ছেলেও তাঁর খুব সেবা করত। তাঁর ঘন ঘন পেট নামার অসুখ হয়ে গিয়েছিল। বারবার পরিহিত কাপড়-চোপড় খারাপ হয়ে যেত। আমি নিজ হাতে তাঁকে গোসল করাতাম। কাপড় ধুয়ে দিতাম। ইসলাম কবুলের আগে মা'র সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। তিনি আমার এই খেদমতে খুব প্রভাবিত হন। তাঁর ধারণা জাগে, মুসলমান হয়ে সে এমনটি হয়েছে। সুযোগ বুঝে আমি তাঁকে মুসলমান হতে বলি। তিনি রাজি হলে আমি তাঁকে কলেমা পড়াই এবং তাঁর নাম রাখি ফাতেমা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি ভাল হয়ে যান। গ্রামের লোকেরা আমার গ্রামে আসাটাকে ভালভাবে মেনে নেয়নি। তারা আমার সাথে শত্রুতা করতে থাকে। কয়েকবার আমার ওপর হামলাও করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর, আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেন। আমি ফুলাত গিয়ে পরামর্শ করি।

মাওলানা সাহেব আমাকে গ্রাম ছাড়তে বলেন। আমি আমার মাকে নিয়ে মীরাটে এক ঘর ভাড়া করে থাকতে শুরু করি। শুরুতে ঘর ভাড়া করে থাকলেও মাওলানা সাহেব আমাকে বলেন, ইসলাম রুযী-রোজগারের ভেতর ব্যবসাকে বেশি পছন্দ করে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম-ও ব্যবসা করেছেন। আমি তরি-তরকারির ব্যবসা শুরু করি। এরপর মাওলানা সাহেব লোহার ব্যবসায় লাভ সম্পর্কিত হাদীস শোনান। সেই প্রেক্ষিতে আমি গ্রিলের দরজা-জানালার দোকান দিই। কারবার জমে ওঠে আমার ছেলে আমার কাছে মুসলমান হয়। গ্রামের লোকেরা আমার ঠিকানা জেনে যায়। তারা মীরাটে আমার পেছনে লাগে। আমার চাচার বড় ছেলে এক বদমায়েশকে দশ হাজার টাকা দেয় আমাকে গুলি করে মেরে

ফেলার জন্য স্বপ্নে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, কাল তোমাকে মারার জন্য এক বদমায়েশ আসবে। তার নাম মুহাম্মদ আলী। সে হবে কালো প্যান্টধারী ও নলি জামা পরিহিত। তাকে বলবে, মুহাম্মদ আলী হয়ে এক রামফলকে 'নূর মুহাম্মদ' হবার জন্য মারতে এসেছ আমাকে। আমি রাত্রে দোকান বন্ধ করে যাচ্ছিলাম। সেই লোকটি আসল। আমি তাকে বলি, মুহাম্মদ আলী হয়ে একজন রামফলকে 'নূর মুহাম্মদ' হওয়ার জন্য আমাকে মারতে এসেছ?' সে বিস্ময়ের সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। বিস্ময়ের সুরে সে জিজ্ঞেস করে, আমার নাম তোমাকে কে বলল? আমি বললাম, তিনি বলেছেন যিনি সকল সত্যের সত্য, যিনি দুনিয়াতে সত্য শিখিয়েছেন। এরপর আমি তাকে রাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা বলি। আমার ইসলাম গ্রহণের কথা বলি। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। অতঃপর তার রিভালভার আমার হাতে তুলে দিয়ে বলতে থাকে, এমন প্রিয় নব(সা.)-এর নামকে বদনামকারী মুহাম্মদ আলীর থেকে তুমি রামফল কত ভাল। এমন কমীনার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এই নাও, আমার পেটে গুলি মার। আমি তাকে বলি, গুলি মারলে তো কাজ হবে না। সত্যিকারের তওবাহ সকল গোনাহর চিবিকৎসা। আল্লাহ্‌র কাছে তওবাহ কর এবং জামা'আতে গিয়ে চিল্লা লাগাও। সে ওয়াদা করল। সকালে আমার কাছে আসল। আমি তাকে নিয়ে হাওযওয়ালী মসজিদে যাই এবং আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জামা'আতে যায়। মারকাযে এক জামা'আতের সাথী সেই জায়গা আমাকে দেখান যেখানে আমার ভাই তাহাজ্জুদ নামায পাঠরত অবস্থায় মসজিদে ইন্তিকাল করেন। রাত্রে আমি মসজিদে থাকি। সেই জায়গায় আমি তাহাজ্জুদ পড়ি। অনেকক্ষণ আমি মসজিদে এই আশায় পড়ে থাকি যে, সম্ভবত এটাই জান্নাতের দরজা। মসজিদে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়। তিনি আমাকে বলেন, ঈমানদারদের জন্যই জান্নাত। কিন্তু এখন তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। ঘুম ভেঙে গেল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি অধমের কী কাজ করার আছে। আমি চিন্তা করতাম, আমিও কি কোন কাজ করতে পারি। প্রিয় নবী (সা.)-এর কিছু কাজ। মীরাটেও আমার থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ

করলাম। তিনি আমাকে মীরাট ছাড়ার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মুতাবিক প্রথমে পাঞ্জাব এরপর হরিয়ানা যাই। কিন্তু কোথাও কাজ জমল না, ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমাকে একজন মনিপুর যাবার পরামর্শ দিল। মাওলানা সাহেব আমাকে ইস্তিখারা করতে বললেন। এমন সময় হঠাৎ করেই মাওলানা সাহেবের পরিচিত একজন লোক কানপুর থেকে আসেন এবং আমি তার সাথে কানপুর যাই। আলহামদুলিল্লাহ! চার বছরে এখানে আমার লোহা-লক্কড়ের কাজ জমে যায়। যত ঋণ ছিল তাও শোধ হয়ে যায়। প্রথমে তো আমি ছেলের বিয়ে দিই এবং গত বছর জনৈকা বিধবা মহিলাকে মুসলমান করে বিয়ে করি। তার দু'টি বাচ্চাও আমার তত্ত্বাবধানে আছে যারা মুসলমান।

প্রশ্ন. মাশাআল্লাহ! বহুৎ মুবারক! মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোন পয়গাম দেবেন কি?

উত্তর. আমাকে একটা দরখাস্ত আপনার কাছে, আর আমি এই সফর করেছি মাওলানা সাহেবের কাছে দো'আর আবেদনের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের কাছেও আমার দোআর দরখাস্ত। আমি আমার সঙ্গে একটি দাওয়াতী টিম বানিয়েছি যেই টিম বাঙালি ছিন্নমূল ও যাযাবরদেরকে এবং মধ্যপ্রদেশে ভীল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেছে। আসলে আমি এক চিল্লা লাগাই যমুনা নগরে, সেখানে বাঙালিদের কাঁচা-পাকা কিছু বস্তি আছে। তাদের মধ্যে সে সময় আমাদের মাওলানা সাহেবের সাথীরা কাজ শুরু করেছিল। এক চিল্লা লাগাই খাড়োয়া এলাকায়। সেখানেও ভীল সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক থাকে। সেখানে আমি অনুভব করি যে, ওদের ভেতর কাজ করলে দলে দলে লোক মুসলমান হতে পারে। কানপুরে মোটামুটি মানিয়ে নেবার পর গত বছর আমি দশটি সফর করেছি। আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, ইনশাআল্লাহ লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হবে। সমস্ত মুসলমানের কাছে আমার আবেদন, না জানি এ ধরনের আরো কত বস্তি ও জনবসতি আছে। যদি সঠিকভাবে ও পরিকল্পিতভাবে দাওয়াত দেওয়া যায়, চেষ্টা করা হয়, তাহলে অনেক লোক জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে দাওয়াতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

প্রশ্ন. বহুৎ বহুৎ শুকরিয়া। নূর ভাই, আপনি অনেক খোশ কিসমত, অনেক ভাগ্যবান আপনি! আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।

উত্তর. প্রিয় ভাইটি আমার! এমন অকৃতজ্ঞ কে হবে যে, আপনার জন্য ও আপনাদের পরিবারের জন্য দোয়া করবে না। (কাঁদতে কাঁদতে) প্রতিটি পশম আপনাদের পরিবারের কাছে ঋণী। শরীরের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দেওয়া হলেও আপনাদের পরিবারের অনুগ্রহের বদলা দেওয়া সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আপনাদের পরিবারকে গোটা বিশ্বের হেদায়াতের মাধ্যম বানান।

প্রশ্ন. আমীন! আমাদের পরিবার নয়, মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের হেদায়াতের ফয়সালা হয়েছে।

উত্তর. হাঁ! আল্লাহর মূল দয়া, রহম ও করম।

প্রশ্ন. আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আল্লাহ হাফিজ। ফী আমানিল্লাহ।

উত্তর. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফিজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

জুলাই-আগস্ট, ২০০৫ইং

আলোর পথে

সিরিজ-৩

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

জনাব ড. কাসেম সাহেব (প্রমুদ কেশওয়ানী)–এর সাক্ষাৎকার

আমার পয়গাম শুধু এতটুকুই যে, ইসলাম যেহেতু একটি সত্যধর্ম তাই এই সত্য সবার জন্য। একে সবার কাছে পৌঁছানো উচিত। মানুষ তো সত্যের সামনে দূর্বল হয়ে যায়। তার দূর্বলতা হলো, সে সত্যকে গ্রহণ করবে।

আহমদ আওয়াহ. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু।

ড. মুহাম্মদ কাসেম. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. ডক্টর সাহেব! আব্বুর কাছে প্রায়ই আপনার কথা শুনেছি। তিনি দাওয়াতী আভিযানের আলোচনা করতে গিয়ে আপনার কথা আলোচনা করেছেন। তাই আপনার সাথে সাক্ষাতের খুব ইচ্ছা ছিলো। আজ মন ভরে কথা বলা যাবে।

উত্তর. হ্যাঁ! আমারও মাওলানা সাহেবের পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের খুব ইচ্ছা ছিলো।

প্রশ্ন. আপনার সম্ভবত জানাই আছে যে, আমাদের ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রায় দু'বছর থেকে দাওয়াতী কর্মীদের উপকারার্থে ইসুলাম গ্রহণকারী নওমুসলিম ভাই-

বোনদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। আপনার একটি সাক্ষাতকার নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিলো। তাই আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. আমার কথা দাওয়াতী কর্মীদের কী উপকার আসতে পারে। এখন তো আমার ইসলামের প্রাথমিক জীবন চলছে।

প্রশ্ন. আপনার জীবনী সত্যিই আমাদের জন্য ঈর্ষাযোগ্য। প্রথমে আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার পূর্ব নাম ছিল প্রমুদ কেশওয়ানী। আমি গুহাটির কাস্ড় পরিবারে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৪ইং শ্রী হিনসরাজ কেশওয়ানীর ঘরে জন্মগ্রহণ করি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি। এর পর গুহাটি থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি,এইচ,সি,করি। অতঃপর দিল্লী থেকে এম, এইচ,সি,তে গোল্ড মেডেল পাই এবং নিউইয়র্কে কম্পিউটার সফটওয়্যারে পি,এইচ,ডি, করি। আমার বড় ভাই অনুদ কিশওয়ানী খুব ভালো সার্জন। তিনি নিউইয়র্কেই থাকেন।

আমার পিতা সায়েন্সের লেকচারার ছিলেন। আমার নিউইয়র্কে অবস্থানকালীন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইদানিং আমি আমেরিকার একটি সফ্‌টওয়্যার কোম্পানির গাড়গাওয়া শাখার পরিচালক। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিজ হেদায়াতের কারিশমা দেখিয়েছেন। এই যমীন থেকে উপরে পৃথক এক জগতে ৬ ফেব্রুয়ারি২০০৩ ইং আমাকে হেদায়াতের নেয়ামত দান করেছেন। আমি এমন স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেছি, সম্ভবত পুরো দুনিয়ায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেখানে হেদায়াত পায়নি।

প্রশ্ন. কিছু কিছু তো আমরা শুনেছি। কিন্তু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনি কি শোনাবেন?

উত্তর. আমরা ছোটবেলা থেকেই ধার্মিক হিন্দু পরিবারে লালিত হয়েছি। আমাদের দাদা মূলতঃ লক্ষ্ণৌ এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি চাকরির জন্য গুহাটি চলে যান এবং ওখানের বাসিন্দা হয়ে যান। দীর্ঘদিন গুহাটিতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের পরিবারে উর্দূ বিশেষত: লক্ষ্ণৌর কালচারের বেশ প্রভাব ছিলো। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়ার দরুন ধর্মের সাথে সম্পর্ক কিছুটা দূর্বল ছিলো। আর দিল্লীতে থাকাকালীন এমন পরিবেশে ছিলাম যেখানে ধর্মের কথা বলা গ্রাম্য, গোঁড়া ও মৌলবাদী মনে করা হতো। আরও

সোনায় সোহাগা যে, আমি নিউইয়র্কে এম. ডি. করতে চলে যাই। সেখানে তো ধর্ম-কর্ম বিশেষ করে হিন্দুধর্মের উপর থেকে আস্থা উঠেই যায়। আমার নিউইয়র্কে অবস্থানকালীনই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা থেকে টি,ভি, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়াসমূহ মুসলমানরা সন্ত্রাসী বিশেষ করে (Islamic terrorism) ইসলামি সন্ত্রাস বলে খুবই অপপ্রচার করে।

মুসলমানদের ব্যাপারে আমার শুধু এতটুকুই ধারণা ছিলো, 'মুসলমান পুরোনো যুগের অবাস্ড়ব কিচ্ছা-কাহিনীর বিশ্বাসী এক জাতি'। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের পর মুসলমান বলতে যে কিছু আছে! ইসলাম কী? মুসলমান কারা? ইসলামের অনূসারীদের ধর্মের সাথে এতো সম্পর্ক থাকে কেন? এবং কীভাবে এতো বড় ত্যাগ স্বীকার করে, বিশেষ করে ইসলাম এবং মুসলমানদের দ্বারা বিশ্বের কি ক্ষতি হতে পারে, এবং তারা কীভাবে বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি? পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকার লোকজনের মাঝে এ ধরণের নানা প্রশ্ন জাগছিল। একসময় তো মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন আমেরিকান কমপক্ষে দাড়িওয়ালা কোন মুসলমানকে দেখলেও ভয় পেতো ।

আমার ইসলাম গ্রহণের ৬ দিন পূর্বে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। আমার ভাতিজাকে নিয়ে এক পার্কে ঘুরতে যাই। সেখানে একজন দাড়িওয়ালা মুসলমানকে দেখা গেলো। আমার ভাতিজা তাকে দেখে ভয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। বলতে লাগল আংকেল! ওই দেখ উসামা। বালকটির এই বাক্যটি থেকেই আমার মানসিকতা এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অবস্থা অনুধাবন করা যেতে পারে। আমি কোম্পানির কাজে হেড অফিসে যাই।ভারতীয় বিমানে আমার টিকেট কাটা ছিল। দুবাই থেকে অফিসের জন্য কিছু কেনা-কাটা করে কোম্পানির একটি শাখায় জমা দেওয়ার কাজ ছিল। পাঁচ দিন দুবাই এ অবস্থানের পর ৬ জানুয়ারি ২০০৩ সালে ভারতীয় বিমানে উঠলাম। প্রায় শেষ পর্যন্ত আমার পাশের সিটটি খালিই ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে বিমান আকাশে উঠার বিশ মিনিট পূর্বে আপনার পিতা (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা.) আমার পাশের সিটে এসে বসলেন।

আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করলাম এবং তার পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি নিজের নাম বললেন কালীম সিদ্দিকী। ঠিকানা জানতে চাইলে উত্তর দিলেন দিল্লীর পাশেই থাকি। আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম। উস্কানী ও মজা নেওয়ার জন্য তাঁকে বললাম ভেরি গুড, খুবভাল। আমার নাম বললাম, উসামা। সম্ভবত আমার নাম শুনে তাঁর হাসি আসেনি। তিনি আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম উসামা? আমি বললাম, আসলে চার-পাঁচ দিন পূর্বে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। আমার ভাতিজাকে নিয়ে এক পার্কে ঘুরতে যাই। সেখানে একজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি এলেন, ভাতিজা তাকে দেখে ভয়ে দৌঁড়ে এসে বললো, আংকেল! দেখ উসামা আসছে। মাওলানা সাহেব পরে আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার কথা শুনে কিছুটা ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করলাম যে, তিন ঘন্টা তো এক সাথেই থাকবো, আল্লাহ যদি সম্মান রাখেন তাহলে তাকে উসামা বানিয়েই বিমান থেকে নামবো। (ইনশাআল্লাহ)।

বিমান আকাশে উঠার পূর্বেই আমার পরিচয় দিলাম এবং মাওলানা সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, উজমান-এ (ইউ.আই.এ) তে একটি আরবি ও ইসলামী সেন্টার পরিচালনা করেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো তাহলে ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানেন। বহুদিন যাবত ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কোন বিজ্ঞ আলেম এর সন্ধান করছি। ভালই হলো আপনার থেকে কিছু জানা যাবে। মাওলানা সাহেব বললেন, ধর্ম তো অনেক বড় জিনিস। এ সম্পর্কে সব কিছু জানাও বড় কঠিন। তবে যতটুকু জানা আছে তা থেকে আপনার সাথে কথা বলে খুব খুশি হবো। বিমান আকাশে উঠতে শুরু করলো, আমিও কথা চালিয়ে গেলাম। মাওলানা সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, বলুন তো ধর্মওয়ালারা বলেন যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী এক ভগবান (ঈশ্বর)। তিনিই পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনিই সকল কাজ পরিচালনা করছেন। এখন তো সায়েন্স এর যুগ। প্রত্যেকটি চিন্তা-ধারণাকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। আপনার কাছে কি এর কোন প্রমাণ আছে যে, তিনি মালিক এবং পৃথিবীর স্রষ্টা?

মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি কম্পিউটার সায়েন্স-এ ডক্টর হওয়া সত্ত্বেও পুরনো যুগের এক বৃদ্ধার মতো কথাও আপনি বুঝছেন না। সেই

বৃদ্ধাকে কোন ব্যক্তি আপনার মতো একটি প্রশ্ন করলো যে, মা বলুনতো এই পৃথিবীর স্রষ্টা ক'জন? তিনি উত্তর দিলেন, এই পৃথিবীর স্রষ্টা ও মালিক মাত্র একজন। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ কথা কিসের ভিত্তিতে বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার তাঁত (চরকা) আমাকে এ কথা বলেছে। জিজ্ঞাসাকারী জানতে চাইল, এ আবার কীভাবে? তিনি বললেন, আমি যখন তাঁত পরিচালনা করি তখন সুন্দরভাবে চলতে থাকে। যদি চালানো বন্ধ করে দেই তাহলে বন্ধ হয়ে যায়। যখন তাঁত চালাই তখন খুব ভালোভাবে চলে। আর যদি একটি ছোট বাচ্চাও যদি সুতায় হাত লাগায় তাহলে সুতো পৃথক হয়ে যায় এবং পুরো ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে যায়। এতে আমার বুঝে আসলো, যদি একটি ছোট তাঁত কারো চালানো ছাড়া চলতে পারে না, তাহলে এই সারা বিশ্ব, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা রাত-দিন শীত-গরম ইত্যাদি এর পেছনে অবশ্যই কোন পরিচালক আছেন। আর তিনিই তা পরিচালনা করছেন। তিনি মাত্র একজনই। এ জন্য যে, আমার তাঁতে ছোট একটি বাচ্চা তাঁর একটু আঙুল লাগানোর ফলে আমার পুরো তাঁতের অবস্থা ওলট-পালট হয়ে যায়। আর যদি একজন প্রতিপালক না হয়ে কয়েকজন থাকতো; তাহলে এই বিশ্বের কী অবস্থা হতো?

মাওলানা সাহেব বললেন, কুরআনে হাকীমের বাস্ড়বতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘‘আল্লাহ ব্যতিত যদি আরো কোন প্রভূ থাকতো তাহলে এই ধরায় ঝগড়া ও ফাসাদ সৃষ্টি হতো”।

অর্থাৎ যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য থাকতো তাহলে উভয়েই ঝগড়া করতো। ভগবান যদি কয়েকজন হতো, আর দেব-দেবীদের কোনো ক্ষমতা থাকতো, তাহলে প্রত্যেহ আসমান ও যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি হতো। একজন বলতো, আজকের দিনটি বড় হবে; অন্যজন বলতো, না আজকের দিনটি ছোট হবে। একজন বলতো, এখন শীত হবে; অপরজন বলতো, না এখন গরম হবে। একজন বলতো, এখন বৃষ্টি হবে; দ্বিতীয়জন বলতো, না রোদ উঠবে। কোনো একজন তাঁর উপাস্যদের সাথে কোন কিছুর ওয়াদা করে ফেলতো; অন্যজন তার প্রতিবাদ করতো। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই দুনিয়া এতো সুন্দর ও সঠিক পদ্ধতিতে চলছে যে, এই পুরো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিই বলছে যে, এর স্রষ্টা ও পরিচালক একজনমাত্র। তিনি একমাত্র আল্লাহ।

মাওলানা সাহেব বললেন, এই এক মালিক পুরো দুনিয়ার সর্দার। তিনি মানুষের ফিতরাতে বা নেচারে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, কোন তৈরি করা জিনিস দেখে তার প্রস্তুতকারককে চিনতে পারে এবং তার বীরত্বকে বুঝতে পারে। একটু খেয়াল করুন! আপনি যখন কোন ভালো খাবার খান, তখন ওই খাবারের স্বাদ থেকে আপনার মন প্রথমে ঐ দিকে যায়, যে এই খাবার কে রান্না করেছে? কোন ভালো সেলাইকৃত কাপড় দেখেই আপনার মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই কাপড় কোন টেইলার্স সেলাই করেছে। কোনো ভাল বিল্ডিং দেখে প্রথমে এই প্রশ্ন জাগে, এই বিল্ডিং কে বানিয়েছেন। মোটকথা, কোন কারিগরি জিনিস দেখলে মানুষ তার কারিগর ও সৃষ্টিকে দেখে তার স্রষ্টাকে খোঁজার বা চিনার আগ্রহ জন্মগত ভাবেই থাকে। এই বিশাল পৃথিবীর এতো সুন্দর সুন্দর জিনিস। এই তারকা সজ্জিত আলোকময় আকাশ। চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, আসমান-যমিন, ফুল-ফল, পাহাড় ও সমুদ্র, এবং জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ সব কিছুই সাক্ষী দিচ্ছে এবং আপনার আমার অন্তরও এ কথা সাক্ষী দিচ্ছে যে, এ সব বস্তুর স্রষ্টা কোন প্রজ্ঞাময় মালিক অবশ্যই আছেন ,আর তিনি হলেন আল্লাহ।

মাওলানা সাহেবের এই সাদামাটা উদাহরণের মাধ্যমে বড় একটি বিষয় এতো সহজে বুঝিয়ে দেওয়ায় আমি ভিতর থেকে খুবই প্রভাবিত হলাম। যে, লোকটি তো ধার্মিক! খুবই যুক্তি-প্রমাণের সাথে আলোচনা করেন। আমি তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, বলুন এ কথাতো আমার অন্তরও সাক্ষী দেয় যে, এই ধরার স্রষ্টা ও পরিচালক ইশ্বর বা প্রভু অবশ্যই একজন আছেন। কিন্তু একথা কোনোভাবেই সঠিক মনে হয় না যে, গীতা, কুরআন, বাইবেল মানবো আর এগুলো চিন্তা-বুদ্ধির খোরাক দিবে। নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই চিন্তা-ভাবনা করে মানলেই তো হয়; এতে অসুবিধা কী? মাওলানা সাহেব বললেন, বাহ! বাহ! ডক্টর সাহেব! আপনিও দেখি খুব আশ্চর্য মানুষ! আপনি বাজপেয়িকে (তৎকালিন ভারতের সরকার) মানবেন যে, ভারতের কোন পরিচালক আছে, কিন্তু ভারতের সংবিধান মানবে না, এ আবার কেমন কথা! এই পৃথিবীর একজন মালিক যেহেতু আছেন, তাহলে অবশ্যই তার সংবিধানও আছে। এক মালিক নিজের পক্ষ থেকে মানুষের জীবন যাপনের জন্য যেই আইন-কানুন ঠিক করেছেন তাকে ধর্ম বলে। তদ্রূপ ধর্মকে মানা ব্যতীত মালিক অর্থাৎ আল্লাহকে মানাও অকল্পনীয়।

মাওলানা সাহেব বললেন, ডক্টর সাহেব! এই বিষয়টি আপনার বুঝা খুবই জরুরি যে, ঐ মালিক যিনি আপনাকে এবং সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই দুনিয়ার একক মালিক ও বাদশা। ঐ মালিক যেহেতু এক; তার পক্ষ থেকে পাঠানো সত্যধর্ম ও সংবিধান একটিই। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বুদ্ধি দিয়েছেন। এটা মানুষের দায়িত্ব যে, সে ঐ সত্য ধর্মকে জানবে এবং মানবে। ঐ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে এটা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, সেই সত্যধর্ম একমাত্র ইসলাম। মানুষের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম। যে ব্যক্তি এক মালিককে এবং তাঁর বানানো একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামকে না মানবে, সে এই দুনিয়ায় গাদ্দার হিসাবে বাস করবে এবং তার এই পৃথিবীর কোন জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই। সে আল্লাহর যমিনে থাকার নাগরিকত্ব পাবে না। রাষ্ট্রদ্রোহী ও গাদ্দারের শাস্ড়ি হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তেমনি সেই মালিকের কাছেও ঈমানহীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নরকের জেল। দুনিয়াতেও তিনি যে কোন সময় শাস্ড়ি দিতে পারেন। অন্যথায় মৃত্যুর চেকপোস্টে যখন মানুষ ইহকাল ত্যাগ করে পরকালের জীবনে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইমিগ্রেশন স্টাফ সর্বপ্রথম ঈমানেরই চেক করবে। একথা বলে মাওলানা সাহেব আমার হাত ধরে বসলেন এবং বললেন, ডক্টর সাহেব! আপনি আমার সাথে সফর করছেন। এ কথার উপরও আমার বিশ্বাস যে, আমরা সকলেই এক মা-বাপের সন্তান এবং রক্তের সম্পর্কের ভাই। এখন তো আপনি আমার সফর সঙ্গী। আর সফর সঙ্গির অনেক দায়িত্ব থাকে। তাই আপনার সাথে ভালোবাসার সাথে অন্তর থেকে বলছি যে, মৃত্যুর কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কখন চলে আসে তা জানা নেই। এর চাইতে উত্তম সময় আর হতেই পারে না। আপনি কলেমা পড়ে মুসলামান হয়ে যান।

আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনার কথা তো খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। আমি অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করবো। আর ধর্ম পরিবর্তন করা এতো সাধারণ ব্যাপার নয় যে, এতো দ্রুত ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবো। মাওলানা সাহেব বললেন, এই সিদ্ধান্ত খুব দ্রুতই নেওয়ার দরকার। ডক্টর সাহেব! আপনি আমাকে কষ্ট দিবেন না। এখনোই কলেমা পড়ে নিন।

আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আমাকে কিছু সময় দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, সময় শেষ হয়ে গেছে, এখনই কলেমা পড়ে নিন। এই জন্য যে, চারদিন পূর্বে আমেরিকা থেকে লিবিয়া যাওয়ার সময় একটি বিমান এক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে যায়। আল্লাহ না করুন আমাদের বিমানও যদি নামার সময় কোন এক্সিডেন্ট হয়, তাহলে আর সময় থাকবে কোথায়? দীর্ঘ সময় মাওলানা সাহেব আমাকে বুঝাতে থাকেন এবং বারবার অস্থির হয়ে বলতে থাকেন, দেরি করবেন না! জলদি মুসলমান হয়ে যান। জানি না আপনার মৃত্যু চলে আসে না আমিই মারা যাই। ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম। এর প্রমাণ হিসাবে মাওলানা সাহেব আমাদের দেশ ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনার উদাহরণ দিলেন যে, এখন থেকে পূর্বের সকল প্রধানমন্ত্রী সঠিক ছিলেন কিন্তু এখন বাজপেয়ীর বিধান মানতে হবে। কারণ তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। ইত্যাদি কথাগুলোতে আমার অন্তরকে তৃপ্ত করে দিলেন।

মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরক সম্পর্কে প্রশ্ন উঠালাম যে, মৃত্যুর পর মানুষ পচে -গলে যাবে, কে গিয়ে দেখেছে? তিনি প্রথমে সত্য নবী (সা.)-এর হাদিস ও সত্য কুরআনের কথা বললেন। অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ একটি মাছের ঘটনা শোনালেন। যার দ্বারা আমার বিষয়টি বুঝতে দেরি হলো না। হঠাৎ করে আমার দীর্ঘদিনের একটি প্রশ্ন মনে পড়লো। আমি মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলুন তো মুসলমানদের নিজ ধর্মের প্রতি এতো বিশ্বাস কেন? আমাদের হিন্দুদের মধ্যে এমন হয় না কেন? মাওলানা সাহেব উত্তরে বললেন, মানুষের ইয়াকীন ও বিশ্বাস সত্যের উপর হয় মিথ্যার উপর নয়। কারণ, মিথ্যার উপর মানুষের সন্দেহ থেকে যায়। কুরআন হল ইসলামী মূলনীতি। তার বাহক সর্বশেষ নবী (সা.) এবং তার জীবনী ইতিহাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সনদে আমাদের কাছে উপস্থিত আছে। তাই আমরা ইসলামের প্রতিটি কথার উপর অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। ইসলাম এবং কুরআন এমন সত্য নবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যাকে দুশমনেরাও ''সত্য আমানতদার" বলতো। এমনকি মানুষ তার নামই রেখে দিয়েছিল সত্য ও আমানতদার।

মাওলানা সাহেবের বারবার ইসলাম গ্রহণ করার এবং মুসলমান হওয়ার কথা আমার অন্তরে অনেক দাগ কাটল। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন করা এতো

সহজ কাজ ছিল না। তিনি যখন বারবার বলছিলেন আমি পেশাবের বাহানায় বিমানের টয়লেটে চলে গেলাম। টয়লেট থেকে ফিরে আমার আসনে না বসে একদিকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে লাগলাম যে, এই লোকটি আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নয়। আমার থেকে তার কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তিনি এমন শিক্ষিত ব্যক্তি যুক্তির সাথে কথা বলেন। আমি একজন ডক্টর শিক্ষিত মানুষ। বিষয়টি যেহেতু আমার কাছে শতভাগ পরিষ্কার, তাই আমাকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমাজ কি বললো আর না বললো, এ ধরনের চিন্তা করা মূর্খতা। এটা আধুনিক যুগ। কমপক্ষে আমার মতো সাইন্সে পি,এইচ,ডি, করা প্রত্যেক ব্যক্তিই শতভাগ স্বাধীন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই সৎব্যক্তির প্রেমপূর্ণ দাওয়াতকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার জন্য উচিত হবে না।

মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন যে, তিনি দুবাই সফরে খুবই ব্যথিত ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি যখন আসন থেকে উঠে চলে গেলেন তখন আমার মালিকের কাছে আবেগ আপ্লুত হয়ে দু'আ করলাম। হে আল্লাহ! আপনিই তো অন্তরকে পরিবর্তনকারী! আপনিই তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিন। আপনার ভাঙা দিলওয়ালা বান্দা খুবই ব্যথিত। আমার আল্লাহ! আপনি একটু আমার মনটাকে খুশি করে দিন।

প্রশ্ন. এরপর কী হলো?

উত্তর. এরপর আর কি হবে, সিদ্ধান্ত তো উপর থেকেই হয়েছিল। খুবই বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞার সাথে আসনে গিয়ে বসলাম। এখনও আমার সেই প্রতিজ্ঞার স্বাদ অনুভব হয়। যেমন কোন সৈনিক কোন এক জগত বিজয় করে বসলো। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আমাকে মুসলমান করে নিন। মাওলানা সাহেব আমার হাতে চুমু খেলেন এবং আনন্দের সাথে আমাকে কলেমা পড়ালেন এবং আমার ইসলামি নাম রাখলেন মুহাম্মদ কাসেম। আমাকে বললেন, এই ইসলাম আপনার মালিকানাধীন নয় বরং আমানত। আর আপনি হলেন কাসেম (বণ্টনকারী)। আমাদের নবী (সা.)-এর একটি উপাধি ছিল 'কাসেম'। এখন এই আমানতটি সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে। বিমান থেকে ঘোষণা হলো, আমরা দিল্লীতে পৌঁছতে যাচ্ছি। বিমান অবতরণ করলো। আমরা দুজনও একই দেশে একই ধর্মের

সাথে যমিনে নামলাম। আমার লাগেজ থেকে মিষ্টির ঐ প্যাকেটটিই বের করলাম যা পূর্বের ধর্মের গুরুর জন্য নিয়ে এসেছিলাম। সেই মিষ্টি ও চকলেট বের করে আনন্দের সাথে মাওলানা সাহেবের সামনে পেশ করলাম এবং আনন্দের সাথে ঘরে ফিরলাম।

এবার একটি চুটকি শুনাই। মাওলানা সাহেবের ফুলাত পৌঁছে মনে হলো আমার নাম প্রমুদের স্থানে উসামা রাখা উচিত ছিলো। তিনি আমাকে ফোন করে বললেন, ভুলে আপনার নাম মুহাম্মদ কাসেম রেখেছি। আপনি তো আপনার নাম উসামা রেখেছিলেন। আপনি আপনার নাম উসামা রেখে নিবেন। আমি বললাম, জি-না মাওলানা সাহেব! উসামা নাম রাখলে মানুষ আমাকে বাঁচতে দিবে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক নাম কাসেম। তা উসামা থেকে অনেক উত্তম। মাওলানা সাহেব হাসতে হাসতে ফোন রেখে দিলেন।

প্রশ্ন. আপনি কাসেম নামের কী দায়িত্ব পালন করেছেন?

উত্তর. আমি তো কোন হক আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমার একমাত্র ভাই যিনি আমেরিকায় থাকেন তিনি একজন বড় ডাক্তার। তার জন্য হেদায়াতের দু'আ করছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর চিঠি এলো যে, তিনি তার নার্সিং হোমের এক নার্স এর আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এবং ঐ নার্সকে বিবাহও করেছেন। এটা তার দ্বিতীয় বিবাহ।

প্রশ্ন. আপনার ভাবির পক্ষ থেকে কি কোন বাধা আসেনি?

উত্তরঃ ফোনে কথা হতো। শুরুতে তিনি খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। হিন্দুস্থানে ফিরে আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনে খুবই আশ্চর্য লাগলো যে, ঐ মুসলমান নার্সের সেবা ও আচার-আচরণে প্রভাবিত হয়ে তিনিও মুসলমান হয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন. আপনার কথাগুলো খুবই মজার। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমিনের মধ্যস্থানে হেদায়াত দান করেছেন। আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে, আপনারা দু'জন ওই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে?

উত্তর. মাওলানা সাহেব বলেছিলেন যে, উনার পীর মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) কাউকে বিমানে কলেমা পড়িয়েছিলেন।

প্রশ্ন. আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়া শোনার ব্যাপারে কী করলেন?

উত্তর. আমি গুড়গাও-এ একজন মাওলানা সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেছি। প্রতিদিন রাত্রে এক অথবা আধা ঘন্টার জন্য যাই। আল্লাহর শোকর যে, আমি কুরআন শরিফ পড়া শিখে ফেলেছি। জানাযার নামাযসহ পুরো নামায শিখে ফেলেছি এবং প্রতিদিন কোন না কোন কিতাব পড়ি।

প্রশ্ন. আপনার কি বিবাহ হয়েছে?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ মুম্বাইয়ের এক শিক্ষিত দীনদার মুসলিম পরিবারে আমার বিবাহ হয়েছে।

প্রশ্ন. ডক্টর সাহেব! আপনার অনেক অনেক শুকরিয়া আপনি কি 'আরমুগানের' পাঠকদের জন্য কোন পয়গাম দিবেন?

উত্তর. আমার পয়গাম শুধু এতটুকুই যে, ইসলাম যেহেতু একটি সত্যধর্ম তাই এই সত্য সবার জন্য। একে সবার কাছে পৌঁছানো উচিত। মানুষ তো সত্যের সামনে দূর্বল হয়ে যায়। তার দূর্বলতা হলো, সে সত্যকে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর. আসলে ধন্যবাদ তো আপনাকে দেওয়া উচিৎ। কারণ, আপনি অনেক সম্মান দিয়েছেন, ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, মার্চ ২০০৫ ইং

তৈয়ব ভাই (রামদীর)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমার বিনীত আবেদন, প্রত্যেক ঈমানদারকে তার মর্যাদা বুঝতে হবে যে, সে একজন ঈমানদার ও মুসলমান। এজন্য তিনি যেখাবেই থাকবেন তাকে খেয়াল রাখতে হবে সে রহমাতুল্লিল আলামীন নবী (সা.)-এর একজন উম্মত। তাকে নিজেকে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহক মনে করতে হবে। নিদেনপক্ষে তিনি যেখানেই থাকুন, মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচাবেন। অন্যের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করবেন। তিনি যখন অন্যের কথা চিন্তা করবেন তখন তিনি নিজেই সব সময় প্রত্যেকেই যাতে ঈমানের সাথে মারা যেতে পারে সেজন্য চিন্তা করবেন।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তৈয়ব : ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. মাসিক আরমুগানের নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতা কয়েক মাস থেকে চলে আসছে। এজন্য আমি আপনাকে এখানে আসার জন্য কষ্ট দিয়েছি। আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আব্বার সাথে বেশ কিছুদিন যাবত কথা হচ্ছিল। আর আব্বার সঙ্গে আপনার কোন কাজও ছিল। এজন্য আপনাকে সোনীপথ থেকে ডেকে পাঠিয়েছি আমি। এতে করে আপনার কাজও হয়ে যাবে আর আমি সেই সুযোগে সাক্ষাৎকারটিও গ্রহণ করে নেব।

উত্তর. হাঁ, হযরত আমাকে তিন-চার দিন আগেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেছিলেন।

প্রশ্ন. আপনি ভাল আছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! ভাল আছি।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার নাম ছিল রামদীর বিন আজব সিং। আমরা সাত ভাই-বোন। দু'জন মারা গেছেন। বর্তমানে আমরা তিন ভাই ও দু'বোন বেঁচে আছি। আমি মুজাফফরনগর জেলার কাকড়া নামক জায়গায় বসবাস করি এবং অস্টিয় ইন্টার কলেজ শাহপুর থেকে হাইস্কুল করেছি। আমার পিতা একজন শরীফ ও সজ্জন কৃষক। সেই সাথে আমাদের খান্দান খুবই ধার্মিক হিন্দু খান্দান। হিন্দু জাট বংশের সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তর. আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এক আজীব ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম গ্রহণের কোন কল্পনাও আমার মাথায় ছিল না। লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া ও স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর জীবন একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় জঙ্গলে থাকা এবং মানুষকে উত্যক্ত করা ও নেশা করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এলাকার বদমাইশদের সাথে ছিল আমার সম্পর্ক। পশু ব্যপারীদের পথের মধ্যে থামিয়ে টাকা-পয়সা ছিনতাই করে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। ঘর ও মহল্লার লোকেরা আমার ভয়ে খুব পেরেশান ছিল। শেষে আর না পেরে বাড়ির লোকেরা আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে অস্বীকার করি এবং টিউবওয়েল বসিয়ে ক্ষেত-খামার করার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের জমি বরাবর একজন আনসারীর পুরাতন টিউবওয়েল বন্ধ অবস্থা পড়েছিল। আমি তা ঠিক করার জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করি। অবশেষে তা ঠিক হয়ে যায়। আমি মোটার ও পাখা ধার নিই এবং চুরি করে বিদ্যুৎ কানেকশন নিই। কিন্তু টিউবওয়েল থেকে পানি ওঠেনি। আমি চালাবার খুব চেষ্টা করি। ট্রাক্টরের সাহায্যে পাম্প চালাই। কিন্তু আমি সফল হতে পারিনি। অবশেষে প‍িতের কাছে যাই। তিনি টিউবওয়েলের নামে কিছু উৎসর্গ করতে বলেন। আমার কাছে কিছু ছিল না। হাত ছিল একেবারে খালি। আমার মনে হল যে, দেবতা ভাঙ পেলে খুশি হন। আমি ভাঙ পিষে তার ওপর দিলাম। এরপরও পানি এল না।

একবার রাত্রিবেলা সামনের জমির আনসারী (ইয়াসীন) ও আমার পাশে ছিলেন। আমরা দু'জনে টিউবওয়েলের কাছে মাটির ওপর শুয়েছিলাম। ইয়াসীন বলতে লাগল, আজ যদি টিউবওয়েলে পানি ওঠে তাহলে আমি

দু'রাকআত নামায পড়ব। আমি বললাম, তুমি দু'রাকআতের কথা বলছ, 'আমি চার রাক'আত পড়ব। অধিকাংশ সময় রাত্র সাড়ে দশটার দিকে বিদ্যুৎ এসে যায়। কিন্তু ঐ রাত্রে ১২টা বেজে ৪৫ মিনিটে বিদ্যুৎ আসল। আমি ইয়াসীনকে কানেকশন দেবার জন্য বললাম। সে বলল, তুমিই দাও। আমার বিদ্যুতে ভয় লাগে। আমি কানেকশান লাগাতেই টিউবওয়েল থেকে পানি উঠতে শুরু করল এবং আড়াই মিটার দূরে গিয়ে পানি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল ও সামনের রাস্ত্মার ওপর পানি পড়তে থাকল। আহমদ ভাই! শুকনো মাটি হওয়া সত্ত্বেও নিক্ষিপ্ত পানির আঘাতে প্রায় দেড় মিটার গর্ত হয়ে যায়।

ভোরে যখন মহল্লাবাসী দেখল যে, এরা কৃতকার্য হয়ে গেছে তখন সকলে একত্রে এল এবং টিউবওয়েল বন্ধ করে দিল। তারা বলল, এই লাইন থেকে আমরা তোমাদের টিউবওয়েল চালাতে দেব না। নিজেদের লাইন মঞ্জুর করাও। টিউবওয়েল বন্ধ হবার পর ইয়াসীন আমাকে নামাযের জন্য বলতে থাকল। সে আমাকে বলর, তুমি চার রাক'আত পড়বে বলেছিলে। এখন তোমার পড়া উচিত যাতে কখনো টিউবওয়েল খারাপ না হয়। আমি বললাম যে, চল পড়ছি। আমরা কবীরপুর ক্ষেতের নিকটবর্তী এক গ্রামের মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছিলাম। ইয়াসীন আমাকে বলল, নিজেদের টিউবওয়েলে ওযু করব। আমরা ওখানে এলাম। ইয়াসীন ওযু করল এবং আমাকে ভাল করে গোসল করাল। এরপর আমরা নামায আদায় করি। নামাযের পর ইয়াসীন বলতে লাগল, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমি তোমার বিদ্যুৎ মঞ্জুর করিয়ে দেব। আমি বললাম, আমার কারণে মুসলমানরাও পেরেশান। তারা আমাকে কোথায় রাখবে। ইয়াসীন বলল, তুমি যখন মুসলমান হয়ে যাবে তখন তুমি ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি তুমি ঠিক নাও হও তবু মুসলমানরা তোমাকে রাখবে। আর মুসলমানরা যদি নাও রাখে তবুও মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে রাখবেন। আমি ইয়াসীনকে বললাম যে, তুমি আমাকে হারসূলী মাদরাসায় নিয়ে চল। আমি ওখানে এটা জানব যে, আমি মুসলমান হব কি না?

আমরা দু'জনে সেখানে পৌঁছলাম। মাওলানা আনীস সাহেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। আমি তার থেকে মুসলমান হওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, মুসলমান এভাবে হয় না বরং জামা'আতে গিয়ে

নামায প্রভৃতি শিখতে হবে। তুমি চিল্লা দাও এবং দিল্লী মারকাযে চলে যাও। আমি বললাম, আমার তো কিছু জানা নেই। তুমিই পাঠিয়ে দাও। তিনি ফোনে মুজাফফরনগর মারকাযের সঙ্গে কথা বললেন এবং মুজাফফরনগর যেতে বললেন। সে সময় আমি তৈরি ছিলাম না। সেজন্য আমি পরদিন যাওয়ার ওয়াদা করলাম। যাবার আগে আমি মাকে বললাম, ঘরের লোকেরা আমার কারণে খুব পেরেশান। এজন্য আমি তো যাচ্ছি এবং মুসলমান হয়ে যাব। মা বললেন, ঠিক আছে। যাও, কিন্তু খেয়ে তো যাবে। আমি খানা খেয়ে এবং দুই গণ্ডাস দুধ পান করে পথে একজনের থেকে সাত শ' টাকা নিয়ে মুজাফফরনগর পৌঁছি। সেখানে মারকাযে মাওলানা মূসা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমাকে বললেন, এখানে তো কোন জামা'আত যাচ্ছে না। তুমি ফুলাত চলে যাও। ফুলাত থেকে জামা'আত যায়। আমি ফুলাত যাই। সেখানে আব্বা ইলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সন্ধ্যাবেলায় হযরতের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। হযরত আমাকে কলেমা পড়ান। এরপর আমার জীবনের অবস্থা অবগত হন।

তিনি যখন আমার অবস্থা শুনলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, ঈমান ও ইসলাম আসলে ঈমান ও শান্তির মধ্যে, নিরাপত্তার মধ্যে নিজে থাকা এবং অন্যকেও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখার নাম। এজন্য এখন তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। তুমি যদি চাও যে, নিজেও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে এবং এই দুনিয়ার পর চিরস্থায়ী জীবনেও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে, তাহলে জরুরী হলো, তুমি এভাবে জীবনযাপন কর যেন তোমার দ্বারা কেউ কষ্ট না পায় এবং সকল মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম হয়ে যাও। এজন্য সর্বপ্রথম তোমাকে নেশা থেকে সত্যিকার তওবাহ করতে হবে। এজন্য যে, সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ নেশা অবস্থায় মানুষকে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে। হযরত আমাকে বললেন, তুমি চৌধুরী মানুষ। চৌধুরীরা বাহাদুর হয়, সাহসী হয়। একজন যুবক যদি পাক্কা এরাদা করে, সংকল্পবদ্ধ হয় তাহলে পাহাড় থেকে দুধের নহর বইয়ে দিতে পারে। একজন যুবক মানুষ যদি পাক্কা ইচ্ছা করে তবে নেশা ছেড়ে দেয়া কোন কঠিন কাজ নয়। মাওলানা সাহেব আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, পাক্কা এরাদা কর, কঠিন সংকল্পে আবদ্ধ হও আর কোন নেশা

করবে না। এখন তুমি ঈমানওয়ালা মুসলমান হয়ে গেছ। এখন তো নেশা তোমার জন্য বড় অপরাধ! আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে ওয়াদা করলাম। আহমদ ভাই! নেশা আমার এমন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, আমি ভাবতাম, এই অভ্যাস আমার জীবনসাথী হয়ে গেছে। আমি ভাবতেও পারতাম না, নেশার ছাড়ার ইচ্ছা করার হিম্মত আমার হবে! কিন্তু হযরতের সামনে আমি যখন ওয়াদা করলাম তখন এই নেশা ছাড়াটা আমার জন্য একদম সহজ হয়ে গেল। সম্ভবত এ আমার ঈমানের বরকত ছিল। আমার আল্লাহ আমাকে হিম্মত দিলেন, আর এই অভিজ্ঞতা আমাকে শুধু বহু অন্যায় ও মন্দ থেকে বাঁচায়নি বরং আমার দিলে এ কথা বসে গিয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিরাট হিম্মত দান করেছেন। পাক্কা এরাদা করত মানুষ অনেক বড় থেকে বড় কাজ করতে পারে। এই প্রত্যয় নিয়ে আমি জানি না কত মানুষকে নেশা, বিড়ি, সিগারেট ছাড়িয়েছি। পাঁচ-ছয় জনকে জুয়া ও তাস ছাড়িয়েছি, দু'জনকে মহিলাদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ত্যাগ করিয়েছি। সব আমার আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। মাওলানা সাহেব আমাকে মীরাট পাঠিয়ে আমার এফিডেভিট করিয়েছেন। ঘটনাক্রমে পরদিন ফুলাত থেকে জামা'আত যাচ্ছিল। আমি তাঁদের সাথে চলে যাই। সেখানে নামাযসহ অন্যান্য জিনিস শিখি। এরপর চিল্লা পুরো করে ফুলাত ফিরে আসি। হযরতের সঙ্গে সাক্ষৎ ঘটে। হযরত জিজ্ঞেস করেন, এই জীবন ভাল না ইসলাম-পূর্ব জীবন? আমি বলি যে, হযরত! আমি তো অনেক শান্তি পেয়েছি। এই চল্লিশ দিনে নেশা তো দূরের কথা কোন নেশাখোরও আমার পাশ দিয়ে যায় নি! আর আমার স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে গেছে। আমার এই জীবন তো খুব ভাল লেগেছে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় থাকতে চাও? আমি বললাম, আপনি যেখানে বলবেন। তিনি আমার লেখাপড়া সম্পর্কে জানতে চান। আমি বলি। তিনি বললেন, পড়াতে পারবে? আমি বলি, ছোট বাচ্চাদের পড়াতে পারি। হযরত আমাকে সোনীপথে পাঠিয়ে দেন।

এক বছর পর সকোতীতে আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়ে আলহামদুলিল্লাহ! খুব দীনদার ও লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে হয়। তারা সকোতী টাণ্ডার অধিবাসী। সকোতী টাণ্ডায় আমাদের বহু হিন্দু আত্মীয়-স্বজন থাকে। এই চিন্তায় যে তারা না জানি কোন ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি

করে। হযরত আমার বিয়ের প্রোগ্রাম খাতুলীতে আমার সাতুর ঘর থেকে বানান। তারা মেয়ে নিয়ে খাতুলী আসেন। দু'তিনজন মানুষ নিয়ে আমাকেসহ খাতুলী যান এবং আলহামদুলিল্লাহ সহজ-সরল অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে সুন্নত মুতাবিক বিয়ে ও বিয়ে পরবর্তী রুখসতী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আমার পিতাও আমার সাথে আমার বিয়েতে শরীক ছিলেন। তিনি খুব খুশি ছিলেন। হযরত মাওলানার (কালীম সাহেবের) বারবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলেন আর বলছিলেন, আপনি আমার ছেলেকে শুধরে দিয়েছেন। তার কারণে গোটা এলাকা পেরেশান ছিল। আমরা ছিলাম অসহায়। ফুলাতে রুখসতী অনুষ্ঠান হলে আমার মা'ও আসেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি বারবার আমার স্ত্রীর মাথায় চুমু খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন কেমনতরো সুমনী বেউ আমার মালিক আমাকে দিয়েছেন। আমার স্ত্রীও দু'দিনের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমার মা'র খুব খেদমত করেন। প্রথমেই বেশ ভাল পরিবারে বিয়ে হওয়ায় আমার ভিত্তি মজবুত হয় এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দেবার ক্ষেত্রে বিরাট শক্তি পাই। আমার পিতা যখন জানতে পারলেন যে, মাওলানা সাহেব সকোতীতে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের ফেতনার আশংকায় ভয় পেয়ে খাতুলীতে মেয়ে এনে বিয়ে পড়িয়েছেন তখন তিনি মাওলানা সাহেবকে বলেন, মাওলানা সাহেব! আপনি যদি প্রথমেই আমাকে বলতেন, আমরা কারুর ঘেরাওর মধ্যে থাকতাম না। ঐ বেচারাদের ঘর থেকে বের করেছেন। আমরা নিজেরাই বরযাত্রী নিয়ে সকোতী যেতাম। আমার ছেলে কোন অন্যায় তো করে নি। মুসলমান হয়েছে তো কী হয়েছে? সে তো ভালই করেছে! কী ছিল আর কী হয়েছে? আমি সাত পুরুষ পর্যন্ত আপনার অনুগ্রহ শোধ করতে পারব না। আমার গ্রামের লোকেরা তার মুসলমান হবার পর পঞ্চায়েত বসিয়েছে যে, তোমার ছেলে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তার ওপর কঠোর হও, তাকে শাসন কর। আমি তাদেরকে সাফ সাফ বলে দিয়েছি, সে ধর্মভ্রষ্ট হয়নি বরং ধার্মিক হয়েছে। ধর্ম যার যার ব্যাপার। আমি আপনাদের ভেতর কারুর দয়ায় খাই না। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করবে তো ক্ষেত-খামার ও বাড়ি-ঘর বিক্রি করে আমিও পরশু যাচ্ছি এবং অমার ছেলেদের নিয়ে আমিও মুসলমান হয়ে যাব। যখন এ রকম অবাধ্য ও বেঁকে যাওয়া একজন মানুষ

মুসলমানরা এভাবে শুধরে দিয়েছে, সজ্জনে পরিণত করেছে তখন আমার মধ্যেও সংশোধন আসবে। কিছু লোক কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে গালি দিতে থাকে। আমি তখন পঞ্চায়েত থেকে উঠে চলে আসি। আমি বলি এখনই এস.পি.এর কাছে গিয়ে রিপোর্ট লেখাব। কিছু লোক আমাকে বাধা দিল এবং এরপর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল যে, আমরা তোমার ভালর জন্য পঞ্চায়েত করছিলাম। মানুষের মধ্যে হিম্মত থাকা দরকার। আমি যখন গ্রামের লোকদের ভয় পাই না তখন সকোতীওয়ালাদের ভয় কিসের? হযরত বললেন, ভয় তো আমরাও পাই না। কিন্তু বিয়েতে কোন কথা হলে এর স্বাদ নষ্ট হত।

এখন আমি আমার স্ত্রীর সাথে সোনীপথে থাকছি। আমার প্রতিবেশীরা খুবই ভাল লোক। সকলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং আমাকে সম্মান করে। তারা আমাকে খুব ভালবাসে। আমার প্রতি লক্ষ্য রাখে। আসলে আমি যখন সোনীপথে আসি তখন মাদরাসার লোকেরা আমার জন্য ঈদগাহ কলোনীতে ভাড়ায় একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সবাই জানত, দু'মাস আগে আমি ইসলাম কবুল করেছি।

নামাযের পাবন্দী ও তসবীহ-তাহলীল আদায় করতে দেখে লোকে লজ্জা পায় আমাকে। আমার স্ত্রীকে নিয়ে মহিলাদের মধ্যে তা'লীম শুরু করেছি। আমি নিয়মিত গাশ্‌ত করাতাম। ক্রমান্বয়ে আমার প্রতিবেশীরা নামায পড়তে শুরু করেছে। বহু বাচ্চাকে আমি মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নামাযের পাবন্দ হয়ে গেছে। তারা আমাকে খুব সম্মান করে। মহল্লা ও মাদরাসার লোকেরা আমাকে যেভাবে ভালবাসে সেই ভালবাসা আমি আমার নিজের ঘরের লোকদের থেকেও পাইনি। এ শুধুই আমার আল্লাহর মেহেরবানী এবং আমার ঈমানের বদৌলতে।

প্রশ্ন. ইসলাম কবুলের পর আপনাকে কোন ধরনের পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়েছে?

উত্তর. আহমদ ভাই! আমার হযরত আমাকে কলেমা পড়িয়েছিলেন। সে সময় তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আসলে ঈমান ও ইসলাম নিজে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকা এবং অন্যকে নিজের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখার নাম। ইসলাম মানেই শান্তি ও নিরাপত্তা

এবং আহমদ ভাই! আমি এটা বলতে ভুলে গেছি যে, হযরত বলেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা ঈমান ও ইসলাম থেকেই এসেছে। ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে দুনিয়ার কোন মানুষের না শান্তি ও নিরাপত্তা নসীব হতে পারে, আর না দুনিয়ায় ঈমান ও ইসলাম ছাড়া কারো শান্তি ও নিরাপত্তা মিলতে পারে। এতে আমি হযরতকে বলেছিলাম যে, সমগ্র দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা ও টিভিতে যেসব খবর প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় তাতে বোঝা যায় যে, মুসলমানরা সারা দুনিয়ার স্বস্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং তারা ইসলাম ও জিহাদের দ্বারা গোটা দুনিয়াকে আতংকের অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করছে। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, এটা ভুল ও মিথ্যা অপপ্রচার। কিছু অত্যুৎসাহী মুসলমানের ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে কতকগুলো সিদ্ধান্তের দ্বারা ফায়দা তুলে ইসলামবিরোধী মানুষ ইসলাম ও মুসলমানদের ভুল চিত্র পেশ করছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করছে। মাওলানা সাহেব চতুর্দিকে উপবিষ্ট গোটা দশেক লোকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করান যে, এরা সবাই সেই দিনগুলোতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ইসলামের রহমতের ছায়ায় এসেছে। তিনি কুরআন পাকের আয়াত পড়ে বলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে গোটা মানবজাতির হত্যার তুল্য বলেছেন এবং কুরআন পাক পরিষ্কার ঘোষণা করেছে :

"আল্লাহ্ নিশ্চিয়ই অরাজকতাকে পছন্দ করেন না।"

কুরআনকে যারা মানে তারা সন্ত্রাসী হতে পারে না। ইসলাম রহমত ও নিরাপত্তার ধর্ম। মাওলানা সাহেব বলেন, আমরা তো পুরুষানুক্রমে মুসলমান। এজন্য পুরানো মুসলমানরা কেবল নামের ও প্রথাসিদ্ধ মুসলমান। যখন কোন শরীরে রক্ত খারাপ হয়ে যায় তখন জীবনকে স্বাভাবিকের ওপর আনতে এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য রক্তের প্রয়োজন। এই দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নতুন রক্তের অর্থাৎ ভেবে-চিন্তে কুরআন মজীদের ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমের প্রয়োজন। এজন্য আপনাদের ওপর যিম্মাদারি বেশি এবং আল্লাহর শোকর যে নতুন লোকে এই কাজ করছে। তিনি বলেন যে, ইরাক ও সৌদি আরবে মুসলমানদের হত্যাকারী এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যরা ইসলাম গ্রহণ করছে, মুসলমান হচ্ছে। তাদের ইসলাম কেমন তার কিছু কাহিনী তিনি শোনান।

আমি বলছিলাম যে, আল্লাহর শোকর, আমি ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছি। ইসলামের আগে আমি ঘরের ছায়া থেকে মাহরুম ছিলাম। মানুষকে জ্বালাতন করতাম, পীড়ন করতাম, বনে-জঙ্গলে থাকতাম, লড়াই করতাম, মারামারি করতাম। ঝগড়া-ফাসাদ ছিল আমার কাজ আর মুসলমান হবার পর দুনিয়ার যেই ঘরেই যাই না কেন আমি ভালবাসা পাই, স্নেহ পাই। মানুষ আমাকে সম্মান করে। সম্ভবত আমি এমন মুসলমান যে, ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হইনি। আমার হিন্দু খান্দানের পক্ষ থেকে কোনরূপ বিরোধিতার পরিবর্তে আমি সম্মানিত হয়েছি। এখন তারা আমার কথা সম্মানের সঙ্গে শোনে। বিপদ-আপদে ও সমস্যা-সংকটে পরামর্শ নেয়। আমার আল্লাহ্ আমার মত একজন বখে যাওয়াকে কেমন শুধরে দিয়েছেন। আমি আমার জানও যদি দিয়ে দিই তবুও এর শোকর আদায় করতে পারব না। আল্লাহর শোকর যে, আমাকে কোন রকম পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়নি। কেননা আমার প্রশিক্ষণ ভাল আলেম-উলামার ওপর ন্যস্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর আমি যেই প্রশান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছি সে সম্পর্কে আমি কখনো ভাবতেও পারিনি, পারতাম না। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তাঁর নে'মতের দরজা খুলে রেখেছেন। আমি তো কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমার জীবন এত সুন্দর হবে। আমি দো'আ করি, আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে আমার মত জীবন দান করেন।

প্রশ্ন. আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে কি দেখা-সাক্ষাৎ হয়? তাদের কখনো দাওয়াত দিয়েছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনেই বাড়ি যাই। আমার মা'র ওপর তার বাড়ির লোকদের প্রেসার আছে। নইলে তিনি ভেতর থেকে মুসলমান হয়ে গেছেন। একবার তাঁকে আমি কলেমাও পড়িয়েছি। আমার এক ভাই হযরতের কাছে আসেন। সে হযরতকে খুব ভালবাসে। আমার মনে হয় সম্ভবত হযরত তাকে কলেমা পড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সে মন্দিরে একেবারেই যায় না। তার ছোটটি আলহামদুলিল্লাহ সোনীপথ এসেছে এবং একজন ভ্রাতুস্পুত্রসহ দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। একজন চিল্লায় গেছে, আরেকজন কিছুদিন পর ইনশাআল্লাহ জামা'আতে যাবে। আমার আশা, আমার বহু বন্ধু-বান্ধবও

মুসলমান হয়ে যাবে। তারা নিজেরা আমার অবস্থাদৃষ্টে হযরতের সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহী। আপনিও দো'আ করুন যখনই আমার ইসলামের কথা মনে হয় আমার সমস্ড় আত্মীয়-স্বজনের ও বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে হয়। আমি অন্তর দিয়ে তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করি।

প্রশ্ন. আরমুগানের মাধ্যমে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোন পয়গাম দিতে চাইবেন?

উত্তর. হাঁ, এই পয়গাম দিতে চাইব যে, ইসলামের ভেতর খুবই শান্তি রয়েছে। ইসলাম এক বিরাট বড় নেয়ামত। আর যে নিয়মিত নামায পড়বে, এর পাবন্দী করবে সে এই নেয়ামত লাভ করবে। আর যে ফর্মালিটি পূরণ করবে সে এর থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে কিছুই পাবে না। আমি এই পয়গামই দিতে চাইব যে, আমরা সকল মুসলমান নামাযের পাবন্দী করি এবং এর মূল্যায়ন করি। ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকি, আহ্বান জানাই। জানা নেই আল্লাহ তা'আলা কাকে মাধ্যম বানিয়ে সাফল্য ও কামিয়াবীর রাস্ড়া খুলে দেন। সবচেয়ে' জরুরী কথা হল এই, দুনিয়াতে শান্তি, নিরাপত্তা ও দুশ্চিন্তাহীন জীবন পেতে হলে দুনিয়ার মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আসা প্রয়োজন। এ কেমন জুলুম, যে' মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মকে ধ্বংস, সন্ত্রাস মনে করতে শুরু করেছে। এতে শয়তান ও শয়তানের চেলাদের মানুষকে ইসলাম ও জান্নাত থেকে দূরে রাখার চক্রান্তের ভূমিকা রয়েছে। আর মুসলমানদের অবস্থাও তাদেরকে সাহায্য করছে। আপনি এলাকার জেলগুলোতে গিয়ে দেখুন, দেখবেন অধিকাংশ কয়েদী মুসলমান। অথচ জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু। আমি যখন দু'একবার মুজাফফর নগর জেলে গিয়েছি তো সেখানে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, কয়েদীদের ৭৬% মুসলমান। যেখানে আমাদের জেলায় মুসলমানের সংখ্যা সম্ভবত শতকরা ৩০ অথবা ৩৫% হবে। মুসলমানদের এই খারাপ ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ালে ষড়যন্ত্রকারী লোকেরা লোকের সামনে থেকে ইসলামকে দূরে রাখার জন্য এটা করে থাকে। এর ফলে দুনিয়াটা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমার আবেদন, প্রত্যেক মু'মিনের তার মর্যাদা বোঝা দরকার, বোঝা উচিত। কেননা সে ঈমানদার ও মুসলমান। সেজন্য সে যেখানেই থাকুক তাকে খেয়াল রাখতে হবে সে রহমাতুল্লিল আলামীন নবী (সা.)-এর উম্মত। তার নিজেকে শান্তি ও

নিরাপত্তার বাহক মনে করা উচিত। কমপক্ষে সে যেখানে থাকবে মানুষকে অনিষ্ট ও মন্দ থেকে বাঁচাবে, অন্যের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার চেষ্টা করবে। যখন অন্যের চিন্তা করবে তখন সে নিজে সবসময় প্রত্যেকের মৃত্যু যেন ঈমানের ওপর হয় সেজন্য চিন্তা করবে। আমরা যদি আমাদের ইসলামের মর্ম বুঝি আর মানুষকে আসসালামু আলাইকুম-এর অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেই যে, ইসলাম সালামকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছে, তাহলে ব্যস! ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত চিত্র মানুষের সামনে এসে যাবে। এ দিকটা নিয়ে খুব ভাবা দরকার। ইসলামের অর্থই তো হল এই যে, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। চতুর্দিকে থেকে তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। একে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেন। এরপর এই দ্বীন যারা মানে, অনুসরণ করে তারা কিভাবে জালিম হতে পারে? কীভাবে সন্ত্রাসী হতে পারে?

প্রশ্ন. শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর. ওয়া আলায়কুমুস-সালাম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, মার্চ ২০০০ইং

বোন জামিলা (পুষ্প)-র সঙ্গে
একটি সাক্ষাৎকার

> আমার পয়গাম, আমরা একে অন্যের কল্যাণ কামনা করি। হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি, সুসম্পর্ক বজায় রাখি, বিভেদ ও দূরত্বের সীমারেখা ধ্বসিয়ে দিই। হিন্দু সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে অধীর আগ্রহী। কাছাকাছি হই। লোকে দলে দলে ইসলামে চলে আসবে।

বোন শাহনাযের আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টায় নওমুসলিমা বোন জামিলাকে গরীবখানায় আসার দাওয়াত জানিয়েছিলাম। মাওলানা যুলফিকার আলীর শ্যালিকা আফসানা সাহেবার সাথে বোন জামিলা এসেছেন। সালাম ও দো'আ বিনিময়ের পর চা পান কালেই বোন শাহনায কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান। আমি তখন বললাম, "আরমুগান ও আল্লাহ কী পুকার" পত্রিকায় যে সমস্ড় ভাই-বোন নিজের মূলের দিকে অর্থাৎ ঈমানের দিকে ফিরে এসেছেন তো মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য তাদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। আর এর সীমাহীন ফলাফল সামনে আসছে এবং এটা খুব জনপ্রিয়ও বটে। বোন শাহনায বলেন যে, কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সৌদি আরব, ব্রিটেন, আফ্রিকায়ও এসব সাক্ষাৎকার সীমাহীন জনপ্রিয় এবং মানুষ এর থেকে উপকৃত হচ্ছে। মানুষ নিজ ব্যয়ে এগুলোর কপি করে বণ্টন করে থাকে। তখন বোন জামিলা তৈরি হলেন, অন্যথায় তার দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমি যা কিছুই হই আল্লাহর জন্য হয়েছি এবং এর জন্য আল্লাহর দরবারে পুরস্কারের প্রত্যাশী। দুনিয়ার নাম-ধাম ও খ্যাতিও আমার কাম্য ও কাঙ্খিত নয়।

নিয়ম মাফিক আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল :

প্রশ্ন : আপনার পূর্বের নাম কী ছিল?

উত্তর : আমার পূর্বের নাম ছিল পুষ্প।

প্রশ্ন : আপনার পিতার নাম?

উত্তর : আমার পিতার নাম শিবরাম ভগত, মা'র নাম সুমী বাঈ।

প্রশ্ন : কোন পরিবারের সঙ্গে আপনি সম্পর্কিত এবং সেটি কোথায়?

উত্তর : আমার সম্পর্ক পাঞ্জাবের রাজপূরা জেলার পাতিয়ালার ভগত খান্দানের সঙ্গে। আমরা তিন বোন।

প্রশ্ন : আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কেন? আপনার পুরানো ধর্ম কিভাবে ছাড়লেন?

উত্তর : এর সোজা-সাপ্টা জওয়াব হল এই যে, আমার আল্লাহ আমাকে ভালবাসতেন। আমার প্রভু, প্রতিপালক আমাকে দয়া প্রদর্শন করলেন, আমাকে ঈমানের সম্পদ দানে ধন্য করলেন, কুফরকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। বাহ্যিকভাবে "মুসলিম মহিলাদের সতর ঢাকা" আমার ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়। বোনটি আমার! আমার কাহিনী বড়ই দীর্ঘ! আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবেন কী?

বোন শাহনায, বোন আফসানা ও আমি তিনজই সমস্বরে বলে উঠলাম : হ্যাঁ

উত্তর : (জীবনের পাতাগুলো একের পর এক উল্টাতে শুরু করলেন)

আমাদের পরিবার ছিল দরিদ্র পরিবার। আমার খালার বিয়ে হয়েছিল এক বড় পরিবারে। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ২০ বছর। আমার খালা ভাবলেন যে আমার বোন-ঝিও যদি বড় পরিবারে এসে যায়। সেজন্য তিনি আপন দেবরের ছেলের সঙ্গে, আমার বিয়ে দেন যিনি সি.বি.আই. অফিসার ছিলেন। আমার মা ধনী-গরিবের ভয়ে ভীত হবার কারণে এ বিয়েতে খুব একটা রাজী ছিলেন না। এক ধরনের জোর-যবরদস্ড়ি করেই এ বিয়ে হয়। বিয়ের পর জানতে পারি যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে সে অত্যন্ত বেপরোয়া স্বভাবের ও মদ্যপ। শ্বশুরবাড়িতে আমার অবস্থা ছিল চাকর-বাকরের চেয়েও খারাপ। কাঠের পুতুলের মত আমাকে শ্বশুরবাড়িতে ঘুরানো হত। ১৯৮০ সালে আমার বিয়ে হয় এবং ১৯৮৩ সালে আমার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেসময় আমি অত্যন্ত করুণ দশায় হাসপাতালে ছিলাম। আমার মা'ও আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেচারী আর কী-ইবা করতে পারতেন। অবস্থা এমনটাই ছিল যে আমি লোকের থালা-বাসন ধুয়েছি, ঘর-দোর ঝাড়ু পর্যন্ত দিয়েছি। ইতোমধ্য আল্লাহ আমাকে দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা হবার তৌফিক

দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তীক্ষ্ণ মেধা দান করেছিলেন। ১৯৮০ সালে ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে আমি এক সেলাই কারখানায় কাজ শুরু করি। সেখান থেকেই আমার ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারখানাটি ছিল জনৈক হিন্দুর কিন্তু এর কর্মচারী ও শ্রমিক ছিল মুসলমান এবং বেরেলভী মুসলমান। আমি শাড়ি পরে কারখানায় যেতাম। হাতাবিহীন বণ্ডাউজ পরতাম। একদিন এক শ্রমিক আমাকে বলল, "বোনজী! আপনি আমাদের ঈমান খারাপ করছেন।"

আমি বললাম, "ঈমান কী?"

সে বলল, "আমরা মুসলমান! আমাদের এখানে মুসলিম মহিলারা পর্দা-পুশিদা মেনে ও শরীর ঢেকে চলে। এজন্য পুরুষদের ঈমানও নিরাপদ থাকে, মহিলাদের ঈমানও নিরাপদ থাকে।"

আমি বললাম, "ঈমান কী?"

সে বলল, "এক কলেমার নাম যা পড়ান হয়।"

আমি বললাম, "ওরা তো মুসলিম মহিলা। তারা তাদের ধর্মের কারণে এরূপ চলে।"

মুসলমান শ্রমিকটি খুব দরদভরা কণ্ঠে বলল, "বোনজি! আপনি যেই হন ও যাই হন, আমার দিল চায় যে আপনিও আমাদের মা-বোনদের মত কাপড় পরুন।"

আমার মনে তার ঈমান ও পর্দা-পুশিদার কথা ধরল। আমি ভাবতে থাকি যে, কেমন সুন্দর ঈমান তার আর তাদের ওখানে মেয়েদের কতটা সম্মান করা হয়। আমার দিল অস্থির হয়ে উঠল। ঐ শ্রমিকটির ঈমানের ভেতর আসার জন্য। পরদিন আমি সেই শ্রমিকটিকে বললাম, "ভাই! আমি তোমার ঈমানের ভেতর আসতে চাই। আমাকে কী করতে হবে?"

সে বলল, "একটি কালেমা আছে যা পড়তে হবে।"

আমি বললাম, "আমাতে তাড়াতাড়ি পড়াও।"

বলল, "আমি তো পড়াতে পারি না। আমাদের বাবা পড়াবেন। তিনি অমুক দিন আসেন।"

এখন আমাকে সেই অমুক দিনের অপেক্ষা করতে হল অধীরভাবে।

আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে সেই দিন এসে গেল। এক লম্বা চোগা এবং গলায় বিভিন্ন ধরনের রকমারী মালা ও টুপি পরিহিত বাবা কারখানায় এলেন। তিনি রুমাল ধরিয়ে আমাকে বলতে বললেন, "সাল্লী আলী কা ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আল্লাহ! ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আলী। আল মদদ কর মদদ। (বোন জামীলা যখন এই কলেমা শোনালে আমার তখন হাসি পাচ্ছিল এবং আশ্চর্যও হচ্ছিলাম।) মাঝখানে আমরা বললাম, "এটা কালেমা নয়।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ছিল আমার সেই যমানার ঈমান, ভাই যেমনটি বলেছেন। তিনি যা বললেন, আমিও তা বললাম এবং বহুদিন পর্যন্ত এটাই আমি আওড়াতাম। এরপর আমাকে কবরস্থানে যেতে বলা হল। আমি সেই বাবার মুরীদ হলাম। অতঃপর আমি হিন্দুস্থানের বড় বড় মাযারগুলোতে হাজিরা দিয়েছি এবং সেখানে যা কিছু হয় আমি তা দেখতাম ও করতাম।"

"এদিকে আমি শাড়ির পরিবর্তে স্যুট পরা শুরু করি এবং নিজেই কাপড় ডিজাইন করতে শুরু করি। আমার ডিজাইনকৃত ড্রেস ছিল খুব দামী। আমি পৃথকভাবে মেশিন কিনি এবং নিজেই ডিজাইন করে ড্রেস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করি। আমার কারবার বেশ জমে উঠল। ১৯৮২ সালে উখলা, ফিস-এ আমি আমার কারখানার ভিত্তি স্থাপন করি এবং আলাদাভাবে মুসলমান শ্রমিক ও কর্মচারী রাখি। আমার পয়সা কামানো হয়ে উঠল একমাত্র নেশা আর আল্লাহই আমাকে এই পরিমাণ যোগ্যতা দিয়েছিলেন যে, আমি নেহরু নগরে তিনতলা একটা গোটা ক্যাম্পাস কিনে ফেলি। হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে পড়ল, আমি যখন কারখানায় কাজ করতাম তখন বাবার খানকাহর দরবার ছিল। আমার মা আমার নামে একটা দোকান করে দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তার সর্বসাকুল্যে স্থাবর সম্পত্তি। বাবার খানকাহর জন্য জমির প্রয়োজন ছিল। সুলতানপুর গওছাবাদে আমি আমার মাকে বললাম দোকানের কাগজপত্র আমাকে দিন। আমাকে একটা বাড়ি কিনতে হবে। আমি আমার মাকে মিথ্যে বলি। নইলে আমার মা আমাকে কখনোই কাগজ দিতেন না। আমি কাগজপত্র নিয়ে সেই দোকান সেই সময় ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে ১১ হাজার টাকা বাবাকে খানকাহর জন্য দিয়ে দিই আর ১ হাজার টাকা আমি নিজে

রাখি। সে সময় আমি চাকুরি করতাম ২৫০ টাকা মাসিক বেতন। তিনটি বাচ্চা এবং নিজে ভাড়া বাসা। এক হাজার টাকা জমা করলাম এবং দিল্লী কোর্টপাতিয়ালা হাউসে গিয়ে ইসলাম কবুলের এফিডেভিটের কাজ সম্পন্ন করি। ব্যস, এরপর আল্লাহর নামে খরচ করার নেশা আমাকে পেয়ে বসে। আমি চাইতাম যে, দু'হাতে টাকা কামাই করব এবং আল্লাহর নামে খরচ করব। টাকা উপার্জনের নেশা আমাকে পেয়ে বসে। নেহরুনগরে আল্লাহ আমাকে সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে যেসব শ্রমিক কাজ করত, তারা নামায পড়ত। তারা নামায পড়তে যেত এবং বাইরে গিয়ে নামাযের বাহানায় ছবি দেখতে চলে যেত। আমি যেসব লোক নামাযী তাদের কাজ দিতাম। কিন্তু তারা চালাকি করত। আমি ভাবলাম, আমাকে এমন জায়গায় কারখানা তালাশ করা দরকার যেখানে মসজিদ কারখানার পাশে হবে। অতএব আমি গফরনগরে হাজী কলোনীতে জমি খরিদ করি এবং কারখানা এদিকে সিফট করি। কিন্তু এদিকে আমি যেহেতু একাকী কাজ করতাম এবং মুসলিম এরিয়ায় মসজিদের দরুন শিফট হয়েছিলাম যাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা অবশ্যই নামায পড়ে এবং বেশিক্ষণ বাইরে না থাকে। আর কাজেরও যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এদিককার মুসলমানরা আমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, কেমন মুসলমান হয়েছে যে, ছেলেদের দিয়ে কাজ করাই। এ জাতীয় আরও অনেক কথায় আমি পেরেশান হয়ে পড়ি।

এর জের পড়ে কারখানার ওপর। আমার কারখানার লাল বাতি জ্বলার উপক্রম। আমি আমার ছেলেদের কাছে নেহরুনগরে চলে যাই। কাজ বন্ধ করে দিই, এ কারণে যে, ইসলামে শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো জায়েয নেই। আর আমি দরিদ্রদশায় পতিত হই ও অনাহার-অর্ধাহারের সম্মুখীন হই। আমি টুকরা কাগজ বিক্রি করতে শুরু করি। ফলে কিছুটা আশ্রয় জোটে। এদিকে কিছু ভাল মুসলমান বোনের সঙ্গে দেখা হয়। একজন আমাকে বলেন যে, আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আপনি আপনার কারবার শুরু করুন। এতো মনগড়া কথা। বোনটির স্বামী মওলভী যুলফিকার আমাকে এ ব্যাপারে পথ দেখান। তিনি আমাকে আপন মায়ের মতই আমার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আমি হাজী কলোনীতে পুনরায় কারখানা শুরু করি এবং নাইটি, টপ ও পাতিয়ালা সালোয়ার ডিজাইন করে মার্কেটে বিক্রি শুরু করি। এখানেও আমি বিল্ডিং নির্মাণ করি এবং নিজেও এ

দিকেই চলে আসি। এরপরই আমি জানতে পাই যে আমি যে ইসলামের ওপর চলছি, কবর পূজা ইত্যাদি ঠিক নয়। এখানে এসেই সহীহ-শুদ্ধভাবে কলেমা পড়ি। এখানে এসেই নামায শিখি। কুরআন করীম পড়ি। তবলীগ জামা'আতে যাই। মুসলিম বোনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি যখন নামায শিখি এবং তা আদায় করি তখন বুঝলাম যে হাদীসে যে বলা হয়েছে, "নামায মু'মিনের জন্য মে'রাজ" আসলেই তা মি'রাজ। এ কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্না ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আমরা তার এই অবস্থাদৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হই, আমরা বলি যে, "আপনি তো আল্লাহর ওলি এবং অনেক উঁচু দরজার মানুষ।"

বোন জামিলা বলেন যে, "আমি ওসব কিছু নই। এরপর অত্যন্ত ঝটপট বলেন, কোনভাবে যদি সেই নামাযের অবস্থা ফিরে আসে।"

তিনি আমাকে বলতে থাকলেন, "কোনো আমল বলুন যাতে করে আমার নামাযের মধ্যে প্রথম দিককার অবস্থা ফিরে আসে।"

আমরা বললাম, "আল্লাহ অসীম দাতা ও দয়ালু। তাঁর দরবারে বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে যা-ই কিছু চাইবেন পাবেন ।"

বোন জামিলা তাৎক্ষণিকভাবে বললেন, "আমার সাথেও তো এ ব্যাপার ঘটেছে। যখনই আমি চেয়েছি সবকিছু পেয়েছি। বান্দাহ বড়ই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বস্ড়। সে চাইতেই জানে না, চায় না।"

প্রশ্ন. "আপনার বিশেষ কোন মুহূর্তের কথা বলুন।"

উত্তর. "পবিত্র রমযান মাস। আমি বরাবর রোযা রাখি। নামাযও আদায় করি। কিন্তু দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারতাম না। ডায়বেটিসের দরুণ আমার হাঁটু অকর্ম হয়ে পড়ে। আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার এমন --- আছে যেখানে আমি খুব সহজে ভাড়াটিয়াও রাখি। লায়লাতুল কদর এসে গেল। সবাই দাঁড়িয়ে নফল পড়ছিলেন। সে রাতে আমিও জেগে ছিলাম। পায়ের ব্যথার কারণে আমি উঠতে পারছিলাম না। কোন মুসলমান বোনও আমাকে এ রাতের মাহাত্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেনি। আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছিল যে, কেউ এসে আমাকে সান্তনা দিক। এ রাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম সম্পর্কে বলুক। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে ইবাদত করব। আমাকে সাহায্য করুক। এরপর আমার অসহায় অবস্থা

ফুটে উঠল। আমি বসে বসে সিজদায় পড়ে গেলাম। এবং এভাবে আমার মালিকের সামনে অস্ফূঠ আর্তনাদ সহকারে কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। আমার তখন হুঁশ ছিল না, ব্যস, ছিলাম আমি আর আমার আল্লাহ। অসহায় অবস্থা এমন যে ইবাদতও নামাযও দাঁড়িয়ে পড়তে পারব না। এর অনুভূতি ফিরে আসতেই হঠাৎ করেই আমার মনে হল আমি দাঁড়াতে পারি। আর মনে হতেই আমি সোজা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সে রাতে দাঁড়িয়ে খুব নামায আদায় করি ও চলাফেরায় সক্ষম হই। আমি চলাফেরা করতে শুরু করি এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এমন থাকল যে, আমার যেন কোন অসুখ-বিসুখই ছিল না। ডায়বেটিসে চিনির মাত্রাও শেষ হয়ে যায়।" এরপর বললেন, "ব্যাস, বোন! আমরা খুবই অকর্মণ্য। কোন কাজের নই। আমরা দুনিয়াদারির মধ্যে ফেঁসে গেছি। এরপর সেই একই রোগ।"

"আমি ফাযাইলে আ'মাল পড়তে শুরু করি। আমি যখন পড়লাম যে, যার ছেলে কুরআনের হাফেজ হবে পরকালে সেই ছেলের মাকে জান্নাতে নূরের টুপি পরানো হবে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম যে, আল্লাহ! এখন আমি কী করব? আমার দুই ছেলে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। কেননা সে সময় তো বাস সাল্লী আলী কা ইয়া মুহাম্মদ, আল-মদদ কর মদদ এবং কবরস্থানে যাওয়াটাকেই ইসলাম মনে করতাম। ব্যাস, কেবল নিজেই মুসলমান হয়েছি। আমি খান্দানী অবস্থার ওপর থেকেছি। তাদের বিয়েও আমি হিন্দু মেয়েদের সাথে দিয়েছি। আর বাচ্চাদের অতঃপর এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখে দুঃখী করেছি। আমি তুমুল কেঁদেছি, যে সব হাফেজের মায়েদেরকে টুপি পরানো হবে কিন্তু আমার জন্য কোন টুপি থাকবে না। আমার কোন ছেলে তো হাফেজ নয়। আমার এক দীনদার প্রতিবেশিনী ছিলেন, আমাকে সব সময় কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমার ছেলেকে পড়াও, হাফেজ বানাও। অন্যরা বললেন, কোন গরিব ছেলেকে পড়াও। আমি গরিব বাচ্চা সন্ধান করতে লাগলাম। এহতেশাম নামের এক ছেলেকে পড়াবার জন্য সাহারনপুর মাদরাসার সুকড়ীতে রেখে আসি। আলহামদুলিল্লাহ! সে হেফ্জ করছে। এরপর লোকে আমাকে বলল, এভাবে টুপি পরানো হবে না। বাপ-মা নেই এমন শিশু তালাশ কর, তাকে হেফ্জ করাও। এখন আমি আরও কাঁদতে

থাকি। লাগাতার যে কাঁদতে কাঁদতে জান বেরিয়ে যাবে। হায়! আমি বঞ্চিত থেকে যাব সেদিন। আমাকে টুপি পরানো হবে না। এবার আমি কোন গরিব হিন্দু বাচ্চা ঝুপড়িতে তালাশ শুরু করি। আল্লাহ একটা বাচ্চা মিলিয়ে দিলেন, যে এতিম। তার নাম রাখলাম আবদুল্লাহ। তাকে রায়পুর সাহারনপুরের দিকে নিয়ে যাই। তাকে পড়াচ্ছি। মাশা'আল্লাহ সে ১২ পারা পড়ছে। রায়পুরে পড়ছে। দুই বাচ্চার কাপড়-চোপড় সব ব্যয়ভার বহন করি। আমার পৌত্র আমার কাছে থাকে। ১৩ বছর বয়স। তাকে হাওয়াওয়ালী মসজিদে পাঠিয়েছি। তার নাম আমান। দো'আ করুন সেও যেন হাফেজ হয়। আমীন।"

এসব শুনছিলাম আর বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছিলাম যে, আল্লাহ! ফাযায়েলে আ'মালের হাদীছ পড়েছে আর কিভাবে আমল করছে? অথচ আমাদের অবস্থা কি! আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েও হেফ্জ তো দূরের কথা কুরআন কারীম দেখেও পড়তে পারি না। অনেকে একে মর্যাদার পরিপন্থী ভাবি। বাচ্চার জন্য সর্বপ্রথম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুঁজি। আল্লাহর ভয়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল, যে আমাদের এই আচরণের দরুণ আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন।" আমি বললাম, "বোন জামিলা! আপনি মুবারকবাদ পাবার যোগ্য। দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাদেরকেও আপনার মত হবার তৌফীক দেন। আমীন! ছুম্মা আমীন।

আমরা ইতোমধ্যেই বেশ সময় নিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু মন চাচ্ছিল যে, নিজের রোয়েদাদ শোনান হোক আর আমরা শুনতে থাকি। আমরা বললাম, "আরও বিশেষ কিছু বলুন।"

ফাযায়েলে আ'মালে পড়েছি যে, সুদখোরের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হবে যে, তার পেটে সাপ-বিচ্ছু থাকবে।"

"আমাদের এখানে প্রতি সপ্তাহে এজতেমা হয় আর আমি পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়ও যাই। সেখানে হিন্দু বোনেরাও আমার ওয়াজ শোনে। জলন্ধরে আমি যখন এই সুদ সম্পর্কিত হাদীছ শুনালাম তখন সবাই বিশ্বাস করে সেখানে সুদ লেনদেন করা ছেড়ে দেয়। হিন্দু হয়ে আর তারা অস্থির থাকত। তারা বলত যে, আপনাদের ধর্মের কথা আরও বলুন।"

তখন আমি বললাম, "আপনারা প্রোগ্রাম তৈরি করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা যাব। দাওয়াতের ওপর কথা বলব।"

তিনি আরও বললেন, "লোকে পিপাসার্ত। আমি তো বেশি কিছু জানি না। ফাযায়েলে আ'মাল ও হিন্দীতে অনূদিত কুরআন শরীফ পড়েছি। আপনার যদি সামনে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন লোকে পিপাসার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ইশারা করতে দেরি, ইসলামের আঁচলতলে এসে যাবে। আমরা তখন নিজেদের ব্যাপারে আরও লজ্জিত হলাম এবং নিজেদের সহ সকল মুসলমানকে অভিযুক্ত করলাম যে, আসলেই আমরা আমাদের সীমারেখার মধ্যে থাকি। খাওয়া-দাওয়া, নিজেদের বাচ্চাদের খাওয়ানো ও পান করানো, সেই সাথে তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার প্রভৃতি বানানোর আকাঙ্ক্ষা পোষণকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহর দরবারে আমরা তওবাহ করছি এবং কিছু করার সংকল্প করলাম।

প্রশ্ন. বোন শাহনায বলছিলেন যে, "২৫ বছর পর আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। আপনার স্বামী মুসলমান হয়েছেন এবং আপনাদের পুনরায় বিয়ে হয়েছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

উত্তর. আমার স্বামী ২৫ বছর থেকে আমার এবং আমার বাচ্চাদের কোন খোরপোষ দেননি। তিনি কিছুদিন হয় চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তিনি অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্ত টাকা-পয়সা দিয়ে একটি ফ্লাট কিনেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাকে সেই ফ্লাট বন্ধক রাখতে হয়। বাধ্য হয়ে তাকে নেহরুনগরে অবস্থিত আমার ফ্লাটে যেখানে আমার দুই ছেলে তাদের বউ ছেলেমেয়ে থাকে, উঠতে হয়। আমি বরাবর সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করি। কিছুদিন যখন বাপ ছেলে ও ছেলের বউয়ের কাছে থাকল তখন বড় বৌ তাকে বের করে দেয়। এরপর অপর ছেলের ঘরে গিয়ে ওঠে। একদিন দেখি কি আমার বড় বৌ তাকে খাবার দিচ্ছে যেভাবে কেউ দেয় কুকুরকে। আমি বৌমাকে বললাম, তুমি এভাবে খাবার দিচ্ছ? এভাবে তো কেউ কুকুরকেও খাবার দেয় না। যাই হোক, আমি নিয়মমাফিক খরচের টাকা দেবার জন্য রায়পুর হাফেজ ছেলেটির কাছে যাই। সেখানে দিল্লীর জামেআ মিল্লিয়ার এক বাচ্চা চাকরি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন হেফ্জ করছে। রায়পুরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। সে বলল, "আম্মাজী! আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। কারণ আমার নওমুসলিম ছেলেটির মাধ্যমে

সে আমার হাল-অবস্থা জানতে পারে। সে বলল, আপনার স্বামী হিন্দু। আপনার ওপর ফরয আপনি আপনার স্বামীকে দীনের দাওয়াত দেওয়া। তার আচরণের কারণে তার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলে অনুভূত হতো না। আমি বললাম, "বেটা! সে তো বড় রকমের মদ্যপ। মদ ছাড়া সে থাকতেই পারে না।"

ছেলেটি বলল, "আম্মা! আপনাকে যদি গণ্ঢাস ভর্তি মদ হাতে তুলে দিয়েও তাকে দীনের দাওয়াত দিতে হয় তাহলেও আপনি তাকে দাওয়াত দিন। এই দাওয়াত প্রদান এতটা জরুরী, আমার আশা, ইনশাআল্লাহ তিনি অবশ্যই ঈমান আনবেন। আপনি এতটা উৎসাহী ও আবেগদীপ্ত। আপনি সকল অবস্থায় এ কাজ করুন।"

আমি আমার ঘরে আসি। ফোন তুলে ধরি। ওদিক থেকে তিনি ফোন উঠান। কিন্তু তাকে কিছু বলার হিম্মত হলো না আমার। আশ্চর্য রকমের শরম বোধ হল আমার। কিন্তু মনে মনে আল্লাহর কাছে কাঁদলাম, "হে আল্লাহ! তাকে যেন ঈমানের দাওয়াত দিতে পারি এমন হিম্মত আমাকে দাও। আমার বোন হিন্দু, কিন্তু সব কলেমা ও দরূদ জানে। সেও তার ভগ্নিপতির এই দুর্গতিদৃষ্টে ব্যথিত ছিল। সে দৈনিক তাকে বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তোমার জীবন বনবে। দেখ, আমার বোন মুসলমান হওয়ায় তার জীবন গড়েছে। সে দৈনিক বলত। একদিন দেখি কি, আমার স্বামীকে সে জোর করে আমার ঘরে ধরে এনেছে। আমি নারাজ হয়ে বলি, "তুই এই মদ্যপ-মাতালটাকে এখানে কেন এনেছিস?"

সে বলল, "এ মুসলমান হবার জন্য তৈরি। গাফফার মনযিলের মসজিদে বেলা ১০টার সময় জনৈক মাওলানার বয়ান চলছিল। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে কলেমা পড়ানো হয়। সেখানে মাওলানা সাহেব আমাদের বিয়ে পড়ান। তাঁরই বয়ান ছিল। তিনি কলেমা পড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি ছিলাম ক্ষিপ্ত ও কুপিত। আমার ছেলে যুলফিকার মাওলানা সাহেবকে বললেন, "আমার মা জামীলাকে বোঝান। তিনি পর্দা করে বসে আছেন। পর্দা ছাড়ুন এবং সব রাগ ঝেড়ে ফেলুন। মাওলানা সাহেব আমাকে বোঝালেন। আমি বুঝলাম। কিন্তু ২৫ বছর যাবত পৃথক বসবাস করে আসছি। আশ্চর্য রকমের আড়াল কাজ করে।

সংকোচ ও জড়তা ঘিরে ধরে। এর ভেতর দিয়ে যতটা পারি তার খেদমত করছি। আজ ২২ দিন হল মদ স্পর্শও করেনি।

প্রশ্ন. আপনি তার নামায প্রভৃতি সম্পর্ক এবং ইসলামের অন্যান্য রোকন সম্পর্কে কী ভাবছেন?

উত্তর. মাশাআল্লাহ! পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাচ্ছে। কেউ তাকে বলেছে যে, ফুলাতে একজন বড় হযরতজী আছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তিন দিনের জন্য ফুলাত গিয়েছেন। কিন্তু হযরতজীকে পাননি। আমরা বললাম, তাকে আপনি দিল্লী বাটালা হাউস ও দারে আকরামে পাঠিয়ে দিন। সেখানে তার উপকার হবে এবং হযরতজীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। বোন জামিলা বলতে লাগলেন, আপনার বড়ই মেহেরবানী হবে আপনি যদি তার তরবিয়ত (ধর্মীয় প্রশিক্ষণ)-এর ব্যবস্থা করে দেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হায়! যদি জায়গায় জায়গায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র কায়েম হয়ে যেত! আর আল্লাহর কাছে মনে মনেই দো'আ করলাম, "রাব্বুল আলামীন! আমাকে এর যোগ্য বানিয়ে দিন, যাতে করে নও মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে পারি এবং প্রশিক্ষণের জন্য দীন-দরদী ও মুখলিস (নিষ্ঠাবান) পণ্ডিতদের একত্র করতে পারি যাতে করে তারা (নওমুসলিমগণ) ভাবতে পারে, "আমরা ইসলামে এসে শান্তির মাঝে এসে গেছি। জান্নাতে এসে গেছি। ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার ছায়ায় এসে গেছি।"

সে যাই হোক অনেক দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তখনও বাকী। আমি তাঁর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।

প্রশ্ন. বোন জামীলা! আপনি যখন প্রথম থেকেই আলাদা এবং আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে নিজের বাচ্চাদের সাথে আছেন। তারপরও আপনার বাচ্চাদের আপনি হিন্দু থাকতে দিলেন কিভাবে?

উত্তর. "(তিনি বললেন) কোন মুসলমান আমাকে কিছু বলেনি। সত্য বলতে কি, হাজী কলোনীতে আসার পর আমি নিজে প্রকৃত মুসলমান হয়েছি। তেমনি আমার দুই ছেলে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সব পড়ে। বড় বৌ খুব কট্টর, কিন্তু ছোট বৌ খুব নরম দিলের মানুষ। ছোট ছেলে আমার সঙ্গে কাজ করে বরং বলতে কি ফ্যাক্টরী, দোকান সব কিছু এখন সে-ই সামলায়। ব্যস! বউকে ভয় পায়।"

আমরা বললাম, "আমরা আপনার পুত্রবধূদের খানা খাওয়ার দাওয়াত দিই। আমরা কিছুটা চেষ্টা করে দেখি।"

তিনি খুব খুশি হলেন এতে। বললেন, "না, বরং আমি আপনাদের দাওয়াত দেব। সেখানে আমার পুত্রবধূদের ডেকে আনব। সকাল সকাল ডেকে পাঠাব। আপনারা তাদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং এরপর আপনাদের বাসায় খাবার দাওয়াত দেবেন।"

আমরা বললাম, "ঠিক আছে। কিন্তু নেককাজে দেরি করা ঠিক নয়।"

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল এবং সবাই মাথা নিচু করে বসে রইল। মনে হচ্ছিল আমরা অন্য কোন জগতের কথা শুনছি।

আমি বললাম, "আফসানা, আপনি খুব ভাগ্যবতী এবং মুবারকবাদ পাবার যোগ্যও।"

এরই মাঝে বোন জামীলা বলে উঠলেন, "আমার এই পুত্র হিসেবে কথিত যুলফিকার ও পুত্রবধূ আফসানা তুলনাবিহীন বউ-বেটা। আমি তাদের সাথে হজ্বও করেছি।"

তিনি তাদের সম্পর্কে অজস্রভাবে প্রশংসা করতে থাকলেন। দো'আর স্রোত বইয়ে দিলেন। আর আমি ভাবছিলাম, "বোন শাহনাযের কারণে ও জাবিদ আশরাফ সাহেবের কারণে আল্লাহপাক কত ভাল ভাল মানুষ, যাদের তুলনা নেই এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে। বোন জামিলা যেভাবে ঐসব পুত্র, পুত্রবধূর ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্নেহ-ভালবাসার আলোচনা করলেন, যদি লিখতে শুরু করি তাহলে সাক্ষাৎকার আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর ভয় করছে, তা অমুদ্রিত না থেকে যায়। আমি তো বোন শাহনায, আফসানা ও জামিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছি। এবং নিজের অবস্থার ওপর লজ্জিত যে, আল্লাহ! দুনিয়াতে এখনও নবীযুগের অনুসরণ-অনুকরণকারী লোক বর্তমান রয়েছে। আমাদের কী হবে যে, আমরা আমাদের নিয়ে মত্ত। সত্যি লিখছি, আমার শরীরের প্রতিটি পশম আল্লাহর ভয়ে কাঁপছিল ও কাঁপছে। আপনাদের সকলের কাছে দো'আর দরখাস্ত যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের খেদমতের জন্য নির্বাচিত করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!"

আরেকটি প্রশ্ন আমার মনের ভেতর ওলট-পালট করছিল যে, আমি এমন ইবাদতগুযার খোশ আখলাক মিশুক প্রকৃতির দানশীলা ও তাবলীগের

জন্য সব সময় চলাচলকারীর আল্লাহর সঙ্গে একান্তে সংলাপও আশ্চর্য ধরনের হয়। অথচ এটা জরুরী নয়। নেকীর শর্ত কিন্তু অনুমান এমন স্বাভাবিক হয়।

প্রশ্ন. আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কোন কথা বলুন।

উত্তর. আমি একবার এক স্বপ্ন দেখলাম যে, আমার একটি কামরা যা অত্যন্ত সুন্দর, আশ্চর্য ধরনের রঙের বাহার, যার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সেখানে আমি এবং আরেকজন মসজিদে পড়ে আছি। অপরিসীম সুন্দরী, বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের অধিকারী মহিলা, হীরা-জওয়াহেরাত, যমরুদ ও মোতির থালা হাতে নিয়ে বসে আছে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন এই যে, আমি সীমাহীন উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি। অত্যন্ত শ্বেত-শুভ্র পোশাক পরিহিত আর আমার চতুর্দিকে স্বচ্ছ ও নির্মল পানি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। এর ব্যাখা কি-তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করেছি। একবার দেখি কি, সমতল ভূমি। আমি আর আমার পৌত্র আমান সাথে। এমন সময় ভীষণ ভূমিকম্প হল। ভয়াবহ রকমের ভূমিকম্প। আমি আলহামদু শরীফ পড়তে লাগলাম। সাথে সাথে ভূমিকম্প থেমে গেল।

আর নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার ঘরে ফেরার তাকীদ ছিল। তার স্বামী কৈলাশ বর্তমানে জামীল আহমদ এর বাসায় একা। আমরা তার শুকরিয়া আদায় করলাম।

শেষ প্রশ্ন. আরমুগান পাঠকের জন্য কোন পয়গাম?

উত্তর. আমার পয়গাম হল, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করি। হিন্দুদের সাথে মিলেজুলে থাকি। বিভেদের দেয়াল ভেঙে ফেলি। হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহে অস্থির। কাছাকাছি আসি। লোকে দলে দলে ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসবে। সালাম, দো'আ ও ভবিষ্যতে স্থায়ী সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আমাদের ঘর থেকে বিদায় নেবে। এখন আমি ভাবছি, যখন কেবল একজন অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রমিকের শরীর ঢাকার কথায় এক বোন ঈমান গ্রহণ করল, ঈমান নসীব হল এবং তার মাধ্যমে হাফেজ হল, তার খান্দান ইসলামে এল, মুসলিম ও অমুসলিমের ভেতর তাবলীগ হল, খানকাহ নির্মিত হল, মুসলমানদেরও তা করা।

ড. সাঈদ আহমদ (ড. শৈলেন্দ্র কুমার মালহোত্রা)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

অমুসলিমদের সঙ্গে যেসব মুসলমানের যোগাযোগ ঘটে তাদের মধ্যে অধিকাংশই তারা যারা কুরআনী ইসলামের জন্য অন্তরায়। আমার একথা নিশ্চিতই অত্যন্ত তিক্ত সত্য হবে যে, যদি মুসলমান সত্য ও হক থেকে দেউলিয়া মানবতাকে হকের দাওয়াত প্রদানের হক আদায় করতে না পারে তাহলে নিদেনপক্ষে কুরআনী ও দুনিয়ার মধ্যে বাধা ও অন্তরায় না হন।

ড. সাঈদ আহমদ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আহমদ আওয়াহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ড. সাহেব! আপনি মাস্কাত থেকে কবে আসলেন?

ড. সাঈদ. ৩রা নভেম্বর আমি মাস্কাত থেকে এসে গিয়েছিলাম। আসলে আমার প্রথম চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা পুনর্বার আমাকে সেখানে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। কিন্তু আমি এর মাঝেই ফিজিতে একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এজন্য আমাকে আসতে হল।

প্রশ্ন. অনেক দিন আগে আব্বু আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তখন থেকেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আজ মোলাকাত হয়ে গেল। আসলে আজ আপনার খেদমতে আব্বুর নির্দেশে আপনার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি।

উত্তর. অবশ্যই, অবশ্যই! আদেশ করুন। আমার জন্য মাওলানা সাহেবের কী নির্দেশ?

প্রশ্ন. ফুলাত থেকে একটি দীনি দাওয়াতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়– 'মাসিক আরমুগান'।

উত্তর. হাঁ, হাঁ, আমি জানি, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন. এজন্য আপনার থেকে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে চাই যাতে করে যারা দাওয়াতের কাজ করেন তাদের জন্য তা উপকারী হয় এবং

মুসলমানদের জন্যও ইসলামের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধির মাধ্যম হয়।

উত্তর. অবশ্যই। আমার জন্য খুশির বিষয় হবে।

প্রশ্ন. মেহেরবানীপূর্বক আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. ১৯৫৪ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে বিখ্যাত মালহোত্রা পরিবারে/ খান্দানে আমার জন্ম। আমাদের পরিবার ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্ড়ান থেকে হিন্দুস্ড়ানে এসে ছিল। সারগোদা ছিল আমাদের পূর্ব-পুরুষদের আবাসস্থল। বসতভূমি পরিবর্তনের সময় আমাদের কঠিন অবস্থার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। ফলে আমাদের পরিবারের মধ্যে বড় রকমের মুসলিম বিদ্বেষ পাওয়া যায়। আমাদের খান্দানের অধিকাংশ লোক (আমাকে বাদে) আর.এস.এস. ও বি.জে.পি.র সাথে জড়িত। আমার এক চাচাতো ভাই বি.জে.পি.'র একজন বড় নেতা। দিল্লীর কুরুলবাগে আমাদের বাসাবাড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় স্কুলে লাভের পর সেন্ট স্টিফেন কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে আমি বি.এস.সি. পাস করি। অতঃপর কেমিস্ট্রিতে আমি এম.এস.সি. পাস করি। আমার সবসময় পছন্দের লাইন ছিল শিক্ষা। আমার পিতা জীবনভর শিক্ষকতা ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন। এরপর আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পি.এইচ.ডি.'র জন্য নির্বাচিত হই। সেখানে অবসর সময়ে একটি চাকরিও পেয়ে যাই। ৬ বছর চাকরি করাকালে এডুকেশনের ওপর আমি ডক্টরেট (ডি.এড.) ডিগ্রীও অর্জন করি। পিতামাতার অসুস্থতা এবং তাদের পীড়াপীড়িতে আমাকে হিন্দুস্ড়ানে চলে আসতে হয়। পার্থিব জীবনের জন্য ইংল্যান্ডে আমার খুব ভাল সুযোগ ছিল। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দ্বারা ভূষিত করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য না চাইলেও আমাকে হিন্দুস্ড়ানে আসতে হয়। প্রায় দু'বছর পিতামাতার অসুস্থতার দরুণ আমি হাসপাতালেই থাকি। সর্বপ্রকার চেষ্টা-তদবীর ও চিকিৎসা সত্ত্বেও মৃত্যুর কাছে আমাদের হার মানতে হয়। অবশেষে ১৯৮৯ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখে আমার পিতার মৃত্যু হয় এবং এর নয়দিন পর আমার মা'ও আমাকে ছেড়ে তার কাছে চলে যান। আজকাল নতুন সমাজে বৃদ্ধ পিতামাতাকে বোঝা মনে করার সাধারণ রেওয়াজ চলছে এবং আমাদের এখানকার অবস্থা সম্ভবত ইউরোপের চেয়েও খারাপ। বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য, ব্যস দুনিয়াটাই

জাহান্নাম। আমার আল্লাহর শোকর যে, আমার পিতামাতার প্রতি সীমাতিরিক্ত প্রীতি ও মুহাব্বত ছিল এবং তাদের খেদমত করার সুযোগ আমার ঘটেছিল। শেষ রোগ পীড়িত অবস্থায় আমার অবস্থাদৃষ্টে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করত। এই সম্পর্কের কারণে তাদের মৃত্যুতে আমি খুব আঘাত পাই এবং সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। এই ধারণাবশে আমি হরিদ্বার ও ঋষিকেশের আশ্রমগুলোতে কাটাই দু'বছর। একের পর এক আশ্রম বদলাতে থাকি এবং শান্তি ও স্বস্ড়ির অন্বেষণ করতে থাকি। কিন্তু আমি অনুভব করি যে, এখানে ধর্মের নামে এক ধরণের ধান্ধাবাজির রাজত্ব চলছে। এসব লোক ছেড়ে যারা দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে বিরক্ত হয়ে এবং সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে শান্তি ও স্বস্ড়ির সন্ধানে এখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক দলের কিছু চিহ্ন আছে এবং কেবল মানুষকে ভক্ত বানানো ও তাদের থেকে আপন স্বার্থ হাসিল করাই লক্ষ্য। আমার ধারণা হল যে, এখানকার চেয়ে এই ভাল, আমি সামাজিক জগতে ফিরে গিয়ে আপন যোগ্যতা দিয়ে মানুষের উপকার করি। দু'বছরের এই সময় পর্বে আমার ধর্ম সম্পর্কে বিরাট হতাশার সৃষ্টি হয়। আমি দিল্লী এলাম। আমি একদিন এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করি। বিষয়বস্ড়ু ছিল : "ভারতীয় সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও এর সমাধান।" সেমিনারে স্বামী কল্যাণ দেবজী বিশেষ মেহমান হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। আমার এক বন্ধু তার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আমার কিছু খেদমত করার কথা প্রকাশ করেন। স্বামীজির এবং তার ট্রাস্টের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান বিষয়েও তিনি আমাকে অবহিত করেন। পরদিন সকালে পি ারা পার্কে এক মন্ত্রীর বাসায় আমাদের সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হয় এবং দু'ঘণ্টা সাক্ষাতের পর আমি স্বামীজি ও তাঁর ট্রাস্টের সঙ্গে জড়িত হতে সিদ্ধান্ত নিই। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও নীতিপরায়ণতা দ্বারা খুবই প্রভাবিত হই এবং সমাজে থেকে এ সম্পর্কে চিন্তা করা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও অনগ্রসরতা দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-ভাবনা আমার মেযাজের কাছাকাছি মনে হয়। কিন্তু ট্রাস্টে তাঁর লোকজনের পারস্পরিক রাজনীতি আমার জন্য সেখানে তিষ্ঠানোকে কঠিন করে তোলে এবং আমার জন্য শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এছাড়া যখন আমি একাকী নির্জনে বসে তাঁর সঙ্গে ধর্ম ও আল্লাহ/খোদা সম্পর্কে

কথা বলতাম তখন আমার মনে হত এত বড় (ধর্ম) গুরু হওয়া সত্ত্বেও যেন কোন সত্যের সন্ধানে এখনও অতৃপ্ত ও পিপাসার্ত। যখনই তাঁর সঙ্গে খোদা ও ধর্ম সম্পর্কে কথা হত তখন আমার এর অনুভূতি আরও বেড়ে যেত। তার ট্রাস্টের একজন দায়িত্বশীলের সঙ্গে আমার একেবারেই বনিবনা হচ্ছিল না, যার অনেক বেশি গুরুত্ব ছিল তাঁর এখানে। তাঁর কাজের মধ্যে আমার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হওয়া সমীচীন নয় মনে করে আমি সেই ট্রাস্ট ছেড়ে দিই। এবং ১৯৯৮ সালে দিল্লী পাবলিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হই। প্রথমে আমি একটি ব্রাঞ্চে প্রিন্সিপাল থাকি। এরপর আমাকে পীড়াপীড়ি করে এ্যাডভাইজার পদে নিযুক্ত করা হয়। এ সময় আমার ওপর আল্লাহর রহমত হল এবং আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হল। আপনার পিতা আমাকে কিছুদিনের জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলের কোন একটি দেশে যাবার পরামর্শ দেন। আমি তিন বছরের চুক্তিতে মাস্কাত চলে যাই। আলহামদুলিল্লাহ সেখানে আমি আমার চুক্তি সম্মানের সঙ্গে ও সুচারুরূপে সম্পাদন করে এসেছি এবং সামনের সপ্তাহেই ফিরে যাচ্ছি। ব্যাস। এটাই আমার পরিচিতি।

প্রশ্ন. আপনি আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটা বলুন এবং এও বলুন যে, ইসলামের দিকে কে আপনাকে দাওয়াত দিয়েছিল?

উত্তর. সত্যি কথা বলতে কি আমাকে ইসলামের দিকে কোন মুসলমান কিংবা কোন মানুষ দাওয়াত দেয় নাই বরং সত্যধর্ম ইসলাম স্বয়ং নিজে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে। ঘটনাটা হল আমি আহমদাবাদে দিল্লী পাবলিক স্কুলের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য যাই। এক সপ্তাহ অবস্থানের পর আহমদাবাদ ফিরে আসি। গাড়ি সাত ঘণ্টা লেট করে ছিল। বেলা তখন দুপুর। দেড়টা কিংবা দুটো বাজে হয়তো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। দেখি কি কুলিরা একত্রে একদিকে যাচ্ছে। গরিব ও শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি আমি বরাবরই সহানুভূতিশীল। আমার ধারণা হল, সম্ভবত কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, হেদায়াত আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল। নইলে আমি কখনো ভাবিনি যে, দশ-বিশজন কুলি আগত গাড়ির দিকে এভাবে যেয়েই থাকে। কিন্তু সে সময় আমার খেয়াল হল যে, আমি তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেব, দিক-নির্দেশনা দেব। এজন্য আমি কুলিদের সাথে চললাম। আমি দেখলাম তারা প্লাটফর্মের উপর এক

জায়গায় গিয়ে পানির পাত্র (লোটা) নিল, পানি ভরল, এরপর হাত-মুখ ধুলো। আমি বিস্মিত হলাম এবং আমার ধারণা হল যে, দেখতে হবে দুপুরে হাত-মুখ ধুয়ে এরা কী করে? খুব ভাল করে দাঁত মাজন করল, তারপর হাত-পা ধুয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে যেখানে রশি বেঁধে নামাযের জন্য তারা বানিয়ে রেখেছিল সেখানে চাটাই বিছাল এবং সবাই কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। একজন গিয়ে সামনে দাঁড়াল, বাকী সকলেই সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে গেল এবং এভাবে কাতার সোজা করল যে, এক ইঞ্চি কেউ আগ-পিছ হলে সামনের লোকটি তাকে ঠিক সোজা হতে বলত। একজন আল্লাহু আকবার বলতেই সবাই হাতের ওপর হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এসব লোক নামায পড়ছে। ভারবাহী কুলি সম্প্রদায়কে আমি বহুক্ষণ জামা'আত শেষ হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকি। আমার খেয়াল হল, এরূপ একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা যেই ধর্ম সৃষ্টি করেছে আমাকে অবশ্যই তাকে পড়তে হবে। আমি এই আবেগ থেকে উর্দূবাজার পৌঁছি। আমার জানা ছিল যে, এই বাজারটি উর্দু ও ইসলামী বই-পুস্তকের। আমি একটি লাইব্রেরীতে গেলাম। তারা আমাকে আনজুমানে তারাক্কীয়ে উর্দূর কুতুবখানায় যেতে পরামর্শ দিলেন। সেখানে গেলে তারা আমাকে মাওলানা মনজূর নো'মানী লিখিত পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ 'What is Islam' এবং মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী লিখিত খুতবাতে মাদ্রাজ-এর ইংরেজি অনুবাদ 'Mohammad : The Ideal Prophet' পড়বার পরামর্শ দিলেন। আমি বই দু'টো কিনলাম। বই দু'টো ইসলামের সঙ্গে আমার পারিবারিক দূরত্ব সত্ত্বেও আমাকে এর কাছাকাছি করে দিল বরং আমি যদি বলি যে, বই দু'টো আমাকে একটা সীমা পর্যন্ত মুসলমান বানিয়ে দিল; তাহলে তা যথার্থ হবে। এরপর আমার ধারণা হল, ইসলামকে আমার এর মূল থেকে পড়তে হবে এবং কুরআন পাকের হিন্দী ও ইংরেজী তরজমা উর্দূবাজার থেকে নিয়ে আসি। কুরআন পাক পড়ার পর আমার অনুভূত হতে লাগল যে, ইসলাম আমার হৃত সম্পদ। আর আমি যতই কুরআন পাক পড়তে থাকি আমার ভেতরকার অন্ধকার আলো ঝলমল হয়ে উঠতে লাগল এবং আমার মনে হল, আমাকে মুসলমান হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা পড়ে

আমার এও ধারণা হল যে, আমাকে সত্বর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি ইসলাম ও ঈমানবিহীন অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি এজন্য অনুসন্ধান শুরু করি। আমি দিল্লী জামে মসজিদে ইমাম বুখারীর খেদমতে যাই। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে খুবই রূঢ় ব্যবহার করেন। আমার মালিকের আমার ওপর অনুগ্রহ ছিল যে, আমার জন্য স্বয়ং ইসলাম দরজা খোলে। কোন মুসলমান এর মাধ্যম ছিল না।

আমার জন্য কুরআনী ইসলাম ও মুসলমানদের ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন কিছু ছিল না। আমি যদি মুসলমানদের ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের দিকে আসতাম তাহলে ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিতিই আমার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখি। আমি জামা'আতে ইসলামী দফতরেও যাই। তারা আমার পরিচয় জেনে হতচকিত হয়ে যায় ও সম্ভবত সন্দেহে নিপতিত হয়। আমার বড় ভাই যিনি মন্ত্রী ছিলন তার সঙ্গে আত্মিয়তা সম্পর্ক তাদের জন্য সংকোচের কারণ ঘটে। আমি ছয় মাস পর্যন্ত সম্ভবত জনা পঞ্চাশেক লোকের কাছে গিয়েছি যেন কোন মুসলমান আমাকে মুসলমান বানিয়ে নেয়। কিন্তু জানি না কেন আমাকে কেউ কলেমা পড়াতে পারেনি। এ সময় আমার অধ্যয়ন অব্যাহত ছিল এবং প্রত্যহ আমার এই চিন্তা ও ভয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, না জানি এই অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটে আর সম্ভবত আমি এই নেয়ামতের যোগ্য নই। বারবার আমি নির্জনে ও একান্তে আমার মালিকের কাছে ফরিয়াদও করতাম। আমার মালিক! আপনিই আমাকে মুসলমান করে নিন। এই ছয় মাস আমার কঠিনভাবে অতিবাহিত হয়। আমার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় আমার বড় বোনের মৃত্যু হয়। আমাকে তার (মৃত্যু পরবর্তী) ক্রিয়া-কর্মে শরীক হতে হয়। আমি অভ্যন্তরীণভাবে মুসলমান হয়ে প্রথমবার আপন বোনকে (আগুনে) জ্বলতে দেখে আমার কেমন লেগেছিল তা আমি বলতে পারব না। আমার পিতামাতার পর আমার বড় বোন এই আগুনের মধ্য দিয়ে সেই দোযখের আগুনের দিকে চলে গেলেন। এরপর বয়সের দিক দিয়ে তার পরের নাম্বার ছিল আমার। আমার হিম্মত ভেঙে পড়তে লাগল। সারা রাত অস্থিরতার মধ্যে আমার ঘুম এল না। উঠে বসে পড়লাম। বিরাট আহাজারীর সঙ্গে দো'আ করতে থাকলাম : "মালিক আমার! ঈমান ব্যতিরেকে আমার মৃত্যু

যেন না আসে।"

সকালে আমার খেয়াল হল যে, আমি কুতুবখানা আনজুমানে তরাক্কীয়ে ঊর্দূওয়ালাদের সাথে পরামর্শ করি। সম্ভবত কোন পথ বেরিয়ে আসতে পারে। তাদের কাছে গেলাম একং আমার গোটা কাহিনী বললাম। তারা বললেন, আপনি এখনই ফুলাত চলে যান এবং মাওলানা কলীম সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। তারা আমাকে ফুলাতের ঠিকানা দিলেন। আমি কুতুবখানা থেকে আমার গাড়ি নিয়ে তক্ষুণি ফুলাত গিয়ে পৌঁছি। ২০০১ সালের ২৪শে মে তারিখে আনুমানিক বেলা সাড়ে এগারটার সময় ফুলাত পৌঁছি। মাওলানা কলীম সাহেব কোন সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন। গাড়ি ছিল রেডি। বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি খিটখিটে মেজাজে বলি, আমি মুসলমান হতে এসেছি। আপনি যদি করতে পারেন তো বলুন। অন্যথায় জওয়াব দিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব সম্ভবত এই কথার দ্বারা আমার গোটা ঘটনাটাই বুঝে ফেলেন।

তিনি বলেন, "আপনি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে চান তাহলে দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই পড়ে ফেলুন। আর যদি চেয়ারে বসে পড়তে চান তাহলে বসে পড়ুন।"

আমি বসে পড়ি। তিনি আমাকে কলেমা পড়ান। আমার নাম রাখেন সাঈদ আহমদ। মাওলানা সাহেব আমাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান ও গলা জড়িয়ে ধরেন। তিনি পানি চেয়ে পাঠান এবং বলেন, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার পরিচয় দিন এবং বলুন ইসলামের দাওয়াত আপনাকে কে দিয়েছে?"

আমি আমার পরিচয় দিই এবং বলি, ইসলাম নিজেই আমাকে দাওয়াত দিয়েছে। মাওলানা সাহেব আমার সমস্ড় অবস্থা শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যেন আমাকে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, "ডক্টর সাহেব! আপনি একজন বিজ্ঞানী। ইসলাম ধর্ম আপনি সত্য মনে করে কবুল করেছেন এবং ইসলাম পড়ে-শুনে আপনি এই ফয়সালা করেছেন। আপনি বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করে থাকবেন যে, ইসলাম রসম-রেওয়াজের ধর্ম নয়। ঈমান আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে সত্যিকার সম্পর্কের নাম। যখন সত্য মনে করে

আপনি একে মেনে নিয়েছেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্বীকার করে নিয়েছেন, পিতা-পিতামহের পুতুল পূজা ও শির্ক (অংশীবাদিতা) ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখনই আপনি আল্লাহর কাছে মুসলমান হয়ে গেছেন। আমি যে আপনাকে কলেমা পড়ালাম তা শুধু আপনাকে সান্ত্বনা দানের জন্য এবং আপনার মত একজন সত্যিকার ও গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র মুসলমানের সঙ্গে কলেমা পড়ার সৌভাগ্য লাভের জন্য পড়েছি। নইলে মুসলমান তো আপনি ছয় মাস আগেই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এভাবে আমাকে ঠাট্টা করলেন যে, আমার সমস্ড় ধাক্কা খাওয়ার যখমের চিকিৎসা হয়ে গেল। এখন আমি ঐসব লোকের পরিবর্তে যারা আমাকে কলেমা পড়াতে ইতঃস্ড়ত ও সংকোচ বোধ করেছিলেন আমার বোকামীর ওপর নিজেই হাসলাম। মাওলানা সাহেবের এখানে লৌকিকতাপূর্ণ নাশতা হল। তিনি তাঁর সফর এক ঘণ্টা বিলম্বিত করলেন এবং যেসব লোক আমাকে কলেমা পড়াতে সংকোচ বোধ করছিলেন তা অবস্থার দাবি ছিল বলে তিনি তাদের পক্ষে সাফাই গাচ্ছিলেন এবং আমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যে, মুসলমানরা ইসলাম পিয়াসী ও দুঃখী মানবতার সত্য গ্রহণের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক। এমতাবস্থায় বেশি প্রয়োজন আপনার মত লোকের যারা কুরআনী ইসলাম বুঝেছেন ও মানছেন, মানুষের প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে কথা ও কাজের দ্বারা পরিচয় করানো বরং দরদভরা মন নিয়ে দাওয়াত দেওয়া। তিনি আমার থেকে চলার পথে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নেন যে, দুনিয়ার এই কমতি দূর করার জন্য আমি কাজ করব। মাওলানা সাহেব আমাকে খানা খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আমি চাইলাম যে, মাওলানা সাহেবের সঙ্গে আমি কিছু সময় অতিবাহিত করি, কিন্তু তাঁর সফরের কারণে আমি অনুমতি নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করি।

মওলভী আহমদ সাহেব! আপনি আমার ওপর অনুগ্রহকারী সন্তান। আমি আমার এই আনন্দদায়ক ও সফল সফরের স্বাদের কথা বলতে পারব না। আমার মনে হচ্ছিল যেন আজই আমি জন্মেছি। আমি সারাটা পথ চিন্তা করলাম যে, গোটা দুনিয়াটাকে একটি দেশে পরিণত করে আমাকে যদি তার বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হত তাহলেও বোধ করি এত খুশি আমার লাগত না এবং তা এজন্য যে, আমি আজ আমার মালিককে যেন রাজী-খুশি করে ফিরছিলাম।

দিল্লী ফেরার পর আমি আমার স্ত্রীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই আমার ইসলাম গ্রহণের কথা। সে বাড়ির লোকদেরকে জানিয়ে দেয়। আমার ঘরে যেন বাজ পড়ল। বিলাপ ও কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল গোটা বাড়ি জুড়ে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি মন্ত্রীদের আসনে সমাসীন ছিলেন আমাকে অনেক লোভ দেখালেন এবং আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ওপর জোর দিলেন। আর সিদ্ধান্ত না পাল্টালে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিই। তিনি আমাকে পার্টিরই কেবল নয় বরং রাষ্ট্রের দু'জন বড় দায়িত্বশীল বরং বলতে কি এ সময়কার সবচেয়ে' বড় দায়িত্বশীলের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তারা আমাকে মন্ত্রীত্বের প্রস্ড়াব দেন। আমি সেখানেও আমার স্পষ্ট সিদ্ধান্তের কথা তাদের জানিয়ে দিই। তারা যখন আমার ওপর চাপ দিচ্ছিলেন এবং আমাকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। তখন 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব' বলে নিজেকে মুক্ত করে চলে আসি। আর এটা তো স্পষ্ট যে, এই মুবারক ফয়সালার জন্য ভাবনা-চিন্তার কথা মনে হলেও আমি কেঁপে উঠি। আমি এই সাক্ষাতের কথা আপনার আব্বাকে জানিয়েছি। তিনি কি করা যায় তা দু'একদিনের মধ্যে আমাকে ভেবে-চিন্তে জানাবেন বলে জানান। পরে তিনি আমাকে দিল্লী পাবলিক স্কুল ছেড়ে কিছুদিনের জন্য সৌদী আরব কিংবা উপসাগরীয় কোন দেশে/রাষ্ট্রে থাকার জন্য বলেন। আমিও তাঁর এই মতকে উত্তম মনে করি। অতঃপর ইন্টারনেট দেখে একটি ইংলিশ স্কুলে ঐ ইন্টারনেটের ওপরই দরখাস্ড় পাঠিয়ে দিই। ইন্টারনেটেই ইন্টারভিউ হয় এবং এক মাসের মধ্যেই তিন বছরের জন্য মাস্কাত চলে যাই। আল্লাহর শোকর যে, আমার এ সময়টা খুব ভাল কেটেছে।

প্রশ্ন. আপনি বলছিলেন যে, আব্বু আপনার থেকে কুরআনী ইসলামের দাওয়াত প্রদানের প্রতিশ্র“তি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্র“তি ও অঙ্গীকারের কী হল?

উত্তর. আমি তিন বছর মাস্কাতে কাটাই। কেবল, হ্যাঁ, কেবল দাওয়াতকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে কাজ করেছি। আরব যুবকদেরকে আমি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জেনে বাঁচার জন্য তৈরি করেছি এবং আমার সঙ্গী-সাথী ও বন্ধুদের মধ্যে কাজ করেছি। আমার কলেজের প্রিন্সিপাল যিনি ছিলেন ফ্রান্সের, আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান হয়েছেন এবং

তিনি প্যারিসে গিয়ে একটি দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন। আমাদের কলেজের ছয় শিক্ষক ও তিনজন কর্মচারী ইসলাম কবুল করেছেন যাদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় ও তিনজন মার্কিন নাগরিক এবং তিনজন লন্ডনের। আনন্দের কথা এই যে, এরা সকলেই তাদের গোটা পরিবারসহ মুসলমান হয়েছেন। সংখ্যা তো বেশি নয়। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে এরা সকলেই সচেতনভাবে কুরআনী মুসলমান। যেই কলেজে ছিলাম সেখানে এমন দাওয়াতী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রতি সপ্তাহে দাওয়াতী প্রোগ্রামে আমার আলোচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনা হয়। আমার কলেজের পঞ্চাশজন শাগরিদের আলহামদুলিল্লাহ এমনভাবে মনমগজ গঠিত হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ তারা যতদিন বেঁচে থাকবে, দাওয়াতকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে বাঁচবে। তাদের অধিকাংশই ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যে রয়েছে, দু'জন জাপানে ও দু'জন ইটালীতে দাওয়াতী কাজ করছেন। আসলে আমার সমস্যা ছিল। সে সময় আমিও পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন শরীফ পড়েছি এবং উর্দূও আমার মোটামুটি রকম শেখা হয়েছে।

প্রশ্ন. এখন আপনি ফিজি যাবার প্রোগ্রাম বানিয়েছেন। ওখানে আপনার কাজ কী হবে?

উত্তর. মূলত এই ফয়সালা আমি মাওলানা সাহেবের পরামর্শে এবং তাঁর ইঙ্গিতেই নিয়েছি। মাওলানা সাহেব ফিজি, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে দাওয়াতী কাজের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। সেখানে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু লোক কাজ করছে। মাওলানা সাহেবের ধারণা যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকার দাদাগিরি ও নির্যাতনমূলক আচরণে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত, তরুণ মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলনের ফলে ইসলামের শতকরা ১০০% হৃদয়াশ্রিত ও করুণামিশ্রিত ছবি বিকৃত হয়ে গেছে। এজন্য এইসব তরুণ ও যুবক ইসলামের মূলনীতিসমূহকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের দেউলে মানবতার ইসলামের পথে আসার ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধক। এজন্য ঐসব দেশে দাওয়াতের প্রয়োজনও অনেক বেশি এবং সেখানে আশাও অনেক বেশি। এজন্য আমি একটি চাকরি খুঁজে নিয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ জানুয়ারি মাসে আমি সেখানে যাচ্ছি। আল্লাহ করুন,

মাওলানা সাহেবের প্রত্যাশা পূরণের আমি যেন মাধ্যম হতে পারি।

প্রশ্ন. আরমুগানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কোন পয়গাম দিতে চাইবেন?

উত্তর. আমি খুব বেশি বলার অবস্থায় নেই। অবশ্য আমার জীবন স্বয়ং মুসলমানদের জন্য পয়গাম ও শিক্ষণীয় উপদেশ। আমার এ কথা অত্যন্ত তিক্ত সত্য হবে যে, যদি মুসলমানরা সত্য ও সততা থেকে দেউলে ও মাহরুম মানবতাকে সত্যের দাওয়াতের হক আদায় না করতে পারে তাহলে কমপক্ষে কুরআনী ইসলাম ও দুনিয়ার মধ্যে বাধা ও প্রতিবন্ধক যেন না হয় এবং ইসলাম ও মানবতার মধ্যে থেকে যেন সরে না যায়।

প্রশ্ন. আসলেই একথা তো সত্য। কিন্তু আপনাকে এ ব্যাপারে একেবারে হতাশ হওয়া ঠিক হবে না। এজন্য যে, কোন না কোন পর্যায়ে আপনাকে যারা বই-পুস্ড়ক দিয়েছেন, যেসব বই-পুস্ড়ক আপনি পড়েছেন সে সবের লেখক এবং কলেমা পড়ানেওয়ালা সকলেই আজকালেরই মুসলমান।

উত্তর. একথা একদম সত্য। এ সকল লোক আসলেই কুরআনী মুসলমান। কিন্তু এ ধরনের মুসলমানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ এবং তাদের দেখার সুযোগ হয় কখন। অমুসলমানদের যে সব মুসলমানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তাদের অধিকাংশই তো তারা যারা কুরআনী ইসলামের জন্য প্রতিবন্ধক।

প্রশ্ন. আপনার একথাও আসলে সত্য। অনেক অনেক শুকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহু।

উত্তর. আপনাকেও ধন্যবাদ। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, জানুয়ারী, ২০০৬ ইং

ডক্টর মুহাম্মদ হুযাইফা (রামকুমার)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের দেশ একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং রাষ্টের আইন ও সংবিধান (যার যার) নিজের ধর্ম মেনে চলার এবং ধর্মের দাওয়াত প্রদানের মৌলিক অধিকার আমাদেরকে দিয়েছে। কাউকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া, কেউ মুসলমান হতে চাইলে তাকে কালেমা পড়ানো আমাদের মৌলিক আইন গত অধিকার। যেই যিনিষের আইন আমাদেরকে আইন অধিকার দেয়

সে ব্যাপারে আমরা কাউকে ভয় পাই না। বেআইনী কাজ আমরা জেনে-বুঝে কখনোই করি না। ভুলে হয়ে গেলে আমরা ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করি।" (মাওলানা কলীম সিদ্দিকী)

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ড. হুযায়ফা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আল্লাহর শোকর যে, আপনি এসে গেছেন। আব্বার কাছ থেকে বহুবার আপনার কথা শুনেছি। আব্বা অধিকাংশ লোকের সামনে আপনার কথা বলেন। রক্ত সম্পর্কীয় ভাইদের কল্যাণ কামনা এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী ধ্বংস ও শাস্ড়ির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কেবল ইসলামী দায়িত্ব ও কর্তব্যই নয় বরং এটি একটি কল্যাণকর হবার দরুণ আমাদের দেশের আইনগত দিক দিয়েও আমাদের আইনগত (ও সাংবিধানিক) অধিকার, এই সূত্রে আপনার ইসলাম গ্রহণের আলোচনা উদাহরণ হিসেবে করে থাকেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। আল্লাহ সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন।

উত্তর. দিল্লীতে এক সরকারী কাজে এসেছিলাম। মাওলানা সাহেবের ফোন তো পাই না। ধারণা করলাম, ফোন করে দেখি। যদি ফুলাতে থাকেন তাহলে দেখা করে যাব। বহুদিন যাবত দেখা-সাক্ষাৎ না হবার দরুণ খুবই

অস্থির ছিলাম। ফোন করে জানতে পারলাম মাওলানা সাহেব দিল্লীতেই আছেন। আমার জন্য এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কী হতে পারত যে, দিল্লীতেই দেখা হয়ে গেল। আমার আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে, রমাযানের আগেই দেখা হয়ে গেল। অস্থিরতাও দূর হয়ে গেল, আবার ঈমানের ব্যাটারীও চার্জ হয়ে গেল। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাত না হলে মনে হয় ভেতরকার ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং একটি প্রোগ্রামেও মাওলানা সাহেবের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলাম। বয়ান শুনেও সান্ত্বনা পেলাম।

প্রশ্ন. হুযায়ফা সাহেব! আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম। আমাদের এখানে ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের হয়। আপনি সম্ভবত জানেনও। এর জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই, যাতে করে যারা দাওয়াতের কাজ করেন তারা দিক-নির্দেশনা পায়। বিশেষ করে আপনার সাক্ষাৎকারের দ্বারা ভয় কমে ও উৎসাহ বাড়ে।

উত্তর. হ্যাঁ আহমদ ভাইয়া! আমি 'আরমুগান' সম্পর্কে বেশ জানি। আমি মাওলানা সাহেবকে কয়েকবার আবেদন জানিয়েছি এর হিন্দী সংস্করণ অবশ্যই বের করুন। মাওলানা সাহেবকে আমি বলেছিলাম যে, হিন্দী সংস্করণের কমপক্ষে পাঁচশ' গ্রাহক বার্ষিক বানাব ইনশাআল্লাহ! আমি জানলাম যে, সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দী সংস্করণ বের হচ্ছে। কিন্তু জানি না কেন সেপ্টেম্বরে তা বের হল না।

প্রশ্ন. ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর তা আসছে। আপনি চিন্তা করবেন না। আব্বু ও মাওলানা ওয়াসী সাহেব এজন্য খুবই চিন্তিত আর লোকের দাবী ও চাহিদাও খুব।

উত্তর. আল্লাহ করুন। খবরটা যেন সত্য হয়। আহমদ ভাই, এখন আদেশ করুন আমার থেকে কী জানতে চান?

প্রশ্ন. আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. পূর্ব ইউ.পি.র বস্ড়ি জেলার একটি গ্রামে জমিদারগৃহে আমার জন্ম ১৯৫৭ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে। ১৯৭৭ সালে ইন্টার পাস করি। আমার চাচা ইউ.পি. পুলিশে ডি.এস.পি. ছিলেন। তার ইচ্ছায়

পুলিশে ভর্তি হই। চাকুরীরত থাকা অবস্থায় ১৯৮২ সালে বি.কম. পাস করি এবং ১৯৮৪ সালে এম.এ. কপরি। ইউ.পি.র ৫৫টি থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ থাকি। ১৯৯০ সালে আমার প্রমোশন হয় ও সিও হই। ১৯৯৭ সালে একটি ট্রেনিংয়ের জন্য ফ্লোরা একাডেমীতে যেতে হয়। একাডেমীর ডাইরেক্টর জনাব এ. এ. সিদ্দিকী ছিলেন আমার চাচার বন্ধু। তিনি আমাকে ক্রিমিন্যালোজিতে পি.এইচ.ডি. করার পরামর্শ দেন। আমি ছুটি নিয়ে ২০০০ সালে পি.এইচ.ডি. করি। ১৯৯৭ সালে চাকুরিতে সর্বোত্তম দক্ষতা ও কৃতকার্যতার (best performance) ভিত্তিতে আমাকে বিশেষ পদোন্নতি হিসাবে ডি.এস.পি. পদে প্রমোশন প্রদান করা হয় এবং মুজাফফরনগর জেলার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে পোস্টিং দেওয়া হয়। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার। এক বোন আছে যার বিয়ে হয়েছে এক কলেজ প্রভাষকের সঙ্গে। পরিবারে লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ আছে। বর্তমানে আমি পূর্ব ইউ.পি.র এক জেলা হেড কোয়ার্টারে গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন।

উত্তর. আমাদের পরিবার শিক্ষিত পরিবার এ কারণে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় বিখ্যাত। এর একটি কারণ এও যে, আমাদের পরিবারের একটি শাখা অনুমানিক একশ' বছর আগে ইসলাম কবুল করে ফতেহপুর, হাঁসওয়াহ ও প্রতাপগড়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা ছিল অত্যন্ত পাকা মুসলমান। এদিকে আমাদের বস্তিতে তিরিশ বছর আগে বস্তির জমিদারদের ছোঁয়াছুঁয়ির জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে আটটি দলিত (অস্পৃশ্য), অচ্ছ্যুত, নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবার মুসলমান হয়ে যায়। এই দুটো ঘটনায় আমাদের পরিবারে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের খান্দানের কিছু যুবক বজরং দলের একটি শাখা গ্রামে কায়েম করে। পরিবারের যুবকরাই ছিল এর অধিকাংশ সদস্য। আমি এসব কথা এজন্য বললাম যে, কোন মানুষের ইসলাম গ্রহণের জন্য সবচেয়ে' বিরোধী পরিবেশ ছিল আমার। কিন্তু আল্লাহ যাঁর নাম হাদী (হেদায়েত দেনেওয়ালা) ও রহীম (পরম দয়ালু), আপন শানের কারিশমা দেখাতে চাচ্ছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্যজনক পথে আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

আসলে হয়েছিল কি, গাযীয়াবাদ জেলার পাল খোয়াহ্র একই পরিবারের ন'জন লোক মাওলানার কাছে এসে ফুলাতে মুসলমান হয়। এঁদের মধ্যে ছিল মা-বাপ, চার মেয়ে ও তিন ছেলে। ছেলে ছিল বিবাহিত। মাওলানা সাহেব তাদের কলেমা পড়তে বলেন। তারা বলে যে, আমরা আটজন তো এখন কলেমা পড়ছি। বড় ছেলেটি বিবাহিত। তার স্ত্রী এখনও মুসলমান হতে তৈরি নয়। তার স্ত্রী তৈরি হলেই আমাদের এ ছেলেও একত্রে কলেমা পড়বে। মাওলানা সাহেব বললেন, জীবন-মরণের আদৌ কোন ভরসা নেই। এও এক সাথেই কলেমা পড়ে নিক। এখনই তা স্ত্রীকে বলার দরকার নেই। এরপর স্ত্রীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করুক। তারপর আবার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে দ্বিতীয়বারের মত কলেমা পড়বে। মাওলানা সাহেব তাদের সকলকে কলেমা পড়ান এবং তাদের অনুরোধে সকলের ইসলামী নামও রেখে দেন। তাদের বলায় একটি প্যাডে তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের নতুন নামের সার্টিফিকেট বানিয়ে দেন। তাদের এও বলে দেন যে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। এজন্য শপথনামা তৈরি করে ডি.এম.কে. রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে এবং কোন পত্রিকায় ঘোষণা প্রদান যথেষ্ট হবে। এরা খুশি হয়ে সেখান থেকে চলে যায় এবং আইনগত পাকা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেয়। বড় মেয়েগুলো ও মা মহিলাদের এজতেমায় যেতে থাকে।

তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জেনে মহিলারা খুশি হয়ে মিষ্টি বিতরণ করে। বড় ছেলের বৌ জেনে পরিবারের অন্যান্য লোকদের বলে দেয়। অতঃপর এক দু'জন করে সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু সংগঠনগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। টিভি চ্যানেলের লোকেরা এসে যায়। ফলে দেখতে না দেখতেই দাবানলের মত চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে যায়। দৈনিক জাগরণ, ও অমর উজালা এ দুই হিন্দী পত্রিকায় চার কলামব্যাপী বড় বড় হরফে এই খবর ছাপা হয় যার হেডিং ছিল :

“লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তকরণে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ : ধর্মান্তকরণ ফুলাত মাদরাসায় হয়েছে।”

এই খবরে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। সে

সময় আমার পোস্টিং ছিল মুজাফফরনগর। অফিসিয়াল দায়িত্ব ছাড়াও এ খবরে আমার নিজের মধ্যেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। আমি আমার দু'জন ইন্সপেক্টরসহ ফুলাত পৌঁছি। সেখানে যেসব লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে যে মাওলানা সাহেবই কেবল সঠিক বিষয় বলতে পারেন। তারা আমাদেরকে আশ্বস্ড় করেন যে, আমাদের এখানে কোন বেআইনী কাজ হয় না। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে আপনারা দেখা করুন। তিনি আপনাদেরকে যা সত্য তাই বলবেন। আমি তাদেরকে আমার ফোন নম্বর দিই যে, মাওলানা সাহেব কবে ফুলাত আসবেন জেনে আমাকে যেন জানায়।

তৃতীয় দিন ফুলাতে মাওলানা সাহেবের প্রোগ্রাম ছিল। ২০০২ সালের ৬ই নভেম্বর বেলা এগারটায় আমরা ফুলাত পৌঁছি। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের জন্য চা-নাশতার ব্যবস্থা করেন। বলেন, খুব খুশি হয়েছি যে, আপনারা এসেছেন। আসলে মৌলভী-মোল্লাদের ও মাদরাসাগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করা হয়ে থাকে। আমি তো আমার সাথীদের ও মাদরাসাওয়ালাদের বারবার বলি, পুলিশের লোক, হিন্দু সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, সি.আই.ডি., সি.বি.আই.-এর লোকদের খুব বেশি বেশি মাদরাসাগুলোতে ডেকে আনা দরকার বরং কয়েক দিন মেহমান হিসাবে রাখা উচিত যাতে করে তারা ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং মাদরাসাগুলোর কদর বুঝতে পারেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনি একদিন আগেও এসেছিলেন। সফরে আমাকে এদিক থেকেই যাওয়ার ছিল কিন্তু খেয়াল হল যে, আপনি অপেক্ষা করবেন। এজন্য কেবল আপনার জন্যই আজ এসেছি। মাওলানা সাহেব হেসে বললেন, বলুন আপনার কী সেবা করতে পারি?

আহমদ ভাই! মাওলানা সাহেব সাক্ষাতের প্রারম্ভেই এমন আস্থা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটালেন যে, আমার চিন্তা-ভাবনার ধারাই পাল্টে গেল। আমার ভেতর ক্রোধের আধা ভাগও থাকেনি। আমি পত্রিকা বের করলাম এবং জানতে চাইলাম এ খবর আপনি পড়েছেন।"

মাওলানা সাহেব বললেন, "রাত্রে আমাকে এ পত্রিকা দেখানো হয়েছে।

আমি 'অমর উজালা'তে এই খবর পড়েছি।"

আমি বললাম, "এরপর এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?"

মাওলানা সাহেব বললেন যে, "আমি এক সফরে যাচ্ছিলাম। গাড়িতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটি জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমার সফরের তাড়া ছিল। আমি আমার সাথীদের বললাম, "এরা হযরতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে থাকবে। তাদেরকে ক্বারী হিফজুর রহমান সাহেবের ঠিকানা বলে দাও। কিন্তু একজন আমাকে চিনতেন। বললেন, আমরা অন্য কোথাও যাব না। আমরা আপনার কাছেই এসেছি। এরা আমাদের ভাই। তারা তাদের বাড়ির লোকজনসহ মুসলমান হতে চায়। এজন্য তারা এক মাস যাবত পেরেশান। আমি গাড়ি থেকে নেমে আসি, তাদের কলেমা পড়াই। নাম রাখতে বলায় তাদের ইসলামী নামও বলে দিই। এবং তাদের প্রত্যেককে ইসলাম গ্রহণের একটি করে সার্টিফিকেটও দিই। তাদের এও বলে দিই যে, আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে আপনারা শপথনামা/ হলফনামা তৈরি করে ডি.এম.কে জানাবেন। একটি পত্রিকায় ঘোষণা পাঠাবেন। আরও ভাল হয় যদি জেলা গেজেটে দিয়ে দেন। তারা ওয়াদা করল যে, কালই গিয়ে আমরা সব কাজ করব। আমি জানতে পেরেছি, তারা এসব কাজই সম্পন্ন করেছে। মাওলানা সাহেব বললেন, আমাদের দেশ সেকুল্যার রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের আইন-কানুন আপন ধর্ম মানা ও ধর্মের দাওয়াত প্রদানের মৌলিক অধিকার আমাদেরকে দিয়েছে। কাউকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া, কেউ মুসলমান হতে চাইলে তাকে কলেমা পড়ানো আমাদের মৌলিক আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার। যেই অধিকার আইন ও সংবিধান আমাদেরকে দেয় সে ব্যাপারে আমরা কাউকে ভয় পাই না। আমরা জেনে-বুঝে কোন বেআইনী কাজ কখনো করি না। ভুলে হয়ে গেলে তার সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করি। লোভ দেখিয়ে কিংবা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের কথা বলছেন? এটা তো একদম বেআইনী। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল এই যে, এই বেআইনী কাজ সম্ভবও নয়। ধর্ম পরিবর্তন করা অথবা কারোর মুসলমান হওয়া তার অন্তর-মনের বিশ্বাসের পরিবর্তন যা লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির দ্বারা হতেই পারে না। আপনাকে খুশী করার জন্য কেউ বলতে পারে যে, আমি হিন্দু হচ্ছি অথবা মুসলমান হচ্ছি। কিন্তু এত বড় সিদ্ধান্ত

নিজের জীবনে মানুষ ভেতরের অনুমোদন ছাড়া নিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এর চাইতেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী তা হল এই যে, আমি একজন মুসলমান আর মুসলমান তাকে বলা হয় যে, সকল সত্য কথাকে মানে যা সকল সত্যের থেকে অধিক সত্য। আমাদের মালিক এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্ল- াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর সম্পর্কে এই ভুল ধারণা বিদ্যমান যে, তিনি কেবল মুসলমানদের রসূল এবং তাদের (মুসলমানদের) জন্য মালিকের পক্ষ থেকে সংবাদবাহক ছিলেন। অথচ কুরআন পাকে ও হাদীছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এ কেবল একথাই পাওয়া যায় যে, আমি সকলের মালিক ও প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত সমগ্র মানব জাতির প্রতি অন্তিম (শেষ) ও সত্য রাসূল। তিনি এত সত্যবাদী ছিলেন যে, তাঁর দীনের ও তাঁর জীবনের শেষ দুশমনও তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। বরং তাঁর শত্রুরাও তাঁকে আস-সাদিকুল আমীন (বিশ্বস্ড় আমানতদার) এবং সত্যবাদী ও ঈমানদার উপাধি দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, দিন হচ্ছে আমাদের চোখ দেখছে। এই চোখ ধোকা দিতে পারে একথা মিথ্যা হতে পারে যে দিন হচ্ছে কিন্তু আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি আমাদের খবর দিয়েছেন এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল, ধোকা ও মিথ্যা হতে পারে না। আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, মানুষ পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। সম্ভবত আপনারাও তা বিশ্বাস করেন।”

আমি বললাম যে, “আমাদের এখানেও তাই মনে করা হয়।”

মাওলানা সাহেব বললেন, “একথা তো একদম সত্য যে, আমরা এবং আপনারা/ আমি এবং আপনি রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। বেশি থেকে বেশি এই হতে পারে যে, আপনি আমার চাচা অথবা আমি আপনার চাচা। আমার ও আপনার মধ্যে রক্ত সম্পর্ক আছে। এই রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও আপনিও মানুষ আর আমিও মানুষ। আর মানুষ তো সে-ই যার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা বিদ্যমান। একে অন্যের প্রতি কল্যাণের প্রেরণা বিদ্যমান। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আপনি যদি এটা মনে করেন যে, হিন্দু ধর্মই একমাত্র মুক্তির পথ ও মোক্ষ লাভের উপায় তাহলে আপনাকে এই সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে ও

এই সম্পর্কের খাতিরে আমাকে হিন্দু বানাবার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। আর আপনি যদি মানুষ হন, আপনার বুকের মধ্যে যদি পাথর না থেকে থাকে, মায়া-মমতাশূন্য না হন, তাহলে আপনার ভেতর ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্ড়ি আসা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ভুল পথ ছেড়ে মুক্তির পথে এসে যাই।”

মাওলানা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কথা ঠিক কিনা?”

আমি বললাম, “বিলকুল ঠিক।”

মাওলানা সাহেব বললেন, “আপনাকে সর্বপ্রথম এসেই আমাকে হিন্দু হবার জন্য বলা দরকার ছিল।”

দ্বিতীয় কথা হল, আমি মুসলমান। বহির্গত সূর্যের আলোকরশ্মির চেয়েও আমার এ কথার ওপর বেশি বিশ্বাস যে, ইসলামই একমাত্র সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, ফাইনাল ধর্ম এবং মুক্তি ও মোক্ষ লাভের একমাত্র পথ। আপনি যদি মুসলমান না হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যান তাহলে চিরস্থায়ী নরকে জ্বলতে হবে। জীবনের একটি নিঃশ্বাসেরও বিশ্বাস নেই। যেই শ্বাসটি ভেতরে গেল এর কী নিশ্চয়তা যে তা বাইরে আসা পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন। আর এরই বা ভরসা কোথায় যে, যেই নিঃশ্বাসটি বাইরে বেরিয়ে গেল তা ভেতরে নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন। এমতাবস্থায় আমি যদি মানুষ হই আর আমি আপনাকে আমার রক্ত সম্পর্কীয় ভাই মনে করি তবে যতক্ষণ আপনি কলেমা পড়ে মুসলমান না হবেন ততক্ষণ আমার স্বস্ড়ি আসবে না। একথা আমি নাটক হিসেবে উচ্চারণ করছি না। স্বল্পক্ষণের এই সাক্ষাতের পর এই রক্ত সম্পর্কের কারণে যদি রাত্রে শুতে শুতেও আপনার মৃত্যু ও নরকে জ্বলবার খেয়াল জাগে তাহলে আমি অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকব। এজন্য স্যার! আপনি পালখোহওয়ালদের চিন্তা বাদ দিন। যেই মালিক জন্ম দিয়েছেন, পয়দা করেছেন, জীবন দিয়েছেন তাঁর সামনে মুখ দেখাতে হবে। আমার ব্যথার চিকিৎসা তো তখন হবে যখন আপনারা তিনজনই মুসলমান হয়ে যাবেন। এজন্য আপনাকে অনুরোধ, আপনি আমার ওপর দয়া করুন। আপনারা তিনজনই কলেমা পড়ুন।

আহমদ ভাই! আমি এক অপর বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম।

মাওলানা সাহেবের ভালবাসা তো নয় ছিল যাদু! আমি এমন এক পরিবারের সদস্য যাদের ঘুটিতে মুসলমান, মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষন করানো হয়েছিল। আমি এই খবর পড়ে সীমাতিরিক্ত উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হই এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুলাত গিয়েছিলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব আমাকে না ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য বলছেন, আর না ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য বলছেন। ব্যাস, সোজাসুজি মুসলমান হবার জন্য বলছেন এবং অন্তরাত্মা আমার বিবেক যেন মাওলানা সাহেবের ভালবাসার নিগড়ে যেন অসহায় রকম বন্দী। আমি বললাম, কথা তো আপনার একেবারে সাদামাটা ও সত্য এবং আমাদেরকে ভাবতেই হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এত জলদী করার নয় যে, এত তাড়াতাড়ি আমি তা নিতে পারি। মাওলানা সাহেব বললেন, সত্য কথা হল এই যে, আপনি এবং আমি সবাই মালিকের সামনে এক বড় দিনে হিসাবের জন্য একত্র হব, সে সময় এই সত্য আপনি অবশ্যই পাবেন যে, এই ফয়সালা খুব তাড়াতাড়ি করার এবং এতে বিলম্ব করার আদৌ অবকাশ নেই। মানুষ এ ব্যাপারে যত দেরী করবে, পস্তাবে।

জানি না, এরপর জীবন-জিন্দেগী ফয়সালা করার অবকাশ দেয় কি না। মৃত্যুর পর পুনরায় আফসোস ও পস্তানো ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকবে না, করতে পারবে না। এ কথা অনড় সত্য যে, ঈমান গ্রহণ করা এবং মুসলমান হবার থেকে বেশি তাড়াহুড়া করার মত আর কোন ফয়সালা হতেই পারে না। তবে হাঁ আপনি যদি হিন্দু ধর্মকে মুক্তির পথ মনে করেন তাহলে আমাকে হিন্দু বানাতে আপনাকে এতটাই জলদী করা দরকার যেভাবে আমি মুসলমান হবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে বলছি। আমার খেয়াল হল যে, যেই বিশ্বাসের সাথে ও যেই দৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে মাওলানা সাহেব আমাকে মুসলমান হতে বলছেন সেই বিশ্বাস ও আস্থার সাথে আমি তাঁকে হিন্দু হতে বলতে পারছি না। বরং সত্য বলতে কি আমরা আমাদের গোটা ধর্মকে কোথাও শ্রুত প্রথার ওপর কাহিনীসমষ্টি ছাড়া কিছু মনে করি না। হিন্দু ধর্মের ওপর আমার বিশ্বাসের অবস্থা যখন এই তখন কাউকে কোন্ ভরসায় ও কিসের ওপর ভর করে হিন্দু হবার জন্য বলতে পারি? আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলছিল, রামকুমার!

তরুণ আলেম ছিলেন আমাদের জামা'আতের আমীর। চল্লিশ দিন আমি পুরো নামায এবং অনেক দো'আ মুখস্ত করেছি। জামা'আত থেকে ফিরে এসে দেখি আমাকে এলাহাবাদে বদলী করা হয়েছে। এলাহাবাদে পোস্টিংকালে আমি আমার স্ত্রীকে অনেক কিছু বলে দিই। সে ছিল খুব অনুগত, সহজ-সরল মহিলা। সে আমার সিদ্ধান্তের এতটুকু বিরোধিতা করেনি বরং সকল অবস্থায় আমার সাথে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি তাকেও বই-পুস্তক পড়িয়েছি। আমাদের বিয়ে হয়েছে দশ বছর। কিন্তু কোন সন্তানাদি ছিল না। আমি তাকে লোভ দেখাই যে, ইসলাম কবুল করলে আমাদের মালিক আমাদের ওপর খুশি হবেন এবং আমাদের সন্তানাদিও দেবেন। সন্তান না হবার কষ্টে সে খুবই বিষণ্ন থাকত। এই কথায় সে খুব খুশি হয়। এক মাদরাসায় নিয়ে গিয়ে তাকে কলেমা পড়াই। আল্লাহর কাছে বহু দো'আ করি, আমার মালিক আমার রব! আপনার ভরসায় আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনি আমার ভরসার সম্মান রক্ষা করুন এবং একটা হলেও তাকে সন্তান দিন। আল্লাহর কি রহমত! এগার বছর পর আমাদের তিনি পুত্রসন্তান এবং এর তিন বছর পর এক কন্যা সন্তান দিয়েছেন।

প্রশ্ন. ইসলাম গ্রহণের পর চাকরিতে আপনার কোন সমস্যা হয়নি?

উত্তর. এলাহাবাদে পোস্টিং থাকাকালে আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিই এবং আইনগত কার্যক্রম হাইকোর্টের একজন উকীলের মাধ্যমে গ্রহণ করি যেজন্য আমাকে আমার বিভাগ থেকে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল। আমি এজন্য দরখাস্ত করি। একজন বেদজী ছিলেন আমার বস। তিনি কঠোরভাবে আমাকে এর থেকে বাধা দেন এবং আমি এ সিদ্ধান্ত নিলে তিনি আমাকে সাসপেন্ড করবেন বলে হুমকী দেন। আমি তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিই, এ সিদ্ধান্ত তো আমি নিয়ে ফেলেছি। এখন আর সেখান থেকে ফেরার কোন প্রশ্নই আসে না। আপনি যা করতে পারেন করুন। তিনি আমাকে সাসপেন্ড করেন। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি এবং তিন চিল্লার জন্য জামা'আতে চলে যাই। বাঙ্গালোর ও মহীশূরে আমার সময় কাটে এবং আলহামদুলিল্লাহ খুব ভাল কাটে। এ সময় তিনবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হয় স্বপ্নে, যাতে আমি এত খুশি হই যে বলতে পারব না। আমি যখন ফিরে

আসি দেখতে পাই আল্লাহ পাক আমার সব অফিসারের মন নরম করে দিয়েছেন। লাখনৌয়ের একজন মুসলমান অফিসার যিনি খুব বড় পদে সমাসীন তাঁকে গিয়ে আমার অবস্থাটা খুলে বলি। তিনি ফুলাত গিয়েছেন এবং মাওলানা সাহেবকে চেনেন ও জানেন। তিনি আমাকে সাহায্য করেন। আমাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়।

প্রশ্ন. আপনার সঙ্গী দুই ইন্সপেক্টরের কী হল, যারা আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

উত্তর. তাদের একজন ইসলাম কবুল করেছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক সমস্যা ও বিপদাপদ এসেছে। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তিনি দৃঢ় ও স্থির আছেন আপন বিশ্বাসে। আল্লাহ তা'আলা তার অবস্থার সমাধান করেছেন। দ্বিতীয়জন ভেতরে ভেতরে তৈরি, কিন্তু সাথীর অসুবিধাদি দৃষ্টে একটু ভীত।

প্রশ্ন. পরিবারের লোকদের ওপর কাজ করেননি?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ, কাজ চলছে। ব্যাপক ও বিস্ড়রিতভাবে চলছে। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। এরপর আবার কোন সাক্ষাতে বিস্ড়রিত বলা যাবে। শুনলে খুব ভাল লাগবে।

প্রশ্ন. 'আরমুগান' পাঠকদের উদ্দেশ্যে এক মিনিটে কোন পয়গাম আপনি দেবেন?

উত্তর. ইসলামের থেকে বড় কোন সত্য নেই। আর এ এমন এক সত্য যে, একে যিনি মেনে চলবেন তার এর ওপর আমল করতে কাউকে ভয় পাবার দরকার নেই, কিংবা অন্যের কাছে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করারও দরকার নেই। কম বেশী বিরোধিতা আসবে। আমাদের মাওলানা সাহেব বলেন, "ইসলাম এক আলো আর সমস্ড় বাতিল ধর্ম অন্ধকার। অন্ধকার কখনো আলোর ওপর জয়যুক্ত হতে পারে না বরং আলোই জয়ী হয়। আলো যখন কখনো কখনো হ্রাস পায় তখন মনে হয় অন্ধকার চতুর্দিকে ছেয়ে গেছে এবং সবকিছু ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু আলো একটু উজ্জ্বল করে তুলে ধরুন, দেখবেন অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেছে।" ব্যাস, আমাকে এটা মানতে হবে। আর এটাই আমার পয়গাম যে, বিজয় সব সময় আলোর মশালধারীদেরই হয়। এজন্য কোনরূপ ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে ইসলামের

দাওয়াত দেওয়া দরকার এবং কোন রকম লোভ-লালসা ছাড়াই সত্যিকারের পারস্পরিক ব্যথা-বেদনার হক আদায় করার নিয়তে দাওয়াত দিয়ে যাই। দেখবেন, আমার মত ইসলাম দুশমন ও মুসলমানদের প্রতি শত্র"তার মাঝে যার লালন-পালন বিরোধী তদন্তের উদ্দেশ্য গমনকারী যদি হেদায়াত জুটতে পারে তাহলে সহজ সরল মন মস্ড়িষ্কের লোকগুলোর উপর এর প্রভাব না পড়ে যায় কিভাবে?

প্রশ্ন. শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ।

উত্তর. আচ্ছা, এজাযত দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাতুহু।

প্রশ্ন. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক অনেক শুকরিয়া। ইনশাআল্লাহ আবার যখন আসবেন তখন অবশ্যই এর দ্বিতীয় অংশ শোনাবেন।

উত্তর. ইনশাআল্লাহ অবশ্যই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদীভী
মাসিক আরমুগান, অক্টোবর ২০০৬ ইং

জনাব আব্দুর রহমান (অনিল রাও শাস্ত্রী)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

> মুসলমান ভাইদের কাছে আমার বিনীত আবেদন এটাই যে, আমাদের মত দুঃখী মানুষদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করুন যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। কিন্তু তাদের মা-বাপ দোযখে জ্বলছেন। একটু গভীরভাবে এই দুঃখ-কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করুন এবং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেই দায়িত্ব আমাদের মুসলমানদের কাঁধে সোপর্দ করেছেন সেজন্য ভাবুন।

আব্দুর রহমান : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদ আওয়াহ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই আব্দুর রহমান! বেশ কিছুকাল আগে থেকে আমাদের এখানে 'আরমুগান-ই-দাওয়াত' নামে প্রকাশিত একটি পুস্ড়কে হযরত মাওলানা আলী মিঞা নদভী (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সারা ভারতে এই ডাকনামেই মশহূর।– অনুবাদক) (আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন)-র নামে আপনার একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছির। সে সময় থেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি খুব আগ্রহী ছিলাম। আপনি এমন এক সময় এসেছেন যখন আমার অন্য একটি প্রয়োজন সামনে। ফুলাত থেকে প্রকাশিত দাওয়াতী মাসিক 'আরমুগান'-এ ইসলামে নবাগত সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার প্রকাশের ধারা চলছে। সেপ্টেম্বর সংখ্যার জন্য আমি সন্ধান করছিলাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের। খুব ভাল সময়ে আপনি এসে গেছেন।

উত্তর. আমারও কতগুলো খুব জরুরী পরামর্শ মাওলানা সাহেবের সঙ্গে করার ছিল। বছরখানেক হয়ে গেছে দেখা-সাক্ষাতের। ভালই হল যে, আপনার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আপনার সাক্ষাৎ আমার মনও চাচ্ছিল। আসলে হায়দারাবাদে আমাদের বহু বন্ধু-বান্ধব আপনার কথা খুব বলে। ওখানকার পত্রিকাগুলোতে আরমুগানের বরাতে অনেক সাক্ষাৎকার

প্রকাশিত হয় যদ্দারা বিরাট দাওয়াতী পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে এবং আলহামদুলিল্লাহ মানুষের মধ্যে দাওয়াতী প্রেরণা জন্ম নিচ্ছে। আমাদের এখানে ওরাঙ্গিল থেকে বহু মানুষ ফুলাত সফরের বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম তৈরি করছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার হায়াত ও ইলমের মধ্যে বরকত দিন। মন খুশিতে ভরে ওঠে যখন দেখি যে, আমাদের হযরতের সাহেবযাদাও এই মিশনের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। আল্লাহু তা'আলা কবুল করুন।

প্রশ্ন. আমীন! আল্লাহ আপনার যবান মুবারক করুন এবং আমার মত অযোগ্যকেও তাঁর দীনের খেদমতে বিশেষ করে দাওয়াতের ময়দানে কবুল করুন। আমীন। জনাব আব্দুর রহমান সাহেব। আপনি আপনার বংশীয় ও পারিবারিক পরিচয় দিন।

উত্তর. ওরাঙ্গিল শহরের একটি বিরাট ব্যবসায়ী পরিবারে আজ থেকে প্রায় ৫১ বছর আগে ১৯৫৪ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে আমার জন্ম। জন্মের পর আমার নাম রাখা হয় অনিল রাও। পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৫৯ সালে হাইস্কুলে, অতঃপর সেখান থেকে কলেজে ১৯৬১ সালে ইন্টার, '৬৪ সালে বিএসসি এবং ১৯৬৬ সালে ফিজিক্স-এ এমএসসি পাস করি। অতঃপর পিএইচডি করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করাই।

প্রশ্ন. এরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও আপনি হরিদ্বার, ঋষিকেশ গেলেন কিভাবে?

উত্তর. আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু জানি না কেন, আমার মন এ ধরনের ঝামেলায় জড়াতে ভয় পেত। আমার পিতাজী বিয়ের জন্য চাপ দিলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। আমি হরিদ্বার অভিমুখে রওয়ানা হই। আমি ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করতে চাইলাম। আমাদের পরিবার ছিল আর্যসমাজী। হরিদ্বারে গিয়ে একের পর এক ছয়টি আশ্রমে থাকি। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ আমার মনঃপুত হয়নি, হরিদ্বারে একজন ইঞ্জিনিয়ার বি.এইচ.এল.এ চাকুরি করতেন এবং তিনি ছিলেন বিজয়ওয়াড়ার বাসিন্দা। তার সঙ্গে আমার ভাল বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি আমার অস্থিরতাদৃষ্টে আমাকে ঋষিকেশে শান্তিকুঞ্জ নামক আশ্রমে যাবার পরামর্শ দেন কিংবা সেখানে অন্য কোন সমাজী আশ্রমের সন্ধান করতে বলেন। আমি ঋষিকেশ গিয়ে সন্ধান শুরু করি। বহু অনুসন্ধানের পর আমি শ্রী

নিত্যানন্দজী মহারাজার সত্যপ্রকাশ আশ্রম আমার জন্য উপযোগী ভাবি, যেখানে অধিকাংশই লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক থাকত। স্বয়ং স্বামী নিত্যানন্দজীও অনেক লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক ছিলেন। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে সংস্কৃত ভাষায় ডক্টরেট করার পর অনেকদিন তিনি রীডার, অতঃপর প্রফেসর ছিলেন। ছয় বছর পর্যন্ত সেখানে ব্রহ্মচারী থেকে জ্ঞান শিখতে থাকি। ছ'বছর পর স্বামীজি আমাকে পরীক্ষার জন্য যোগ সাধনা করান এবং আমাকে শাস্ত্রী পদ দান করেন। শাস্ত্রী হবার পর আমি সাত বছরে চব্বিশটি যোগ করি। এ ছিল এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু আমি সব কিছু ত্যাগ করে আমার মালিককে পাবার জন্য এসেছিলাম। এজন্য আমি কঠিন থেকে কঠিনতম সময়তেও সাহসহারা হই নাই।

ওরাঙ্গিল থেকে আসার সাত বছর পর আমার ভাই ও পিতাজী আমাকে খুঁজতে খুঁজতে ঋষিকেশ এসে পৌঁছেন এবং জানি না তারা কিভাবে আমাকে খুঁজে বের করেন ও আমার আশ্রমে আসেন। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তারা আমাকে তোষামোদ ও খোশামোদ করতে থাকেন এবং আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য জোর করতে থাকেন। কিন্তু আমার মন ঘরে ফিরতে ভয় পায়। আমি আমার পিতা ও ভাইকে খুবই খোশামোদ করি এবং ঈশ্বরকে পাওয়া পর্যন্ত আমাকে সেখানে থাকতে দেবার জন্য বলি। তারা এই শর্তে আমাকে ছেড়ে চলে যান যে, আমি আমার খরচে আশ্রমে থাকব এবং কারুর দান-খয়রাত খাব না। তাঁরা আশ্রমের অদ্যাবধি যে টাকা আমার বাবদ খরচ হয়েছে তা দিয়ে যান এবং ভবিষ্যতের ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আশ্রম ফান্ডে জমা করেন।

প্রশ্ন. এতদিন পর্যন্ত একজন অধ্যাপক স্বামীজির প্রশিক্ষণাধীনে এ ধরনের লেখাপড়া জানা লোকের সাথে আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও ইসলামের দিকে আসার খেয়াল আপনার মনে কিভাবে জাগল? আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বিস্ড়ারিত বলুন।

উত্তর. আসলে যেই সত্য মালিকের সন্ধানে আমি ওয়াঙ্গিল ছেড়ে ছিলাম আমার ওপর আমার সেই মালিক করুণা করলেন এবং তিনি আমার জন্য নিজেই রাস্ড়া বের করে দিলেন। আহমদ ভাই, আপনার জানা আছে যে, আর্য সমাজ হিন্দু ধর্মেরই সংশোধিত রূপ। এতে এক নিরাকার খোদার উপাসনার দাবি করা হয়েছে। মূর্তি পূজা ও পুরানো দেবমালা কাহিনী অস্বীকার করা হয়েছে, প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ধর্মের মূল গ্রন্থ

'সত্যার্থ প্রকাশ'। এটি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম ধর্ম ও এর শিক্ষামালা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হন এবং তিনি হিন্দুদেরকে মুসলমান হতে বাধা দেবার জন্য হিন্দু ধর্মকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিমাফিক বানাবার জন্য আর্য সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর দাবি হল, আর্য সমাজ শতকরা একশ ভাগ বৈদিক ধর্ম যা যুক্তি-তর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং একদম বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক। কিন্তু যখন আমি আর্য সমাজ পড়লাম আমার মনে তখন অনেক কিছু কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে থাকে। ১৩ বছরের কঠিন কঠোর তপস্যা সত্ত্বেও আমি আমার ভেতর কোন পরিবর্তন অনুভব করলাম না। কখনো কখনো আমি স্বামী নিত্যানন্দজীর কাছাকাছি হতে চেষ্টা করতাম এবং তাতে বুঝলাম তিনি নিজেই তাঁর বিষয়ে তৃপ্ত নন। ১৯৯২ সাল আমার জন্য ছিল কঠিন সময়। মা-বাপকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে ১৩টি বছর সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোকে আমাকে শাস্ত্রীজি বলত। এ ছাড়া আমার ভেতরের মানুষটাকে আগের তুলনায় কিছুটা পতিত অবস্থায়ই পেলাম। নানা ধরনের খেয়াল আমার দিলে জাগল। কোন কোন সময় কয়েকদিন পর্যন্ত আমার ঘুম আসত না। কখনো খেয়াল জাগত, খোদাকে পাবার রাস্ড়াই ভুল। আমাকে অন্য পথ খুঁজতে হবে। কখনো এই ধারণা জাগত আমার আত্মাটাই ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ। এজন্য আমার ওপর কোন আছর হচ্ছে না। রাত্রে যখন আমার ঘুম আসত না তখন আমি উঠে পড়তাম এবং মনে মনেই আমার মালিকের কাছে দো'আ করতাম, হে সত্য মালিক! তুমি যদি থাকো এবং অবশ্যই তুমি আছ তাহলে তুমি তোমার অনিল রাওকে তোমার পথ দেখাও। তুমি খুব ভাল জান যে, আমি সব কিছু কেবল আর কেবল তোমাকে পাবার জন্য ছেড়েছি। এ সময় উত্তর কাশীতে কঠিন ভূমিকম্প দেখা দেয়। পুরো হরিদ্বার ও ঋষিকেশ কেঁপে ওঠে। আমার মনও আরও ভয় পেয়ে যায়। এভাবে আমিও যদি কোন দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় মারা যাতই তাহেল আমার কী হবে। ১৯৯২ সালে ১৭ই ডিসেম্বরের রাত। আমাকে স্বামীজি ডেকে পাঠান এবং বলেণ হরিয়ানার সোনীপথ জেলার রাই নামক স্থানে একটি বড় আর্য সমাজ আশ্রম আছে। সেখানে আশ্রমের ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমার সেখানে যাবার কথা ছিল। কিন্তু আমার শরীর ভাল নয়। এমনিতেও আমি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি। ওখানকার প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করা ও যজ্ঞের জন্য কাল

আপনাকে যেতে হবে। একথা শুনে আমি খুশি হই যে, স্বামীজি আমাকে কত ভালবাসেন। খুশি খুশি আপন কামরায় ফিরে আসি। সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে আমার মনে হল এই সংসারের সামনে পরিচয় ও যশ-নাম-খ্যাতি হলে কী আসে-যায় তাতে? তুমি কি এজন্য ওরাঙ্গিল ছেড়েছিলে। মা-বাপ, ভাই-বোন সব কিছু ত্যাগ করে কি এই নামের জন্যই তুমি এসেছিলে? আমার দিল খুব ব্যথিত হল। আমার ঘুম উড়ে গেল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম এবং চোখ বন্ধ করে মালিকের কাছে প্রার্থন করতে লাগলাম, হে আমার মালিক! তুমি সব কিছু করনেওয়ালা। আমার যেতে হবে। হে আমার মালিক! আর কতদিন আমি অন্ধকারে ঘুরে মরব। আমাকে তুমি সত্য পথ দেখিয়ে দাও। সেই পথ যা তোমার পছন্দনীয়। সেই পথ যেপথে চলে আমি তোমাকে পেতে পারি। খুব কেঁদে কেঁদে আমি দো'আ করতে থাকি। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি কি আমি এক মসজিদে আছি। সেখানে একজন সৌম্যদর্শন মাওলানা সাহেব একটি সাদা চাদর গায়ে এবং পরনে লুঙ্গি। হেলান দিয়ে বসে আছেন। বহু মানুষ আদব সহকারে বসে আছে। লোকেরা বলল, ইনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, সেই মুহাম্মদ সাহেব যিনি মুসলমানদের ধর্মগুরু? তখন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন : না, না, আমি কেবল মুসলমানদের ধর্মগুরু (রসূল) নই, বরং আমি তোমাদেরও রসূল। এরপর তিনি আমায় ধরলেন ও নিজের কাছে বসালেন এবং পরম সমাদরে আমাকে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন, যে তালাশ করে সে পায়। তুমি যদি কোন সমব্যথী ও সংবেদনশীল কাউকে পাও তবে তার কদর করবে। আজকের দিন তোমার জন্য ঈদের দিন।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনের অবস্থা ছিল আজীব ধরনের। আমার এক ধরনের পুলক অনুভূতি লাগছিল। নিজের মনেই নিজে খুশি হচ্ছিলাম। আমার সাথীরা আমাকে আর কখনো এত খুশি দেখেনি। তারা বলতে লাগল, স্বামীজি তাঁর স্থলে সভাপতিত্ব করার জন্য পাঠাচ্ছেন। আসলেই কর্তা আপনার খুশি হবার কথা।

তারা কী করে জানবে আমি কেন এত খুশি! সকাল সকাল উঠে আমি ঋষিকেশ বাস আড্ডায় পৌঁছি। সেখান থেকে সাহারনপুর বাস টার্মিনাল। টার্মিনালের সামনে একটি মসজিদ দেখতে পাই। আমি মসজিদের ভেতর

যাই। লোকে আমাকে বিস্ময়ভরে দেখছিল। আমি তাদের বলি, মালিকের ঘর দেখার জন্য এসেছি। মসজিদের ভেতর গিয়ে আমি চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করি রাত্রে দেখা কোন লোক পাই কি না। কিন্তু মসজিদ ছিল খালি। মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমি এবং বড়োৎগামী বাসে গিয়ে উঠে বসি। বড়োৎ থেকে হরিয়ানার বাস পাব। সোনীপথগামী হরিয়ানা রোড ওয়েজ-এ যেয়ে বসি। সামনের সিটে আপনার আব্বা মাওলানা কালীম সাহেব বসাছিলেন। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, আপনার পাশে আর কেউ আছেন? তিনি বললেন, না কেউ নেই। আপনি আসতে পারেন। এরপর আমাকে খুশি হয়ে পাশে বসালেন। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতজী! কোত্থেকে আসছেন? আমি বললাম, ঋষিকেশ সত্যপ্রকাশ আশ্রম থেকে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, সোনীপথ যাচ্ছেন। আমি বলি না, রাই-এ আর্য সমাজ আশ্রমের ৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে যজ্ঞ করার জন্য যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আর্যসমাজী? আমি বলি হ্যাঁ। মাওলানা সাহেব অত্যন্ত ভদ্রতা সহকারে আমার কুশলাদি জেনে কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, অনেকদিন থেকে আমি কোন আর্যসমাজ গুরু সন্ধান করছিলাম। আসলে ধর্ম আমার দুর্বলতার বিষয়। আমি সব ধর্ম সম্পর্কেই পড়ি। আমার খেয়াল হয় যে, আমাদের কাছে যা আছে তাই সত্য। এই ধারণা তো ভাল নয়। যা সত্য তা আমাদের তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। এটাই আসলে সত্য কথা। আমি সত্যার্থ প্রকাশও পড়েছি এবং বারবার পড়েছি। কতকগুলো কথা আমার উপলব্ধিতে আসেনি। সম্ভবত আমার বুদ্ধিও মোটা। আপনি যদি খারাপ মনে না করেন তাহলে আপনার থেকে জেনে নিই? আমি আপত্তি হিসাবে নয় বরং বোঝার জন্য জানতে চাই। আমি বললাম, অবশ্যই। বলুন কী জানতে চান? এরপর মাওলানা সাহেব আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি উত্তর দিতে থাকি। একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। সত্যি বলতে কি আহমদ ভাই! মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করছিলেন আর আমার মনে হচ্ছিল মাওলানা কালীম সাহেব অনিল রাওকে নয় বরং অনিল রাও স্বামী নিত্যানন্দজীকে প্রশ্ন করছে। একেবারে সে সব প্রশ্ন যা আমি আমাকে করতাম। যার উত্তর সে আমাকে দিতে পারত না, আমার ওপর রাত্রে দেখা স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া ছিল, প্রভাব ছিল। চার-পাঁচটি প্রশ্নের পর আমি আত্মসমর্পন করি এবং মাওলানা সাহেবকে বলি, মাওলানা সাহেব

এসব প্রশ্ন যা আমার মনেও কাঁটার মত খচ খচ করে বিঁধে। আর এসব প্রশ্নের উত্তর আমার গুরু স্বামী নিত্যানন্দজীও দিতে পারেননি। অতএব আমি আপনাকে কীভাবে তৃপ্ত করব।

মাওলানা সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বললেন, আমি একজন মুসলমান। ইসলাম সম্পর্কে সব কিছু তো আমিও জানি না। কিন্তু কিছু জানার চেষ্টা করেছি আমি। আমার মন চায় ইসলাম সম্পর্কে কিছু কথা আমি আপনাকে বলি এবং ইসলাম সম্পর্কে যদি কোন খটকা কিংবা প্রশ্ন আপনার মনে জাগে অথবা আপনার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরা পড়ে আপনি ইতস্ড়ত না করে নির্দ্বিধায় তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি কিছু মনে করব না। ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না। কাজেই কী প্রশ্ন করব। ব্যাস, সত্যার্থ প্রকাশে কিছু পড়েছিলাম। কিন্তু সে সব আমার মনে ধরত না। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনি ইসলাম সম্পর্কে অবশ্যই বলুন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে যদি বলেন আমার ওপর আপনার বিরাট অনুগ্রহ হবে। মাওলানা সাহেব বলা শুরু করলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে বললেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় সম্পর্কে সবচে' বড় রকমের ভ্রান্ত ধারণা হল লোকে মনে করে যে, তিনি কেবল মুসলমানদের ধর্মগুরু (রসূল)। অথচ কুরআনের জায়গায় জায়গায় এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার একথা বলেছেন যে, তিনি মসগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত আখেরী রসূল (অন্তিম সন্দেষ্টা, সংবাদবাহক)। তিনি যেমন আমার রসূল, তেমনি আপনারও। এখন আমি তাঁর সম্পর্কে যা বলব তা এই মনে করে শুনবেন তো বেশি আনন্দ পাবেন। মাওলানা সাহেব যখন একথা বললেন, তখন আমার রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে হল এবং আমার এমন লাগল যে, রাত্রে যেসব লোক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে অবশ্যই ছিলেন এবং সেই সমব্যথী ও সংবেদনশীল সত্তাই ইনি। মাওলানা সাহেব এমন ভালবেসে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, মানবতার প্রতি তাঁর দরদ এবং তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কুরবানী এবং আপন ও পর শত্র্দের শত্র্তার অবস্থা এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি একাধিকবার কেঁদে ফেলি। আনুমানিক দেড় ঘণ্টার সফর এমনভাবে শেষ হয়ে যায় যে, বুঝতেও পারিনি কখন ও কিভাবে তা শেষ হল। বহালগড় এসে গেলাম। বহালগড় নেমে আমাকে

অন্য বাস ধরতে হবে। মাওলানা সাহেব সোনীপথ যাবেন। কিন্তু তিনি টিকিট ছেড়ে আমার সাথেই বহালগড় নামলেন। আমাকে বললেন, শীতকাল। আসুন, আমার সাথে এক কাপ চা পান করুন। আমি রাজী হই এবং সামনের দিকে এক রেস্টুরেন্টের দিকে ইশারা করে বলি, চলুন। মাওলানা সাহেব বলেন, এখানে আমার এক বন্ধুর দোকান আছে। সেখানে গিয়েই চা পান করা যাবে। আমরা সেখানে গিয়ে চা পান করি। আমি মাওলানা সাহেবকে দেখছিলাম আর বারবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মনে হচ্ছিল। কোন সমব্যথী পেলে কদর করবে। আমি মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা যখন কাউকে মুসলমান বানান তো কী রসম আদায় করেন? তিনি বলেন, ইসলামে কোন রসম বা প্রথা নেই। এই ধর্ম তো এক বাস্ড়ব ধর্ম। ব্যাস দিলের মধ্যে এক খোদাকে সত্য জেনে তাঁকে রাজী-খুশি করার অঙ্গীকারকারী মুসলমান হয়। এরপর আমি বলি, এরপরও তো আপনারা কিছু বলিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইসলামের কলেমা আছে। আমরা নিজের মঙ্গল ও সাক্ষী হবার জন্য সেই কলেমা পড়িয়ে থাকি। আমি বলি, আপনি আমাকেও কি সেই কলেমা পড়াতে পারেন? মাওলানা সাহেব বললেন নিশ্চয়! তিনি খুব আগ্রহের সাথে পড়ালেনঃ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" মাওলানা সাহেব এর অর্থও হিন্দীতে আমাকে বলেন ও বলতে বলেন।

আহমদ ভাই! আমি মুখে সেই অবস্থা বর্ণনা করতে পারব না যে, সেই কালেমা পড়ার পর আমি আমার ভেতর কী অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল একজন মানুষ একদম অন্ধকার ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে একেবারে মুক্ত আলো ও বাতাসে এসে গেল এবং ভেতর থেকে না জানি কত রকমের বাঁধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেল। আমার যখনই সেই অবস্থার কথা স্মরণ হয় তখন আমার ওপর খুশি ও মজার এক নেশা ছেয়ে যায়। ঈমানী নূরের মজা! আল্লাহ! আল্লাহ! দেখুন এখনও আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে।

প্রশ্ন. মাশাআল্লাহ। আসলে আপনার ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। আপনি ছিলেন সত্যিকারের সত্যানুসন্ধ্যানী। এজন্য আল্লাহ আপনাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর রাই-এর প্রোগ্রামের কী হল?

উত্তর. মাওলানা সাহেব আমাকে অনেক মুবারকবাদ দিলেন এবং

আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমার ঠিকানা নিলেন এবং সোনীপথের পথ ধরলেন। তাঁকে সেখানে ভুরা রসূলপুর নামক মুরতাদদের একটি গ্রামে যেতে হবে যারা ১৯৪৭ সালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং বংশীয় হিন্দুদের চেয়েও কঠিন হিন্দু হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা সাহেবকে আমি বললাম, আপনি আমাকে কোথায় রেখে যাচ্ছেন? এখন তো আমাকেও আপনার সাথে নিতে হবে। মাওলানা সাহেব বললেন, আসলেই আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে বরং থাকতে হবে। কিন্তু আপনার রাই এর প্রোগ্রামের কী হবে? আমি বললাম, এখন ঐ প্রোগ্রামে শরীক হওয়া কি আমার ভাল লাগবে? মাওলানা সাহেব আমার এই কথায় খুব খুশি হলেন। গেরুয়া কাপড় পরিহিত কপালে তিলক ও ডমরু হাতে আমিও মাওলানা সাহেবের সঙ্গী হলাম এবং আমরা ভূরা রসূলপুর পৌঁছুলাম। মাওলানা সাহেব বললেন, এই এলাকার লোকেরা ইসলাম জানত না। ঈমানের কদর ও কীমত (মর্যাদা ও মূল্য) জানা ছিল না তাদের। এজন্য ১৯৪৭ সালের রায়টের সময় ভয় পেয়ে এরা মুরতাদ (হিন্দু) হয়ে যায়। ছোট্ট বাচ্চার হাতে হীরকখণ্ড থাকলে সে হীরকের মূল্য কী বুঝবে? ধমক দিলে কিংবা ভয় দেখালে সে হীরকখণ্ড দিয়ে দেবে পাথর ভেবে। কিন্তু জহুরীর হাতে সেই হীরকখণ্ড হলে জীবন দিয়ে দেবে কিন্তু হীরকখণ্ড সে কিছুতেই দেবে না। এখন আমাদের ওদেরকে ঈমানের আবশ্যকতা ও এর মূল্য বুঝিয়ে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। ভূরা গ্রামে একটি মসজিদ ছিল। একেবারে বিরান। মাওলানা সাহেব বললেন, এখানে এখন কেবল একঘর গোজর মুসলমান আছে। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে গোটা গ্রাম মাওলা জাট মুসলমানদের ছিল। এখন এই মাওলা জান এমন কঠিন (হিন্দু) হয়ে গেছে যে, কয়েক বছর আগে এখানে একটি তবলীগ জামা'আত এসেছিল। মসজিদে অবস্থান করে। এই বেচারা গোজর মুসলমান তাদেরকে দিয়ে মাওলা জাটদের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাস! গোটা গ্রামে হাঙ্গামা দেখা দেয়। ঐ সব মুরতাদ কোর্টে মামলা দায়ের করে এই বলে যে, এরা হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য আমাদের এখানে মোল্লাদের ডেকে এনেছে। মামলা চলল এবং ঐ বেচারা গোজর মুসলমানকে গাশতের রাহবরী করার মূল্য হিসাবে মামলায় প্রায় ২০,০০০ টাকা জরিমানা স্বরূপ আদায় করতে হয়। উত্তর কাশীর ভূমিকম্পের ধাক্কা এখান পর্যন্ত এসেছিল। লোকের মন এতে একটু ভীত ও নরম ছিল। মাওলানা সাহেব

মসজিদের ইমাম সাহেবকে বলেন, চেষ্টা-তদবীর করে কিছু দায়িত্বশীল লোককে মসজিদে ডেকে আনুন। তাদের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই, কথা বলতে চাই। নিদেনপক্ষে কোন বাহানায় লোক আল্লাহর ঘরে আসুক।

ইমাম সাহেব বললেন, এরা মসজিদে আসবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাওলানা সাহেব বললেন, চেষ্টা করে দেখুন। যদি আসে তো ভাল, নইলে প্রধান-এর ঘরে লোকজন ডাকব। আল্লাহ্‌র কী মর্জি। লোকে মসজিদে এল। মাওলানা সাহেবের আগে আমি কিছু কথা বলার আকাঙ্ক্ষা জাহির করি। অনুমতি পাবার পর আমি উপস্থিত লোকদের সামনে আমার পরিচয় পেশ করে বলি, আমি ওরাঙ্গিলের এক বিরাট বড় ব্যবসায়ীর ছেলে। এম.এস.সি. করার পর পি.এইচ.ডি. যখন সম্পন্ন করতে যাচ্ছি তখন বাড়ির লোকেরা বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আমি দুনিয়ার ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য হরিদ্বার আসি। একের পর এক আশ্রমে ঘুরতে থাকি। সব আশ্রমই দেখেছি পরে ঋষিকেশ থাকি। সেখানেও বহু আশ্রমে কাটিয়েছি। তের বছর সেখানে কঠোর তপস্যা করেছি। হিন্দু ধর্মের এই সব কেন্দ্রে লোকে আমাকে শাস্ত্রীজি বলত , এছাড়া আমি আর কিছু পাইনি । এছাড়া শান্তি বলতে কিছু আমি কোথাও পাইনি। মালিকের মেহেরবানী হল। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে বড়োত থেকে বহালগড় পর্যন্ত সফর করি। সত্য বলছি, যেই শান্তি আমি এই দেড় ঘণ্টার সফরে ইসলামের কথা শুনে ও কলেমা পড়ে পেয়েছি, গত ১৩ বছরে আমি তা পাইনি। আমার ভাইয়েরা! এমন শান্তি ও সত্য ধর্ম ফেলে এই অস্থিরতার মধ্যে আপনরা আবার কেন ফিরে যাচ্ছেন। এই কথা বলতে গিয়ে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকি। আমার এই সত্য ও ব্যথা ভরা কথার লোকদের ওপর প্রভাব পড়ে এবং সেখানে লোকেরা ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করে বরং এজন্য প্রয়েজনীয় চাঁদাও দেয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক আগ্রহ প্রদর্শন করে গ্রামের প্রধান করণ সিং যিনি সর্বাধিক ইসলাম বিরোধী ছিলেন। মাওলানা সাহেব খুব খুশি হন এবং আমাকে মুবারকবাদ পেশ করেন। তিনি বলেন, আপনার ইসলাম ইনশাআল্লাহ জানি না কত লোকের হেদায়োতের মাধ্যম হবে।

প্রশ্ন. এরপর আপনি কোথায় ছিলেন।

উত্তর. মাওলানা সাহেবের সঙ্গে ফুলাত এলাম। কাপড় নামালাম (গেরুয়া বসন ছাড়লাম) টিকি কাটলাম, বেশবাস ও চেহারা-সুরত ঠিক-

ঠাক করলাম। এরপর মাওলানা সাহেব চিল্লা দেবার জন্য আমাকে জামা'আতে পাঠিয়ে দিলেন। মথুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় চিল্লা লাগাই। আমি আমার ইসলামে খুব খুশি ছিলাম। বারবার আমি শোকরানা নামায আদায় করতে থাকি। আমার আল্লাহ আমার আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করেছেন। যখন আমি কোন হিন্দুকে দেখি যে বেচারা পথ না জানার দরুন কুফর ও শির্ক-এর জন্য কী কুরবানী দিচ্ছে তখন আমার ধারণা হয় এতো মুসলমানদের জুলুম। কত লোক প্রতিদিন কুফর ও শির্কের ওপর মারা যেয়ে চিরদিনের তরে দোযখের জ্বালানীতে পরিণত হচ্ছে। প্রিয় নবী সাল্ল- ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ তো সমগ্র মুসলমানদের ওপর ন্যস্ড় করেছিলেন। আমি এ ব্যাপারে খুব ভাবতে থাকি এবং আমার আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। এই দুঃখে আমি ঘুরপাক খেতে থাকি যে, কীভাবে মানুষের কাছে সত্য পৌঁছবে। আমি মথুরা মারকায থেকে হযরত মাওলানা আলী মিঞার ঠিকানা সংগ্রহ করি এবং তাঁর নামে আমার এই অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখি। যেই পত্র আপনি 'আরমুগানে দাওয়াতে' (দাওয়াতের উপহার) পড়ে থাকবেন। পত্রটি আরমুগান পাঠকদের জন্য নিচে দেওয়া হল :

"আদরণীয় মাওলানা আলী মিঞা সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, আমি আপনার নতুন সেবক। ... এর সাথে সফরে করেছি এবং সেখানে সফর করেছি। জামা'আতে যাচ্ছি। সেখান থেকে এসে হরিদ্বারে কাজ করার ইচ্ছা আছে। সেখানে শান্তির সন্ধানে আগত আমার মত কত লোক পথ হাতড়ে ফিরছে। আপনি আমার জন্য দো'আ করুন। আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, যারা ইসলামের দাওয়াত না দেবার দরুন ইসলাম থেকে দূরে ছিল, আজ তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং স্থায়ী নরকের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে তার দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে? সেজন্য দায়ী কে? আপনার নিকট দো'আ প্রার্থী।

আপনার সেবক

আব্দুর রহমান (অনিল রাও শাস্ত্রী)

প্রশ্ন. জামা'আত থেকে ফিরে আসার পর আপনি কী পেশা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর. জামা'আতে আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, হরিদ্বার ও ঋষিকেশ গিয়ে দাওয়াতের কাজ করব। কত বিপুল সংখ্যক সত্যসন্ধানী হিন্দু ভাই পথ না জানার দরুন সেখানে অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছে বরং এখন তো বিরাট সংখ্যক ইংরেজ ও ইহুদিরাও সেখানে অবস্থান করছে। আমাকে এ ধরনের পথহারা লোকদের পথ দেখাতে হবে। জামা'আত থেকে ফিরে এলে মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, আপনার কাজের ময়দান তো হরিদ্বার ও ঋষিকেশই। কিন্তু প্রথমে তো ঘরের লোকদের হক। আপনি এক-আধ বছর ওরাঙ্গিল থাকুন। আমি ওরাঙ্গিল যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন। তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করেছেন এবং ছটফট করেছেন। এখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে সম্পর্কহীন হিন্দুদের কুফর ও শির্কের ওপর মৃত্যুর জন্য দুঃখ আমার ওপর সওয়ার ছিল। এখন আমার মা যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যার রক্তে আমি গঠিত ও বর্ধিত যিনি আমাকে দুধপান করিয়েছেন, আমার পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করেছেন, আমার প্রিয় পিতা যিনি আমাকে চোখের মণি ভেবে লালন-পালন করেছেন, ঘর থেকে পালিয়ে যাবার পাঁচ-বছর গোটা দেশে আমাকে সন্ধান করেছেন ও কেঁদে ফিরেছেন, আমার এমন মুহ্সিন পিতা-মাতা ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফর ও শির্কের ওপর মারা গেলেন এবং তাঁরা দোযখে জ্বলছেন হয়তো। আমার এই ভাবনা আমার বুকের এমন এক যখম যে, ভাই আহমদ! আপনি আমার এই ব্যথা বুঝবেন না। এ এমন এক যখম যার কোন উপশম নেই। এমন ব্যথা যার কোন ঔষধ নেই। আমি যখন ভাবি যে, মুসলমানরা তাদেরকে ঈমান পৌঁছে দেয়নি তখন আমি চিন্তা করি যে, এ ধরনের জালিমদের আমি কিভাবে মুসলমান বলি? একথা ঠিক যে, এই পথহারাকে মুসলমানই পথ দেখিয়েছি, কিন্তু আমার ঈমানের চেয়েও বেশি জরুরী ছিল আমার মা-বাপের ঈমান। তাঁরা ছিলেন ইসলামের খুব কাছাকাছি। নিজেদের ঘরে মুসলমান কর্মচারী রাখতেন। ড্রাইভার সবসময় মুসলমান রাখতেন। বিড়ি ফ্যাক্টরীর সমস্ড় শ্রমিকই ছিল মুসলমান। হিন্দু ধর্মে তাদের এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলতেন, সম্ভবত পূর্বজন্মে আমি মুসলমানই থেকে থাকব। এজন্য যে আমার কেবল ইসলামের কথা শুনতেই ভাল লাগে। একদিন তিনি তাঁর ড্রাইভারকে বলছিলেন, কোন খারাপ কর্মফলের দরুণ এই জন্মে আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি। আগামী জন্মে আশা যে আমি মুসলমান হয়ে জন্ম নেব।

আহমদ ভাই! আমি বলতে পারছি না যে, এই কষ্টের কিভাবে উপশম ঘটবে। কখনো কখনো আমার মুসলমানদের ওপর সীমাহীন ক্রোধের সৃষ্টি করে। ভাইটি আমার। আমি যদি জন্মই না নিতাম! (কাঁদতে কাঁদতে)। আপনি একটু কল্পনা করুন সেই পুত্রের শোক ও জীবনের দুঃখ যার বিশ্বাস যে, তার স্নেহময় ও দয়ালু পিতা-মাতা জাহান্নামের আগুনে জ্বলছেন হয়তো। (অনেকক্ষণ ক্রন্দনরত)।

প্রশ্ন. কে জানে আল্লাহ্ হয়তো তাদের ঈমান দান করেছেন। তিনি যখন ঈমানের এত কাছাকাছি ছিলেন তখন হতে পারে যে আল্লাহ তা'আলা তাদের ফেরেশতাদের দিয়ে কলেমা পড়িয়ে দিয়েছেন। এমন ঘটনাও পাওয়া যায়।

উত্তর. হ্যাঁ, ভাই যদি একথা সত্য হয়। মিথ্যা সান্ত্বনার জন্য আমি আমার মনকে এও বোঝাই। কিন্তু এওতো সত্য যে, এটা কেবলই সান্তনা।

প্রশ্ন. বাকী আত্মীয়-স্বজনদের কথাও তো আপনি ভাবতেন। আপনি তাদের ওপর দাওয়াতী কাজ করেছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার বড় ভাই, ভাবী তাদের দুই সন্তানসহ মুসলমান হয়েছেন। পিতার মৃত্যুর পর কারবারের ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যায়। তারা ঘর-বাড়ি বিক্রি করে এখন গুলবর্গাতে একটি বাড়ি কিনেছেন এবং কারবার শুরু করেছেন।

প্রশ্ন. আপনার বিয়ের কী হল?

উত্তর. আমার স্বভাব-প্রকৃতি যিম্মাদারি ভয় পায়। এজন্য ভেতর থেকে আমার মন বিয়ের জন্য প্রস্ড়ত ছিল না। আমার মত অপারগতার সম্ভবত শরীয়তেও অবকাশ থাকত। কিন্তু মাওলানা সাহেব বিয়ে সুন্নত হওয়া এবং এর ফযীলত কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, একে নিরাপদ মনে হল। এক দরিদ্র মেয়েকে বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! খুবই নেক-চরিত্র ও সীমাহীন খেদমত গোযার মহিলা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুটি সন্তান–একটি ছেলে ও একটি মেয়েও দান করেছেন।

প্রশ্ন. হরিদ্বারে ও ঋষিকেশে কাজ করার ইচ্ছার কী হল?

উত্তর. শির্ক ও কুফর অবস্থায় পিতা-মাতার মৃত্যু আমাকে দুর্বল ও ক্লান্ত করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার হুঁশ-জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পাগলপ্রায় হয়ে বনে-জঙ্গলে কাটাতে থাকি। ভাই সাহেব আমাকে ধরে

নিয়ে আসেন। চিকিৎসা ইত্যাদি করান। বছর কয়েক পর শরীর-মন ঠিক হয়। তিন বছর আগে ঋষিকেশ গিয়েছিলাম। সত্যপ্রকাশ আশ্রমে যাই। স্বামী নিত্যানন্দজীর সঙ্গে দেখা করি। আমার কাছে কিছু বই ছিল। মাওলানা সাহেবের 'আপ কী আমানত আপ কী সেবা মেঁ' তার খুব মনঃপুত হয়। তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। তার কিডনীতে ক্যান্সার হয়েছিল। একদিন তিনি একান্ত আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমার মনও এ কথায় সায় দেয় যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। কিন্তু এই পরিবেশে আমার জন্য তা কবুল করা খুবই কঠিন। আমি তাঁকে খুব বোঝাই যে, আপনি এত লেখাপড়া জানা মানুষ। নিজের ধর্ম মানা প্রত্যেক মানুষের গোটা জগদ্বাসীর সামনে আইনসম্মত অধিকার। আপনি খোলাখুলি ঘোষণা দিন। কিন্তু তিনি ভয় পান। ইসলামের ওপর তাঁর বিশ্বাসের কথা তিনি বারবার বলতেন আমাকে। আমি তাঁকে হিন্দী ভাষায় অনূদিত 'কুরআন শরীফ' এনে দিই। তিনি মাথায় ও চোখে লাগিয়ে তা গ্রহণ করেন এবং দৈনিক পড়তেন। তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি এই ধারণায় থাকি যে, তিনি যেন কুফর অবস্থায় মারা যাবার হাত থেকে বেঁচে যান, তাঁকে বলি, আপনি সত্যিকারের মন নিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। চাই কি লোকের ভেতর এর ঘোষণা নাইবা দিলেন। দিলের ভেদ যিনি জানেন তিনি তো দেখছেন ও শুনছেন। তিনি এতে রাজী হন। আমি তাঁকে কলেমা পড়াই এবং তাঁর নাম রাখি মুহাম্মদ উছমান। মারা যাবার একদিন আগে তিনি আশ্রমের লোকদের ডাকেন এবং তাদেরকে নিজের মুসলমান হবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমাকে যেন জ্বালানো না হয়, বরং ইসলামী তরীকায় দাফন করা হয়। লোকে ইসলামী তরীকায় তাঁকে দাফন করে নাই বটে বরং হিন্দু তরীকামতে বসিয়ে সমাধিস্থ করে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি এখানকার আগুনের হাত থেকে বেঁচে যান। তাঁর মুসলমান হওয়াতে ঋষিকেশের অনেক লোক আমার বিরোধী হয়ে যায়। সেখানে থাকটা আমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি আশংকা অনুভব করি। আমি ফুলাত এসে সমস্ড় ঘটনা মাওলানা সাহেবকে বলি। তিনি বলেন দা'য়ীর ভয় পাওয়া উচিত নয়। তিনি আশ্বস্ড় করে কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করেন :

'যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় ও তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'

–সূরা আহযাব-৩৯

আল্লাহর সাহায্য ও মদদ সব সময় দা'য়ীদের সাথে থেকেছে। কিছুদিন গুলবর্গায় থেকে আমি পুনরায় ঋষিকেশ সফর করি। আমাদের আশ্রমের কয়েকজন যিম্মাদার এখন আমার এবং ইসলামের খুব কাছাকাছি এবং অন্যান্য আশ্রমের লোকেরাও এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। শান্তিকুঞ্জের তো বহু লোক ইসলাম সম্পর্কে পড়ছে। আশা করি, দাওয়াতের পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি হবে। এখন যথেষ্ট লোক আমার কথা ভালবেসে শোনে। আমার ইচ্ছা স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে কাজ করার। আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিম্মত দান করুন।

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া! আব্দুর রহমান সাহেব! আপনার সঙ্গে আরমুগানের পাঠকের বরাতে অনেক কথা হল। আপনি কি তাদের উদ্দেশ্যে কোন পয়গাম দেবেন?

উত্তর. মুসলমান ভাইদের কাছে আমার একটাই আবেদন, আমাদের মত যারা দুঃখী তাদের কষ্ট বুঝি যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন, কিন্তু তাদের মা-বাপ জাহান্নামে জ্বলছে। একটু গভীরভাবে এই কষ্টকে বুঝতে চেষ্টা করুন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই যিম্মাদারী ও দায়িত্ব আমাদের মুসলমানদের যিম্মায় সোপর্দ করেছেন সে সম্পর্কে ভাবুন।

প্রশ্ন. আসলেই আপনার কথা সত্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ব্যথাকে বোঝার তৌফিক দিন।

উত্তর. আমীন!

প্রশ্ন. জাযাকুমুল্লাহ খায়রান। আসসালামু আলাইকুম।

উত্তর. ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং

তৌহীদ ভাই (ধর্মেন্দ্র)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

গীতা দিদির বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে অমুসলিম পরিবারে দিতে চায়। সে কয়েকজন মুসলমানর কাছে যায় যে, কেউ তাকে মুসলমান বানিয়ে নিক এবং হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে সাহায্য করুক। কিন্তু কেউ এজন্য তৈরি ছিল না। সবাই ভয় পাচ্ছিল, সে আমাকে ফোন করল যে, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও। আমি বললাম, রবিবার আমার সাপ্তাহিক ছুটি। কিন্তু শনিবারে তার বিয়ে হবার কথা। সে জুমার দিন জনা দশেক মুসলমানের কাছে গিয়েছে যে, সে মুসলমান হতে চায়। আজ যদি তাকে মুসলমান না বানানো হয় তাহলে তার বাড়ির লোকেরা তাকে বিয়ে দিয়ে দেবে। আর তাকে সারাজীবন হিন্দুই থাকতে হবে। কিন্তু কেউ তাকে মুসলমান করার জন্য তৈরি হল না। বাধ্য হয়ে রাত্রে সে সালফেজ-এর বড়ি খায় এবং মারা যায়। সে বলেছিল, হিন্দু সমাজে থাকা ও বিয়ে করার চেয়ে মৃত্যুকে সে প্রধান্য দেয় ও পছন্দ করে। আমার আল্লাহ আমাকে নিজেই মুসলমান বানিয়ে নেবেন। আমি রবিবারে ভূপাল পৌঁছি। এরপর দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। আজ পর্যন্ত আমি সেই দুঃখজনক দুর্ঘটনার কথা ভুলতে পারি না। দু'পয়সার চাকুরীর জন্য কতবড় জুলুম করেছি আমি। আমার আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

আ. আ. : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তৌহীদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. তৌহিদ ভাই! আরমুগান পত্রিকার জন্য আপনার থেকে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

উত্তর. হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আব্বুজী বলছিলেন, আহমদ তোমার সাথে কিছু কথা বলবে। তিনি কাল সফর করতে এজন্যই নিষেধ করেছিলেন। আমিও থেমে গেছি যাতে আরমুগানের দাওয়াতী আন্দোলনে আমার মত অযোগ্যের কাজের জন্য নাম এসে যায়। আশ্চর্য কি আল্লাহ আমার ওপর এতটুকু কথায় রাজী হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পারিবারিক পরিচিতি পেশ করুন।

উত্তর. আমি মধ্য প্রদেশের সীহূর জেলার এক দরমা পরিবারে আজ থেকে বাইশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করি। আমার পরিবার আমার নাম রেখেছিল ধর্মেন্দ্র। আমার পিতা কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু। আমার পরিবারের লোকেরা বজরং দল, শিবসেনা ও সনাতন ধর্ম আখড়ার দায়িত্বশীল। আমার আরও তিন ভাই ও এক বোন আছে। আমি আমাদের এখানে স্কুলে লেখাপড়া করেছি। এরপর মন্দিদীপ ভূপালে একটি কারখানায় চাকুরী নিই। সেখানে আমার কয়েকজন তরুণ সাথী শিবসেনার সদস্য ছিল। আমার ছোটকাল থেকেই ব্যয়াম ও শরীর চর্চার অভ্যাস ছিল। এজন্য আমার বন্ধুরা আমাকে চেষ্টা-তদবীর করে ভূপাল শিবসেনায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমি শিবসেনার অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী ছিলাম। প্রত্যেক কর্মসূচিতেই আমি শামিল হতাম এবং মুসলমানদের ঘৃণা এবং তাদেরকে কষ্ট দেবার কয়েকটি প্রোগ্রামে আমি অতি উৎসাহে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন।

উত্তর. প্রিয় নবী (সা.)-এর একটি হাদীস শুনেছিলাম, যার অর্থ এরকম : দিনরাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে যা আল্লাহর নিকট খুবই মকবুল মুহূর্ত। এ সময় বান্দার মুখ দিয়ে যা বের হয় আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়, মঞ্জুর হয়। আমার ঈমান এই হাদীস পাকের সত্যতার নিদর্শন। আমি স্কুলে পড়তাম। এ সময় দু'জন মুসলমান ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। দু'জন ছিল আপন ভাই। একজনের নাম শাহযাদ, আরেকজনের নাম আযাদ। আমি তাদের সাথে খেলতাম। তাদের বাড়ি যেতাম এবং তাদের সাথে খাবারও খেতাম। গোশতও খেতাম। অধিকাংশ সময় যখন তাদের বাড়ি খানা খেতাম আমরা তিনজন একই পেণ্ডটে খেতাম। তাদের ক্ষেত-খামার ও আমাদের ক্ষেতের সাথেই ছিল। শাহযাদের পিতা একবার আমাদের ক্ষেতের আইল কেটে দেয়। এতে করে আমার পিতার সাথে তার ঝগড়া হয়। কথায় কথা বাড়ে। তখন শাহযাদের আম্মা বেরিয়ে আসে এবং আমার পিতা ও বলতে থাকে, আপনারা বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ করছেন আর এই বাচ্চারা নিজেরা পরস্পরকে ভালবাসে। আপনার ছেলে এবং আমার ছেলে এক থালয় খানা খায় ও এক গণ্ঢাসে পানি পান করে। এ কথা শুনে আমার পিতা তখন তো ঘরে ফিরে

আসলেন, কিন্তু এসেই আমাকে খুব মারলেন এবং বললেন, তুই অধার্মিক হয়ে গেছিস। গরুর মাংস খাস। আমাকে গালাগলি করলেন এবং বলতে লাগলেন, তোর মুখ নাপাক হয়ে গেছে। একে পাক করার জন্য তোকে আগুন দিয়ে জ্বালাতে হবে। আমারও রাগ হল। ছোট তো ছিলামই। আমি বললাম, আপনি আমকে ওখানে যাওয়া থেকে ঠেকাতে পারবেন না। তিনি আমাকে আরও মারতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মুসলমান হয়ে যাব। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় যে, আমার আল্লাহ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা কবুল করে নিয়েছেন এবং আমাকে ধর্মেন্দ্র থেকে তৌহিদ বানিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন. তুমি কিভাবে কলেমা পড়লে একটু বিস্ড়রিতভাবে বল।

উত্তর. মুসলমানদের সাথে আমার বন্ধুত্ব আমার পিতার খুব খারাপ লাগে। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্রেন ওয়াশ শুরু করার চিন্তা করলেন। মোগল বাদশাহ ও সুলতান মাহমূদ গযনবী প্রমুখের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী তিনি আমাদের প্রতিদিন রাতে আমাদের পড়িয়ে শোনাতেন। আমাদের মাথায়ও বাসা বাঁধা শুরু হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষের । আর এই ঘৃণা-বিদ্বেষই আমাকে শিবসেনার সদস্য হতে সাহায্য করল। কিন্তু আমার মনে আমার শৈশবের বন্ধুদের সাথে থাকার দরুন মুসলিম সমাজের সঙ্গে এক ধরনের সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এজন্য এই ঘৃণা সত্ত্বেও আমার কোন না কোন বন্ধু সব সময় অবশ্যই মুসলমান ছিল। ভূপালে আমি যে কোম্পানিতে চাকুরী করতাম সেখানেও ওয়াসীম নামে এক বন্ধু ছিল। আমি অনেক সময় ডিউটি ছেড়ে তার ঘরে যেতাম। রমযান এলে সে রোযা রাখত এবং আমাকে সন্ধ্যাবেলায় ইফতারে শরীক করাত এবং আমাকে খুব খাতির-যত্ন করত। তার কাছে জামা'আতের লোকেরা আসত। তখন সে আমাকে ছেড়ে তাদের কাছে চলে যেত। আমি দূর থেকে জামা'আতের লোকদের কথা শুনতাম। কখনো কখনো আমি অনিচ্ছা সত্বেও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং মাথায় রুমাল বেঁধে তাদের কথা শুনতাম। তারা কেবল মৃত্যু পরবর্তীকালের কথাই বলতেন এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ও জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করত। আমার অন্তরে এ কথাগুলো খুব ভালো লাগত ও সত্য মনে হত। এ ফ্যাক্টরী থেকেও কতগুলো অসুবিধার জন্য আমাকে চাকুরী

ছাড়তে হয়। অন্য ফ্যাক্টরীতে চাকরি পাই। ভাগ্যক্রমে এই ফ্যাক্টরীতেও জাবিদ নামে একটি ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেও আমাকে ইফতারীতে নিয়ে যেত। ইফতারীর পর সে নামায পড়ত। আমি দূর থেকে তাকে নামায পড়তে দেখতাম। একদিন জাবিদ আমাকে বলল, ভূরা ভাই! মরতে তো তোমাকেও হবে! তোমারও নামায পড়া দরকার। তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে এজন্য খানা খাওয়াও যে লোভ দেখিয়ে আমাকে মুসলমান বানাবে। সে বলল, আমি তো ভালবেসে এবং সত্যিকারের সমবেদনা নিয়ে কথা বলছি। এরপর হঠাৎ করেই আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন ছুটি নিলাম। শেষ পর্যন্ত ছুটি দীর্ঘায়িত হবার দরুণ সেখানকার চাকুরীও আমাকে ছাড়তে হল। এই ফ্যাক্টরীতে গীতা নামে একটি মেয়ে চাকুরী করত। আমি তাকে বড় বোন বানিয়েছিলাম এবং তাকে আমি গীতা দিদি বলতাম। আমার কোম্পানীর প্রথম সুপারভাইজার ভূপাল ছেড়ে নাওয়াইডাতে চাকুরী করছিলেন। তিনি আমাকে ফোন করেন যে, আমি নাওয়াইডা এসে গিয়েছি। আমি ঘোরাফিরার জন্য গীতা দিদিকে নাওয়াইডা নিয়ে এসেছি। তাকে দেখে আমার কোম্পানীর মালিক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন যে, এই ছেলে তো বদমাশ। মেয়েদের ডেকে এনে কাছে রাখে। তিনি আমাকে চাকুরী থেকে বাদ দেন। আমি গীতা দিদিকে বলি, জাবিদ আমাকে মুসলমান হতে বলে। সে বলে, সে তো ভাল কথাই বলে। ইসলামই সত্য ধর্ম। আমাদের প্রতিবেশী একজন মিঞাজী থাকেন। তাঁর দুই মেয়ে! আমাকে মৃত্যুর পর কী হবে সে সম্পর্কে পড়ে শুনায়। তাদের কাছে একটি উর্দূ ম্যাগাজিন 'আরমুগান' আসে। এতে সেসব লোকের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় যারা এককালে অন্য ধর্মে ছিল, এখন মুসলমান হয়ে গেছে। তুমি অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাও। তুমি মুসলমান হলে আমাকেও অবশ্যই ডেকে নেবে। দেখ, নিজের দিদিকে অবশ্যই মনে রাখবে। তারপর দিল্লী ঘুরিয়ে আমি গীতা দিদিকে তো ছেড়ে আসলাম, কিন্তু তার বলায় আমার অন্তরে এ কথা বসে গেল যে, আমাকে মুসলমান হতে হবে। আমি অন্য একটি কারখানায় চাকরি নিলাম। সেখানে শরীফ নামে একটি ছেলে থাকত। আমি তাকে বললাম, আমি মুসলমান হতে চাই। তুমি আমাকে মুসলমান বানিয়ে দাও। সে বলল, তুমি মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে

চলে যাও। তিনি তোমাকে মুসলমান বানিয়ে দেবেন। আমি মসজিদে গেলাম। বহু মুসলমান সেখানে ওযূ করছিলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। এই ভয়ে না জানি ঝগড়া-ফাসাদ না বেধে যায়। আমি বাইরে বসে সিগারেট খেতে থাকি। অতঃপর পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত মসজিদের বাইরে অপেক্ষা করে ফিরে আসি। মসজিদে প্রবেশের সাহস করে উঠতে পারিনি। সেখানে বসার পর মুসলমান হবার জন্য আমার অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায়। পরদিন বেলা ডোবার পর আমি পুনরায় মসজিদে যাই। লোকজনকে বললে, তারা জানান, ইমাম সাহেব বাজারে গেছেন। আমি অপেক্ষা করতে থাকি। আটটার সময় তিনি এলেন। আমাকে দেখে বললেন, রোগী সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দেখে থাকি। এরপর তাবিয দিই না। আমি বললাম, আমি চিকিৎসা চাই না। আমি অন্য রোগের রোগী। আমি জানতে চাই, যদি কোন মানুষ আপনার ধর্মে আসতে চায় তাহলে আপনার কোন অসুবিধা নেই তো? তিনি বললেন, আমার কোন অসুবিধা নেই।

আমি বললাম, আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি আমার নাম, ঠিকানা, বাড়ি নং, ফোন নং ইত্যাদি লিখলেন এবং বৃহস্পতিবার পুনরায় আসতে বললেন। বৃহস্পতিবার গেলে তিনি শুক্রবার আসতে বললেন। আমি জুমুআর দিন গেলে সেখানে জামা'আতের সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ হল। তারা আমার কাছে জানতে চাইল আমি কেন মুসলমান হতে চাই? আমি বললাম, এমনিই। তারা বললেন, একটি গাছে অনেকগুলো পাখি ছিল। একজন লোক আসল। সে পাথর তুলে মারল। কিছু পাখি মরল, কিছু পাখি উড়ে গেল। আর কিছু বসে রইল। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি পাখিগুলোকে পাথর মারলে কেন? সে বলল, এমনিই। তুমিও তেমনিই মুসলমান হতে চাচ্ছ। আমার এ ধরনের কথা খুব খারাপ লাগল। আমি নাওয়াহদাতে লোকের কাছে জানতে চাইলাম, আমাদের কাছাকাছি দিল্লীতে সবচেয়ে' বেশি মুসলমান কোথায় বাস করে। লোকের ওখলার কথা বলল। আমি ভাবলাম, ওখলায় গিয়ে মুসলমান হব। এমন সময় হঠাৎ করেই ওখলার একটি জামা'আত জুমুআর দিন এসে গেল, আমাকে শরীফ ডেকে পাঠাল এবং জামা'আত ওয়ালাদের বলল যে, এই ছেলে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। জামা'আতের লোকেরা আমাকে বলল, ওখলার

জামা'আত চল্লিশ দিনের জন্য যাবে। আপনি এতে চল্লিশ দিন লাগিয়ে দিন। আমি তৈরি হলাম। তিনদিন পর আমি জামা'আতের সাথে বেরিয়ে গেলাম। খরচ-পত্রের জন্য আমি ঘড়ি ও স্বর্ণের আংটি বিক্রি করলাম। পানিপথ, সোনীপথে আমরা সময় লাগালাম। আমি ফোন করার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলাম। কখনো ভূপাল, কখনো সীহর ফোন করতাম, কখনো নওয়াইডা ফোন করতাম। আমার সাথীরা আমাকে সন্দেহ করতে লাগল। আমার থেকে পৃথক হয়ে তারা পরামর্শ করল, এই ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ সি.আই.ডি.র লোক। জামা'আতে একজন লোক ছিলেন যিনি মাওলানা কালীম সাহেবের মুরীদ। তিনি বললেন, সি.আই.ডি.র লোক হল তো কী হল? আমরা তো চুরি-ডাকাতি কিছু করছি না। কিন্তু জামা'আতের লোকেরা তা মানল না। তারা মাওলানা কালীম সাহেবকে ফোন করল এবং আমার সব কিছু বলে দিল। মাওলানা সাহেব কেবল ফোনের কথা শুনে তাদেরকে বললেন, তোমরা এই ছেলেকে নিয়ে নিজেদের সাথে চল্লিশ দিন লাগাও। যদি তার থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা কর তজ্জন্য আমি দায়ী থাকব। আপনারা তাকে আমার ছেলে মনে করে সাথে রাখুন। যে কোন ক্ষয়ক্ষতির যিম্মাদার আমি হব। মাওলানা সাহেব খুব ভালবেসে কথা বললেন এবং বললেন, জামা'আত থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে এবং আমীর সাহেবকেও বললেন, ও আমার ছেলে। যে কোন ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের দায়-দায়িত্ব আমার। এজন্য তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আমি জামা'আত থেকে ফিরে গিয়ে হযরত মাওলানার হাতে যেন বায়'আত হই। পানিপথে হযরতের এখানে একজন মুফতী সাহেব (মুফতী সারাফত সাহেব)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে সান্ত্বনা ও মুবারকবাদ দেন।

জামা'আত থেকে ফিরে এসে আমি নওয়াইডায় আসি এবং মাওলানা সাহেবকে বারবার ফোন করতে থাকি। এক মাস পর্যন্ত মাওলানার সঙ্গে দেখা হয়নি। যখনই ফোন করতাম উত্তর পেতাম তিনি সফরে আছেন। একদিন মাওলানা সাহেব বললেন, সকাল ন'টা পর্যন্ত আমি আল্লাহ চাহে তো দিল্লী পৌঁছাব। আপনি মসজিদে খলীলুল্লাহ-এ এসে পড়ুন। আমি আটটার সময় খলীলুল্লাহ মসজিদে পৌঁছি। মাওলানা আসতে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েন এবং এগারোটা পর্যন্ত আসতে পারেননি। মসজিদে খলীলুল্লাহতে আমার এক জামা'আতী সাথী ভাই ইউসুফের সঙ্গে দেখা

হয়। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন আমি যেন হাকীম মাহমূদ আজমিরীর কাছে গিয়ে বায়'আত হই। তিনি আমাকে তার কাছে নিয়ে যান। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুসাফাহা করেন ও বলেন, আমি তো একটার পর দেখা করতে পারি। আমার আফসোস হল, কিন্তু বায়'আত হবার আগ্রহে আমি মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ করেই সাড়ে এগারটার সময় মাওলানা সাহেব এসে গেলেন। খুব আদরের সাথে আমাকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। দেরিতে সাক্ষাৎ হবার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তারপর আমার কাছে জানতে চাইলেন কতদিন আগে আমি মুসলমান হয়েছি। আমি বলি, আমাকে কেউ মুসলমান করেনি। মাওলানা সাহেব বললেন, কলেমা পড়া ব্যতিরেকে সমস্ড় আমল বেকার ও অর্থহীন। মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তাই নেই। প্রথমে আপনি কলেমা পড়ে নিন। এরপর আমাকে কলেমা পড়ালেন এবং বললেন কোন নাম পছন্দের থাকলে নাম বদলে ফেল। আমি বললাম, আমি শির্ক থেকে তওবাহ করেছি। এজন্য আমি আমার নাম তৌহীদ রাখতে চাই। মাওলানা সাহেব এই নাম পছন্দ করলেন। 'আপ কি আমানত' বইটি চেয়ে আমাকে দিলেন। অতঃপর আমার পীড়াপীড়িতে আমাকে বায়'আত করে নিলেন।

প্রশ্ন. এরপর কী হল?

উত্তর. পরদিন আমাদের জেলার কিছু লোক মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তারা হযরতকে বলেন, তৌহীদকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। সে তার ঘরের লোকদের ওপর কাজ করবে। মাওলানা সাহেব আমাকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভূপালে ছিলাম। আমার গ্রামের কিছু লোক আমাকে দেখে ফেলে। তারা বলে যে, গ্রামের লোকেরা জেনে ফেলেছে যে, তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। আমরা সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশংকা করছি। তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। এরপর আমি আবার ফুলাত চলে আসি। মাওলানা সাহেবকে আমি বলি যে, আমি বায়আত করেছিলাম সুন্নত অনুসরণের জন্য। কিন্তু আমার থেকে একটি সুন্নত পালিত হচ্ছে না। আপনি আমার খতনা করিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, ঠিক আছে। পরদিন হাজ্জাম ডেকে আনলেন এবং অনেক লোককে এক সাথে খতনা করিয়ে দিলেন। সকলের খতনাই খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেল। কিন্তু আমার ও আরেকটি ছেলের খতনা পেকে

যায়। ফলে এর প্রতিক্রিয়ায় আমার জ্বর এসে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার সাথী আমার থেকে জানতে থাকে। দু'একজন আমাকে এই বলে ভয় পাইয়ে দেয় যে, খতনা পেকে গেলে মানুষ মারাও যায়। আমি বলি যে, প্রিয় নবীর সুন্নতের জন্য যদি আমার জীবনও চলে যায় তবে তা হবে আমার জন্য পরম সৌভাগ্য। আলহামদুলিল্লাহ। আমার তবিয়ত ঠিক হয়ে যায়। আমি মাওলানা সাহেবের কাছে দরখাস্ড় করি যে, হযরত আমি বায়আত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে একথা এসেছিল যে, সুন্নত অনুসরণের অঙ্গীকার তো করছি। কিন্তু একটি সুন্নত ছুটে যাচ্ছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ সেই সুন্নতও আদায় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে দ্বিতীয়বারে মত বায়আত করে নিন। হযরত আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো বায়আত করে নেন।

প্রশ্ন. আপনার গীতা দিদির কি হল?

উত্তর. তার বাড়ির লোকেরা তাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিল। সে কয়েকজন মুসলমানের কাছে যায় যেন কেউ তাকে মুসলমান করে নেয় এবং হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কিন্তু কেউ এর জন্য রাজী হয়নি। সকলেই ভয় পাচ্ছিল। তার বাড়ির লোকেরা একজন মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে এবং সামূহক ও ওয়াস্মোলিনে নিয়ে যাবার জন্য বলে। সে আমাকে ফোনে জানায় যেন আমি এসে এর আগেই যেন তাকে নিয়ে যাই। আমি বলি, রবিবার আমার ছুটি হয়। কিন্তু হফতার দিন তার বিয়ে হবার কথা। সে জুমুআর দিন জনা দশেক মুসলমানের কাছে যায় যে, সে মুসলমান হতে চায়। আর আজ যদি তাকে মুসলমান না বানানো হয়, তাহলে আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে বিয়ে দিবে এবং আমাকে সারাজীবন হিন্দুই থাকতে হবে। কিন্তু কেউই তাকে মুসলমান করার জন্য তৈরি হয়নি। বাধ্য হয়ে রাত্রে সে সালফাজেন বড়ি খেয়ে নেয় এবং রাত্রেই মারা যায়। সে বলতে থাকে যে, হিন্দু সমাজে থাকা ও বিয়ে করার চাইতে মৃত্যুকেই সে পছন্দ করে। আমার আল্লাহ আমাকে নিজেই মুসলমান বানিয়ে নেবেন। আমি রবিবার ভূপাল পৌঁছি, অতঃপর এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। আজ পর্যন্ত আমি এই জুলুম ভুলতে পারি না। আমি দু'পয়সার চাকরীর জন্য কত বড় জুলুম করেছি। আমার আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

প্রশ্ন. এরপর আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর. আমাকে হযরত হরিয়ানায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে একটি কারখানায় চাকুরীর সন্ধানে যাই। তারা আমার অবস্থা জেনে চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্র“তি দিয়েছিল। কিন্তু শর্ত আরোপ করে আমার দাড়ি কাটার। আমি বলি, চাকুরী তো আর কি, আমি জীবনের বিনিময়েও দাড়ি কাটতে পারি না। আমি মাথা কাটাতে পারি, কিন্তু দাড়ি কাটাতে পারি না। আমি না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সুন্নত ছাড়তে পারি না। অতঃপর অপর একটি কারখানায় অর্ধেক বেতনে চাকুরী নেই। আমার আল্লাহ আমার ওপর দয়া করেন। আমার কাজ দেখে কোম্পানীর মালিক আমার প্রমোশন দেন এবং সুপারভাইজার বানিয়ে দেন। আমার সাথীরা হিংসায় জ্বলতে লাগল। একদিন কারখানায় পাঁচ টাকা কুড়িয়ে পাই। আমি জামা'আতের শুনেছিলাম যে, পড়ে থাকা জিনিস উঠানো ঠিক নয়। উঠালে ছত্রিশ বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে হয়। আমি একটি কাগজে ঘোষণা লিখে কারখানার দরজায় লাগিয়ে দেই। আমার সাথীরা ম্যানেজারকে উত্তেজিত করে তোলে। ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকুরী ছাড়তে হয়।

প্রশ্ন. ইসলামে আসার পর আপনার কেমন লাগছে?

উত্তর. ইসলামের সব কিছুই আমার প্রিয়। মুসলমান হতে পারায় আমি গর্বিত এবং আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নত আমার জীবনের চাইতেও প্রিয়। চুল বড় করে বাবরী রেখেছি। যখন আয়নায় মুখ দেখি তখন নবীর সুন্নতের কারণে আমার নিজকে খুব প্রিয় মনে হয়। আমি কাপড় সেলাইয়ের জন্য গিয়েছিলাম। দর্জি জানতে চাইলেন, পকেট কোনদিকে লাগাবেন। একজন হাফেজ সাহেব আমার সাথে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, পকেট কোনদিকে লাগানো সুন্নত? তিনি বললেন, তাঁর জানা নেই। আমি বলি, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ দিকে পকেট লাগাতেন তা না জানা পর্যন্ত কাপড় সেলাবো না। আমি মাওলানা সাহেবকে ফোন করি। তিনি ভালভাবে জেনে বলবেন বলেন, এরপর তিনি ওমরাহ করতে চলে যান। কিছুদিন পর আমি সৌদি আরব ফোন করি। তিনি সেখান থেকে আমার জন্য অনেক দোআ করেন। সেখানে পৌঁছে অনেক আলেম উলামাকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু তৃপ্ত হতে

পারেননি। আমি আজ পর্যন্ত নতুন কাপড় সেলাই করি নাই। ইনশাআল্লাহ যতদিন না জানছি আমার নবী কোথায় পকেট লাগাতেন আমি কাপড় সেলাই করাব না।

প্রশ্ন. ইসলাম কবুলের পর আপনি কোন দাওয়াতী কাজ করেছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! হযরত মাওলানার সঙ্গে জুড়বার পর এ কী করে হতে পারে যে, দাওয়াতের কাজ করব না। আলহামদুলিল্লাহ! এক বছরে কারখানার অনেক সাথীকে আমি দাওয়াত দিয়েছি এবং তারা মুসলমান হয়েছে। আজও এক সফরে যাচ্ছি। ঝিলঝানার কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পাঁচ জনকে আগামী পরশু পর্যন্ত কলেমা পড়িয়ে নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। হেদায়াত তো আল্লাহর হাতে। তবে চেষ্টা করলে আল্লাহ সে চেষ্টা ফলবতী করেন।

প্রশ্ন. আপনি আরমুগানের পাঠবদের জন্য কোন পয়গাম দেবেন?

উত্তর. ব্যাস, এর চেয়ে বেশি আর কী পয়গাম হতে পারে যে, ইসলামের দুশমন খান্দানের একজন মানুষকে যখন আল্লাহ তা'আলা সুন্নতের প্রতি এতটা ভালবাসা দিতে পারেন তখন সহজ-সরল নির্ভেজাল মানুষ যাদের সংখ্যাই দুনিয়াতে বেশি তাদেরকে যদি ইসলাম বোঝানো যায় তাহলে তারা কী করে নবী (সা.)-এর প্রেমিক না হয়ে পারে? আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন. বহুত শুকরিয়া! তৌহীদ ভাই।

উত্তর. আপনাকেও শুকরিয়া আহমদ ভাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

সংগ্রহে, মাসিক আরমুগান, জুন ২০০৪ ইং

নওমুসলিম ড. আব্দুর রহমান(কমল সাকসেনা)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের মাওলানা সাহেব বলেন, যে রাস্তা পেরিয়ে এসেছ তার দিকে আর যেন ফিরে না তাকাই। সামনে যে রাস্তা রয়ে গেছে, যা অতিক্রম করতে হবে তার দিকে তাকাও। আজ পাঁচশ কোটি মানুষ ইসলাম থেকে মাহরূম হয়ে জাহান্নামের পথে হাঁটছে এর বিপরীতে যারা হেদায়েত পেয়েছে তা একেবারেই 'না'-এর শামিল। এটা মোটেই উল্লেখ করার মত নয়। কখনো কখনো উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পেছনে ফিরে তাকানোটাও খারাপ নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর এই নগণ্য বান্দার মাধ্যমে কমপক্ষে এমন দু'শ লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে যারা কমপক্ষে গ্রাজুয়েট। এছাড়াও কতকগুলো জায়গায় সামগ্রিকভাবে বেশ কতকগুলো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

আহমেদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

ড. আব্দুর রহমান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আপনি ভাল আছেন? বর্তমানে আপনি কোথায় আছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! ভাল আছি। বর্তমানে আমি মহারাষ্ট্রের পুনায় আছি। এলাহাবাদ যাচ্ছি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে একটি পদ খালি হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের জন্য যাচ্ছি। পথে মাওলানা (মাওলানা কালীম সাহেব)-র সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লী এসেছি।

প্রশ্ন. খুবই ভাল হল। আপনি এসেছেন। আমাদের এখানে ফুলাত থেকে প্রকাশিত 'আরমুগান' পত্রিকায় কিছু দাঈ (ইসলাম প্রচারক) ও ভাগ্যবান নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. বলুন, বলুন, কি বলতে চান। খুবই ভাল সিলসিলা শুরু করেছেন। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের খুব উপকার হবে।

প্রশ্ন. আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ। আমার বর্তমান নাম আব্দুর রহমান। ১৯৯৫ সালের ৯ই জুনের আগে আমার নাম ছিল কমল সাকসেনা (কে সি সাকসেনা)। হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে আমি সম্পর্কিত। প্রতাপগড়ের কসবা রাণীগঞ্জে আমার পৈতৃক আবাস। আমার পিতা আই.সি.এস. অফিসার। বর্তমানে মোগল সরাঈ-এ ডি.আই.জি. হিসাবে আছেন। কায়স্থ হবার দরুন এখানে উর্দূ আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ। আমার পিতা একজন ভাল কবিও বটেন এবং তাঁর কবিনাম সাহির। আমি সাইকোলজিতে এম.এ. করেছি এবং মনঃস্ড়ত্ত্ব বিষয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করি। আমার জন্ম তারিখ ১৯৬৫ সালের ৯ই জুন। আমার বর্তমান বয়স প্রায় ঊনচল্লিশ বছর। কিন্তু আমার প্রকৃত বয়স ৯ বছর। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি আমার ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড়। আমার একটি ছোট বোন এবং তার থেকে ছোট আরেকটি ভাই আছে। সে ইঞ্জিনিয়ার। সে রুড়কী আই.টি.আই. থেকে ইলেকট্রোনিক্স-এ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর গত বছর বি.এইচ.এল.-এ চাকুরী নিয়েছে। আর আমি বর্তমানে পুনায় একটি ডিগ্রী কলেজে সাইকোলজি পড়াচ্ছি।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কিভাবে আপনি মুসলমান হলেন?

উত্তর. আসলে আজকের বিশ্বে পাশ্চাত্যের রাজত্ব চলছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্পের সকল ময়দানেই মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করছে। আজকাল পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে জ্ঞানের একটি শাখায় উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। তারা এর নাম দিয়েছে প্যারা সাইকোলজি। এই শাখায় চিন্তার উর্ধে বিষয় ও বস্ড়র ওপর গবেষণা হয়ে থাকে। এর একটি অংশে তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানও রেখেছে। আপনি যদি অধুনা ইউরোপীয় উপন্যাসগুলোর দিকে তাকান তাহলে আপনি এতে ডাইনী-জিন-পরী ইত্যাদির অত্যাধিক গুরুত্ব দেখতে পাবেন বরং কোন কোন সময় অনেক উচ্চশিক্ষিত ও ডিগ্রীধারী মানুষ এবং চাঁদ-তারা নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিজীবনেও জিন-পরী ও ভূত-প্রেতের কাহিনী দেখতে পাবেন। আসলে আমাদের মাওলানা মুহাম্মদ কলীম সিদ্দীকি সাহেব ঠিকই বলেন যে, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে এবং তার আত্মার মেযাজে

আল্লাহই এই প্রেরণা রেখে দিয়েছেন যে, সে এমন এক সত্তার সামনে মাথানত করবে তার সামনে নিজের দিল ও দিমাগ তথা মন-মস্ড়িষ্ক ঝুকিয়ে দেবে যা জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনারও অতীত। এজন্যই মানুষ যখন কোথাও জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত ও অবোধগম্য কলা-কৌশল দেখতে পায় তখনি সে প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রস্ড় হয়ে পড়ে, এমনকি সে তার ভক্তে পরিণত হয়। আসলে এটা সেই যে রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ড় আরওয়াহকে একত্র করে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই' এর শিক্ষার কারিশমা তথা বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব। এই আবেগ ও প্রেরণার সান্ত্বনা প্রদানের জন্য পাশ্চাত্যের বস্ড়বাদী দুনিয়া প্যারা-সাইকোলজির আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

যুবকদের মধ্যে জ্ঞানের এই শাখায় গবেষণার প্রতি খুব আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আমার তিন সাথী সাইকোলজির ওপর গবেষণা করছিল। আমারও আগ্রহ জন্মাল যে, আমি জার্মানী গিয়ে প্যারা-সাইকোলজিতে গবেষণা করব। আমি জিন প্রজাতির ওপর গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ধারণা হল যে, এ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদির জন্য হিন্দুস্ড়ান সর্বোত্তম জায়গা।

যুবক বয়সে আমার জীবনের লক্ষ্য ও মিশনের প্রতি ছিল আমার একমাত্র আকর্ষণ। এ ব্যাপারে আমি বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বহু পরিণত বয়স্ক বুদ্ধিমান লোক ও তান্ত্রিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। বহু যাদুকরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। সমগ্র বাংলা সফর করি। দেওবন্দ যাই। আমি নিজেও অনেক আমল করি। চিল্লা-কাশী করি। জালালী ও জামালী পরহেয করার সাথে সাথে বহু ওজীফা পাঠ করি। বহু তাবিয-তুমারও আমার হাতে আসে। যাদু-টোনাসহ ভূত-প্রেতের রোগীর চিকিৎসা করতে থাকি। এলাহাবাদের বড় বড় আলিমের খেদমতে বারবার আসা-যাওয়া করতে থাকি। আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল কোন জিন আমার আয়ত্তে আসুক। আমার অনুগত হোক কিংবা জিন-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটুক। কিন্তু কোন যাদুকর কিংবা ঐন্দ্রজালিক কোন তান্ত্রিক সাধুই আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। কয়েকবার বিভিন্ন আমল করার সময় কিছু ভীতিকর আওয়াজও শুনতে পেয়েছি কিন্তু কোন জিন আমার চোখে পড়েনি। কিছু রোগীর মুখ থেকে জিন কথা বলেছে, এর চিকিৎসাও আমি করেছি।

একবার আমি নদওয়া গেলাম। সেখানে মাওলানা আব্দুল্লাহ হাসানী আমাকে বললেন, আমার একজন বন্ধু দুই-একদিনের মধ্যে ফুলাত থেকে এখানে আসবেন। তিনি আশা করি আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তিনি আমাকে রবিবার দিন রায়বেরেলীর তাকিয়ায় আসার জন্য বললেন।

জুন মাস ছিল। আমি বেলা তিনটার দিকে তাকিয়া পৌঁছি। সকলেই খানাপিনার পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমি বাইরে চৌকির ওপর অপেক্ষা করছিলাম। একজন মাওলানা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে টয়লেটে যান। ফিরবার সময় আমাকে বসা দেখে বললেন, আপনিই কি ডক্টর কে. সি. সাকসেনা? আমি বিস্মিত হলাম এবং বিস্ময়ের সুরেই বললাম, জী হাঁ! কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? তিনি হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে ঠান্ডা পানি পান করালেন। এরপর বললেন, আমি একজন মানুষ, আল্লাহ্র বান্দা। অদৃশ্যের জ্ঞান আমার নেই। আর আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের জ্ঞান আর কারও থাকে না। আসলে মাওলানা আব্দুল্লাহ হাসানী আমাকে বলেছিলেন, ডক্টর কে. সি. সাকসেনা নামের একজন যুবক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনি রবিবারের দিকে আসবেন। আমি সকাল থেকে অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আপনাকে দেখেছি। আপনার চেহারা-সূরত দেখে মনে হল, আপনিই ডক্টর সাকসেনা। এজন্যই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তাঁর এই স্পষ্টবাদিতায় আমি খুব প্রভাবিত হলাম। আমি যেসব যাদুকর ও তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে দেখা করেছি তাদের সকলেই নিজেদের বিদ্যা জাহির করে আমাকে তাদের ভক্ত বানাতে চেয়েছে। কিন্তু মাওলানা কালীম সাহেবের এ কথা আমাকে খুবই প্রভাবিত করে। আমার ধারণা হল, অবশ্যই এখানে আমার সাহায্য মিলবে, কিংবা নিদেনপক্ষে সত্য জানা যাবে। মাওলানা আমাকে বললেন, বলুন! আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি? আমার উপযোগী কোন কাজ আছে কি, যার জন্য এই প্রচন্ড গরমে এত কষ্ট স্বীকার করে এত দূর এসেছেন? উত্তরে আমি আমার চাহিদার কথা বলতে গিয়ে বললাম যে, আমি প্যারা-সাইকোলজিতে গবেষণা করতে চাই। এজন্য আমাকে জার্মানী যেতে হবে। সেখানে যাবার আগে কোন জিনকে অনুগত কিংবা কমপক্ষে কয়েকদিনের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। মাওলানা আব্দুল্লাহ বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে

আপনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারবেন। এরপর এ পর্যন্ত এ নিয়ে কি কি করেছি তাও তাঁকে বললাম। চিল্লাকাশী করেছি, যেসব আমি করেছি, তাবিজ-তুমার যা শিখেছি, তাও তাঁকে বললাম। এসব শুনে মাওলানা সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এরপর হাসতে হাসতে বললেন, আপনি দেখছি খুব বীরপুরুষ, সাহসী মানুষ আপনি। আমি তো খুবই ভীরু। জিনের নাম শুনলেই আমার ভয় লাগে। আমাদের গ্রামে কয়েকটি বিরান ঘর রয়েছে, আছে কিছু ধ্বংসস্তুপ। জনশ্রুতি রয়েছে যে, সেখানে জিন থাকে। ছোটবেলায় আমার এর পাশ দিয়ে যেতে হলে এক দৌড়ে যেতাম। ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকাতাম না জানি কোন জিন পেছন থেকে এসে জাপটে ধরে। এরকম ভীতু মানুষ আপনার কোন্ কাজে লাগবে?

আমি বললাম, আমাকে সাহায্য করতেই হবে আপনাকে। কয়েক বছর ধরে আমি এভাবে পথে পথে ঘুরছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি অবশ্যই আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পরবেন। এরপর আমার অনেক পীড়াপীড়ির পর মাওলানা নাহেব বললেন, প্রথমত যেই সৃষ্টিকে আল্লাহ স্বাধীন বানিয়েছেন তাকে অনুগত ও অধীন করা ঠিক নয়। জায়েজ নয়। এটা পরিষ্কার জুলুম। যেমন বাঘের পিঠে আরোহণ করা আমাদের ধর্মে জায়েজ নয়। দ্বিতীয়ত, যেসব আমালিয়াতের মাধ্যমে মানুষ জিনদেরকে আয়ত্ত্ব করে, অনুগত বানায় সেসব আমালিয়াতের মধ্যে আছর সৃষ্টির জন্য ঈমান আনা জরুরী। ঈমান ব্যতিরেকে সেসবের মধ্যে তাছীর পয়দা হয় না, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তাছীর সৃষ্টির জন্য তার মুসলমান হওয়া জরুরী। জিন আয়ত্ত্ব করার স্বপ্ন আমার কাঁধে সওয়ার হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজনে সবকিছু এমনকি আমি আমার ধর্মও বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি তখনি মাওলানা সাহেবকে বললাম, আমি এজন্য মুসলমান হতে তৈরি আছি।

মাওলানা সাহেব বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। কথা হচ্ছে, আমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে এ অনুমতি দেয় না যে, কেবল জিন হাসিল করবার জন্য আমি আপনাকে কলেমা পড়াই এবং মুসলমান বানাই। এরপর যেই ইসলাম আপনি জিন হাসিলের জন্য, জিন আয়ত্ত্ব করবার জন্য গ্রহণ করবেন সেই ইসলাম আল্লাহর দরবারে কতটা গৃহীত হবে তাও তো দেখতে হবে। আমার কথা শুনুন এবং পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে আপনি সিদ্ধান্ত নিন।

আমি এক্ষণে কিছুটা সময় নিয়ে আপনাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলছি, ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি। আশা করি, যদি কিছুটা মনোযোগ দিয়ে আপনি শোনেন এবং ইসলামের হাকীকত ও এর মূল তাৎপর্য জেনে নেন তাহলে আপনার জিন আয়ত্ত করা কিংবা জিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চাইতেও বেশি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। কিছু বই-এর নাম আমি বলছি। খুব ভালভাবে আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়ুন। যদি আপনি তৃপ্ত হন এবং নিশ্চিতভাবে জেনে নেন যে, ইসলাম ব্যতিরেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না তাহলে আপনি কলেমা পাঠ করে সত্য মনে খোলা মনে মুসলমান হয়ে যান। মুসলমান হবার পর আমি ওয়াদা করছি, আপনি ফুলাত আসুন, আমি এক বা কয়েকজন জিনের সঙ্গে আপনাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দেব যারা আপনার সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না আপনি তাদের সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য হাসিল করছেন। এজন্য কোন আমলে প্রয়োজন হবে না, কোন ওজীফারও দরকার পড়বে না।

প্রশ্ন. এরপর কী হলো?

উত্তর. জী, বলছি। আমি তাঁর কথায় একমত হলাম। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা যাবত আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলতে থাকলেন। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত মোবারকের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তুলে ধরলেন এবং এ কথার ওপর জোর দিতে থাকলেন যে, প্যারা-সাইকোলজিতে গবেষণা ও জিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে এটা বেশি জরুরী, আপনি প্রথম ভাগেই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। কেননা মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। মাওলানা সাহেব বই-এর একটি তালিকা আমাকে বানিয়ে দিলেন। আমাকে ফুলাতের ঠিকানা দিলেন। এরপর আমার ঠিকানা ও ফোন নং চাইলেন। আমি বললাম, আমার পিতার প্রমোশন হচ্ছে, নতুন ঠিকানা ও ফোন নং ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব এবং জুলাই-এর শুরুতে আমি আমার তিন সঙ্গীসহ ফুলাত আসব। পৌনে পাঁচটার সময় মাওলানা সাহেব উঠলেন। মাওলানা কালীম সাহেব এরপর আমাকে বড় হযরত, হযরত মাওলানা আলী মিঞার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছে আমার উদ্দেশ্য হাসিলে সাফল্য ও হেদায়েতের জন্য দোআ করতে বললেন। আমাকে লাখনৌ যেতে হবে। এত দীর্ঘ সাক্ষাতের পর আমার দিল ইসলামের জন্য যথেষ্ট তৃপ্ত ও প্রশান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি লাখনৌ এসে "ইসলাম কিয়া হ্যায়" (ইসলাম কী?) ও "খুতবাতে মাদরাস", (নবী চিরন্তন ও 'পয়গামে মুহাম্মদী' নামে দু'জন

এখন আপনি কী করছেন? আপনার পেশা কি?

উত্তর. আমি আমার জীবন মাওলানা সাহেবের পরামর্শ মাফিক পরিচালনা করতে চাই। তিনি আমাকে বলেছেন, দাওয়াতী উদ্দেশ্যের জন্য কোন পেশা থাকা দরকার। আমি বর্তমানে পুনায় একটি ডিগ্রী কলেজে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেছি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রীডার-এর পদ খালি হয়েছ। সেজন্য সেখানে যাচ্ছি। এতে করে আমার সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট ও সম্পর্কিত জন এবং প্রাগপীঠে দাওয়াতের কাজ করার সুযোগ মিলবে।

প্রশ্ন. আমরা শুনেছি, আপনি বেশ কিছুকাল থেকে দাওয়াতী মিশনে লেগে আছেন। আজ পর্যন্ত আপনার মাধ্যমে কতজন ইসলাম কবুল করেছে?

উত্তর. আমাদের মাওলানা সাহেব বলেন, যে রাস্ড়া পেরিয়ে এসেছ তার দিকে আর যেন ফিরে না তাকাই। সামনে যে রাস্ড়া রয়ে গেছে, যা অতিক্রম করতে হবে তার দিকে তাকাও। আজ পাঁচশ কোটি মানুষ ইসলাম থেকে মাহরূম হয়ে জাহান্নামের পথে হাঁটছে এর বিপরীতে যারা হেদায়েত পেয়েছে তা একেবারেই 'না'-এর শামিল। এ মোটেই উল্লেখ করার মত নয়। কখনো কখনো উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পেছনে ফিরে তাকানোটাও খারাপ নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর এই নগণ্য বান্দার মাধ্যমে কমপক্ষে এমন দু'শ লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে যারা কমপক্ষে গ্রাজুয়েট। এছাড়াও কতকগুলো জায়গায় সামগ্রিকভাবে বেশ কতকগুলো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন. আপনি আপনার ঘরের লোকদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন নি?

উত্তর. আসলেই আমি তাদের হক আদায় করিনি। মোটামুটি কিছু কাজ করেছি অথচ তাদেরই হক ছিল বেশি। কয়েক মাস থেকে আমি আমার পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছি। প্রথম দিককার সাক্ষাতগুলোতে তিনি হাসতেন এবং বলতেন "নিজে তো ডুবেছ, এখন আমাকে নিয়ে ডুবতে চাও।" কিন্তু গত দু'বার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার খুব কান্না পেয়েছিল। আমার ডুকরে ডুকরে কাঁদা তার দিলকে স্পর্শ করেছে। তাঁর মনে লেগেছে। তিনি আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়েছেন এবং গভীর মনোযোগের সহকারে পড়েছেন। আমার মনে হচ্ছে তাঁর ওপর হেদায়েত নাযিল হতে যাচ্ছে।

প্রশ্ন. আপনি কিভাবে বুঝছেন যে, হেদায়েত নাযিল হতেযাচ্ছে ।

উত্তর. আমার বিগত নয় বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, হেদায়াত আসমান

থেকে নাযিল হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অনুগ্রহের আছর কেবল যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তার ওপরই হয় না বরং দা'য়ী (দাওয়াত প্রদানকারী)'র দিলের ওপরও এক ধরনের প্রশান্তি ও আস্থার ভাব সৃষ্টি হয়। আমার অভিজ্ঞতায় বার বার ধরা পড়েছে, যাকে দাওয়াত প্রদান করা হচ্ছে দৃশ্যত সে বারবার তা প্রত্যাখ্যান করছে এবং দাওয়াতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না, মনোযোগ দিচ্ছে না আদৌ, অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা অনুকূল নয় মোটোই বরং প্রতিকূল কিন্তু ভেতর থেকে মন ডেকে বলছে, কাজ হবে, চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাক। এরপর অবস্থা পাল্টে যায় এবং সে হেদায়াত পায়। এর বিপরীতে অবস্থা দৃশ্যত অনুকূল মনে হচ্ছে, মনে হয় দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যাবে।

কিন্তু ভেতর থেকে স্বভাব-প্রকৃতি রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং ঠিক যথাসময়ে দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি হেদায়াত থেকে মাহরূম হয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি প্রমাণ এ কথার আর কি হতে পারে যে, হেদায়াত সেখান থেকে অবতীর্ণ হয়। দা'য়ী (দাওয়াত প্রদানকারী)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহন বানিয়ে ধন্য ও অনুগৃহীত করেন, তার অন্তরকে আনন্দে ভরপুর করে দেন। অন্যথায় হেদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দা'য়ীর কিছুমাত্র হাত নেই।

প্রশ্ন. ডক্টর সাহেব! মন চাচ্ছিল আপনার সাথে আরও কথা বলতে এবং দাওয়াতের ময়দানে আপনার অভিজ্ঞতা আরমুগান-এর পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে। আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। আল্লাহ চাহেন তো আপনার সাথে আবার বসব। একবার নয়, বার বার বসতে হবে। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় দান করুন।

উত্তর. আপনি যখনই হুকুম করবেন আমি হাজির হয়ে যাব। দাওয়াতী খেদমতের জন্য আমার শরীরের চামড়া, আমার রক্ত, আমার জীবন যাই দরকার পড়ুক আমি তৈরি। একে আমি আমার সৌভাগ্য ভাবছি যে, কিছু সময় এই উদ্দেশ্যে দিতে পারলাম। এ আর এমন কি!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহামাদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান,জুন ২০০৪ ইং

ডা. ইরাম ছাহেবার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

'আরমুগান'-এর মাধ্যমে পাঠক বোনদের খেদমতে বিনীত নিবেদন পেশ করব। একজন মুসলমানের দায়িত্ব সমগ্র মানবমন্ডলীর কাছে ইসলামের বাণী ও পয়গাম পৌছে দেওয়া। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরকেও দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। বরং সত্যি বলতে কি দাওয়াতের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাবে দাওয়াতের বেলায় পুরুষেরও আগে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বিপুল বন্ধু-বান্ধব, উপকারী ও একান্ত আপনজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিল হবার পর তাঁর আহবানের সর্বপ্রথম লক্ষ্য (টার্গেট) আপন জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাঃ)-কেই বানিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় মহিলাদেরকেও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে হবে বরং পুরুষদের থেকে বেশি বোঝা দরকার।

আ. যা. ফা. : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ডা. ইরাম : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আপনি বড় ঠিক সময়ে এসেছেন। আব্বুর কাছ থেকে সব সময় আপনার কথা শুনতাম। তিনি বলছিলেন 'আরমুগান'-এর জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে। সম্ভবত আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, আমাদের এখান থেকে অর্থাৎ ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার প্রকাশের ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর. জী, হাঁ। আমি কিছু কিছু সংখ্যা দেখেছি। কিন্তু এখন আর আমি নওমুসলিম কোথায়? প্রিয়ে! তোমার থেকে কমপক্ষে দশ বছর আগে আমি বাহ্যিকভাবেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। আর প্রকৃতঅর্থে এবং মেযাজগত ও জন্মগতভাবে আমি মুসলমানই ছিলাম।

প্রশ্ন. আপনার কথা অবশ্য ঠিক। কেননা প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামী ফিতরতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে থাকে।

উত্তর. সাধারণভাবে প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামে জন্মগ্রহণ করে থাকে। আর এতো আমাদের নবী করীম সাল্ল- াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক ইরশাদ। এতে কারো সন্দেহ হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পরিবার বিশেষত আমার পিতা নিজেও মেযাজগতভাবে মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইসলাম কবুলের আগেও শতকরা একশ'ভাগ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন. মেহেরবানী করে প্রথমে আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার নাম ইরাম। আমার পিতার নাম অনিল মোদী। কর্নাটক প্রদেশের বিজাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি পিলু মোদীর আপন ভ্রাতুস্পুত্র। তিনি আমেরিকা থেকে এম.ডি. করেছিলেন এবং খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনের একান্ত অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে তিনি মীরাটে আসেন এবং ব্যাংক স্ট্রীটে একটি বাড়ি কিনে তারই এক অংশে তিনি তাঁর ক্লিনিক বানান। আমার দু'ভাই বয়সে আমার ছোট। একজনের নাম তারেক, আরেক জনের নাম শারেক। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আমার পড়াশোনা বিজাপুরেই হয়। মীরাট আসার পর মীরাট কলেজে আমি বিএসসিতে ভর্তি হই। বি.এস.সি. পাসের পর পি.এম.টি. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং মাওলানা আযাদ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. তিন বছর সম্পূর্ণ করার পর আমার বোনের পীড়াপীড়িতে লন্ডন যাই। সেখানেই এমবিবিএস সম্পন্ন করি এবং এরপর এম.এস. করি। অতঃপর রুদাওয়ালীর এক সৈয়দ পরিবারে ডা. সৈয়দ আমরের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তিনি একজন ভাল নিউরোলজিস্ট। লাখনৌর সঞ্জয়গান্ধী পি.জি.আই.-এ আমাদের উভয়ের চাকুরি হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা উভয়েই এখন প্রোফেসর হয়ে গেছি। আমার বোন যিনি লন্ডনে থাকেন তাঁর কোন সন্তানাদি নেই। তিনি খুব পীড়াপীড়ি করতেন আমরা যেন লন্ডনে চলে যাই। অবশেষে তাঁর একান্ত আগ্রহে তিন বছর আগে ২০০১ সালে আমরা এখানকার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে চলে যাই। আমার ননদের বিয়ে আমার ছোট ভাই শারেকের সঙ্গে হতে যাচ্ছে। আর সে উপলক্ষে আমাদের ভারতে আসা।

প্রশ্ন. আপনার নিজের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন। আপনি কিভাবে ইসলাম কবুল করলেন?

উত্তর. আসলে আমার পিতা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা খুব পছন্দ করতেন। বিরিয়ানী, কোরমা-কাবাব প্রভৃতির তিনি ছিলেন ভক্ত। তিনি শুধু যে উর্দূ জানতেন, তাই নয় তিনি ভাল ফারসীও জানতেন। পার্সী ধর্মের সাথে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি আমার নাম ইরাম, আমার ছোট ভাইদের নাম শারেক ও তারেক রাখেন। স্বয়ং নিজের নামও ডা. অনিল ওয়ারেছ মোদী লিখতে শুরু করেন। আমরা বিজাপুর থাকতাম। দক্ষিণ ভারতের পরিবেশ খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা মীরাটে আসার পর এখানকার আশ্চর্যজনক পরিবেশ দেখলাম বিশেষত মীরাট কলেজে গ্রামের জাট ও চৌধুরী ছাত্ররা খুবই বাজে ও নোংরা আচরণ করত। তারা এত নিচ ও হীন আচরণ করত যে, আমার মনে হতো হয়তো আমাকে এখানকার পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে হবে অন্য কোন কলেজে যেতে হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক এই নোংরা পরিবেশের ভেতরই আমার হেদায়াতের ফয়সালা করতে চাচ্ছিলেন। ঐ সব নোংরা ছাত্রদের মধ্যেই কয়েকজন ভদ্র ও সজ্জন ছাত্রও ছিল। তাদের মধ্যে আপনার আব্বাও ছিলেন যাঁর শরাফত ও ভদ্রতাদৃষ্টে আমাদের সকল সাথীই কেবল নয় শিক্ষকরা পর্যন্ত অভিভূত ছিলেন। শ্রদ্ধাবশত তাঁকে সকলে কালীম ভাই বলত। আমি বহুবার এমন দেখেছি বিভিন্ন ফিল্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় কালীম ভাই এসে গেছেন আর অমনি সবাই চুপ মেরে গেছে। ক্লাসে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল বেশ ভাল। তিনি কাব্যচর্চাও করতেন এবং ভাল ছবি আঁকতেন। আমাদের কলেজে গোটা প্রদেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এতে তিনি ১ম পুরস্কার জিতেছিলেন। কালীম ভাই ক্লাসের এই নোংরা আচরণের দরুণ খুব কষ্ট পেতেন। আমি ঘরে গিয়ে তাঁর ভদ্র স্বভাব ও আচরণের কথা বলতাম। আমার পিতা কখনো সময়-সুযোগমত তাঁকে বাসায় ডেকে আনতে বলতেন। তিনি দৈনিক গ্রামের বাড়ি ফুলাত থেকে খাতূলীর পথে ট্রেনে করে মীরাট ছাউনি এবং এরপর মীরাট কলজে থেকে আপ-ডাউন করতেন। কখনো কখনো তিনি বেগমপুর থেকে কলেজ যাবার পথে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েও যেতেন।

একদিন সকালবেলা তাঁকে ডাকলাম এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁকে দেখে আমার পিতা এবং আমার পিতাকে দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। আমাদের ক্লাসের বাজে ছেলেগুলোর

অধিকাংশ মীরাট কলেজের হোস্টেলে থাকত। এরই মধ্যে রাখী বন্ধনের উৎসব এসে গেল। কালীম ভাই সাড়ে আটটার সময় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। তিনি আমাকে বললেন, বোন ইরাম! ক্লাসের নোংরা ও পঙ্কিল পরিবেশে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। চল, আমরা কিছু রাখী কিনে হোস্টেলে যাই। আমি পঁচিশটি রাখী কিনলাম এবং কালীম ভাই-এর সাথে হোস্টেলে গেলাম ও সমস্ড় জাট ও চৌধুরী ছাত্রদেরকে ভাইয়া ডেকে তাদের হাতে রাখী বেঁধে দিলাম। এতে তারা খুব লজ্জিত হল। ফলে আমাদের ক্লাসের পরিবেশ বদলে গেল। এই কৌশল খুবই কার্যকর হওয়ায় আমাকে তা খুবই প্রভাবিত করল। আমি এ ঘটনা আমার পিতামাতাকেও অবহিত করলাম। যার দরুন আমার পিতামাতা তাঁকে সীমাতিরিক্ত সম্মান করতে থাকেন।

উর্দূ ভাষা শেখার প্রতি আমার ছিল প্রবল আগ্রহ। আমার পিতারও খুবই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল আমি উর্দূ পড়ি। তাঁর ধারণা ছিল বরং তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন উর্দূ ভাষা থেকেই ভাল ও শালীন সভ্যতার গন্ধ পাওয়া যায়। আমি কালীম ভাইকে বললাম আমাকে উর্দূ পড়াতে। তাঁর হাতে সময় নেই বলে তিনি আমাকে জানান। এরপর কলেজে উর্দূ বিভাগে গিয়ে মওলভী মাসরূরকে সন্ধান করেন যিনি উর্দূ ভাষায় এম.এ. করছিলেন এবং তাকে বলে-কয়ে আমাকে পড়াতে রাজী করান। তিনি আমাকে লাইব্রেরীতে দৈনিক আধা ঘণ্টা পড়াতে থাকেন। আমি খুব তাড়াতাড়িই উর্দূ শিখে ফেলি। এ সময় কালীম ভাই আমাকে ‘ইসলাম কিয়া হ্যাঁয়' এবং ‘মরনে কি বাদ কিয়া হোগা' (মৃত্যুর পর কী হবে?) নামক দু'টো বই পড়তে দেন। বই দু'টো আমাকে খুব প্রভাবিত করে। ‘মরনে কি বাদ কিয়া হোগা' নামক বইটিতো আমার ঘুমই হারাম করে দেয়। মৃত্যুর পর আযাব সম্পর্কে আমার ভীষণ ভয় ছিল। আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে বলি। মৃত্যু পরবর্তী শাস্ড়ির হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি আমাকে ঈমান আনতে ও ইসলাম কবুল করতে বলেন। আমি আমার পিতাকে ব্যাপারটা বললাম। তিনি আমাকে যা-ই করি না কেন খুবই চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি এখন বড় হয়ে গেছ। নিজের সিদ্ধান্ত তুমি এখন নিজেই নিতে পার। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারী কলেজ লাইব্রেরীতে বসে কালীম ভাই-এর হাতে আমি ইসলাম কবুল করি।

আলহামদুলিল্লাহ। আমার পিতামাতা আমার এই ফয়সালায় কোনরূপ

আপত্তি করেননি। '১৯৭৯ সালে আমার বোনের পীড়াপীড়িতে আমি লন্ডনে যাই এবং '১৯৮৪ সালে এম.এস. করে মীরাটে ফিরে আসি। কালীম ভাইকে আমার পিতা আমার বিয়ের ব্যাপারে পূর্ণ এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! কালীম ভাই আমার জন্য খুবই উপযোগী একটি সম্পর্ক তালাশ করেন এবং দিল্লীর এক সৈয়দ পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী ডা. আমের একজন ডি.এম. (ডক্টর অব মেডিসিন) এবং ভাল নিউরোলজিস্ট। অধিকন্তু তিনি খুবই দীনদার, ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন লোকে তাঁকে খুবই সম্মান ও সমীহ করে। তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দরুণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। তাছাড়া তিনি তাঁর বিষয়েও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কেমন অনুভব করলেন?

উ: আসলে যেমনটি আমি আগেই বলেছিলাম যে, আমি এবং আমার পুরো পরিবার বিশেষত আমার পিতা স্বভাবগতভাবেই মুসলমান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমার মনে হল যেন সকালের হারিয়ে যাওয়া লোকটি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসেছে। সে যেমন খুশি হয় আমার অবস্থাও ছিল ঠিক তেমনি।

প্রশ্ন. লন্ডনের মত পাশ্চাত্যের পরিবেশে নিজেকে মুসলমান ভেবে কেমন অনুভব করেছেন?

উত্তর. লন্ডনে আসার পর আলহামদুলিল্লাহ। শরীয়তের ওপর আমল করার ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি খুবই সজাগ হয়ে গেছে। আমার স্বামী এখানে এসে দাড়ি রেখেছেন। আমি নিজেই অনুভব করছি যে, বেপর্দাপনা বিষয়ে নিদেনপক্ষে এখানকার উলঙ্গপনার প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাজ্জুদ নামায আলহামদুলিল্লাহ খুব নিয়মিতভাবেই আদায় করি। কমপক্ষে রোগমুক্তি যে একমাত্র আল্লাহর হাতে এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় প্রতীতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মুসলমান রোগীও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আমাদের এখানে আসে। আমরা রোগীকে ও.টি.র ক্ষেত্রে টেবিলে শুইয়ে দেবার আগে আমি তাকে কলেমা পড়াই, তাকে সান্ত্বনা দেই এবং এও বোঝাই যে, হতে পারে মৃত্যুও। এজন্য অন্তর-মনকে ভালভাবে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে মনোনিবেশ করুন। অমুসলিম রোগী এলে

আমাদের ক্লিনিক তাদের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয়ও বটে। আমাদের উভয়ের টেবিলের ওপর খুব ভাল ভাল ইসলামী সাহিত্য ও বই-পুস্ড়ক থাকে। যার ভেতর থেকে আপন আপন অংশ রোগীরা নিয়ে যায়। আসলে আমরা পাশ্চাত্যকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও বস্ড়ুবাদনির্ভর পাশ্চাত্য বিশ্ব অস্থির এবং তাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের স্বাদ ও শান্তি থেকে মাহরূম হয়ে আত্মহত্যার প্রান্তে দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া যায়। তাদের অস্থিরতা ও বেচাঈন অবস্থার চিকিৎসা কেবল ইসলামের পবিত্র শিক্ষামালার মধ্যেই নিহিত। হায়! যদি তাদেরকে এই নিয়ামতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেত।

প্রশ্ন. অমুসলিম রোগীদের ইসলামী সাহিত্য হাতে তুলে দেওয়ার দ্বারা কি কোন প্রকারের দাওয়াতী ফলাফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের উভয়ের দাওয়াতে এই তিরিশ বছরে সর্বমোট ২৭৩ জন লোক মুসলমান হয়েছে। আমার শ্বশুর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র হাতে বায়আত ছিলেন এবং তিনি দিল্লী থেকে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। আমার স্বামীও তাঁরই একজন খলীফা মাওলানা ওলী আদম সাহেবের সঙ্গে বায়াতের সম্পর্ক রাখেন। আমরা আমাদের লন্ডন অবস্থানের উদ্দেশ্যও ইসলামের দাওয়াত মনে করি। আমার সবচেয়ে' খুশির বিষয় হল, আমার বোন যিনি আমার পিতামাতার চেয়েও আমাকে বেশি চাইতেন, ভালবাসতেন, আমাদের লন্ডন আসার দু'মাস পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং গত বছর তিনি খুবই ভাল ঈমানী হালতে কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতে করতে জায়নামাযের ওপর ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পরও কি আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! কালীম ভাই আমার ওপর জোর দেন যেন আমি প্রতিদিনের পাঠ্যসূচি ঠিক করে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার ধারা অব্যাহত রাখি। আমি নিয়ত করেছি, মোটামুটি দৈনিক পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত পড়ব। কিন্তু ৫০ পৃষ্ঠার সূচি আমি ঠিক রাখতে পারিনি। আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে গত তিরিশ বছরে দৈনিক গড়ে ২৫ পৃষ্ঠা যে পাঠ করেছি একথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। আমি একশতের বেশি সীরাত গ্রন্থ পড়েছি। হযরত মাওলানা আলী মিঞা (সাইয়েদ আবুল হাসান

আলী নদভী, সারা ভারতে এ নামেই বেশি মশহূর।– অনুবাদক) লিখিত সব বই এবং হযরত মাওলানা (আশরাফ আলী) থানভী (রহ.)-র প্রায় সমস্ড় বই আমি পড়েছি। মাওলানা মওদুদীর নানা বই-পুস্ড়ক প্রকাশিত হয়। আমরা খ্রিস্টানদের লিখিত বই-পুস্ড়কও দেখে থাকি।

প্রশ্ন. এভাবে তো আপনি কয়েক লাখ পৃষ্ঠা পড়ে থাকবেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! গড়ে প্রতিদিন ২৫ পৃষ্ঠার মত তো পড়েছি। এ হিসাবে বছরে দশ হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি হবে। প্রথম দিকে আমার পড়াশোনার প্রতি খুব একটা বেশি আগ্রহ ছিল না। কালীম ভাই আমার ওপর জোর দেন, যবরদস্ড়িমূলকভাবে হলেও আপনাকে নিসাব পুরো করতে হবে। আমার উপকারী বন্ধুর নির্দেশ জেনে কয়েক মাস জোর করেই পড়া শুরু করলাম। অবস্থা তো আমার এখন এমন হয়েছে যে, খাবার না খেলে তত খারাপ লাগে না যত খারাপ লাগে বই না পড়লে। পিপাসার্ত মনে হয় তখন। কখনো নতুন বই না পেলে পুরানো বই আবার পড়ি। আর এভাবেই আমাদের ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। আর এর একটা অংশ কিছুটা হলেও স্মৃতিতে গেঁথে যায়।

প্রশ্ন. আপনার ছেলেমেয়ে কতজন এবং তারা কোথায় পড়াশোনা করছে?

উত্তর. আমার তিনটি বাচ্চা। বড় ছেলে হাসান আমের, ছোটটার নাম হুসাইন আমের আর মেয়েটার নাম ফাতেমাতুয-যাহরা। দুই ছেলেই ডিউজবেরি মাদরাসায় লেখাপড়া করছে। হাসানের বয়স দশ বছরের বেশি। সে কুরআন মজীদ হিফ্জ শেষ করছে। আলিমিয়াত-এর ১ম বর্ষে পড়ছে। হুসাইন-এর বয়স নয় বছর। তারও ১৬ পারা মুখস্ড় হয়ে গেছে। ফাতেমা একটি ইসলামী স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তার বাপই তাকে ঘরে কুরআন শরীফ পড়িয়েছে। আমরা উভয়ে কর্মসূচি তৈরি করেছি যে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের রুযী-রোযগারের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেব যাতে করে তারা নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় একাগ্রচিত্তে নিজেদের জীবনকে দাওয়াতের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে পারে।

প্রশ্ন. আপনার পিতামাতার কথা ভাবেন নি?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমি যে বছর এম.এস. করি এরপর এর পাঠ চুকিয়ে ভারতে ফিরে আসি তখন আমি কালীম ভাইকে ডেকে পাঠাই এবং পিতার ব্যাপারে কিছু করার জন্য আবেদন জানাই। তিনি আমার পিতাকে পড়ার জন্য অনেক বই-পুস্ড়ক প্রদান করেন। হযরত মাওলানা আলী

মিঞা (রহ.)-র ‘নবীয়ে রহমত’ নামক পুস্ড়কটি তাঁকে খুবই প্রভাবিত করে।

ইসলামের দ্বারা তিনি প্রথম থেকেই তো প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু এতদিন যাবত একটি ধর্মে থাকা এবং পরিবার ও খান্দানের লোক বিশেষ করে চাচা জনাব পিলু মোদী ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু আর. কে. করনজিয়ার কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণে সংকোচ বোধ করছিলেন। ডক্টর আমের-এর সঙ্গে আমার বিয়ে তিনি নিয়মমাফিক ইসলামী তরীকায় বরং মুসলমানী প্রথামাফিক দেন এবং বিয়েতে প্রচুর খরচও করেন। যদিও বিয়েতে ব্যয়বাহুল্য ইসলামী তরীকা নয় মোটেই তবুও মুসলমানরা সেই পথই ধরেছে। পি.জি.আই.তে চাকুরিকালে আমার পিতা একবার গোমতীনগরে আমাদের বাসায় উঠে ছিলেন এবং দু'দিন থেকেও ছিলেন। সে সময় আমরা দু'জনই ছুটি নিয়েছিলাম এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়িও করেছিলাম। তিনি এই বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেন যে, আনুষ্ঠানিক প্রথায় কিইবা যায় আসে? মন-মস্ড়িষ্কের দিক দিয়ে আমি তো তোমাদের আগে থেকেই মুসলমান আছি। কিন্তু আমার স্বামী বললেন, নিঃসন্দেহে মন-মস্ড়িষ্কের ইসলামই আসল ইসলাম। আর আমরাও একেই ইসলামের রূহ হিসাবে মানি ও স্বীকার করি। কিন্তু এও তো সত্যি যে, রূহ তথা আত্মা, আত্মর জন্য দেহও জরুরী। দেহ না হলে আত্মা থাকবেটা কোথায়? আপনি কলেমাটা পড়ে নিন। তিনি তৈরি হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আমার মাম্মীও সাথেই ছিলেন। পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তাকে মানানো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তিনিও কলেমা পাঠ করেন। মীরাট এসে দু'মাস পর তাঁর মারাত্মক হার্ট এ্যাটাক হয়। তাঁর হার্টের দু'টো ভাল্বই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁকে লাখনৌ নিয়ে আসি। কিন্তু জীবনের ফয়সালাকারী তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে ফেলেছিলেন। লাখনৌয়েই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! জীবন সায়াহ্নে তাঁর ঈমানী হালত খুবই ভাল ছিল এবং তিনি ইসলামের ওপর সীমাতিরিক্ত আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

প্রশ্ন. আপনার ভাইদের অবস্থা কি?

উত্তর. আমার পরের ছোট ভাইটি তারেক, সি.এ. করেছে এবং মুম্বাই-এ একটি বড় কারখানার ম্যানেজার পদে কর্মরত। মুম্বাই-এ

একটি তাবলীগি পরিবারে তার বিয়ে হয়েছে। সবার ছোট শারেক এম.বি.এ. পাস করার পর লাখনৌ-এর একটি হোটেলে ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। আমার স্বামীর ছোট বোন রাশেদার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এই ২৯ জুন তাদের বিয়ে হবে ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন. আল্লাহ পাক স্বয়ং আপনাকে হেদায়াত দানে ধন্য করেছেন এবং আপনি নিজেও দাওয়াতের কাজ করছেন। কোন অমুসলিমের হেদায়াত পাবার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সর্বাধিক প্রভাবশালী বলে আপনি মনে করেন? আপনার সমগ্র দাওয়াতী জীবনে এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর. এমনিতে তো বর্তমান যুগটি জ্ঞান-বুদ্ধির যুগ। অস্থির ও বিক্ষুব্ধ মানবতার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধির নিক্তিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার মতো ধর্মের পরিচিতি মানুষকে সীমাহীন প্রভাবিত করে। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণ এবং নিজের থেকেই হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের অবস্থার ওপর চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আপনি আপনার দাওয়াতী বক্তৃতা ও ভাষণ দ্বারা আপনার সমর্থক তো বানাতে পারবেন কিন্তু এতটা প্রভাবিত করবার জন্য যাতে করে একজন মানুষ যে দীর্ঘকাল একটি জীবনপদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে সে তা বাদ দিতে ও পরিবর্তন করতে তৈরি হয়ে যাবে। সেজন্য দাওয়াতের সাথে আপনার মহৎ কর্মের প্রয়োজন। আমি মনে করি, আমাদের পরিবারকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে বরং আমাদের উভয়কে দাওয়াতের ওপর টেনে তুলতে আপনার আব্বার স্বভাবজাত ভদ্রতা এবং দাওয়াতের সাক্ষাৎ অবয়ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। আসমানী কিতাবের সঙ্গে নবী প্রেরণ আমার এ ধারণার পেছনে সবচে' বড় দলীল। মানুষের কিতাবের সঙ্গে (প্রকৃত) মানুষ চাই। অর্থাৎ কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য প্রয়োজন। কেবল তখনই বিপণ্ঢব সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. ধন্যবাদ ইরাম ফুফু! আমি আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনি আরমুগান-এর পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন? কেননা আমাদের পাঠকদের কাতারে মহিলারাও আছেন। তাদের জন্য বিশেষ কোন পয়গাম বা বার্তা?

উত্তর. 'আরমুগান'-এর মাধ্যমে পাঠক বোনদের খেদমতে বিনীত নিবেদন পেশ করব। একজন মুসলমানের দায়িত্ব সমগ্র মানবমন্ডলীর কাছে ইসলামের বাণী ও পয়গাম পৌছে দেওয়া। এক্ষেত্রে পুরুষের

পাশাপাশি মহিলাদেরকেও দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। বরং সত্যি বলতে কি দাওয়াতের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাবে দাওয়াতের বেলায় পুরুষেরও আগে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বিপুল বন্ধু-বান্ধব, উপকারী ও একান্ত আপনজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিল হবার পর তাঁর আহবানের সর্বপ্রথম লক্ষ্য (টার্গেট) আপন জীবনসঙ্গিণী হযরত খাদীজা (রা.)-কেই বানিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় মহিলাদেরকেও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে হবে বরং পুরুষদের থেকে বেশি বোঝা দরকার। দাওয়াতের ময়দানে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী; বিশেষত পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছাকাছি গিয়ে তারা এই বাস্ড়ব সত্য সম্পর্কেও জেনে থাকবেন যে, যেই বস্ড়ুবাদিতা ও নগ্নতা পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যদৃষ্টে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ড় হচ্ছি এবং একে উন্নতির স্বর্ণচূড়া ভাবছি তা কতটা পতনোন্মুখী। তা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ইসলামী শিক্ষামালার প্রতি সতৃষ্ণ তাকিয়ে আছে এবং ইসলামের অনুগ্রহ বর্ষণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

প্রশ্ন. মন চাচ্ছিল, আপনার থেকে আপনার দাওয়াতী কর্মকা- সম্পর্কে বিস্ড়ারিতভাবে জানব। কিন্তু আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আল্লাহ চাহেন তো আগামী সাক্ষাতে আমাদের এ বিষয়ে বিস্ড়ারিত জানার সুযোগ হবে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর. অবশ্যই। আসলেই দাওয়াতী জীবনে বিরাট অভিজ্ঞতা ও হেদায়েতের বিস্ময়কর সব ঘটনা আমাদের দু'জনের জীবনে দেখা গেছে। আল্লাহ চাহেন তো ভবিষ্যতে অন্য কোন সাক্ষাতে সেসব নিয়ে আলাপ করা যাবে। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান জুলাই ২০০৪ইং

আবদুল্লাহ কটকী (সঞ্জীব পট্টনায়েক)-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমার ধারণা এই যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইসলামের মুসলমানদের কাছে কোন কদর নেই। কিম্বা তাদের খান্দানী সূত্রে পাওয়া এই সম্পদে তাদের অনুভূতিও নেই যে, ইসলাম থেকে বঞ্চিত মানুষ কত বড় বিপদের মধ্যে আছে এবং তারা কতটা সহানুভূতি পাবার যোগ্য। আল্লাহর কসম! তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের কষ্টদায়ক আগুন থেকে বের করবার চিন্তা করুন, ভাবুন। কমপক্ষে তাদের কষ্ট ও ব্যথাই অনুভব করুন।

আহমদ আওয়াহ. আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ কটকী. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আমার নাম আহমদ। মাওলানা কালীম সাহেবের পুত্র। গতকাল আব্বা আপনার ঠিকানা দিয়েছিলেন। আপনার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন?

উত্তর. হ্যাঁ, আহমদ ভাই, আমি আপনাকে জানি ও চিনি। আজ প্রায় এক মাস হলো আমি ফুলাতে আছি। আমার শরীর-স্বাস্থ্য আলহামদুলিল্লাহ এখন ঠিক আছে।

প্রশ্ন. আব্বা বলেছিলেন আমাকে, 'আরমুগান' পত্রিকার জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে।

উত্তর. অবশ্যই ভাইয়া! মাওলানা সাহেব আমাকেও বলেছিলেন, আমি আহমদকে পাঠাব। আপনি আপনার জীবনের কাহিনী তাকে শোনাবেন।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার পুরানো নাম সঞ্জীব পট্টনায়েক। উড়িষ্যার কটক নামের এক জায়গায়, এক শিক্ষিত পরিবারে ১৯৩০ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে আমার জন্ম। পিতাজী এক ইন্টার কলেজে লেকচারার ছিলেন। তিনি হঠাৎ করেই হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ায় আমার পক্ষে বি.এস.সি.র পর

আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তর. পিতার মৃত্যুর পর মা ও বোনের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। বোনের বিয়ের কথাবার্তা আব্বাই পাকাপাকি করে রেখে গিয়েছিলেন। আমি টাকা-পয়সা ঋণ করে কোনভাবে বিয়ে দিই। আমি দু'বছর পর্যন্ত পিতা যে স্কুলে ছিলেন সেই স্কুলে জুনিয়র সেকশনে শিক্ষকতা করি। কিন্তু স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে তেমন বনিবনা না হওয়ায় আমাকে বাধ্য হয়ে স্কুল ছাড়তে হয়। এরপর আরও দু'চার জায়গায় অল্প-স্বল্প সময়ের জন্য আমি কাজ করি। কিন্তু ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। আমার উপর ঋণ পরিশোধের চাপ বৃদ্ধি পায়। ছ' বছর পর্যন্ত আমি রুজি-রোজগারের জন্য অস্থির ও পেরেশান থাকি। অবশেষে আমি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিই এবং এক বড় নদীর পুলের উপর উঠি। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে ডুবে মারা যাব। আমি পুলের উপর চড়ছিলাম, এমন সময় সেখানে একজন মাওলানা সাহেব এসে উপস্থিত হন। তিনি শীত মৌসুমে ঠাঁার ভেতর আমাকে পুলের উপর চড়তে দেখে মোটর সাইকেল থামান এবং আমার হাত ধরে নিচে টেনে নামান এবং আমি পুলের উপর কেন চড়ছি তা জানতে চান। আমি আমার সংকল্পের কথা বলি। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, "আমার কথা আগে শোন। এরপর যা চাও কর।" তিনি আমাকে বলেন, "নদীতে লাফ দিয়ে পড়লেই তুমি মারা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে যে, তুমি কোনভাবে বেঁচে যাবে এবং পানি তোমার ফুসফুসের ভেতর ঢুকে তোমাকে অসুস্থ করে ফেলবে। না জানি এই অসুস্থ অবস্থা তোমার কতদিন থাকে। আর পানিতে ডুবে মারা যাওয়াই যদি তোমার ভাগ্যে লেখা থাকে তাহলে মনে রেখো এই মৃত্যুই শেষ নয়। এই মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আছে যার শেষ নেই। তোমার মালিক এই জীবন ও জান আমানত হিসেবে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন যা রক্ষা করা তোমার দায়িত্ব। যদি তা রক্ষা করার পরিবর্তে আত্মহত্যা কর তাহলে কিয়ামত (পরকাল) পর্যন্ত তোমাকে শাস্ড়ি দেওয়া হবে আর সে শাস্ড়ি হলো তোমাকে বারবার পানিতে ডুবে মরতে হবে। এর থেকে ভালো হলো মৃত্যুর আগে মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা কর, ভাব।" আমি তাকে বললাম, মৃত্যুর পর মানুষ তো

গোলে পচে যায়।" মাওলানা সাহেব খুব ভালোবেসে উদাহরণ সহযোগে আমাকে বোঝাতে থাকেন। মাঝে মাঝে কুরআন মজীদের আয়াত পড়তে থাকেন যা আমার দিলের ওপর আছর করতে থাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সফল বানাবার রাস্ড়া কি সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাকে মুসলমান হতে বলেন এবং আমাকে আমাদের পীর সাহেবের কাছে ইউ.পি.তে যাবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দেন যে, আপনি সেখানে গিয়ে আর কিছু পান আর না পান, অবশ্যই শান্তি পাবেন। আমি তাকে আমার ঋণ সম্পর্কে বলি এবং এও বলি যে, এতদূর যাবার ভাড়ার পয়সা আমার কাছে নেই। তিনি আমাকে মোটর সাইকেলে চড়িয়ে ঘরে আনেন এবং আমাকে একটি চিঠি লিখে দেন ও ৫০০ টাকাও আমাকে দেন।

আমি মা'র কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, "দিল্লীতে আমার চাকুরী হচ্ছে।" মা আমাকে খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। আমি ট্রেনে চড়ে দিল্লী পৌঁছলাম। এখান থেকে অন্য ট্রেন ধরে খাতুলী পৌঁছলাম। এরপর ফুলাত পৌঁছি। মাওলানা সাহেব সফরে গিয়েছিলেন। আকস্মিকভাবেই মাওলানা সাহেবের এক মুরীদ মাওলানা আকীক কটকী সাহেব এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি হিন্দী বলতে পারতাম না। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার জানে পানি এল। তিনি আমার গোটা কাহিনী শুনলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন যে, "আপনি খুব উপযোগী ফয়সালা করেছেন। হযরত কাল এসে যাবেন।" তিনি মাওলানা সাহেবের খুব প্রশংসা করলেন। পরদিন চারটার সময় তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। সাক্ষাৎ হলো। মাওলানা সাহেব আমাকে কলেমা পড়ালেন এবং আমার নাম রাখলেন : আব্দুল্লাহ। আমি কেবল ইংরেজি আর উড়িয়া ভাষা জানতাম। আমি ইংরেজি ভাষায় মাওলানা সাহেবের কাছে দরখাস্ড় করলাম, "আমি এখানেই থাকতে চাই। আর আমি রুযী-রোযগারও করতে চাই।" মাওলানা সাহেব আমাকে মাওলানা আকিক সাহেবের সাথে খসোলা গ্রামে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিলেন যে, "আপনি সেখানে থেকে কিছুদিন হিন্দি ও উর্দূ বলা শিখে নিন, আর কিছু দ্বীনও শিখে নিন। আমি বাইরের এক সফরে যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে এসে কোন ইস্কুলে আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেব।" আমি পরদিন সকালে মাওলানা আকীক

সাহেবের সঙ্গে খসোলা গ্রামে চলে যাই। সেখানে আমি কায়েদা পড়তে শুরু করি। ওযূ-গোসলের নিয়ম-কানুন শিখি। নামায শিখতে শুরু করি। মাওলানা আকীক পাক-পবিত্রতা ও বহুবিধ অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাকে খতনা করার পরামর্শ দিলেন। আমি খোদ আসল মুসলমানী বলতে খতনাই বুঝতাম। এজন্য আমি নিজেই খতনা করার ওপর জোর দিলাম। হাজাম ডেকে খতনা করালাম। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আমি পাক্কা মুসলমান হলাম।

প্রশ্ন. আপনি খাতূলী থানায় আব্বার বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট করেছিলেন, কারণ বলুন তো?

উত্তর. আহমদ ভাই! এ ছিল আমার কাপুরুষতা। সম্ভবত কুকুরও এরকম কাপুরুষতা ও বোকামীপনার কাজ করত না। আপনার আব্বার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ছিল কেবল কয়েক ঘণ্টার বরং এক্ষেত্রেও ব্যস্ড়তার কারণে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি আমার কথা হয়নি। কিন্তু এই বিশ-পঁচিশ মিনিটেই আমি অনুভব করলাম যে, এই মানুষটি এই কলি যুগের মানুষ নন। এ লোকটিতো গোটা মানবতার ব্যথায় কাতর কোন পুরানো যুগের মানুষ, যাঁর মুখে প্রতিটি দুঃখী মানুষের দিলের প্রতিষেধক। আমি শত বছরের হতাশ মানুষ যেন পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছি। আমার মেযাজে ক্রোধ ছিল জন্মসূত্রে। কিন্তু এত দীর্ঘ হতাশ জীবন আমাকে সীমাতিরিক্ত তিরিক্ষি মেযাজের বানিয়ে দিয়েছিল। মাওলানা সাহেব এক দীর্ঘদিনের সফরে দুবাই ও ওমরার জন্য চলে গিয়েছিলেন। আমি ছিলাম খসোলায়। সেখানেও আমি বারবার উস্ড়াদদের সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদ করতাম। কিন্তু মাওলানা আকীক সাহেব আমাকে বোঝাতেন। এমন সময় আকস্মিকভাবে মাওলানা আকীক সাহেবের মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে উড়িষ্যায় যেতে হয়। আমি তাঁকে আমার মা'র খবর নেয়ার জন্য বলি। তিনি আমার সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদের ভয়ে ফুলাত ছেড়ে চলে যান। আমি সেখানে খানকায় থাকতাম। মাস্টার ইসলাম সাহেব ছিলেন একজন নওমুসলিম। তিনি ছিলেন এর যিম্মাদার। সেখানে আমার বারবার মেহমানদের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া হত। মাস্টার সাহেব আমাকে বোঝাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে লড়াই-ঝগড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাকে তিনি মসজিদের কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে মুয়াযযিন

সাহেবের সঙ্গে আমার লড়াই হতে থাকল। একদিন আমি মুয়াযযিন সাহেবকে খুব গালি দিলাম। মাস্টার ইসলাম সাহেব আমাকে খুব ধমক দিলেন যে, রোজ রোজ ঝগড়া-ফাসাদ আমরা কতদিন আর সহ্য করব? আমার রাগ হলো। মাস্টার সাহেবকে আমি গালি দিতে থাকলাম। অবশেষে আমি তার ঘাড় ধরলাম। তাঁরও রাগ হলো। তিনিও আমাকে ধরে দু'চারটে থাপ্পড় লাগালেন। ব্যাস আর কি! আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। এরপর আমি আমার সামানপত্র উঠিয়ে নিলাম এবং সোজা খাতূলী থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখালাম যে, মাওলানা কালীম সাহেব আমাকে দিল্লী থেকে গাড়ির ডিব্বায় তুলে জোরপূর্বক এনেছেন। এরপর আমাকে মেরে-পিটে কলেমা পড়িয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। হাত-পা বেঁধে আমার খতনা করিয়েছেন। এরপর তিনি নিজে তো আরব সফরে গেছেন এবং দু'জন পাহলোয়ান ইসলাম ও আব্দুল্লাহকে আমার ওপর খবরদারির জন্য রেখে গেছেন, যারা আমাকে মেরে মেরে নামায পড়ায়। আমি কোনক্রমে তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার কথা শুনে খুব হাসলেন এবং বললেন, "আরে ভালো মানুষ! কিছু সত্যি কথাও তো বল! আজকের যুগেও এটা হয়? তুমি যুবক মানুষ।আসল কথা বল কি হয়েছে? কার সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদ করে এসেছে?" আমি বলি, "আপনি আমার রিপোর্ট লিখুন। নইলে আমি এস.পি. সাহেবের কাছে গিয়ে লেখাব।"

প্রশ্ন. আপনি আব্বুর বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখালেন অথচ আপনি এও বললেন যে, তাঁর সহানুভূতি দ্বারা আপনি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন?

উত্তর. আহমদ ভাই! সত্যি বলতে কি, আমার বিবেক সম্ভবত মৃত্যু অবধি এই বোকামীপনাকে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু আমার মত কুকুরের ঘেউ ঘেউ দ্বারা প্রেম ও ভালোবাসার গাড়ি কি আদৌ থামবে? আমি থানায় রিপোর্ট করলাম। রিপোর্ট কাঁচা কাগজে লেখা হলো। থানা ইন-চার্জ দু'জন সেপাইকে ফুলাতে মাওলানা সাহেবকে ডেকে আনবার জন্য পাঠালেন। মাওলানা সাহেব বাইরের সফরে গিয়েছিলেন, মাওলানা সাহেবের বড় ভাই উকীল সাহেব একজন ডাক্তার সাহেবকে সাথে করে থানায় আসেন। থানায় একটি বিপজ্জনক মামলা খুব জোরদারভাবে জ্বলছিল। কয়েকদিন আগে কিছু শিব সেনা এক গ্রামের জঙ্গলে এক

পঞ্চদশী মুসলিম বালিকাকে সকলে মিলে বলাৎকার করে। অতঃপর তাকে হত্যা করতঃ মাটিতে পুঁতে ফেলে। মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লে মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর নির্দেশে আসামীদেরকে বন্দী করা হয়। এর প্রতিবাদে শিব সেনারা সমগ্র এলাকায় একতাবদ্ধ হয়ে আসামীদেরকে মুক্ত করার জন্য থানায় ধর্ণা দিচ্ছিল। এরকম উত্তপ্ত পরিবেশে উকীল সাহেব চিন্তা করলেন যে, যেকোনভাবেই হোক ব্যাপারটা আপোষ-রফা করা যাক। থানার পক্ষ থেকে বড় রকমের অর্থ দাবি করা হচ্ছিল। কথা শোনার পর যে, আমরা কিছু চাই না, ঐ লোকটিকে দিতে হবে যার সঙ্গে এ ধরনের অপরাধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নয় হাজার টাকায় ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ঘটে। থানাদার আমাকে পাঁচ শত টাকা ভাড়া হিসেবে দেয়। আমি বেশি চাইলে আমাকে গালি দেয় যে, মিথ্যা রিপোর্ট লিখাচ্ছ। লজ্জা হয় না? আমি থানা থেকে বেরিয়ে বাসে বসলাম। দিল্লী গিয়ে কটকের টিকিট কাটলাম এবং ট্রেন ধরে পৌঁছলাম। আমার মা মারা গিয়েছিলেন। লোকে আমাকে বলল যে, সেই যে মাওলানা সাহেব যিনি কালীম সাহেবের মুরীদ ছিলেন তিনি আমার মা'র খুব খেদমত করেছেন। চিকিৎসাও করিয়েছেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে মারা গেছেন এবং মুসলমানদের কবরস্থানেই তাকে দাফন করা হয়েছে। আমি এমন এক হতভাগ্য ফকীরের ন্যায় যার স্বপ্নে বাদশাহী মিলে গিয়েছিল এরপর হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পাই সে যেই ফকীর সেই ফকীরই রয়ে গেছে। ফুলাত থেকে ফিরলাম। এক অজানা ভয় ও আতংক আমি ভেতর ভেতরই অনুভব করছিলাম যে, এমনতরো অনুগ্রহকারী ও পরোপকারীর সাথে এ ধরনের বোকামীর শাস্ড়ি আমাকে আমার এই জীবনে অবশ্যই ভুগতে হবে। এতদিন ইসলামের কথা জেনেশুনে অবশেষে হিন্দু হয়ে জীবন ধারণে মন আদৌ মানতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আমার মুখও ছিল না কোন মুসলমানের কাছে যাব। এক-দুই মাস আমি কটকে কাটালাম। কোন কোন সময় কিছু ভাবতাম, আবার অন্য সময় অন্য কিছু ভাবতাম। একদিন এক পন্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বানারসের এক বড় আশ্রমের যিম্মাদার ছিলেন। আমি লোকটিকে ধার্মিক ভেবে তাকে আমার পেরেশানীর কথা বললাম। তিনি আমাকে তার সাথে বানারস যেতে বললেন। আমি তার সাথে বানারস আশ্রমে চলে গেলাম। এক বছর সেখানে থাকলাম। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কোন

কিছুই আমার ভালো লাগত না।

ওই দিনগুলোতে বানারসের কয়েকটি আশ্রমে বোমা পাওয়া যায়। আমাদের আশ্রমেও বোমা পাওয়া যায়। পুলিশ কঠোর এ্যাকশন গ্রহণ করে। স্বয়ং মন্দিরে অবস্থানকারী ও পূজারীদেরকে চেক করা হয়। নতুন লোকদের ওপর পুলিশের সন্দেহ হয়। আমাদের গোটা আশ্রমে কেবল আমাকেই পুলিশ গাড়িতে বসিয়ে থানায় নিয়ে যায়। থানা ইনচার্জ আমাকে চেকিং শুরু করেন। আর আমার উপর তাদের বেশী সন্দেহ হয়। তিনি বলতে থাকেন, এ লোকটি লস্করে তৈয়্যবার। এর প্যান্ট খুলে দেখ এ মুসলমান কিনা। আমার প্যান্ট খোলা হলো। আমার খতনাকৃত দেখে তাদের বিশ্বাস আরও মজবুত হলো যে, এই লোকই সন্ত্রাসী । আমি তাদেরকে বলি যে, আমার খতনা যবরদস্ড়িপূর্বক করানো হয়েছে এবং খাতুলী থানায় রিপোর্টও লেখা হয়েছে। থানা ইনচার্জ খাতূলী থানায় যোগাযোগ করলে খাতূলীওয়ালারা বলল যে, আমাদের এখানে এ ধরনের কোন রিপোর্ট গত দু'বছরের মধ্যে লেখা হয়নি। এরপর আর কি? আমার ওপর কঠোরতা আরোপ শুরু হলো। আমার খোঁজ-খবর নেয়ার পর এবং অপরাধ স্বীকোরোক্তির জন্য যে ধরনের পাশবিকতা প্রদর্শন করা সম্ভব তা করা হয়। কঠিনভাবে প্রহার করা হয়। আমার আঙ্গুলের নখ টেনে তুলে ফেলা হয়। পশুত্বের এমন কোন জুলুম ছিল না যা আমি সইনি। মনে হতো যে, এবার আমি মারা যাব। তারা আমার কাছে সন্ত্রাসীদের ঠিকানা চাইত। কিন্তু আমি বলতাম, এটা আমার অপরাধ নয়, যার শাস্ড়ি তোমরা আমাকে দিচ্ছ। আমার অপরাধ তো এই যে, আমি আমার অনুগ্রহকারীকে ধোকা দিয়েছি। কিন্তু ঐসব জালিম এসবের কি বুঝবে? আমার ছবি পত্রিকায় এই মর্মে ছাপা হয়েছে যে, এ লস্করে তৈয়বার পুরানো সন্ত্রাসী। পূজারী বেশে এক বছর যাবত বিকাশ আশ্রয়ে অবস্থান করছে। গোটা প্রশাসন সক্রিয় ছিল। সব কিছু করার পর যখন তারা আমার থেকে কোন কিছুই পেল না তখন আমাকে ডি.আই.জি.'র কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। এজন্য আমাকে স্ট্রেচারে করে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ডি.আই.জি. বেরেলি থেকে প্রমোশন পেয়ে ডিআইজি হয়েছিলেন। তিনি সমস্ড় পুলিশের লোকদের আলাদা করে ভালোবেসে আমার সাথে কথা বলেন এবং আমাকে সত্য কথা বলতে বলেন। আমি কেঁদে কেঁদে

আমার সবকিছু তাকে বলি এবং আরও বলি, এসব শাস্তি আমার সেই সঠিক অপরাধের কারণে পাচ্ছি যে, আমি এমন একজন সদয় অনুগ্রহকারীকে দাগা দিয়েছি। তিনি মাওলানা কালীম সাহেবকে জানতেন। দিল্লীতে তিনি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর কিতাব "আপ কী আমানত আপ কী সেবা মেঁ" পড়েছিলেন। তিনি আমাকে চেয়ে এনে তা দেখান। ডি.আই.জি সাহেব আমার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি নিজে ছ'মাস আগে মাওলানা সাহেবের হাতে কলেমা পড়েছি। কিন্তু এখনও আমি ঘোষণা দিইনি। আসলেই তুমি খুব খারাপ কাজ করেছ। তিনি আমাকে বলেন, এখনও যদি তুমি সুখী জীবন চাও তো মাওলানা সাহেবের কাছে ফুলাত চলে যাও। আমি তোমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি। তবে শর্ত হলো, তুমি ইসলামের ওপর মজবুতভাবে জমে থাকবে। তিনি আমাকে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে বানারসের একটি মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। মাদরাসার লোকেরা আমাকে রাখতে পরিষ্কার অস্বীকার করে। কেননা যার ওপর ধংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আছে আমরা তাকে রাখতে পারি না। লোকে মাদরাসাগুলোর আরও বদনাম করবে। আমাকে একটি সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আমার দু'পায়ের ওপর পণ্ডাস্টার ছিল। দু'মাস পর আমার ভাঙা হাড় জোড়া লেগে যায় এবং ক্রাচে ভর দিয়ে আমি চলতে পারি। কিন্তু আমার শরীর-স্বাস্থ্য একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কঠিন আঘাতের দরুন আমার কিডনী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বানারসের একজন হাজী সাহেব ডি.আই.জি. সাহেবের বলায় আমার চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচ করেন। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য ঠিক হয়নি। তখন আমাকে দিল্লী যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনিস্টিটিউটের জন্য আমাকে ডাক্তার সাহেব ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। কিছু টাকা হাজী সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে দিল্লী আসি। দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইন্সিটিটিউটে এক সপ্তাহ যাবত ঘুরতে থাকি। কিন্তু ভর্তি হতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমিন সফদর জঙ্গ হাসপাতালে ভর্তি হই। আমি চিকিৎসা সম্পর্কে একদম হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার খেয়াল হত, হায়! মারা যাবার আগে যদি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে মাফ চেয়ে নিতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় মৃত্যু

পরবর্তী জীবনের রহমতের মাধ্যম হত। আমার বারবার ডি.আই.জি. সাহেবের সেই কথা মনে আসছিল যে, এখনও যদি সুখী জীবন লাভ করতে চাও তাহলে মাওলানা সাহেবের পায়ের তলায় ফুলাত চলে যাও। আমার এও খেয়াল আসছিল যে, এই সদয় অনুগ্রহকারীর কথা আর কী বলব যে, এ ধরনের গাদ্দারের এতটুকু বিপদেই মুক্তি পেয়ে যাই তাহলে তা হবে ডি.আই.জি.র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে। নইলে না জানি আমি জেলখানায় পচে গলে কিভাবে মারা যেতাম। মাওলানা সাহেবের কথা আমার খুব স্মরণ হল। আর প্রতিদিন যেমন চিকিৎসা সম্পর্কে আমার হতাশা বাড়ছিল তেমনি তাঁর কথা মনেও পড়ছিল যে, হায়! শেষবারের মত যদি একবার দেখার সুযোগ হত।

৯ই মার্চ যেন আকস্মিকভাবে আমার জন্য ঈদের বার্তা বয়ে আনল। ১২টা বাজার কাছাকাছি মাওলানা সাহেব তাঁর কোন বন্ধু ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সফদর জঙ্গ পৌঁছেন। সেই ডাক্তার সাহেব আমাদের ওয়ার্ডেই ছিলেন। মাওলানা সাহেবকে দরজা দিয়ে আমাদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেখেই আমি দরজা দিয়ে না জানি কোন শক্তিতে লাফ দিয়ে মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে গেলাম ও জড়িয়ে ধরলাম। মাওলানা সাহেব তো প্রথমে ভয়ই পেয়ে ঘিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন বললাম, আমি আপনার কমিনা, অকৃতজ্ঞ, নেমকখোর আব্দুল্লাহ কটকওয়ালা, তখন মাওলানা সাহেব আমাকে হাত ধরে তুললেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং জানতে চাইলেন, তোমার একী অবস্থা হয়েছে? আমি কেঁদে কেঁদে তাঁকে গোটা কাহিনী শোনালাম। মাওলানা জানতে চাইলেন, আমি কি এখনও ইসলামের ওপর আছি কি না। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুসলমান তো এখন বানিয়েছেন। ব্যাস, আপনার পায়ের তলায় জীবন দেবার শেষ আরযূ কেবল আমার আছে। মাওলানা সাহেব আমার বর্তমান দুর্দশাদৃষ্টে খুব দুঃখিত হলেন, আবার খুশীও হলেন যে, দেখা হল, তোমাকে পেলাম। মাওলানা সাহেব আমার লজ্জা-শরম আরও বাড়িয়ে দিলেন এ ধরনের কাপুরুষতা সত্ত্বেও তিনি আমার জন্য চিন্তিত ছিলেন যে, না জানি আমি হিন্দু হয়ে মারা যাই কিনা, এবং চিরদিনের জন্য জাহান্নামের লাকড়ীতে পরিণত হই কিনা। তিনি বলেন, হজ্জ-ওমরার সফরে প্রতিটি সুযোগে তিনি আমার জন্য দো'আ করেছেন যে, আমার আল্লাহ! আমার আব্দুল্লাহকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং তাকে

ইসলামের ওপর মৃত্যু নসীব কর। মাওলানা সাহেব আমাকে বলেন, আমি তোমার ইসলামের ওপর চলার জন্য রোযা মান্নত মেনেছি, নফল নামায ও সদাকা মান্নত করেছি। মান্নতের পরিমাণ বাড়িয়েছি। আজ পর্যন্ত চল্লিশটি রোযা, একশ' রাকাআত নফল এবং দশ হাজার টাকা সদাকা মান্নত মেনেছি। তোমার ইসলামের ওপর ফিরে আসার জন্য। আমি এ কথা শুনে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলাম যে, এ ধরনের অকৃতজ্ঞের সঙ্গে এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন! ইয়া আল্লাহ! এই গোটা সৃষ্টিজগত এ ধরণের লোকদের জন্যই টিকে আছে। আমি মাওলানা সাহেবের পা বারবার জড়িয়ে ধরছিলাম যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই আহমকটাকে মাফ করে দিন। আমার কারণে ভাই সাহেবকে ন'হাজার টাকা থানায় দিতে হয়েছে। মাওলানা সাহেব বারবার আমাকে গলায় জড়িয়ে ধরছিলেন আর বলছিলেন, আমাদের ইসলামের ওপর পুনর্মিলনের পর আমার আর কোন বিষয়ের অনুভূতি নেই। আর ন'হাজার টাকা তো আল্লাহ পাক আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, তা কিভাবে? আহমদ ভাই! দেখুন আল্লাহর কাছে সত্যিকার মানবতার বন্ধু ও সহানুভূতিশীল লোকদের কিভাবে কদরদানি হয়। মাওলানা সাহেব বলেন যে, আমি বাইরের সফর থেকে ফিরে এলে লোকে আমাকে পুরো কাহিনী শোনায়। আমি সাথীদের বললাম, আপনাদের বোঝাবার দরকার ছিল। নয় হাজার টাকাতো এমন কিছু না। অবশ্য সে যদি মুরতাদ হয়ে যেত তাহলে একজন মানুষের ঈমান থেকে চলে যাওয়া সমগ্র দুনিয়া লুট হয়ে যাবার থেকে বেশি ক্ষতি হত। মাওলানা সাহেব বলেন, আমার এও খেয়াল হয়েছিল যে, যদি থানায় ঘুষের ধারা একবার চালু হয়ে যায় তাহলে এই রক্ত পুলিশওয়ালাদের মুখে লাগবে। সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল আগে মাওলানা সাহেব হযরত মাওলানা রাবে সাহেবের "পয়ামে ইনসানিয়াত"-এর একটি সফর এলাকায় করিয়েছিলেন। এ উপলক্ষ্যে মীরাট, খাতুলী, বিজনৌর, মুজাফফরনগর প্রভৃতি শহরে পয়ামে ইনসানিয়াতের বিরাট বিরাট জলসা হয়েছিল। মুজাফফরনগর জলসায় সিটি এস.পি. মি. এ. কে. জৈন শরীক হয়েছিলেন, যিনি "পয়ামে ইনসানিয়াত আন্দোলন' সম্পর্কে লাখনৌ পোস্টিংয়ের যামানা থেকেই অবহিত ছিলেন। তিনি মুজাফফরনগরে আমার বক্তৃতা শুনেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মাওলানা সাহেব! আমি আপনার এই ফোরামের আজীবন সেবক। আপনি আমাকে এর আজীবন সদস্য

গ্রাহক ফি নিয়ে নিন এবং দিনেরাতে দেশের যেই প্রান্তে হোক যেই সেবা প্রদানের জন্য আপনি আমাকে ডাকবেন আমি সাড়া দিয়ে হাজির থাকব। থানার চার্জ সিটি এস.পি.র হাতে। মাওলানা সাহেব শোনান। আমি জানতে চেষ্টা করলাম, জৈন সাহেব এখন মুজাফফরনগর আছে কিনা। আল্লাহর কি মর্জি! তিনি তখনও সিটি এস.পি.। আমি তাঁকে ফোন করলাম যে, আমার একটি জরুরী কাজ আছে, জৈন সাহেব অত্যন্ত অপারগতা পেশ করে বললেন, আমারই আপনার সেবায় হাজির হবার দরকার ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে আর তাহল এখন কাওড় চলছে। আগস্ট মাসে হরিদ্বার থেকে মানুষ কাঁধে করে কাওড়ে পানি নিয়ে স্ব স্ব মন্দিরে চড়ায়। বিশ লক্ষাধিক লোক এতে শরীক হয়। গোটা এলাকার রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পুলিশের ওপর এর যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য বিরাট চাপ পড়ে। আই.জি'র মিটিং আছে। এজন্য আপনি একটু কষ্ট করে মুজাফফর নগর চলে আসুন।

মুজাফফরনগর পৌঁছি। আনন্দের সঙ্গে মিলিত হই। আমি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বলি যে, জনৈক ব্যক্তি রুজী-রোযগারের কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে উদ্যত একজন গ্রাজুয়েটকে আমার এক বন্ধু আমার কাছে পাঠিয়েছিল। সে হিন্দী জানত না। সে জন্য আমি তাকে উড়িয়া ভাষা জানে; আমার এমন এক বন্ধুর কাছে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম। পরে এক লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয় এবং সে থানায় মিথ্যা রিপোর্ট লেখায়। থানাদার সুযোগ বুঝে আমার ভাই সাহেবের কাছ থেকে ন'হাজার টাকা নেয়। আপনি যদি আমাদেরকে দেশে বসবাসের অধিকার আছে মনে করেন তবে বলুন। অন্যথায় আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলুন। জৈন সাহেব এ কথা শুনে খুব আফসোস করেন এবং বলেন, আমরা থাকতে যদি আপনার সাথে জুলুম হয় তাহলে আমাদের জীবন থেকে লাভ কি? কিন্তু আপনাকে কাল আধা ঘণ্টা সময় আমাকে আরও দিতে হবে। কাল বেলা দশটায় আপনি আমার বাসায় আসবেন। ব্যাস, এক কাপ চা পান করবেন। আপনার দিল ঠান্ডা করে পাঠাব। আর চা আপনাকে এক নম্বর পান করাব।

মাওলানা সাহেব বলেন, পরদিন আমি জৈন সাহেবের বাংলোয় পৌঁছি। জৈন সাহেব খাতূলীর থানাদারকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খাতূলীর কোতওয়ালও উপস্থিত ছিল। থানাদারকে খুব গালি দিলেন যে, তোমরা

দেবতা চেন না। এঁর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে গলবে, পচবে, মরবে। সারা দেশকে জ্বালাচ্ছে। আর এই সব নির্বাপিতকারী দেবতা। তাদের সাহায্য করতে না পারলে তাদের সাথে জুলুম অন্তত কর না। জৈন সাহেব বললেন, ব্যাস শেষ কথা হল, কাল পর্যন্ত তোমার ইউনিফর্ম মাওলানা সাহেবের হাতে। যদি সকাল সকাল মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপর ন'হাজার টাকা রেখে ক্ষমা চাও আর মাওলানা সাহেব যদি ক্ষমা করেন তাহলে তোমার ইউনিফর্ম থাকবে। অন্যথায় নেমপেণ্টট নামিয়ে এখানে জমা দিয়ে যাবে।

মাওলানা সাহেব বলেন, আমার আল্লাহর শোকর যে, ওই থানাদার সকালেই ফূলাত আসে, ন'হাজার টাকা আমার পায়ের ওপর রেখে অনেকক্ষণ মাফ চাইতে থাকে। আমি তাকে উঠাই, গলায় জড়িয়ে ধরি ও বলি, আপনি আমার মেহমান, তিনি জৈন সাহেবের সঙ্গে মোবাইল সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি বলুন, আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি জৈন সাহেবকে তাকে মাফ করে দিতে বলি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করি। আমি আজ পর্যন্ত ভাবি যে, সম্ভবত হিন্দুস্ড়ানের ইতিহাসে এটা প্রথম ঘটনা যে, দারোগা ঘুষ নিয়ে পায়ের ওপর রেখে যায় ,আবার ক্ষমা চায়। এর চেয়ে বেশি আমার প্রভু প্রতিপালক রবের 'হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট' দা'য়ী ও মুবাল্লিগের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্র ͡ তি পালনের আর কী উদাহরণ হতে পারে?

প্রশ্ন. এরপর কী হল?

উত্তর. মাওলানা সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে সফদর জঙ্গ থেকে রিলিজ করান এবং নিজের জানাশোনা অল ইন্ডিয়া মেডিকেলের একজন ডা. সাহেবকে ফোন করেন। তিনি তক্ষুণি সফদর জঙ্গে চলে আসেন এবং আমাকে অল ইন্ডিয়া মেডিক্যালে নিয়ে যান ও ভর্তি করান এবং চিকিৎসা করান। আলহামদুলিল্লাহ! এক মাসের চিকিৎসায় জীবনের লক্ষণ ফিরে আসতে থাকে। খোদ মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা হবার পর আমি বড় চিকিৎসা ফিরে পাই। আলহামদুলিল্লাহ! এক মাস পূর্বেই আমি হাসপাতাল থেকে এসে গেছি। যদিও চিকিৎসা এখনও চলছে। পুরানো দিল্লী-র এক মাদরাসায় মাওলানা সাহেব আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে আমি ছাত্রদের ইংরেজি পড়াই এবং প্রতি মুহূর্তে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি যে, এই রকম অকৃতজ্ঞকে ইসলামের দিকে কিভাবে জোর করে ফিরিয়ে দিলেন। আসলে এতো ছিল মাওলানা সাহেবের দরদ ও

দোআর অবদান।

প্রশ্ন. এখন কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর. আমি বর্ণনা করতে পারব না যে, আমি নিজেকে দুনিয়ার কী পরিমাণ ভাগ্যবান মানুষ মনে করি যে, এতটা নীচতা সত্ত্বেও আমার আল্লাহ আমাকে ঘাড়ে ধরে ইসলামে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমার প্রতিটি পশম কেঁপে ওঠে যে, যদি ফুলাত থেকে ফেরার পর আমার সমস্যার পাহাড় না নেমে আসত আর আমি যদি বানারসের বিকাশ আশ্রমে কুফর অবস্থায় মারা যেতাম, মরার পর চিরস্থায়ী শাস্ড়ি আমি কীভাবে সইতাম। আসল সত্য হল, দুনিয়াতে ইসলাম ও ঈমানের জন্য আমিই ছিলাম সর্বাধিক অযোগ্য মানুষ।

প্রশ্ন. আরমুগান পাঠকদের জন্য আপনি কোন পয়গাম দিতে চাইবেন কি?

উত্তর. আমার ধারণা হয় যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইসলামের মুসলমানদের কাছে কোন কদর হয় না, তেমনি খান্দানী সূত্রে পাওয়া সেই সম্পদেও তার সেই অনুভূতি হয় না যে, ইসলাম থেকে মাহরূম মানুষ কতটা বিপদের মাঝে রয়েছে। এবং তারা কতটা অনুকম্পা পাবার অবস্থায় আছে। আল্লাহর কসম! আপনারা তাদের প্রতি সংবেদনশীল হন এবং তাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আগুন থেকে বের করবার কথা ভাবুন। পারতপক্ষে সেই কষ্ট ও ব্যথাই অনুভব করুন।

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া। আবদুল্লাহ ভাই! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ফী আমানিল্লাহ।

উত্তর. আপনাকেও বহুত বহুত শুকরিয়া। আপনি আমার কাছে এসেছিলেন, আসলেই আমার কাহিনী বহু লোকের জন্য বিরাট শিক্ষণীয়। ভালই হল, মাওলানা সাহেব আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওয়া আল্লাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, জুন, ২০০৬ ইং

নাদীম আহমদ সাহেবের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

কোন দোকানে কোন জিনিস প্রভৃতি কিনতে কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গেলে কারুর না কারুর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলতাম। আজমগড়ের ইজতেমায় হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো সবাইকে দাওয়াত দেবার কথা বলছি এবং সফরকালে জামা'আত ট্রেন প্রভৃতিতে সবাইকে স্মরণে রেখে তা'লীম করবেন।" আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে আমার জন্য জামা'আতের সাথীদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার সুযোগ মিলল এবং এ পর্যন্ত ৭৭ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন।

আহমদ আওয়াহ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

নাদীম আহমদ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. নাদীম সাহেব! আব্বুর কাছে আপনার কথা শুনতাম। সাক্ষাতের আগ্রহী ছিলাম। আজ আব্বু বলছিলেন যে, আপনি এক বছরের জন্য জামা'আতে যাচ্ছেন এবং নিজামুদ্দীন মারকায থেকে কোন নতুন জামা'আত যাচ্ছে। যাবার আগে আপনি খলীলুল্লাহ মসজিদে আসছেন। খুশী হলাম যে, সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।

উত্তর. আহমদ ভাই! আমার তিন চিল্লা বাকী। আলহামদুলিল্লাহ! এক চিল্লা প্রথমে এবং এরপর ছয় চিল্লা লাগাতারভাবে লেগেছে। এখন আমরা গোধরায় সময় লাগিয়ে এসেছি। মারকাযে এসেছিলাম। মাওলানা সাহেবকে (কলীম সিদ্দিকী) ফোন করে জানতে পারলাম দিল্লীতে আছেন। বাহরাইন প্রভৃতি দেশে সফরে যাবেন। খুব খুশী হলাম যেন ভাগ্য খুলে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সময়ে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে বারবার সাক্ষাত ঘটতে থাকে। যখন দেখা হয় না তখন স্বপ্নে সাক্ষাৎ

জোটে। মাওলানা আহমদ সাহেবের কাছ থেকেও অনেক সান্ত্বনা পাই।

প্রশ্ন. নাদীম ভাই! আপনার সঙ্গে 'আরমুগান'-এর জন্য কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. জী আহমদ ভাই! এজন্যই তো আমি থেমে আছি। এই এখন হযরত বলে গেলেন যে, আহমদ আসছে। আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পারিবারিক পরিচয় দিন।

উত্তর. আহমদ ভাই! দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজ্যের কেন্দ্রে এক মারাঠী পরিবারে আমার জন্ম। পিতা ছিলেন একজন ব্যাংক ম্যানেজার। প্রাথমিক শিক্ষা একটি ভাল স্কুলে হয়। বি.কম. করি, এরপর এম.বি.এ.। অতঃপর ইংল্যান্ড চলে যাই। ২০০০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি আমার পিতা আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। ফলে আমাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। হিন্দুস্তানের একজন বিখ্যাত মুসলমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত হই। প্রথমে ম্যানেজার হিসেবে এক কোম্পানীতে থাকি। পরে কোম্পানীর ডাইরেক্টর হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ! এখান থেকে খুব উপার্জন করি। বাপের একমাত্র সন্তান। তিনিও অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। আমার আল্লাহর অপার দয়া, বিনা পরিশ্রমে গাধাকে মলীদা (ঘি ও চিনি চূর্ণ রুটি) খাওয়াচ্ছেন।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আমার ইসলাম আমার আল্লাহর হেদায়াতের শানের অপর কুদরত ও কারিশমা।

প্রশ্ন. আব্বুও আপনার সম্পর্কে এ ধরনের কথাই বলে থাকেন। এ জন্যই তো আরও বেশি আগ্রহী ছিলাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

উত্তর. আমার কোম্পানীতে এক সুন্দরী মুসলিম যুবতী এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করত। ইংল্যান্ড থেকে এসে আমি যখন কোম্পানীতে কাজ শুরু করি তখনই মেয়েটি আমাকে আকৃষ্ট করে। মেয়েটি ছিল ভদ্র ও অভিজাত পরিবারের। প্রতিদিন তার প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ধর্ম ও গোত্রের প্রাচীর ভেঙে যে কোন মূল্যে তাকে আমি বিয়ে করতে চাইতাম। কিন্তু সে কোনভাবেই কাজ ছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করত না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন পালা-পার্বন উপলক্ষ্যের

বাহানায় তাকে উপহার পাঠিয়েছি। এজন্য আমাকে আরও লোককেও উপহার পাঠাতে হয়েছে। মূলত সে তার বংশেরই কোন ছেলেকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিল। আমাদের কোম্পানীর মালিক ছিলেন খুব দানশীল ব্যক্তি। তাঁর ইন্তিকাল হয়। অনেক বয়স হয়েছিল তাঁর। তাঁর ইন্তিকালের পর যে সমস্ড় জনকল্যাণমূলক কাজ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় চলছিল এক সময় সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য কিছু লোকের অভিমত হল যে, তাঁর (মৃত ব্যক্তির) জ্যেষ্ঠ পুত্রের (যিনি এক ধরনের দায়িত্বশীল ছিলেন) সঙ্গে হযরত মাওলানা কালীম সাহেবের সাক্ষাৎ হোক এবং তিনি তাকে তার পিতার মাধ্যমে কৃত জনকল্যাণমূলক কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করুন এবং এসব কাজের জন্য তিনি তাকে সময় দিতে মন-মানস গঠনও করবেন। লোকের পীড়াপীড়িতে মাওলানা সাহেব সফরের কর্মসূচী বানান। সাক্ষাতের সময় স্থির হল। পিতার দফতর ছিল পৃথক এবং পুত্রের দফতর ছিল অন্যত্র। মাওলানা সাহেব নির্ধারিত সময়ে পিতার নির্দিষ্ট দফতরে পৌঁছে যান। আধা ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি অফিস সেক্রেটারিকে ফোন করতে বলেন। জানা গেল, তিনি তার দফতরে অপেক্ষা করছেন। অফিস সেক্রেটারি তার গাড়িতে করে অন্য দফতরে পৌঁছলেন। তিনি ওযরখাহি করার নিমিত্ত আপন দফতরের বাইরে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে নিচে নেমে আসেন। সাক্ষাতের জন্য আধা ঘণ্টা সময় স্থিরীকৃত ছিল। কিন্তু কথা চলতে থাকে। দেড় ঘণ্টা যাবত কথা হয়। ফেরার সময় তিনি তাঁকে বিদায় জানাতে গাড়ি পর্যন্ত আসতে চাইলে মাওলানা সাহেব বহু পীড়াপীড়ি করে লিফট পর্যন্ত আসতে বলেন এবং বলেন, মেহমানকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই সুন্নত। ব্যাস, লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। শেঠ সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং নিচে গাড়ি পর্যন্ত মাওলানা সাহেবকে এগিয়ে দেবার জন্য বললেন। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দফতরের সপ্তম তলায় লিফটে চড়ি। পঞ্চম তলায় যেখানে আমার অফিস সেখানে গিয়ে লিফটের দরজা খুললে ঐ মেয়েটি লিফটে ওঠে। মাওলানা সাহেব খুব ভাল খোশবু লাগিয়েছিলেন। নাক দিয়ে বারবার নিঃশ্বাস নিয়ে জীবনের এই প্রথমবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে আমার সঙ্গে কথা বলল, কী খোশবূ ব্যবহার করেছেন। চোখ না লেগে যায়।

আমি মাওলানা সাহেবকে বিদায় জানাই। অফিস সেক্রেটারিকে ফোন

করি যার সঙ্গে মাওলানা সাহেবের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে বলি, মাওলানা সাহেব খুব ভাল খোশবূ লাগিয়েছিলেন। এ খোশবূ আমার চাই। তিনি মাওলানা সাহেবের কাছে জানতে চান তিনি কোন্ ধরনের খোশবূ ব্যবহার করেছিলেন। মাওলানা সাহেব এ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর নাম জানা নাই। দুবাইয়ের এক বন্ধু তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিলেন। তিনি মাওলানা সাহেবকে এটি তার দরকার বলে জানান। মাওলানা সাহেব এক শিশি তাঁর পকেটে আছে বলে জানান এবং কাউকে পাঠিয়ে তা নেবার জন্য বলেন। তিনি ড্রাইভার পাঠিয়ে সেই আতরের শিশি নিয়ে আসেন। এরপর আমি সেই আতর লাগাই। মেয়েটি প্রত্যেকবার এই সুগন্ধির প্রশংসা করে। আমি সেই আতরের শিশি তাকে দিয়ে দিই। এর দ্বারা তার সঙ্গে কিছু কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মেয়েটির পিতা 'আরমুগান' পড়তেন, এজন্য তাঁর ভেতর দাওয়াতী মানসিকতা ছিল। আমার কিছু জানার সুযোগ ঘটে। তখন আমি তার পিতার কাছে পয়গাম পাঠাই যে, আপনি যদি আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেন তাহলে আমি মুসলমান হয়ে বিয়ে করার জন্য তৈরি আছি। তিনি শুনে এতে স্বাগত জানান। নিজের মেয়েকে সম্মত করতে চেষ্টা চালান এবং চাপ সৃষ্টি করে রাজীও করান। আমাকে বলেন, ইসলাম গ্রহণ করে জামা'আতে চল্লিশ দিন লাগালে তিনি সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তৈরি আছেন। আমি তাদের সাথে শহরের জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে কলেমা পড়ি এবং জামা'আতে যাই। বাঙ্গালোরে সময় লাগিয়ে আসার পর আমাদের বিয়ে হয়।

প্রশ্ন. আপনার খান্দানের লোকেরা বিরোধিতা করেনি?

উত্তর. কিছু লোকে আপত্তি করেছিল। কিন্তু খান্দানে কিছুটা স্বাধীনচেতা মেযাজ বিরাজ করায় এবং সকলেই লেখাপড়া জানা শিক্ষিত হওয়ায় খুব বেশি বিরোধিতা হয়নি।

প্রশ্ন. বিয়ের পর দাম্পত্য জীবন কেমন কাটছে?

উত্তর. মাওলানা আহমদ সাহেব! কেমন দাম্পত্য জীবন? সেই মেয়েটি আমার সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ মেনে দিতে পারেনি। সে তার খান্দানের একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চাইত। সে নিজ থেকে এই বিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়নি। বরং পরে জেনেছি তার পিতা তাকে বলেছিল, যদি সে এই

বিয়ের জন্য তৈরি না হয় তাহলে তিনি (তার পিতা) বাড়ি থেকে চলে যাবেন। এই চাপের দরুন সে একে মেনে নিয়েছিল। ফল দাঁড়াল এই যে, অল্প দিনেই মতানৈক্য দেখা দিল এবং আট মাসে আমিও হাঁপিয়ে উঠলাম ও তালাক হয়ে গেল।

প্রশ্ন. এই বিয়ে ব্যর্থ হবার পর আপনার মনে পুনরায় ইসলাম থেকে ফিরে যাবার কথা আসেনি?

উত্তর. আসলে আমার দয়ালু প্রভু আমার জন্য হেদায়াত লিখে দিয়েছিলেন। এ জন্য এ ধরনের খেয়াল একদম আসেনি এবং জামা'আতে সময় লাগানোর পর পর আমার ইসলামী বই-পুস্ড়ক পাঠের আগ্রহও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমার আল্লাহ আমার ওপর এই দয়া প্রদর্শন করলেন যে, তালাক হবার পর এবং এই সমস্যা মিটে যাবার তৃতীয় দিনে মাওলানা কালীম সাহেব আমাদের অফিসে আসেন। ওই অফিসেরই একজন জানাশোনা লোক আমার সম্পর্কে তাঁকে বললে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি দু'ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকি। তিনি আমাকে এক প্রোগ্রামে নিয়ে যান। এক জায়গায় দাওয়াতেও তিনি আমাকে শরীক করেন। এই সাক্ষাতে তিনি আমাকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করেন বরং বুঝিয়ে দেন যে, এই মেয়েটিকে সিঁড়ি বানিয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজের বানাবার ব্যবস্থা করেছেন। এটা আপনার ওপর তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। এই মেয়ের প্রতি কয়েক বছরের ভালাবাসায় আপনি দেখেছেন যে, ভালবাসায় কেমন মজা। এই দুনিয়ার সব কিছুই নশ্বর। অবিশ্বস্ড় ও ধোঁকাবাজ। অধিকাংশ সময় জীবিত থাকতেই ধোকা দিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। জীবনে বিশ্বস্ড়তার পরিচয় দিলেও আপনার মৃত্যু কিংবা তার মৃত্যু বিশ্বাস হওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে। যখন সৃষ্ট এই নশ্বর ও অবিশ্বস্ড় বস্ড়্র ও সৌন্দর্যের ভালবাসার মধ্যে এত মজা তখন সেই প্রকৃত সৌন্দর্য এবং এই নশ্বর সৌন্দর্যের যিনি স্রষ্টা তাঁর প্রেম ও ভালবাসার মধ্যে কত মজা হবে। মাওলানা সাহেব কিছু আল্লাহওয়ালা ও বিখ্যাত বুযুর্গদের কাহিনী শোনালেন যাদের দুনিয়ার কোন মানুষের প্রতি ভালবাসা ও আসক্তি জন্মেছিল এবং যখন তা পাগলামীর সীমায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ তাঁদেরকে আপন করে নেন। মাওলানা সাহেব আমাকে দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ড় করলেন, আমার মধ্যে প্রত্যয় জন্মিয়ে দিলেন যে, আমার

আশা যে, আপনিও ঐসব ওলি-আল্লাহর মধ্যে একজন হতে যাচ্ছেন। ব্যস, এখন সেই প্রকৃত সৌন্দর্যের দিকে মন ফেরান এবং এরপর দেখুন জীবনের মজা দুনিয়ার সৌন্দর্যের মুহব্বতের ভেতর অনিশ্চয়তা অশান্তির আর তাঁর মুহব্বতের মধ্যে আরাম ও শান্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি, মজাই আর মজা। আমার এক বন্ধু যিনি মাওলানা সাহেবের বায়'আত ছিলেন আমাকে মাওলানা সাহেবের কাছে বায়'আত হবার জন্য পরামর্শ দেন। আমিও সেটাই ভাল মনে করলাম। মাওলানা সাহেব প্রথমে আমাকে দু'জন বড় বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি এই বলে পীড়াপীড়ি করলাম যে, আপনার খোশবূই আমার জন্য হেদায়াতের খোশবূ বয়ে এনেছে। তার পর আমি আর আপনি ছাড়া অন্য কারুর আঁচল আঁকড়ে ধরতে পারি না। মাওলানা সাহেব আমাকে তওবাহ করান এবং তাঁর হযরত (পীর) মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (না. মা.)-র সিলসিলায় বায়'আত করেন।

প্রশ্ন. এরপর জামা'আতে সাল লাগাবার আপনি কিভাবে প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন?

উত্তর. আমার মন দুনিয়ার নানাবিধ ঝামেলায় খুব ঘাবড়াচ্ছিল। আমি হযরতকে বললাম যে, আমি এত সম্পদ উপার্জন করেছি এবং আমার পিতা এত সম্পদ রেখে গেছেন যে, আমার সাথে আরও দু'একটি পরিবারও আগামী পঞ্চাশ বছর আরামে খেতে পারবে। এখন আমার মন চায় যে, ব্যস আমি কোথাও আল্লাহর হয়ে থেকে যাই। আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখুন। হযরত বললেন, ইসলামের শিক্ষা হল এই যে, দুনিয়ায় থেকেই আল্লাহর হয়ে থাকো। দিলের মধ্যে দুনিয়া বসাইও না। বৈরাগ্যবাদ অর্থাৎ দুনিয়া ছেড়ে দেবার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়ুন এবং আধ্যাত্মিকতার পথ (সুলুক) অতিক্রম করুন। কুরআন মজীদ এভাবে পড়ুন যেন তা কেবল আপনার উপলব্ধিতেই আসবে না বরং আপনি স্বয়ং চলন্ত কুরআনে পরিণত হন যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদ পড়তেন এবং নিজেদের জীবনকে দাওয়াতের জন্য ওয়াকফ করে দিন। দাওয়াত আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বস্ড়ু। এবং যিনি দাওয়াতের অবয়ব বা প্রতীকে পরিণত হন তিনিও আল্লাহর প্রিয়তমে পরিণত হন। আমি বললাম, আমি যখন

আপনার আঁচল ধরেছি তখন আপনি আমার জীবনের নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলাও বানিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি এখনও দু'দিন এখানে আছি। ইনশাআল্লাহ ভেবে-চিন্তে পরামর্শের মাধ্যমে স্থির করব। পরদিন হযরতের ফোন এল আমার কাছে। তিনি আমাকে ডাকেন এবং আমাকে বলেন, একজন খুবই বিশেণ্ডষণ শক্তিসম্পন্ন আলেম ও মুফতী এক বছরের জন্য জামা'আতে যাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা, আপনি তাঁর সঙ্গে সাল লাগান। আমি আপনার জন্য শিক্ষা পাঠ্যক্রম তৈরি করে দেব। তিনি আপনাকে জাম'আতে থাকাকালে পড়াতে রাজী হয়েছেন। আমি রাজী হই। হযরত আমার মা'মুলাত (দৈনন্দিন আমলসমূহ) ও বলে দিয়েছেন এবং জামা'আতের সঙ্গে যোগাযোগও রাখতে বলেছেন। প্রাথমিক তসবীহসমূহ, এরপর যিকরে জিহরী, এরপর যিকরে কলবীও বলে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমার সুলতানুল আযকার চলছে। কুরআন শরীফ তরজমাসহ এভাবে পড়েছি যে, আলহামদুলিল্লাহ আমি নির্দ্বিধায় পড়তে পারি। আল হিযবুল আজম মুখস্ড় করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার সময়ের মধ্যে বরকত দান করেছেন।

প্রশ্ন. আপনার সময় কোথায় কোথায় লেগেছে?

উত্তর. শুরুর তিন চিল্লা কর্নাটক, মহীশূর ও বাঙ্গালোরে। এরপর এক চিল্লা আজমগড় ইজতেমার মেহনতে, দুই চিল্লা অন্ধ্র প্রদেশে আর বাকীটা মহারাষ্ট্রে। এখন আমাদের রোখ বিহারের দিকে। দুই চিল্লা বাকী আছে।

প্রশ্ন. এখন আপনার প্রোগ্রাম কী? অর্থাৎ জামা'আত থেকে আসার পর।

উত্তর. মূলত এমনিতে তো শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের হযরতেরই হবে। আমার নিয়ত দাওয়াতের জন্য ওয়াক্ফ (উৎসর্গীত) হওয়া। আজ হযরত বলেছেন, দ্রুত দুই চিল্লা পুরো হোক। তাহলে আপনাকে দেশের বাইরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছি। আমার মত এক নগণ্যের জীবনকে আল্লাহ তা'আলা কোন কাজে লাগিয়ে দিন। আমি জামা'আতে অনেক দোআও করেছি। আমার হযরতও প্রতিটি সাক্ষাতে এটাই বলছেন, কোন শ্রমিক কিংবা কর্মচারী-কর্মকর্তার যখন সরকারের মাধ্যমে চাকুরীতে পোস্টিং হয় তখন তার প্রয়োজনীয় সামান ও উপায়-উপকরণ সরকার নিজেই দিয়ে থাকেন। অফিস, গাড়ি ইউনিফর্ম, কাগজ-কলম দেওয়া সরকারের দায়িত্ব, আপনি হেড অফিস থেকে অনুমোদন করিয়ে নিন। আল্লাহর পথে দোআ কবুল হয়। এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহতা'আলা আমার প্রত্যেক দোআই

কবুল করছেন। আমাদের অধিকাংশ জামা'আতের সাথীদেরও এমনতরো ধারণা যে নাদীমের দোয়া কবুল হয়। কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রের এলাকার লোক আমার কাছে দোআর জন্য আসত ও বলত আপনি মুস্ড়াজাবুদ-দাওয়াত (যাঁর দোআ কবুল হয়)। আমাদের জন্য দোয়া করুন। আমি দোয়া করতাম। আমার আল্লাহ! আপনার ঈমানওয়ালা বান্দারা গোনাহগারের প্রতি যেই সুধারণা পোষণ করেন আপনি তার লজ্জা-শরম ও মান-মর্যাদা রক্ষা করুন। আলহামদুল্লিাহ! দোয়া কবুল হত। হযরত জামা'আতে গোটা দুনিয়ার হেদায়াতের জন্যও দোআ করতে বলেছিলেন। এজন্য আমি আল্লাহর কাছে দোআ করি।

প্রশ্ন. আব্বু বলছিলেন যে, সুলূকের রাস্ড়ায় আধ্যাত্মিকতার পথে আপনি খুব কম সময়ে বিরাট উন্নতি করেছেন?

উত্তর. যদি হযরত বলে থাকেন তাহলে তা আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর কথা। এই নগণ্য তো আপন অবস্থার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করে তখন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মনে করে নিজেকে। লজ্জা ও হীনতার এই অনুভূতি ভেতর দিয়ে এক চিল্লা পর্যন্ত আমার এই অবস্থা হত যে, আমার আত্মহত্যা করতে মন চাইত যে এমন নাপাক অস্ড়িত্ব থেকে আল্লাহর যমীন পাক হওয়া দরকার। ফোনে বারবার হযরতকে এ কথা বলতাম। হযরত বলেন, এটা হল ফানার মকাম। এই মকাম মুবারক হোক। হযরতের বলায় অল্প-স্বল্প সান্ত্বনা পেয়ে যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ! যিক্র আমার জীবনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর এখন আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর ফযলে আমার কলব (হৃদয়, অন্তর) আশ্চর্য ও বিস্ময়করভাবে জারী হয়ে গেছে। ছয় লতীফাও আমার হযরতের বরকতে জারী হয়ে গেছে। বড় ভাল ভাল স্বপ্ন দেখি। কিন্তু হযরতের ভাষায় এসবই খেলনা মাত্র যা দিয়ে এ রাস্ড়ার শিশুদের ভোলানো হয়। আসল তো এই যে, আল্লাহ ঈমানের ওপর আমার পরিসমাপ্তি ঘটান, গোনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং জীবন দ্বীনের কিছু খেদমত দ্বারা দামী ও মূল্যবান হয়ে যায়।

প্রশ্ন. নাদীম ভাই! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে এ কল্পনাও করতে পারি না যে, আপনি দুই-এক বছরের মুসলমান। আপনার কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আপনার চেহারা-সূরতে কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা আলিম পরিবারের কোন আলেম মনে হয় আপনাকে। অথচ আপনি ভিন্নতর পরিবেশেই লালিত-পালিত হয়েছেন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আল্লাহর ভান্ডারে কোন জিনিসের কমতি নেই। আমার হযরত বলেন, আপনি হিন্দু পরিবারে লালিত-পালিত হয়েও ইসলামী স্বভাব-প্রকৃতির ওপর ছিলেন। এজন্য আপনি খুব সত্ত্বর ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও সৌন্দর্য দ্বারা মণ্ডিত হয়েছেন। আমারও এমনটাই মনে হয় যে, আমাকে এই জগতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল বরং হিন্দুয়ানা আচার-আচরণ আমার কাছে অপরিচিত মনে হয়।

প্রশ্ন. দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে আপনার কর্মসূচি কি?

উত্তর. আমার মন আর এই ঝামেলায় পড়তে প্রস্তুত নয় এবং যেহেতু আমি নিজেকে অপর কারুর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি এজন্য আমার কিছু বলার অধিকারও নেই। বাঁশরী যেভবে বাজাবে বাঁশী সেভাবে বাজবে।

প্রশ্ন. মাশাআল্লাহ! আসলেই! আব্বু হযরত (আব্দুল কাদের) রায়পুরীর বাণী শোনান যে, "মুরীদ হবারমজা ফুটবল হবার মধ্যে"। কারুর হবার উপকারিতা তো এভাবেই হয় যে, আপনার এই জযবা ও আত্মসমর্পন মুবারক হোক।

উত্তর. আপনি দোআ করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ফুটবল বানিয়ে দিন এবং মৃত্যু অবধি এর চেয়ে বেশি বানিয়ে রাখুন।

প্রশ্ন.'আরমুগান' পাঠকদের জন্য কোন পয়গাম বা বার্তা দেবেন?

উত্তর. আমাদের হযরত বলেন, এটা সেই যামানা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত নাযিল হচ্ছে। আমরা এই সোনালী মওকা থেকে ফায়দা উঠাই এবং নিজের অংশ যতটা পারি লোকের হেদায়াত লিখিয়ে নিই। আমার নিজেরও এমনটিই মনে হয়। এ আল্লাহর পক্ষ থেকেই তো হেদায়াতের ফয়সালা যে, আল্লাহ একটি অনুমোদিত নয় এমন একটি সম্পর্ককে আমার জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। আমরা মুসলমানরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দুনিয়ার চিত্র ইসলামী হতে পারে।

প্রশ্ন. আপনি জামা'আতে সময় লাগানোর কালে কিছু অমুসলমানের ওপরও কাজ করেছেন?

উত্তর. খুব বেশি কাজ তো করিনি। কোন দোকানে কোন জিনিস ইত্যাদি কিনতে কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গেলে কারুর না কারুর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলতে হয়। বলতাম। আজমগড়ের ইজমেতায় হযরত

মাওলানা সা'দ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো সবাইকেই দাওয়াত দেবার কথা বলছি এবং সফরকালে জামা'আত ট্রেন প্রভৃতিতে সবাইকে স্মরণে রেখে তা'লীম করবেন।" আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে আমার জন্য জামা'আতের সাথীদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার সুযোগ মিলল এবং এ পর্যন্ত ৭৭ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। সময় পুরো হবার পর ইনশাআল্লাহ হযরতের পরামর্শে কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া নাদীম ভাই। আল্লাহ আপনার সময়কে, আপনার ইচ্ছেগুলোকে গোটা মানবতার হেদায়াতের মাধ্যম বানান, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর. আমীন! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, আগস্ট, ২০০৮ ইং

ডক্টর মুহাম্মদ আহমদ (রামচন্দ্র) (দিল্লী) এর সঙ্গে আলোচনা

আমাদের দেশে পঞ্চাশ কোটি দলিত (অচ্ছুত, অস্পৃশ্য) আছে। বাংলাদেশে পঞ্চাশ লাখ লোক দলিত বাস করে। এভাবে বিশ্বে দেড়শ' কোটি লোক তারা যারা জাত-পাতের ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ও নির্যাতিত, নিপীড়িত। তাদের ভেতর সকলেই আমার মত কেবল একবার সাথে খাওয়া ও খাওয়াবার জন্য হাপিত্যেস কাপছে। রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের খুতবাকে প্রকৃত অর্থে যদি তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া যায় এবং যদি একটু ইসলামী আন্দাযে তাদেরকে গলায় জড়িয়ে ধরা হয় তাহলে এত বড় বিরাট জনবসতি উভয় জাহানে হেদায়াত পেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। আমরা ফুলাতে দেখেছি, পরিচ্ছন্ন কর্মী জমাদার ও কাজ করনেওয়ালা দলিত মজদুর মাওলানার সাথে একত্রে বসে চা পান করছে ও নাশতা করছে।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ড. মুহাম্মদ আহমদ : ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. ভাই মুহাম্মদ আহমদ সাহেব! বহুত শুকরিয়া। আপনার শুভ পদার্পণ ঘটেছে। আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি এজন্য যে, আব্বুর নির্দেশ ছিল আমি আপনাকে ফোন করে ডেকে আনব এবং আগামী মাসের আরমুগান-এর জন্য আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করব।

উত্তর. আহমদ ভাই! শুকরিয়ার কিছু নেই। মাওলানা সাহেব আমাকেও কয়েক মাস থেকে বলছেন যে, আমি নিজে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে আরমুগানের জন্য কিছু কথা বলি। কিন্তু আমার নিজেরই আপনার সঙ্গে কথা বলার সাহস হচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার অবস্থানইবা কী-যে, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিনের জন্য সাক্ষাৎকার দেব। আমার এও ধারণা ছিল যে, আমাকে নির্দেশ পালন করতে হবে। আপনি আমার

ওপর অনুগ্রহ করেছেন, আমার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন. আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার পুরানো নাম রামচন্দ্র। আমার বাড়ির লোকেরা এ নাম রেখেছিল। প্রায় ২৮ বছর আগে দিল্লীর মেহেরওয়ালীতে এক সুইপার পরিবারে আমার জন্ম। আমার চাচা আমার পিতাজীর কাছ থেকে জোর করে বলতে কী প্রায় ছিনিয়ে আমাকে ছয় বছর বয়সে এক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে আমি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। ছোটবেলা থেকেই আমার খুব পড়াশোনার আগ্রহ ছিল। আর আল্লাহ আমার স্মরণশক্তিও ভাল দিয়েছিলেন। এরপর সরকারী স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই। আমি একাদশ শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন আমার পিতা মারা যান। আমি ছিলাম বাড়ির বড় ছেলে। বড় কষ্ট করে শ্রম বিক্রি করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইন্টার পাস করি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আলহামদুলিল্লাহ প্রথম বিভাগে পাস করেছিলাম। আমার ঘরোয়া অবস্থা এমন খারাপ ছিল যে, আমি বলতে পারব না যে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমি কিভাবে পৌঁছেছিলাম। কয়েকবার এমন ধারণা হয়েছিল যে, আমাকে লেখাপড়া ছাড়তে হবে। আমার চাচা সরকারী কলেজে চাকুরী করতেন। আমাদের কলেজে কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন আর একজন ছিলেন রাজপুত। আমাকে সুইপার জেনে আমার সঙ্গে তারা যে ব্যবহার করতেন আমি সেই লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর আচরণের কথা বর্ণনা করতে পারব না। কখনো কখনো আমার মন চাইত আমি আত্মহত্যা করি। কখনো এ ধরনের খেয়ালও এসেছিল তাদেরকে আমি আত্মহত্যা করি। ইন্টারমিডিয়েটের পর আমি রেগুলার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারিনি। আমি চাকুরী খুঁজছিলাম। আমার পিতা গ্রেটার কৈলাশে এক সৈয়দ সাহেবের বাংলোয় কাজ করতেন। আমি সৈয়দ সাহেবের কাছে যাই। তিনি আমাকে বাংলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চৌকীদারির জন্য নিযুক্তি দেন। আমি প্রাইভেট বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য ফরম পূরণ করি। ব্যাস, এটুকুই আমার পারিবারিক পরিচয়।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বলুন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আমার ইসলাম গ্রহণ, আমার নবী (সা.)র ওপর কোটি কোটি সালাম ও দরূদ। তাঁর রহমাতুললিল আলামীন হবার জীবন্ত প্রমাণ। একজন সুইপারের ওপর আল্লাহর এমন অনুগ্রহ ও দয়া যে,

প্রতিদিন কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে আমার শরীরের সব পশম খাড়া হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের জাত-পাতের ব্যবস্থার ফলে আমি বর্ণনা করতে পারব না, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি কত কষ্টকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। জাত-পাতের এই নির্যাতন ও নিপীড়িনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা দলিত ও মথিত সীমাহীন বিধ্বস্ড় ছিল যখন মন তখন হঠাৎ করেই ইসলামের করুণা বায়ুর একটি মৃদুমন্দ হিল্লোল আমাকে ছুঁয়ে গেল। আর সেই মৃদু হিল্লোলের শীতল পরশে মায়ের মমতার মত তার কোলে তুলে নিল। সম্ভবত মাওলানা সাহেব আপনাকে ঘটনাটা বলেছেন।

প্রশ্ন. একবার আব্বু তাঁর এক বক্তৃতায় অত্যন্ত দরদভরে আপনার ঘটনা শুনিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন যে, নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমানতের আমরা আমানতদার, দেশবাসীর প্রথা-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঁচু-নীচু ও জাত-পাতের ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি। পঞ্চাশ কোটি মানুষ আমাদের রক্ত সম্পর্কের দলিত ভাই কেবল আমাদের সাথে খাওয়ার এবং আমাদের পাত্রে পানি পান করার জন্য হা-পিত্যেস করছে। আমরা আল্লাহর কাছে কী করে মুখ দেখাব? আপনি একটু পুরো ঘটনাটা বলুন।

উত্তর. সৈয়দ নাদীম সাহেব যার বাংলোয় আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চৌকীদারি কাজের জন্য নিয়োজিত ছিলাম, তিনি ছিলেন মালদার মানুষ ও খান্দানী লোক এবং তিনি ছিলেন এলাহাবাদের অধিবাসী। বৃহত্তর কৈলাশে তাঁর বাংলো, নওয়াইডাতে তাঁর দু'টো কারখানা রয়েছে। আপনার মুহতারাম পিতা (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী)-এর সাথে বেশ কিছু দিন থেকে সম্পর্কিত এবং দাওয়াতী মেযাজ রাখেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, মাওলানা সাহেব তাঁর দাওয়াত একবার কবুল করুন। একবার মাওলানা সাহেব ওয়াদাও করেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি আসতে পারেননি। একদিন আগে ফোন আসল যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যে জন্য তিনি আসতে পারবেন না। আসলে আমাকে সৈয়দ সাহেব বলেছিলেন যে, রামচন্দ্র! আমাদের মাওলানা সাহেব আসবেন। আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। তাঁকে দোআ করতে বলবে। আমারও খুশী লাগছিল যে, কোন ধর্মগুরু হবেন। ঠিক আছে, দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর ফোন আসায় হতাশা ছেয়ে গেল। ১৯৯৯ সালের ২০ জুন তিনি তাঁর আলওয়ার

সফর থেকে ফেরার পথে আমাদের সৈয়দ সাহেবের এখানে দুপুরের পর আসার ওয়াদা করেন। পৌনে তিনটার সময় মাওলানা সাহেব এলেন। আমিও অপেক্ষা করছিলাম। ঝড় ও প্রচন্ড ঘূর্ণি বাতাসের কারণে গোটা বাংলো ধূলোমাটিতে ভরে গিয়েছিল। মাওলানা সাহেব আসছেন এ জন্য আমি তাড়াতাড়ী ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করছিলাম। অর্ধেক পরিষ্কার করেছি এমন সময় মাওলানা সাহেবের গাড়ী এসে গেল। যেহেতু বারবার সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে, মাওলানা সাহেব কখন আসবেন সেজন্য যেই না কার আমি ভেতরে আনার জন্য দরজা খুলেছি, সৈয়দ সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, আমাদের জমাদার রামচন্দ্র। আমি তাকে আপনার আসার কথা বলেছিলাম। সে আজ দুপুরে খানা খেতেও যায়নি। মাওলানা সাহেব আমাকে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখলেন। না জানি কিভাবে আমার ভেতরকার যখমগুলোও তিনি দেখে ফেললেন। সৈয়দ সাহেবের আগে আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন ও অনেকক্ষণ হাত দিয়ে আমার পিঠ চাপড়াতে থাকলেন সোহাগ ভরে। এরপর সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুপুরের খানা এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে ড্রয়িং রুমে চৌকির ওপর দস্ড়রখান বিছিয়ে দিলাম। আমি ঝাড়ু দেবার বাকী কাজটুকু শেষ করতে থাকলাম, আমার ভেতর এক ধরনের তোলপাড় অবস্থা কাজ করছিল। ইনি মুসলমানদের ধর্মগুরু। আমি তো মনে করতাম যে, তিনি আমার সঙ্গে দেখাও করবেন না, মিশবেন তো না-ই। কিন্তু ইনি কোন জগতের মানুষ। একজন সুইপারকে সৈয়দ সাহেবের আগে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরছেন। একজন চৌকীদার, একজন চাপরাসীকে এমন আদর ও সোহাগভরে যিনি গলায় জড়িয়ে ধরেন তিনি কোন যুগের মানুষ? আমি ভাবছিলাম এমন সময় মাওলানা সাহেব ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ডাকলেন, এস রামচন্দ্র। খানা খেয়ে নাও। প্রথমে তো আমি মনে করেছি, মাওলানা সাহেব আসলে এমনিই ফর্মালিটি পালন করছেন। কিন্তু তিনি জোর দিতে শুরু করলেন এবং বললেন যে, দেখ তুমি খানা তো খাও নাই। এই বলে আমার হাত থেকে ঝাড়ু নিয়ে একদিকে রেখে দিলেন এবং আমার হাত ধরে পানির বেসিনের কাছে নিয়ে গেলেন, বললেন, হাত ধুয়ে নাও। আরও বললেন, তোমার হাতে ঝাড়ু ছিল। সাবান দিয়ে হাত

ধোও। এরপর হাত ধুইয়ে আমার হাত ধরলেন এবং ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেলেন ও চৌকির ওপর বসাতে চাইলেন। আমি বারবার নিচে বসতে চাইছিলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব আমার একটি কথাও মানলেন না। তিনি বললেন, তোমাকে আমার বরাবর বসে খানা খেতে হবে। আমার জন্য এ ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমার জন্য এই দস্ত্বরখানের ওপর বসা কতটা কঠিন ছিল। তারপর আবার সাথে বসে খানা খাওয়া। পেণ্টটে মাওলানা সাহেব নিজ হাতে তরকারী তুলে দিতে থাকলেন। রুটি উঠিয়ে দিতে থাকলেন। আমার জন্য এক একটা লুকমা কতটা কষ্টকর হচ্ছিল আমি তা বলতে পারব না।

হঠাৎ মাওলানা সাহেব এক লুমকা আমার পেণ্টটে তুলে দিলেন। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। মাওলানা সাহেব ভালবেসে জিজ্ঞেস করলেন, রামচন্দ্র! আমার মত ময়লা-আবর্জনা থেকে ঘৃণা লাগছে? তোমার সাথে আমিও খুব ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছি। আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটে না। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না। মাওলানা সাহেব নিজের পেণ্টট থেকে আমার পেণ্টটে সব তরকারী ঢেলে দিলেন। এরপর আমার পেণ্টটে খেতে লাগলেন। বিরিয়ানী নিলেন। মিষ্টি ও জর্দাও এক পেণ্টটে খেলেন। আমি এমতাবস্থায় আর কীভাবে খানা খাব। বাধ্য হয়ে অসহায়ের মত কিছু না কিছু খেতেই হল। অবশেষে দস্ত্বরখান উঠানো হল। কিন্তু আমি এর উপযুক্ত রইলাম না যে, আমি পায়ে উঠে দাঁড়াব। আমি ভাবছিলাম যে, এই জগতে এই জনমে আমার সাথে এ সব কী হল। আমার মালিক যার আমি চৌকীদার, তাঁর পীর সাহেব ও ধর্মগুরু আমার পেণ্টটে খানা খেলেন। আমি এসব স্বপ্ন দেখছি না তো। আসলেই কি এসব সত্য ছিল? আমার নিজের বোধ-অনুভূতির ওপর আস্থা উঠে যাচ্ছিল। সম্ভবত আধা ঘণ্টা আমি ঐ অবস্থায় বসে থাকি এবং না জানি আমি আরও কত কি ভাবছিলাম। হঠাৎ সৈয়দ সাহেব আমাকে বললেন, রামচন্দ্র! তুমি ঘরে যাবে না? মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলে কেন? যদি কিছু বলতে চাও বলে ফেল। এরপর ঘরে যাও। ঘরে সকলেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার মা পেরেশান হচ্ছেন যে খানা খেতে এল না কেন? আমি সাহস করে মাথা উঠালাম এবং সৈয়দ সাহেবকে বললাম, মিঞা সাহেব! এখন আপনি আমাকে সেই ময়লা-

আবর্জনার মধ্যে কেন পাঠাচ্ছেন? যখন সাথে বসিয়ে খাইয়েছেন তখন ব্যাস মুসলমান করে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিন। মাওলানা সাহেব জওয়াব দিলেন যে, বেটা! তুমি তো আমাদেরই তো আছ। তোমার কি এটা জানা নেই যে, তুমি ও আমি এক মা-বাপের সন্তান এবং তুমি আমাদের রক্ত সম্পর্কিত ভাই কিংবা ভাতিজা। অবশ্যই একই খান্দান ও একই পরিবারের লোকদের এক খোদার বান্দা হয়ে এক ইসলামের আইন অবশ্যই মানা উচিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই আইন ইসলামের আকৃতিতে আমাদের জন্য এনেছেন এবং যিনি উঁচু-নীচু ও জাত-পাতের ব্যবস্থাকে এসে পায়ের নিচে দলেছেন তা মানা তোমার জন্যও এতটাই জরুরী যতটা জরুরী আমাদের জন্য। তুমি খুব ভাল চিন্তা করেছ। ব্যস, তুমি ইচ্ছা করেছ যখন তখন মুসলমান তো তুমি হয়েই গিয়েছ। কিন্তু আমরাও সাক্ষী হই এজন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থে তোমাকে বলছি যে, দু'লাইনের সেই কলেমা তুমি পড়ে নাও। আমি বললাম, জী, আমাকে পড়ান। মাওলানা সাহেব আমাকে কলেমা পড়ালেন এবং হিন্দী ভাষায় তার অর্থ আমাকে বলে দিলেন ও বলালেন। এরপর বললেন, নাম বদলানো জরুরী নয়। কিন্তু তারপর যদি নামও বদলাতে চাও তাহলে বল। আমি বললাম, না জী, নাম অবশ্যই বদলে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি তোমার নাম মুহাম্মদ আহমদ রাখছি। মুহাম্মদ ও আহমদ আমাদের নবী (স.)-এর নাম। তুমি যেহেতু এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত উঁচু-নীচু ব্যবস্থাধীনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছ, এখন ইসলামে তোমার জন্য সবচেয়ে সম্মানিত বরং দুই নাম মিলিয়ে সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় নাম রাখছি এবং আমাকে জামা'আতে যাবার পরামর্শ দিলেন।

প্রশ্ন. এরপর কী হল?

উত্তর. সন্ধ্যায় ঘরে চললাম। কিন্তু সেখানে আমাকে ভীষণ ছোট মনে হতে লাগল। সারা রাত বিভিন্ন খেয়ালের ভেতর আমার ঘুম এল না। পরদিন আমি কাজে গেলাম। সৈয়দ সাহেব আমাকে জামা'আতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ঘরের লোকদের এ কথা বল যে, আমাকে আমার মালিক সোয়া মাসের জন্য বাইরে পাঠাচ্ছেন। আমি জামা'আতে চলে গেলাম। মারকাযের সামনে থেকে কিছু কিতাবাদি ও বই-পুস্ত্তক হিন্দী ও ইংরেজিতে সৈয়দ সাহেব আমাকে কিনে দিলেন। আলীগড় জামা'আতের

সাথে মুরাদাবাদে আমাদের সময় লাগে। সকলেই শিক্ষিত লোক ছিলেন। আমার সময় খুব ভাল কাটে। জামা'আতে সময় লাগিয়ে যখন মারকাযে ফিরে আসি তখন সৈয়দ সাহেব (যাকে আমি আব্বী বলি,) আমাকে নেবার জন্য মারকাযে আসেন, আমাকে নিয়ে বৃহত্তর কৈলাশে পৌঁছেন। সাথে খানা খাওয়ান। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন? আমি আমার পারিবারিক অবস্থা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কোথাও ভর্তি করিয়ে দেব? আমি বলি, যদি কোথাও ব্যবস্থা হয়ে যায় তবে আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? অতঃপর আল্লাহর কৃপায় সৈয়দ সাহেবের সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তি হয়ে যায়। আমি বি.এ. অনার্স করি এবং আলহামদুলিল্লাহ বিএতেও প্রথম বিভাগ পাই। এরপর আমি ইংরেজিতে এম.এ. করি। এ সময় আমি নওয়াইডা ফ্যাক্টরীতে যেতে থাকি। এম.এ. ১ম বছরে একদিন সন্ধ্যায় সৈয়দ সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলতে থাকেন যে, তুমি যদি রাজী হও ও কবুল কর তাহলে আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। আমি হতচকিত হয়ে যাই যে, ইনি কী বলছেন? আমি চুপ হয়ে যাই। তিনি বলেন, আজ রাতেই তোমার বিয়ে হবে। এশার নামাযের পর কিছু লোক একত্র হল। সৈয়দ সাহেব নিজেই আমার বিয়ে পড়ান এবং লোকদেরকে বলেন, মেয়ের বাপ যদি বিয়ে পড়াতে পারেন তাহলে তিনিই বিয়ে পড়াবেন। মদীনার খেজুর বিয়ের পর বিতরণ করা হয়। রুখসতী অনুষ্ঠান পরে হবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বিয়ের পর সারা রাত আমি চিন্তা করতে থাকি আসলে এ আমি কোন জগতে আসলাম। ২০০৩ সালের ১০ জানুয়ারি আমার বিয়ে হয় এবং ঐ বছরই মে মাসে রুখসতী হয়। রুখসতীর পর আমাদের উভয়ের জন্য আব্বু সাহেব ওমরার প্রোগ্রাম বানান। ওমরায় আমার অবস্থা ছিল আশ্চর্য ধরনের। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছবার পর রওযা আতহারে আমার আরেক আশ্চর্য অবস্থা ঘটে। আমার ধারণা ছিল এই গোটা নুতন জগত আমার সেই মুহসিন নবী (স.)-এর কদম মুবারকের সদকা। মন চাচ্ছিল ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আবেগে জীবনটাই বিলিয়ে দিই। আমি তখন পর্যন্ত দাড়ি রাখিনি। রওযা মুবারকে হাজির হয়ে মনে হল আমার নবী (সা.) আমাকে মুশরিকদের সূরতে তাঁর এই উম্মতকে দেখছেন। আমি সে সময় দাড়ি রাখার অঙ্গীকার করি।

হারাম শরীফের ইমামদের কুরআন শরীফ পাঠ শুনে আমার দিল খুব

প্রভাবিত হত। আমি অনুভব করলাম যে, এটাও কোন বন্দেগী যে, আমি আমার মালিকের কালাম বুঝতে পারব না? আলহামদুলিল্লাহ! কুরআন শরীফ নাজেরী তাজবীদ সহকারে এম.এ. পড়াকালে পড়ে নিয়েছিলাম এবং ভালভাবে উর্দূও শিখেছিলাম। আমি আরবী শেখার সংকল্প করি এবং মদীনা মুনাওয়ারায় একজন মাওলানা সাহেবের কাছে এর বিসমিল্লাহও করি। আলহামদুলিল্লাহ! এই ওমরার সফর বড় মুবারক ছিল। আমি কয়েকবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে যিয়ারত করি। একবার আমি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ (সা.)-র কদম মুবারক জড়িয়ে ধরি এবং খুব চুমু খাই। ঐ বছর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের উভয়ের হজ্জ সফরও নসীব হয়। পি.এইচ.ডি.তে আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ ২০০৩ সালের ঐ বছরই আমার গবেষণা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আ. আ. : আপনি কোন বিষয়ে পি.এইচ.ডি. করেছেন এবং শিরোনাম কী ছিল?

উত্তর. আমি জে.এন.ইউ. থেকে ইংরেজীতে পি. এইচ. ডি. করেছি আর আমার পি.এইচ,ডির শিরোনামও ছিল খুব প্রিয়। এজন্য আমাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চাপ সৃষ্টি করতে হয়। আমার পিএইচডি'র শিরোনাম ছিল : 'মানবতা ও সভ্যতার ওপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-র অবদান ও অনুগ্রহ।'

প্রশ্ন. আপনার পি. এইচ. ডি. কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

উত্তর. জী, আলহামদুলিল্লাহ! প্রায় শেষ হয়ে গেছে! ভাইভার একটি পর্যায় শেষ হয়েছে। একটি বাকী আছে।

প্রশ্ন. আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর আচার-আচরণ ও ব্যবহার কেমন?

উত্তর. তিনি খুব দীনদার ও ধর্মভীরু মেয়ে। চার বছর চাকুরীকালে আমি কোনদিন তাঁকে দেখিনি। একজন দীনদার মহিলা হিসেবে তিনি আমাকে তাঁর স্বামী মনে করেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমার জন্য সবচেয়ে বড় মুজাহাদা ছিল কষ্টের ব্যাপার ছিল তাঁকে স্ত্রী মনে করা। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হত, ইনি আমার নবী (সা.)-র বংশধর। আলহামদুলিল্লাহ! আমি কখনো তাঁর কাছে পানিও চাইনি তাঁর সেই সম্মানের কারণে। দাওয়াতী মেযাজ পোষণ করেন। মাওলানা সাহেবের

সমস্ড় দাওয়াতী বই পড়েন। আমার যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত আবেগ উথলে ওঠে আমি তখন বেএখতিয়ার তাঁর পা ধরে চুমু খাই যে, তাঁর পায়ে আমার নবীর রক্ত রয়েছে। প্রিয় নবীর আলোচনা ও স্মরণ তাঁর খেয়াল আমার জীবনের আশ্রয় ও অবলম্বন। তাঁর রহমাতুল্লিল আলামীনের যেই ছায়া আমার জীবনের ওপর আছে তা সম্ভবত আর কারুর নসীব হয়নি। হায়! যদি বিশ্বস্ড় মানবতাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত তাহলে মানবতা জুলুমের অন্ধকার থেকে বের হতে পারত। এই তো কিছু দিন আগে ডেনমার্কের অজ্ঞ ও আহমকদের ঘটনা ঘটল। নিজেদেরকে উন্নত মনে করে যেসব পশ্চিমা ও ইউরোপের লোকেরা কী ধরনের নীচু ধরনের কাজ করতে থাকল। আমি বলতে পারব না আমার কী কষ্ট হয়েছে! আমি কান্না ভারাক্রান্ত কণ্ঠে দোআ করেছি, আমার আল্লাহ! ঐ সব আহমক আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর কোটি কোটি সালাম তাঁর ওপর ও কোটি কোটি দরূদ, শান তারা বোঝেনি। আমার আল্লাহ! আপনি তাদেরকে শাস্ড়ি দিন। আমার আশা যে, দুনিয়া ঐসব হতভাগাদের পরিণাম অবশ্যই দেখবে। আগুন তাদের গ্রাস করবে। কয়েকবার আমি উঠে বসে যাই। আমার নবী (স.)-এর অবমাননাকারীদের আল্লাহর যমীনের ওপর থাকার অধিকার নেই। মন চায়, এখনই উঠে হাঁটা শুরু করি এবং ঐসব আহমককে জুতার নিচে পদদলিত করি। একদিন মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছি। মাওলানা সাহেব বলেন, এই অবমাননার জন্য একদিক দিয়ে দায়ী আমরা মুসলমানরাও। আমরা রসূলে রহমত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুনিয়াবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিইনি। তখন আমারও অপরাধবোধ জাগল এবং ক্রোধের মাত্রা কিছুটা কমল। তারপরও আমার প্রভু প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাশা যে, ঐসব হতভাগারা অবশ্যই এই দুনিয়াতেই এর খারাপ পরিণতি দেখবে।

প্রশ্ন. আপনি আরবী পড়ার কী করেছেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! দৈনিক দু'ঘণ্টা করে আরবী পড়ছি। আল্লাহর শোকর যে, পুরো কুরআন শরীফ উপলব্ধিতে আসছে। শায়খ সুদাইসি ও শায়খ শুরায়ম উভয়ের উচ্চারণ ভঙ্গিতে কুরআন শরীফ পড়তে পারি। আমি কুরআন শরীফ হিফ্জ করতেও শুরু করেছি এবং চার পারা মুখস্ড়

করেছি। এবার নওয়াইডা মসজিদে জুমু'আর নামাযও পড়িয়েছি। মাওলানা সাহেব আমাকে পীড়াপীড়ি করলেন। আমিও সৌভাগ্য মনে করে কবুল করে নিলাম।

প্রশ্ন. আপনাকে দেখে আদৌ মনে হয় না যে, আপনি নতুন মুসলমান এবং আপনাকে সবাই মাওলানাই মনে করে।

উত্তর. আপনি ঠিকই বলেছেন। অধিকাংশ মানুষ আমাকে মাওলানাই বলে। আমি ওযরখাহি করি যে, আমি তো মাওলানার পায়ের ধূলোও নই।

প্রশ্ন. আপনি যখন আয়নায় নিজেকে দেখেন তখন কেমন লাগে?

উত্তর. আমার নিজেকেই নিজের মুখে চুমু দিতে ইচ্ছা জাগে। খেয়াল জাগে, আমার নবী (সা.)-এর অনুসরণে এই চেহারা। এটা মনে হয় না যে, আমি হতভাগার চেহারা! আমার আল্লাহ আমার অবয়ব ও আকৃতিকে সুইপার থেকে সৈয়দ বানিয়ে দিয়েছেন। অনৈসলামী অবয়ব ও আকৃতিতে আমার যে কোন লোককে মনে হয় ইসলাম-পূর্ব আমার সুইপারের চেহারা ও অবয়ব-আকৃতি।

প্রশ্ন. কিন্তু কাউকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করা তো উচিত নয়।

উত্তর. আপনি সম্ভবত জানেন যে, আমরা উভয়ে মাওলানা সাহেবের বায়আত। আলহামদুলিল্লাহ! কোন কাফিরকেও অবজ্ঞা করি না। কাউকে অনৈসালামী অবয়ব-আকৃতিতে দেখলে বিশেষ করে কোন মুসলমানকে ভেতর থেকে দোয়া বেরিয়ে আসে, প্রভু হে! অভ্যন্তরীণভাবে তো এই লোকটি মুসলমান বাহ্যিকভাবে অর্থাৎ বেশ-ভূষায়ও তাকে মুসলমান বানিয়ে দাও এবং তাকে বুঝিয়ে দাও যে, সুইপারের অবয়বের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা নিহিত নাকি সৈয়দের চেহারা সূরতের মধ্যে?

প্রশ্ন. ঘরের লোকদের ব্যাপারে আপনি কিছু কাজ শুরু করেছেন কি?

উত্তর. আসলে লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ড়তা ছিল বেশি। তথাপি দাওয়াতের ব্যাপারে একেবারে গাফিল ছিলাম না। আমার মা এবং এক বোন মুসলমান হয়েছেন এবং আমরা নওয়াইডাতে এক পরিবার বানিয়েছি। এ বছর আমার ওমরাতে যাবার ইচ্ছা আছে। এরপর আমরা উভয়ে দাওয়াতের জন্য জীবন উৎসর্গ করব। আমার মুহতারামা স্ত্রী একজন অত্যন্ত উৎসাহী দা'য়ী মহিলা। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর কয়েকজন বান্ধবী মুসলমান হয়েছেন এবং তিনি তাঁর পিতার খরচে তাদের বিয়েও দিয়েছেন। প্রত্যহ এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ এবং এক মনযিল

কুরআন মজীদ তেলাওয়াত তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।

প্রশ্ন. আপনার মা'মূলাতের অবস্থা কি?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চলেছি। রাতে ঘুমুবার আগে এক হাজার বার দরূদ শরীফ এবং এক মনযিল কুরআন হাকীম পুরো করি। আমরা উভয়ে জরুরী কর্তব্য মনে করি। আল্লাহ এর মধ্যে জান ও ইখলাস সৃষ্টি করুন।

প্রশ্ন. আপনি আরমুগানের পাঠকদের কোন পয়গাম দিতে চাইবেন কি?

উত্তর. আমাদের দেশে পঞ্চাশ কোটি দলিত আছে। বাংলাদেশে পঞ্চাশ লক্ষ দলিত আছে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে দেড় শ' কোটি লোক আছে তারা যারা জাত-পাতের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার শিকার ও নিপীড়িত। তারা সকলেই আমার মত কেবল একবার এক সঙ্গে খাবার ও খাওয়াবার জন্য হাপিত্যেস করছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণকে এর প্রকৃত অর্থে যদি তাদের পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এবং একটু ইসলামী আন্দাযে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরা যায় তাহলে এই বিশাল ও বিপুল জনগোষ্ঠী উভয় জগতে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। আমরা ফুলাতে দেখেছি পরিচ্ছিন্ন কর্মী জমাদার ও কাজ করনেওয়ালা কর্মী শ্রমিক দলিত মজুর মাওলানা সাহেবের পাশাপাশি বসে চা পান করছে, নাশতা করছে এবং আল্লাহর শোকর হেদায়াত পাচ্ছে। কেবল দলিত ও পশ্চাদপদ এবং কালো লোক কেন ইসলাম তো সমগ্র দুনিয়ার নিপীড়ন সর্বস্ব ব্যবস্থাপনার প্রতিষেধক। গোটা মানব জাতির কাছে ইসলাম এবং দয়ার নবী করুণার ছবি (সা.)-এর পরিচয় তুলে ধরা আমাদের (মুসলমানদের) কর্তব্য মনে করা উচিত।

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। পরিশেষে শায়খ শুরায়ম-এর উচ্চারণ ভঙ্গিতে আপনার কুরআন তেলাওয়াত শুনতে চাই। (আপনি কারীদের মধ্যে কার তেলাওয়াত বেশি পসন্দ করেন?)।

উত্তর. আমার শায়খ শুরায়ম-এর তেলাওয়াত বেশি পছন্দের এবং তাঁর প্রতি আমি বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করি। একেতো তিনি খুবই সহজ-সরল ও সাদা-সিধে মেযাজের মানুষ। উপরন্তু তিনি ভেতরে ভেতরে চুপসে যাচ্ছেন। হাদীছে যে বলা হয়েছে খোশ লেহান হল এই, ক্বারীর আওয়াজ

ও উচ্চারণ ভঙ্গি থেকে অনুভূত হবে, কুরআনের ভাব গাম্ভীর্য ও মর্যাদার চাপে তিনি চুপসে যাচ্ছেন। শায়খ শুরায়ম-এর তেলাওয়াতে এটা পাওয়া যায় যেন কুরআনের ভীতিকর প্রভাবে তাঁর আওয়াজ চুপসে যাচ্ছে। (এরপর তিনি শায়খ শুরায়মের অনুকরণে আ'ঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ থেকে নিয়ে সূরা মুদ্দাছছির শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন)।

প্রশ্ন. সুবহানাল্লাহ! মুহাম্মদ আহমদ ভাই। আপনি চমৎকার তেলাওয়াত করেছেন। কুরআন মজীদের সঙ্গে আপনার এমন পর্যায়ের সম্বন্ধ বহুত মুবারক হোক।

উত্তর. আহমদ ভাই! আপনার মুবারক হোক। আমাদের মুবারক হোক। কুরআন মজীদ মুবারক হোক। ইসলাম মুবারক হোক। কুরআন মজীদের শব্দ সমষ্টি মুবারক হোক। এর উচ্চারণ ভঙ্গি মুবারক হোক। এর যবান মুবারক হোক। এর রসুল (সা.) মুবারক হোক। এর হেদায়াত মুবারক হোক। এর শিল্পমালা মুবারক হোক। নিঃসন্দেহে শত-সহস্র মুবারক। যমীনবাসী মুবারক। গোটা সৃষ্টিজগত মুবারক। বিশেষ করে আপনি মুবারক হোন। আপনার পরিবার মুবারক হোক। নবী (সা.)-এর ফয়েজ মুবারক। কুরআনী দাওয়াতের তৌফীক মুবারক। আল্লাহর কাছে আপনার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মুবারক হোক। আপনার আরমুগান মুবারক হোক। আরমুগানে দাওয়াত মুবারক। ছাদিয়ায়ে দাওয়াত মুবারক। তোহফায়ে দাওয়াত মুবারক (অত্যন্ত কান্নারত অবস্থায়)।

প্রশ্ন. আচ্ছা মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব। বহুত বহুত শুকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর. মাসিক ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, জুলাই, ২০০৬ ইং

গুজরাটের সুহায়ল সিদ্দিকী (যুবরাজ সিংহ) এর একটি সাক্ষাৎকার

একজন মানুষ সফর করে, ভ্রমণ করে, রেল ভ্রমণ, দু'-তিন ঘণ্টার ভ্রমণ। কখনো কখনো রেলে চেকিং হয়। অন্যথায় যখন স্টেশনে নেমে যাত্রী গেট অতিক্রম করে ঘরে ফিরতে উদ্যত হয়, তখন টিকিট চেক হয়। (তদ্রূপ) এই দুনিয়ার রেল থেকে আপন ঘর পরকালে ফেরার পথে সেখানকার দরজায় অবশ্যই টিকিট চেকিং হয় আর এখানকার টিকিট ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে টিকিটবিহীন যাত্রীর ন্যায় মানুষ নরক (জাহান্নাম)-এর জেলের মুখে যাবে। এজন্য আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ যেন এই টিকেট সংগ্রহ করতে উৎসাহী হয় সেজন্য বলা তো দরকার। ইসলাম এমন এক সত্য যে, যদি তা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে সকলের অবস্থা আমার ন্যায় পাল্টে যাবে। আমাদের মুসলমানদের এটা বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। যার পরকাল এবং জান্নাত-জাহান্নামের ওপর বিশ্বাস না হয়, সে আমার দিল্‌কে জিজ্ঞেস করে নিক যে, জাহান্নাম কত বড় বিপজ্জনক জায়গা।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ সুহায়ল : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. সুহায়ল ভাই, আমাদের এখান থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক দাওয়াতী ম্যাগাজিন বের হয় আপনি তা জানেন। এতে ইসলাম গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের আত্মজীবনী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আব্বুর নির্দেশ যে, আমি আপনার থেকে এজন্য একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এজন্য আপনাকে ভেতরে ডেকেছি।

উত্তর. ভাই আহমদ, অবশ্যই। আমার নিজেরই ইচ্ছা যে আমার মতো হতভাগার ওপর আল্লাহর অপার করুণার কাহিনী লোকে পড়ুক, যাতে লোকের উপকার হয়।

প্রশ্ন. আপনি আপনার বংশগত ও পারিবারিক পরিচয় দিন।

উত্তর. আমি গুজরাটের মাহসানা জেলার একটি গ্রামের ঠাকুর জমিদার পরিবারের সন্তান। আমার পুরানো নাম যুবরাজ সিংহ হিসেবেই লোকে আমাকে জানে ও চেনে। পরে পণ্ডিতেরা আমার রাশির জন্য বিখ্যাত নাম সরিয়ে আমার নাম রাখে মহেশ। কিন্তু যুবরাজ নামই মশহুর হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট আমার জন্ম তারিখ। আমাদের নিজেদের পারিবারিক কলেজ আছে। এ. জে. জসপাল ঠাকুর কলেজ। এতে আমি বি.কম. পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। আমার এক ভাই ও এক বোন আছে। আমার ভগ্নিপতি একজন বড় নেতা। মূলত তিনি বি. জে. পি.'র লোক। স্থানীয় রাজনীতিতে নিজের ওজন বাড়াবার জন্য তিনি এ বছর কংগ্রেস থেকে নির্বাচন করেন এবং বিজয়ী হন।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর. গোধরা ঘটনার পর ২০০০ সালের দাঙ্গায় আমাদের আট বন্ধুর একটি দল ছিল যারা এ দাঙ্গায় অত্যন্ত উৎসাহভরে অংশ নিতাম। আমাদের এলাকায় পশুত্ব ও বর্বরতার উলঙ্গ নৃত্য চলছিল। আমাদের গ্রাম থেকে ১৫ কি.মি. দূরে সুন্দরপুর গ্রামে ৬০/৭০ জন লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আমরাও তখন যৌবনের উন্মাদনায় বাহাদুরী ভেবে এতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের বাড়ির কাছেই গ্রামে একটি ছোট্ট মসজিদ ছিল। লোকে বলত এটি এক বিরাট ঐতিহাসিক মসজিদ। পীর হামদানী নামে একজন বড় পীর এটি নির্মাণ করেছিলেন। গুজরাটের লোকেরা তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের গ্রামের এই মসজিদটি ধ্বসিয়ে দিতে হবে। আমরা আট বন্ধু এই উদ্দেশ্যে যাই। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা মূল মসজিদ ধ্বসাতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল আমাদের কোদাল লোহার নয়, কাঠের তৈরি। নিরুপায় হয়ে আমরা বাইরের দেয়াল ভাঙতে শুরু করলাম। যা মাত্র বছর কয়েক আগে গ্রামের লোকেরা গেঁথেছিল। এই দেয়াল ধ্বসিয়ে আমরা ভাবলাম যে, এই মসজিদ জ্বালিয়ে দিতে হবে। পেট্রোল আনা হল। পুরনো কাপড়ে পেট্রোল ঢেলে মসজিদ জ্বালাবার জন্য আমাদের এক সাথী আগুন ধরালে সেই আগুন তার নিজের কাপড়েই লেগে যায় এবং সেখানেই পুড়ে মারা যায়। আমি এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যাই। আমরা সাথীরা চেষ্টা চালাই অন্তত কিছুটা হলেও মসজিদের ক্ষতি করতে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমার আরও চার বন্ধু আকস্মিকভাবে একের পর এক মারা যায়। তাদের মাথায় ব্যথা হত।

এরপর সেই ব্যথায় ছটফট করে মারা গেল। আমি ছাড়া আর দুই বন্ধু পাগল হয়ে যায়। আমি ভীত হয়ে পড়ি। ভয়ে-আতংকে আমি পালিয়ে বেড়াতে থাকি। রাতের বেলায় আমি সেই ভগ্নপ্রায় মসজিদে গিয়ে কাঁদতাম যে, হে মুসলমানদের ভগবান! আমাকে ক্ষমা করে দাও। মসজিদের মেঝেয় মাথা ঠুকতাম আর কাঁদতাম। এ সময় আমি অনেক স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নে স্বর্গ-নরক (জান্নাত ও জাহান্নাম) দু'টোই দেখতাম।

প্রশ্ন. জান্নাত-জাহান্নাম কিভাবে দেখা দিত? দু'একটি স্বপ্নের কতা আমাদেরকে বলুন।

উত্তর. একবার দেখি, আমি নরকে। সেখানে একজন দারোগা আছে। সে আমার ঐ সব সাথীকে যারা মসজিদ ধ্বসাতে আমার সাথী ছিল তার জল্লাদদের দ্বারা শাস্ড়ি দিচ্ছে। আর শাস্ড়ি হল এই! লম্বা লম্বা লোহার কাঁটার জাল। এর ওপর ফেলে তাদেরকে টানা হচ্ছে। এতে করে তাদের শরীরের চামড়া ও মাংস ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত খুলে যাচ্ছে। এরপর আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার তাদের উল্টো করে টাঙানো/ লটকানো হল এবং নিচে আগুন জ্বালানো হল, যা মুখ থেকে ওপর পর্যন্ত গ্রাস করল। দেখলাম, দু'জন জল্লাদ তাদেরকে হান্টার দিয়ে পিটাচ্ছে আর তারা কাঁদছে, চিৎকার করছে আর বলছে, আমাদের মাফ করে দাও। আমরা আর কোন মুসলমানকে মারব না, কোন মসজিদ ধ্বসাব না। দারোগা তখন উত্তেজিত হয়ে বলছে, তওবার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর আর কোন তওবাহ নেই। এ ধরনের ভয়াবহ ও ভীতিকর দৃশ্য প্রত্যেক দিন দেখতাম। ভয়ে ও আতংকে আমি তখন পাগলের মত হয়ে যেতাম।

এরপর স্বপ্নে আমাকে স্বর্গ (জান্নাত) দেখানো হত। দেখতাম, দুধের বড় পুকুর বরং তার চেয়েও প্রশস্ড় বড় নদী। সেই নদী দিয়ে দুধের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সুদৃশ্য সেই স্রোত। একটি নদী মধুর। একটি ঠান্ডা পানির। এত স্বচ্ছ ও সুনির্মল যে, এতে আমি আমার ছবি দেখেছি। আরেকটি নদী শরাবের। আমি বললাম, শরাব তো খারাপ জিনিস। আমাদের পরিবারে শরাব খুব খারাপ মনে করা হয়। উত্তর আসল, এ পাক-পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত শরাব। এ পান করে কেউ উন্মত্ত হয় না, নেশাগ্রস্ড় হয় না। একবার দেখলাম খুব সুন্দর একটি গাছ। এত বিরাট ও বিশাল যে, হাজার হাজার লোক তার ছায়ায় স্থান পেতে পারে। কখনো খুব সুন্দর বাগান দেখতাম এবং সব সময় সেখান থেকে আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

ধ্বনি তিনবার ভেসে আসত। আমার ভাল লাগত না। আমি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আকবার না বললে আমাকে তুলে স্বর্গ থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হত। আমার ঘুম ভেঙে যেত। দেখতে পেতাম বিছানার নিচে পড়ে আছি।

একবার আমি স্বর্গ দেখলাম। আমি তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললাম। সেখানে বহু বালক-বালিকা। তাঁরা আমার খেদমতে লেগে গেল। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হয়। গুজরাটে দাঙ্গা হতে থাকে। কিন্তু এবার আমার ভেতর থেকে মনে হত যেন আমি মুসলমান। যখন মুসলমানদের এসব দাঙ্গায় মারা যাবার খবর পেতাম আমি মনে খুব দুঃখ পেতাম। মনটা খুব ব্যথিত হত। একবার বিজাপুর যাই। সেখানে একটি মসজিদ দেখতে পাই। সেখানকার ইমাম সাহেব ছিলেন সাহারনপুরের। তিনি মাওলানা কালীম সাহেবের সঙ্গে হরিয়ানার কাজ করেছেন। আমি তাঁকে আমার অবস্থা গোটাটাই খুলে বলি। তিনি বলেন, আল্লাহ আপনাকে ভালবাসেন। তিনি যদি আপনাকে ভাল না বাসতেন তাহলে আপনার সাথীদের মত আপনাকেও জাহান্নামে জ্বালাতেন। আপনি তাঁর রহমতের মূল্য দিন, কদর করুন এবং ইসলাম কবুল করুন। তিনি বললেন, বাবরী মসজিদ শহীদ করতে সর্বপ্রথম যে দুই যুবক কোদাল চালিয়েছিল তারা আমাদের মাওলানা (কালীম সিদ্দিকী) সাহেবের হাতে মুসলমান হয়েছেন। সম্ভবত আপনাকেও আল্লাহপাক হেদায়াত দানপূর্বক সত্যিকারের পথের ওপর আনতে চান, এখন আর দেরি করা উচিত নয়। হরিয়ানার দুই-একজন ডাকাতের মুসলমান হবার কাহিনীও তিনি আমাকে শোনান। স্বপ্ন দেখার আগে ইসলামের কথা শুনলে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হতাম। ঠাকুর কলেজে কোন মুসলমানকে ভর্তি হতে দিতাম না। কিন্তু জানি না কেন, ইসলামের সব কিছুই এখন ভাল লাগতে লাগল। বিজাপুর থেকে বাড়ি এলাম এবং সংকল্প নিলাম আমাকে মুসলমান হতে হবে, অন্যথায় আমার সাথীদের মত আমাকেও নরক যন্ত্রণায় শাস্ড়ি ভোগ করতে হবে।

আমি আহমদাবাদ জামে মসজিদে যাই ও ইসলাম কবুল করি। মাওলানা সাহেব বাড়ির লোকদের থেকে ইসলাম গোপন রাখার জন্য বলেন। আমি আহমদাবাদ থেকে 'রাহবরে নামায' (নামায নির্দেশিকা) নিয়ে আসি এবং তা থেকে নামায শিখতে ও মুখস্ড় করতে থাকি। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুখস্ড় ও সে মুতাবিক লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে শুরু করি। পরীক্ষার পর গ্রীষ্মের ছুটি হল। আমি জামা'আতে যাবার

প্রোগ্রাম তৈরি করি। বাড়ির লোকদের কাছ থেকে গোয়া ভ্রমণের টিকিট সংগ্রহ করি ও সেই টিকিটে আমার বন্ধুকে পাঠিয়ে আমি বরোদায় চিল্লা দিই। ফাযাইলে আ'মাল 'মরনে কে বাদ কিয়া হোগা (মৃত্যুর পর কী হবে?) ইত্যাদি পুস্ড়ক পাঠ করি। আমি যখন জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে পড়তাম তখন সে সব আমার চোখে দেখা মনে হত। আমি চিল্লা দিয়ে ঘরে ফিরে চুপিসারে নামায পড়তে থাকি।

একদিন আমাদের চাকর বীরেন্দ্র সিং আকস্মিকভাবেই দুধ নিয়ে আমার কামরায় এসে যায় এবং আমাকে নামায পড়তে দেখে ফেলে। সে আমার পিতাজী ও বাড়ির লোকদের জানিয়ে দেয় যে, ছোট বাবু তো মুসলমানদের মত নামায পড়ছিলেন। আমার পিতাজীর কিছুটা সন্দেহ আগেই হয়েছিল। আমি কলেজ থেকে আসতেই পিতাজী আমাকে দরজামুখে আটকে দেন এবং বলেন, আমরা জেনে ফেলেছি যে, তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। এখন তোমাকে হয় ইসলাম অথবা ঘর যে কোন একটা ছাড়তে হবে। এমন অধার্মিকের জন্য এই ঘরের দরজা খুলতে পারি না।

আমি যখন জামা'আতে ছিলাম তখন আমি ভাবতাম, ইসলামের জন্য যদি আমাকে দেশ ছেড়ে বুখারায়ও যেতে হয় তাহলে খুশীর সঙ্গে চলে যাব। আমি ভাবলাম যে, আল্লার শোকর, ইসলাম আমার শিরা-উপশিরায় বসে গেছে এভাবে যে, জান-প্রাণ ও ইসলামের মধ্যে কোন একটাকে ছাড়তে বলা হয়। আমাকে তাহলে জীবন পরিত্যাগ করা আমার জন্য সহজ হয়ে ইসলাম ছাড়ার কল্পনাও আমার জন্য মৃত্যুতুল্য। আমি ভাবলাম যে, আল্লাহর যমীনে আর কতদিন মাথা নীচু করে বেঁচে থাকব? মনচাহি জীবন ছেড়ে রবচাহি (অর্থাৎ আমার মন যেভাবে চায় সেভাবে নয় বরং আমার প্রভূ প্রতিপালক যেভাবে চান সেভাবে) জীবনের নামই তো ইসলাম! যখন মনচাহি ছেড়েছি তখন রবচাহির জন্য মনচাহি ছাড়া মুশকিল কিসের? আমি পিতাজীকে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, যদি এই কথা হয়, ব্যাপারটা এই হয় তাহলে আমি ঘর ছাড়ছি। ইসলাম ছেড়ে দেব এরূপ কল্পনাও বোকামী। এরপর আমার মোবাইল, আমার এটিএম ক্রেডিট কার্ড আমার থেকে কেড়ে নেয়া হল। আমি আহমদাবাদ পৌঁছি। সেখানে জোহাপুরা মসজিদে যাই। কিন্তু সেখানকার সকল লোকই ছিল ভীত। এজন্য সেখানকার লোকেরা আমাকে থাকার অনুমতি দিল না। সেখান থেকে দরিয়াপুর পুরান মারকাযে গেলাম। তারা আমার সার্টিফিকেট প্রভৃতি

দেখল। তারা ফোন করে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল। তারা যখন জানতে পেল যে, আমার পিতা সেখানকার বিখ্যাত বি.জে.পি.'র লীডার, যিনি বর্তমানে মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে তখন তারাও আমাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিল না এবং ওযরখাহি পেশ করল। আমার কাছে তখন খাওয়ার মত পয়সা ছিল না। আমি চা-বিস্কুট নিতাম এবং বিসমিল্লাহ পড়ে গভীর একীন নিয়ে খেতাম এবং দোআ করতাম, আমার আল্লাহ! আপনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। আমার এই চা ও বিস্কুটে তিনদিনের শক্তি দাও। আমার আল্লাহর শোকর। তিনদিন পর্যন্ত আমার খিদে লাগত না। একজন আমাকে পালনপুর পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে একজন হাজী সাহেব আমাকে বললেন যদি সোধপুর চলে যাও তাহলে সেখানে তোমার ব্যবস্থা হতে পারে। সোধপুর পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমাকে রাজস্থানে নিউ জয়পুর হোটেলে যা জয়পুর আজমীর হাইওয়ের ওপর অবস্থিত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হোটেলের মালিক যিকরু ভাই আমাকে ২৫ দিন সেখানে রাখেন। সেখানে নামায পড়তাম এবং আপন মর্জি মাফিক হোটেলের কিছু কাজও করতাম। অথচ তিনি আমাকে নিষেধ করতেন। তিনি আহমদ ভাই ডিলাক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ছিলেন মাওলানা কালীম সাহেবের একান্ত জন। তিনি আমাকে ফুলাত যাবার পরামর্শ দিলেন। ঠিকানা নিয়ে আমি দিল্লী আসি। প্রথম জামে মসজিদে পৌঁছি খেয়াল ছিল ইসলাম গ্রহণের সার্টিফিকেট বানাব যাতে লোকে সন্দেহ না করে। সেখানে জনৈক বুখারী সাহেব ইমাম। তিনি আমাকে জুমুআর দিন আসতে বললেন। যখন এখানে (ফুলাতে) এলাম তখন এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হল যেন আমি আমার নিজের বাড়িতে আছি।

প্রশ্ন. এখানে এসে বিশেষ কী বিষয় অনুভব করলেন?

উত্তর. এখানে আমরা সবাই মাওলানা সাহেবকে আব্বীজী বলি। আমি ফুলাত এসে সাহাবাদের যেসব কাহিনী 'হেকায়াতুস-সাহাবা'তে পড়েছিলাম এবং আমাদের নবী করীম (সা.)-এর জীবনের সকল অবস্থা চোখে দেখতে থাকি। কখনো কখনো ঘরের কথা মনে পড়ত। মাওলানা সাহেব সম্পর্কে জানতাম যে, তিনি আজ সফর থেকে এসে যাবেন। প্রথমে খুশী লাগত। মাওলানা সাহেব আসলেন। করমর্দন (মোসাফাহা) করলেন। কখনো গলাও জড়িয়ে ধরতেন। এতে করে আমার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত।

প্রশ্ন. ইসলাম গ্রহণের পর এখন কী অনুভব করছেন? আপনার কী ধারণা যে, আপনি যদি ইসলাম কবুল না করতেন তাহলে কী হত?

উত্তর. কুফরের ওপর মারা যাবার কল্পনাও আমার জন্য জাহান্নামের চেয়ে কম (যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর) নয়। ভাইটি আমার! আমার ওপর আল্লাহর দয়া ছিল। নইলে আমার সাথীদের থেকে আমি জাহান্নামের বেশি হকদার ছিলাম, বেশি উপযুক্ত ছিলাম। আমি জমিদারি ও মালদারির অহংকারে কত রকমের জুলুম করতাম। আল্লাহর যমীনের ওপর চলতাম, তাঁর দেওয়া খাবার খেতাম, তাঁর দেয়া শরীর দ্বারা তাঁর হক আদায় করতামনা শুধু তাই নয়, বরং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সব কাজ করতাম। আমি ইসলাম কবুল করার পর একদিন ঘরে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি দেখছিলাম। তার সামনে আমার মা প্রসাদ রেখেছিলেন। দুই-তিনটে পিঁপড়ে সেসব প্রসাদের কিছু কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর একটা কুকুর বাইরে থেকে এল। কুকুরটিও সেসব প্রসাদ খেল এবং চেটেপুটে খেয়ে পা তুলে সেখানে পেশাব করল। বিষ্ণুমূর্তি না ঠেকাতে পারল পিপড়েকে না কুকুরকে। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর খুব হাসলাম। নিজেকেই বললাম, সুহায়ল! যদি আমার আল্লাহ আমার ওপর মেহেরবান না হতেন এবং আমাকে তিনি হেদায়াত না দিতেন, পথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমিও বোকার মতই এই মূর্তির সামনেই মাথা নত করতাম। যখন কোন হিন্দু ভাইয়ের সাথে কথা বলতাম তখন আমার আরও আফসোস হত ও বিস্ময় লাগত। তারা বলত, দেখো! আমরা যেই ভগবানের মূর্তিকে পূজা করি সেতো আমাদের সাথে, আর মুসলমানরা যেই খোদার পূজা করে তাঁকে কে দেখেছে? আমি তাদের বলতাম, আচ্ছা! বল দেখি, যেই বাতাসের মধ্যে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তার ভেতর অক্সিজেন আছে কি নেই? তারা বলত, যদি অক্সিজেন না থাকত তাহলে আমরা তো মরে যেতাম। আমি বললাম, যেই অক্সিজেনের সাহায্যে তোমরা শ্বাস গ্রহণ কর তা কি তোমরা দেখেছ? তারা বলত, দেখিনি বটে, তবে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে অনুভব করি।

আমি বলতাম, অক্সিজেন না দেখে অনুভব কর, বিশ্বাস কর আর অক্সিজেন যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মালিককে অনুভব কর না, বিশ্বাস কর না! তোমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপর আফসোস! আমার ইচ্ছা, ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা হলে ওয়ার্ল্ড নিউজে আমি আমার কাহিনী লিখে পাঠাব। এজন্য

যে, আমাদের পরিবারকে গোটা এলাকায় সব দিক দিয়েই বড় মনে করা হয়। লোকে আমাকে দেখে মনে করত, 'তুমি তো স্বর্গে আছ, স্বর্গে থাক। ইসলামের নাম শুনলেই আমি জ্বলে উঠতাম। সম্ভবত যে শব্দটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণার ছিল তা ছিল মুসলমান। কিন্তু সত্য যখন এল, আর আমার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর থেকে পর্দা সরে গেল, তখন আমার ধারণা, আমার সত্যিকার মলিক কে, তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা না মেনে আমি কেমনতরো নরকে বেঁচে ছিলাম। এখন আমার কাছে যদি সবচেয়ে প্রিয় কোন শব্দ থেকে থাকে তাহলে সে হল ইসলাম। যদি কেউ আমার কাছে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য জীবন চায়, রক্ত চায়, তাহলে আমি মনে করি, তা হবে আমার জন্য পরম সৌভাগ্য। এই ভেবে আমি খুশী মনে দিয়ে দেব। এজন্য আমি মানুষের সামনে আমার কাহিনী শোনাতে চাই যাতে লোকে জানে এ ধরনের বড় ঘরের ছেলে কোন লোভে পড়ে তো এমত সিদ্ধান্ত নেবে না। ইসলাম সত্য বলেই তো ঘর-বাড়ি সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন. আপনি ঘরের লোকদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন কি?

উত্তর. রক্তের সম্পর্ক আবেগদীপ্ত সম্পর্ক হয়ে থাকে। আপন ঘরের লোকদের খুবই স্মরণ করি বরং ঘরের লোকদের চেয়েও বেশি তাদের মৃত্যুর কথা খুব মনে হয়। এখন তো আমার জন্য সেখানে যোগাযোগ করা সহজ নয়। হ্যাঁ, আমি দোআ করি। আমি আব্বুজীকে দোআর জন্য বলেছি। আমার বিশ্বাস আছে। তিনি ওয়াদা করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, তিনি দোআ করেন। আল্লাহ তাঁর দোআ অবশ্যই কবুল করবেন এবং ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমার পুরো পরিবার ইসলামের ছায়ায় আসবে। একদিন আমি আব্বীজি মাওলানা কালীম সাহেবকে বললাম, আপনি আমার বাপ, আমার গুরু সবকিছু। আপনার কাছে একটি জিনিস চাইব। আপনি দেবেন? আমার নাম মাওলানা সাহেব রেখেছিলেন সুহায়ল খান। আমার দিল চায়, আমার নাম আপনার সঙ্গে জুড়ুক। আপনি যখন আমার মা-বাপ বরং তার চেয়েও বেশি। কেননা মা-বাপ তো ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। অতএব আমি যদি সুহায়ল সিদ্দিকী লিখতে থাকি আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন। আশা করি, আমি যদি সুহায়ল সিদ্দিকী লিখতে থাকি তাহলে মাওলানা কালীম সিদ্দিকীর মত আল্লাহ আমাকেও মানুষে হেদায়াতের মাধ্যম বানাবেন। কমপক্ষে আমার পরিবারের জন্য

তো ইসলামের ফয়সালা হয়ে যাবে। আব্বীজি বললেন, বেটা! সত্যি কথা এই এখনও তো কালীম সিদ্দিকী নিজেও মুসলমান হয়নি। আসল কথা হল, আমাদের নবী করীম (সা.) আমাদেরকে সত্য সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের আগে প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। সেই খবর তো সত্য হতে হবে। নাম কালীম সিদ্দিকীর হচ্ছে। এ ধরনের হতভাগার সঙ্গে জুড়ে কী লাভ? আসলে এই সিদ্দিকী নিসবত হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রা.)-র দিকে যিনি কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই এতটুকু ইতস্ড়ত না করে প্রথম সুযোগেই আল্লাহর রসূল (সা.)-কে সত্য মেনেছেন। এজন্য তিনি সিদ্দিক হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। আপনি জান্নাত-জাহান্নাম স্বপ্নে দেখে ইসলামের সত্যতা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আপনি এই নিয়তে নিজেকে সুহায়ল সিদ্দিকী লিখুন। এরপর থেকে আমার নাম সুহায়ল খানের স্থলে সুহায়ল সিদ্দিকী বলি।

প্রশ্ন. মুসলমানদের জন্য কোন পয়গাম দেবেন কি?

উত্তর. একজন মানুষ সফর করে, ভ্রমণ করে, রেল ভ্রমণ, দু'তিন ঘণ্টার ভ্রমণ। কখনো কখনো রেলে চেকিং হয়। অন্যথায় স্টেশনে নেমে যাত্রী যখন গেট অতিক্রম করে ঘরে ফিরতে উদ্যত হয়, তখন টিকিট চেক হয়। (তদ্রূপ) এই দুনিয়ার রেল থেকে আপন ঘর পরকালে ফেরার পথে সেখানকার দরজায় অবশ্যই টিকেট চেকিং হয় আর এখানকার টিকিট হল ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে টিকিটবিহীন যাত্রীর ন্যায়। মানুষ নরক (জাহান্নাম)-এর জেলের মুখে যাবে। এজন্য আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ যেন এই টিকিট সংগ্রহ করে, করতে উৎসাহী হয় সেজন্য বলা তো দরকার। ইসলাম এমন এক সত্য যে, যদি তা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সকলের অবস্থা আমার মতো পাল্টে যাবে। আমাদের মুসলমানদের এটা বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। যার পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নামের ওপর বিশ্বাস না হয় সে আমার দিলকে জিজ্ঞেস করে নিক যে, জাহান্নাম কত বড় বিপজ্জনক জায়গা। (ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে) আল্লাহ বাঁচান! আল্লাহ বাঁচান! আর জান্নাত কেমন জায়গা। এর জন্য মানুষ কুরবান হোক।

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া। আসসালামু আলাইকুম।

উত্তর. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মসিক আরমুগান, এপ্রিল-মে, ২০০৬ইং

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার কয়েকটি প্রশ্ন

ইসলাম কাদের জন্য ?

মনে করুন! যদি কোন অমুসলিম ভাইকে প্রশ্ন করা হয়, বলুনতো দেখি ইসলাম কাদের ধর্ম? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে, এটা মুসলমানদের ধর্ম। যদি একই প্রশ্ন কোন মুসলমান ভাইকে করা হয়, তারাও একই উত্তর দিবে যে, এটা আমাদের ধর্ম। কিন্তু একটু বুকে হাত রেখে চিন্তা করি, আদৌ এই উত্তরটি কি সঠিক? আসুন এর বাস্ড়বতায় পৌঁছার জন্য আমরা কুরআনে হাকীমের মাঝে গভীর ভাবে চিন্তা করি।

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ সুব্হানাহু তা'আলা তাঁর ইবাদাতের হুকুম দিতে গিয়ে এরশাদ করেন।

ياايهاالناس اعبدواربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقرة২১)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা (ياايهاالناس) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হয় হে মানবগণ!। এখানে " الناس"শব্দের ভিতর রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সকলেই এই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। এখানে না আছে কোন যুগের শর্ত, না আছে কোন অঞ্চল নির্দিষ্ট। বরং সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন (ياايهاالناس) হে মানব সকল! পৃথিবীর '৬শত' কোটি মানুষ সকলেই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো ৬শত কোটি মানুষ সকলেই কি আল্লাহর ইবাদাত করে? অথবা কম পক্ষে এতটুকু কি তাদের জানা আছে যে, আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে? যদি উত্তর হয় "না"। তাহলে কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে অমুসলিম ভাইদের কাছে এ কথা পৌঁছানো হয়েছে কি? তাহলে এই দায়িত্বটি কার?

এমনি ভাবে যদি আমরা প্রশ্ন করি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাদের নবী? হিন্দু ভাইদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে তিনি মুসলমানদের নাবী। কারণ আমাদের অবতার তো শ্রী রামের রূপধারণ করে এসেছিলেন। তদ্রূপ খ্রিস্টান ভাইদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, তিনি হলেন মুসলমানদের নবী (সা.)। আমাদের নবী (সা.) হলেন ঈসা (আঃ)। ঠিক মুসলমানদের পক্ষ থেকেও উত্তর আসবে তিনি তো আমাদেরই নবী। এই উত্তরগুলো কি আসলেই সঠিক? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শুধু মুসলমানদেরই নবী ?

আসুন! আমরা কুরআনে হাকীম থেকে জানি, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে? কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

قل ياايهاالناس انى رسول الله اليكم جميعا.

হে নবী! আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকল মানুষের জন্য রাসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।

অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি, এদের সকলেরই নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো আদৌ তারা কি জানে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লণ্ঢাম তাদেরও নবী?

তদরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লণ্ঢামকে কুরআন দান করা হয়েছে। যদি হিন্দু ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কুরআন কাদের কিতাব? উত্তরে তারা বলবে এটা মুসলমানদের কিতাব। আমাদের কিতাবতো হলো গিতা, রামায়ন ইত্যাদি, খ্রিষ্টান ভাইয়েরা এমন প্রশ্নের উত্তরে বলবে আমাদের কিতাব তো হলো বাইবেল, আর কুরআন হলো মুসলমানদের কিতাব। ইয়াহুদীরা একই প্রকার উত্তর প্রদান করবে। এবার আমরা দেখি কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে।

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرة :১৮৫)

অর্থ. বরকতয় রমজান মাসে সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন অবতির্ণ করা হয়েছে। শুধু মুসলমানদের হেদায়াতের জন্য নয়। অর্থাৎ এই মহান পবিত্র গ্রন্থ সকল মানুষের জন্য হেদায়াত নামা।

এখন প্রশ্ন হলো ৪৮০ কোটি অমুসলিম ভাই-বোন তারা কি জানে যে এই কিতাব তাদের জন্যও পথ প্রদর্শক? এর উত্তরে আপনি নিজেই বলবেন, অবশ্যই তারা জানে না। আমরা জানি আমরা কি তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি?

একবার এক অমুসলিম ভাইকে বলা হলো, কুরআন তোমাদের জন্যও পথ প্রদর্শক, হেদায়াত নামা। সে খুবই আশ্চার্যের সাথে বলল, এটা যদি আমাদের কিতাব হতো তাহলে এতোদিন তোমরা আমাদেরকে দাওনি কেন? উত্তরে বলা হলো, এ কথা অধিকাংশ মুসলমানও জানে না। মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষকে অন্ধকার ও পথ ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানোর জন্য এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। শুধু মুসলমানদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। উল্লিখিত আয়াত তিনটিকে যদি একটু মনযোগ দিয়ে পড়ি তাহলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই আয়াতগুলিতে الناسশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো আমরা এভাবে বুঝতে পারি।

১. ইবাদাত (সকল মানুষের জন্য) ... **ياايهاالناس** اعبدواربكم الذي خلقكم

২. রিসালাত (সকল মানুষের জন্য) ... قل ياايهاالناس انى رسول الله اليكم جميعا

৩. কুরআন (সকল মানুষের জন্য) ... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

৪.মুসলিম (সকল মানুষের জন্য) .... اخرجت **للناس**

এর উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষকেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। চাই সে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যেই হোক না কেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের নবী।

এবং কুরআন পুরো দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য পথ পদর্শক। চাই সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন।

এখানেও সেই একই প্রশ্ন হবে, বাস্ড়বে এ সব কিছু কারা জানে?

কারা এর ধারক বাহক ? প্রকৃত পক্ষে আমরা মুসলমানরাই এ ব্যাপারে জ্ঞাত। আমরাই এর ধারক-বাহক। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন? কুরআনে হাকীম এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়।

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر..(العمران:১১০)

তোমরাই সর্বত্তোম জাতি। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যানের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করো।

অর্থাৎ বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। **১.** خير امة উত্তম জাতি **২.** الناس মানুষ। অর্থাৎ ১৫০কোটি মুসলমান যারা خير امةউত্তম জাতি। আর বাকী ৪৮০ কোটি অমুসলিম "মানুষ"এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৫০ কোটি মুসলমান خير امة উত্তম জাতি ৪৮০ কোটি অমুসলিম মানুষকে المعروف সৎকাজের আদেশ করবে এবং المنكر অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে।

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরগণ লিখেছেন: خير امة উত্তম জাতি হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত:-

১. امربالمعروفসৎকাজের আদেশ।

২.نهي عن المنكر অসৎকাজের নিষেধ।

৩. ايمان بالله আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

একটু চিন্তা করি আমরা কি এই তিনটি শর্তের উপর আমল করছি? যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে আমরা কি উত্তম জাতি? যদি 'না' হয়, তাহলে এই জাতিকে উত্তম জাতি বানানোর ফিকির করতে হবে কি-না? এ জন্য আমাদেরকে امربالمعروف এবং نهي عن المنكر অর্থাৎ ধর্মের দাওয়াত ও তাবলীগ করতে হবে। যদি আমরা এই জিম্মাদারী আদায় না করি তাহলে, আমাদের উপর আল্লাহর কঠিন শাস্ড়ি আসতে পারে ।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন উম্মতকে তার যিম্মাদারীর হক্ব আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন!! (অনুবাদক)

সমাপ্ত